তাসাওউফ
তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ

মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক
তাসাওউফ
তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ

[দু'টি বইয়ের সমষ্টি]

তাসাওউফের মূলতত্ত্ব
মুক্তী মাহমুদ আশরাফ উসমানী
উত্তায়, দারুল উলুম করাচী, পাকিস্তান

(১১-৪৮ পৃষ্ঠ)

তাসাওউফ ৪ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক
প্রধান, উচ্চতর উলুম হাদিস অনুষদ
মারকায়দাওয়াতিল ইসলামিয়া, ঢাকা
তত্ত্বব্যাখ্যক, মাসিক আল কাউসার
(৪৯-৩০৪ পৃষ্ঠ)

অনুবাদ
মাওলানা মুহিউর রহমান
উত্তায়, মারকায়দাওয়াতিল ইসলামিয়া, ঢাকা

আলমোহাল আকার
(অভিজ্ঞতা মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১ বাংলারাজার, ঢাকা-১১০০
পূর্ব কথা

খাদেম মিয়া উসমানীর উপর একটি তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তিকা। তাসাওফফ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নের জবাব এটি লিখিতে বিখ্যাত আমিনা দারুল উলুম করাচীর সূচনা মুহাম্মদ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদ আহমদ উসমানী। ব্যবহার জনাব সরোয়ার হোসাইন মুক্তির সাহেবের একটি একজন ভক্ত। তাই অনুরোধে মারকায়দাওয়াতিল ইসলামিয়ার পক্ষে এটি অনুবাদ করেন। উচ্চতর গবেষণামূলক উল্মুল হাদিস বিভাগের ওয়ারাজের ছাত্র বর্তমানে একই বিভাগের সহযোগী উপদেষ্টা। স্বাধীনতা মাওলানা মুক্তির উপন্যাস।

পুস্তিকাটির বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুবাদ করে মারকায়ের প্রকাশনা বিভাগ থেকে তামুসরানের নিদর্শন নেয়া হয়। যেহেতু পুস্তিকাটি কয়েকটি প্রশ্নের জবাবে লিখিত তাই তথ্য সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সম্ভব সম্ভব করার এটি সংক্ষিপ্ত। তাসাওফের বহু মৌলিক বিষয়াবলী এতে শান পাওয়া।

অন্য দিকে তাসাওফের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সমাজে দুঃখিত হচ্ছে স্পষ্ট ভাবে। এক দিকে কেউ কেউ বিষয়টিকে শরীয়তের কোন অঙ্গ হিসেবে মনে না নিয়ে তা ‘সরাসরি উল্লেখ দিচ্ছেন। আবার কতক জনক বিষয়টি নিয়ে মানাতিরিক্ত বাড়াবড়ি করেছেন। অর্থাৎ চরমপদ্ধ ও শিক্ষাপদ্ধ দুটিতে একত্রে বিবেচনা যা আলো কামায় হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় বিষয়টির সুউচ্চ পর্যালোচনা ভিত্তিক মৌলিক গুরু প্রায় অনুপস্থিত। এশুন্তাতে অনুন্নত করেই মারকায়দাওয়াতিল ইসলামিয়ার উল্মুল হাদিস অনুসন্ধান মৃশের (প্রধান) মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক সাহেবের মারকায় কর্তৃপক্ষ তাসাওফ বিষয়ে একটি মৌলিক গুরু রচনা করার অনুরোধ করে। মাওলানা আবদুল মালেক সাহেবের উপমহাদেশ এবং আরব বিশ্বের হাদিস ও ফিকহের সমকালীন কর্মকর্তা শ্রেষ্ঠ উল্লামায়ে করারের সাহচর্যে ধরা, আল্লাহ প্রদত্ত অসামান্য মুহাম্মদ অধিকারী। হাদিস, ফিকহ তথ্য উল্লেখ শরীয়তের উপর রয়েছে তার সূত্রপাত বিচিত্র। তার অসাধারণ দক্ষতা ও পোষ্টার স্বীকৃতি দিয়েছেন সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ।
এ সকল বিবেচনাতেই তাসাওরকে মত জতিল বিষয়ের একটি মৌলিক প্রশ্ন
লেখার প্রয়োগ অর্পন করা হয় তারই হাতে। আল্লাহ তারালার রহমতে
মওলানা তাঁর নামের প্রতি সু-বিচার করেছেন। তাসাওর বিষয়ের একটি
অসাধারণ কিতাব তৈরী করে ফেলেছেন তিনি।

এ কিতাবে রয়েছে চরমপথ ও শিখিল পথের মোকাবেলা কুরআন, হাদীসের
দৃষ্টিতে তাসাওরের সঠিক শর্য হাতীকে, পীর সাহেবের জন্যে শর্তবালী, শরীয়ত
ও তারীকদের মাঝে পরম্পর সংস্করণ, পীর-মুরীদের নাম তাহলা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য
অন্যবাদ বিষয়ের প্রভাবিত সম্প্রদায়ের আত্মবৃত্তির বিভিন্ন প্রক্রিয়া।
আমাদের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় এ ধরনের বিব্রতের প্রায় এই প্রথম।
অতএব আশা
করি বইটি পাঠকদের সঠিক পথ প্রদর্শন করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ যে, তাসাওর বিষয়ের উপরোক্ত দুটি কিতাবই মার্কায়মূদাওয়াতিল
ইসলামিয়ার দায়িত্ব তালিফ-এর পক্ষ থেকে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়া, কিন্তু
আর্থিক সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠিল না। এরু পক্ষে মার্কায়মূদাওয়াতিল
ইসলামিয়ার দায়িত্ব তালিফ-এর পক্ষে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়া, কিন্তু
আর্থিক সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠিল না। এরু পক্ষে মার্কায়মূদাওয়াতিল
ইসলামিয়ার দায়িত্ব তালিফ-এর পক্ষে প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়া, কিন্তু
আর্থিক সমস্যার কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠিল না।

বই দুটির ভাবগত দিকের সম্পাদনা করেছেন কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক
লেখক। ছাপা ও মূল্য যেন নির্ভুল হয় যে কোনো সম্ভাব্য প্রয়োজ্য। করা হয়েছে
নিরলস ভাবে। টান্যাই কিছু ভুল-প্রাপ্তি থেকেও যেতে পারে। সম্পাদিত পাঠকবর্দ
অবহিত করলে কৃতজ্ঞতার সাথে পরবর্তী মুদ্রণ তা ঠিক করে দেওয়া হবে
ইনশাআল্লাহ।

মহান আল্লাহ তায়আলা কিতাব দুটির লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদকবর্দ্দ এবং
প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদানে পুরস্কৃত করেন। কিতাব দুটিকে
মুসলমানের জন্যে হিদাযাতের ওঝীলা করেন এবং আমাদের সকলের নায়কের
জরিয়া করেন। আমিন।

বিশিষ্ট

তারিখঃ ১০/০৮/১৪২১ হিঃ ০৭/১১/২০০০ ইঃ

আবুল হাসান মুহাম্মদ আবুল্লাহ
পরিচালক
মার্কায়মূদাওয়াতিল ইসলামিয়া, ঢাকা
আনুবাদকের আরো রবুল আলামীনের অসংখ্য শোক আপনার করছি, যিনি অধ্যক্ষ তাসাওঁফ সংঘাত অতি গুরুত্বপূর্ণ দুটি কিতাব ৪ (তাসাওঁফ কী হাকিকতা) ‘তাসাওঁফের মূলতত্ত্ব’, (তাসাওঁফ ৪ এক ইলমী জায়ায়া) ‘তাসাওঁফ ৪ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা’ অনুবাদ সম্পাদনের আওতিক দান করেনেন।

অনুবাদটি মানগত দিক থেকে কৃতজ্ঞ উন্নত হয়েছে সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে বিষয়বস্তুর দিকে খেলাল করার আবেকন রয়ল সমাপিত পাঠকের প্রতি। কারণ দুটি কিতাবের লেখকের ধুমশ্রেষ্ঠ আলেমন্দের অন্যতম। পক্ষাবলীর অনুবাদের ক্ষেত্রে আমার সব হাতে খড়ি।

আশা করি পুনর্বার দুটি সাধারণ পাঠকদের তাসাওঁফ সংঘাত পিপাসা নিবারণে বিজ্ঞত ভূমিকা রাখবে এবং এ সম্পর্কে সাধারণ ধারণায় স্বচ্ছতা সৃষ্টি করবে ইহাদার্শ্বায়।

‘তাসাওঁফ ৪ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা’-এর গ্রহণের শ্রদ্ধেয় উদ্দেশ মুহতারাম মংগলাম মুহাম্মদ আবদুল মালেক সাহেবের কৃতজ্ঞতা আদায় করে শেষ করা যাবে না, তিনি অনুবাদটি অক্ষর অক্ষর শোনেছেন, পড়েছেন এবং অপরাধনী সংশোধন করেছেন। তাই আমি কিছু না হোক, একথা নির্দিষ্টায় বলা যায় যে, লেখকের ভাব ও উদ্দেশ্য এখানে পুরোপুরি ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

আর উদ্দেশ্যে মুহতারামের ওপীলায় অনুবাদটি সম্পাদন করেছেন বেশ
কর্মকর্তার আকাশের উল্লাসে কেরম। কিন্তু নিজের অযোগ্যতার কারণে অনুরাদী এখনও যথাযথ মান লাভ করতে পারেনি হয়ত। যদিও আমার পক্ষ থেকে চেষ্টা করেছি তোটি হয়নি। সম্মানিত পাঠকরূপে বই দুটিতে যা কিছু তাল পাবেন তার সকল কৃতিত্ব লেখক দ্বয়ের, আর কেন ভুল-প্রাতি পরিলক্ষিত হলে তা নিষ্ঠার আমায়। কোন স-যাদ পাঠক ভূল সম্পর্কে অবগত করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

পরিশেষে আসাতিয়ায়ে কেরম, মুনিববিয়ানে ইয়াম ও বদু বাঙ্গলদের কৃত্যকরতা আদায় করছি। তাদের নেক দুর্ভাগ্য সুদৃষ্টি ও সর্বাধিক সহযোগিতা না হলে বই দুটি আদে প্রকাশনার উপযুক্ত হত কি না সন্দেহ।

আল্লাহ তাআলা এ কাজের সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

আমির।

বিনন্দিত

মুন্তীন রহমান
মারকাবন্দাওয়াতিল ইসলামিয়া ঢাকা

১২ই শরাব ১৪২১হিজ
০৯/১১/২০০০ইং
সূচীপত্র
তাসাওউফের মূলতত্ত্ব

লেখকের কথা ................................................................. 13
প্রবসমূহ ................................................................. 14
লবাব ................................................................. 14
বুধিকা ................................................................. 15
তাসাওউফ ও সুলুকের উদ্দেশ্য ......................................... 16
কয়েকটি আখলাকে হামিদা ........................................... 17
সবর, শকর, ভাকাওয়া, ইখলাস ও রিয়া বিল কায়া
কয়েকটি আখলাকে রবীলা ........................................... 17
অহতকার, ক্রোধ, লোচ, হিংসা ও রিয়া
দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা .................................................... 18
তাসাওউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ......................................... 20
আত্মাগণ্ডির দুটি কাজ .................................................... 21
মুজাহিদ ................................................................. 22
নফেলের মাধ্যমে নেক্টার অনন্য শাইখের প্ররোজনীয়তা .................................................. 23
প্রশ্নপত্র
1- (ক) তাসাওউফের বিভিন্ন সিলসিলার মান কি .......................... 31
2- (খ-গ) মোট সিলসিলা কয়টি । সেগুলোর প্রতিষ্ঠা কায়া । ................. 32
3- বিভিন্ন সিলসিলায় নির্ধরিত যিকিরসমূহের মান কি । .......................... 33
4- আত্মাগণ্ডির মাসূন পদ্ধতি কি এবং তা কি পরিবর্তনশীল । ............ 34
5- (ক-খ) শাসনের মাধ্যমে বিকির ও ষেটা রাসুলউল্লাহ সালাহাল্লাহ আলাহি
ওয়াসালামের সাথে সাক্ষাত প্রসঙ ............................................. 35
6- যোগীদের সাধনা ও ইসলামী তাসাওউফের মধ্যে পার্থক্য ............................................. 36

খানজী (রহ) -এর তাসাওউফ সম্পর্কিত কয়েকটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ......... 41
তাসাওউফ • তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

লেখকের কথা ............................................................................................................ 51
তাসাওউফ বা পীর-মুরিদীর ব্যাপারে শিখিলতা ........................................................................ 57
তাসাওউফ বা পীর-মুরিদীর মূলতত্ত্ব এবং তার সঠিক পথ ................................................................ 54
হেদায়াত ও সংশোধনের দুটি ধারা, কিতাবুর্রাহ ও রিজালুর্রাহ ...................... 56
তাসাওউফ মূলতত্ত্বের আরেক দিক .................................................................................. 61
তাসাওউফ ও পীর-মুরিদীর সারকথা .............................................................................. 65
মাসনুন তাসাওউফ ........................................................................................................ 67
তাসাওউফ সার কথা ...................................................................................................... 68
একটি জরুরী সত্তকীর্তন .............................................................................................. 68
তাসাওউফের বিরোধিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ................................................................ 71
তাসাওউফের এক স্তর ফরমে আইন  .............................................................................. 73
তাসাওউফ বা পীর-মুরিদীর ব্যাপারে বড়াবড়ি ................................................................ 75

1. বাইআতকে নাজাতের জন্যে শর্ত মনে করা ................................................................. 75
2. যাচাই-বাচাই ছাড়া কোন পীরের হাতে বাইআত হওয়া .............................................. 78
হকারী পীরের আলামত ................................................................................................ 80
পদ্ধতি বিহার লঘুনকারী হকারী পীর নন ................................................................ 81
কাশ্ক্য ও অলচিক প্রকাশ পাওয়া বুঝার আলামত নয় .......................................... 83
3. গোহার বজন ও আহ্মদুল্লাহের পরিবর্তে মিকির ও নফলসমূহকে আসল মনে করা .......................................................... 88
4. লেনদেন পরিকার না রাখা, হারাম ভিয়ে করা ......................................................................... 94
5. বান্ধব হক ও সামাজিক শিক্ষাচারের প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া .................................. 97
6. পীর-মুরিদীর মাধ্যমে দুনিয়া উপার্জন ................................................................... 102
7. মাসনুন মিকির ও দু’আ মাসুরার পরিবর্তে বুঝারদের তৌনাফ প্রাধান্য দেওয়া ........................................................................................................ 103
মিকির ও দু’আ হালকীকত এবং আধায়ায়ে মাসুরার গুরুত্ব ........................................................................ 104
দু’আর প্রকারের এবং তার বিখ্যাত বলে লোচন ................................................................ 107
দু’আ ও মূর্ত সংঘটন কিছু ভাবের নির্ভন ................................................................. 111
8. বুঝারদের ওয়ালিদা দিয়ে দু’আ করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত .............................................................................................................. 114
9. সাধারণ ব্যক্তির জন্য তাসাওউফের উচ্চাঙ্গের কিতাবপত্র পড়া........................ 115

islamiboi.wordpress.com
পীরের প্রকাশগতি এবং অধিক বিষয়াবলীতে কমতাবান মনে করা
বিপদ আদান পীরসাহেবকে জাকা এবং তার নামের মূল্যকর পড়া
পীরের নামে মান্ত
পীর ও মাযারস্বতির সস্তৃতি তাদের জন্য পথ জয়বোধ করা
মাযারে উরস করা এবং কবর তাহক করা
পীর সাহেবকে হেদায়াত, আল্মুত ও আল্হুমারের মালিক মনে করা
পীর সাহেবের ব্যাপারে ছালুলের আস্কাতা রাখা

৬. পীর-মুন্নীদির অন্তরালে যৌনতার প্রসার

পরবর্তী সূক্তিকের মতে মুবাহ সামাজিক শর্তসম্মুহ

৭. পরিচারের অন্তরালে কুফতা, নাওতাকে, পীরকে ও বিদায়ের প্রচার প্রসার

সমাজমূলক কর্মকর্মের পীর সাহেব

মাইলিয়ানের পীর সাহেব

সাম্যাত আরুল ফকে সুলতান আহমদ চৌধুরী, ফারুকবাদ ইত্যাদির পীর সাহেব

দেওয়ানবাবী পীরসাহেব

দেওয়ানবাবী সাহেবের 'মুহাম্মদী ইসলাম'-এর নীল নকশা

১. তাহরীকে শরীয়ত

২. মাহিদী মতবাদের প্রচার ও প্রসার

৩. কুরআন হাসানের ইসলামের নীতিগত ইসলাম বলে অবজ্ঞা করা

৪. হাসর নেত্রর অধিকার এবং পরবর্তী বিচার

৫. অজাজতের জন্যে যে কোন শরীয়তের অনুসরণকে বেষ্ট মনে করা

৬. আল্হুমার তাজার ব্যাপারে ছালুলের আস্কাতা লোপ করা

ইসলামের আস্কাতা ও পরিবর্তনের বিকৃত সাহায্য

তথ্যপুস্তক
তাসাওউফের মূলতত্ত্ব

তাসাওউফ, তাসাওউফ সংক্রান্ত শরীরী দৃষ্টিভঙ্গী, সিলসিলা, যিকির ও ওয়াজা ইত্যাদির দাসেকত এবং অন্যান্য পরিভাষাসমূহ।

মুফতী মাহমুদ আশরাফ উসমানী
জামিতা দারুল উলুম, করাচী-১৪
পাকিস্তান

অনুবাদ
মাওলানা মুতীউর রহমান
মারকাযুদ্ধাওয়াতিল ইসলামিয়া, ঢাকা
লেখকের কথা

বক্ষমান পুস্তিকাটি মূলতঃ জামি‘আ দারুল উলুম, করাচীর দারুল ইফতায় প্রেরিত কয়েকটি প্রশ্নের জবাব। আল-হামদুল্লাহ, এ জবাবগুলো আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আলেমে কীন, শাহুল ইসলাম মাওলানা তকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম অগ্রহের সাথে দেখেছেন এবং দু‘আ করেছেন। সত্যায়নে সাহস প্রদান করেছেন। মুহতারামের নিদেশকে জবাবের কিছু অংশ ‘আল-বালাগ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং পাঠক মহলে তা সমাপ্ত হয়।

যেহেতু অন্যান্য কর্তিপয় মাসতালার ন্যায় বর্তমানে তাসাওফের বিষয়টিতে চরম বাড়ারাড়ি ও ছাড়াছড়ির শিকার। তাই এক পৃথকভাবে পুস্তিকাকারের প্রকাশ করার প্রয়োজন বোধ করছি, যাতে তাসাওফের হাকিকত বা মূলতথ্য এবং তার অর্জনের সঠিক পথ ও পদ্ধতি মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যদি কেউ এক বৈঠকে তা বুঝতে চায়, তাহলে সহজেই যেন তা বুঝতে পারে।

পুস্তিকা প্রকাশের সময় হাঞ্জীমুল উসমত, মুঙ্গেদের মিলাত, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানসুবী (রহঃ)-এর কর্তিপয় অতি মূল্যবান বাণী শেষাংশে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাঃআলা এ পুস্তিকা প্রকাশের অধুনার জন্যে উপকারী এবং পরকালে মুহাজর যরীয়া বানান! আমিন।

ওয়া তাঁকে অল্লাহ উল্লুক

আহকার

মাহমুদ আশরাফ
প্রশ্নসমূহ

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। বর্তমানে আমি আত্মিক প্রশ্নতি এবং আত্মুগ্ধির জন্য কোন এক সিল্সিলার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছি। তাই নিম্নরূপ বিষয়গুলোর স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন অনুভব করছি। আশা করি সাইটের পথ নির্দেশনা দানে বাধ্যতম করবেন।

1. (ক) শরীয়তে তাসাওউফের বিভিন্ন সিল্সিলার মান কি?
(খ) তাসাওউফের মোট সিল্সিলা কয়টি?
(গ) এ সকল সিল্সিলার প্রতিষ্ঠাকারে কারা? কখন থেকে এগুলা শুরু হয়?

2. এসব সিল্সিলায় যে সকল সুনিদিষ্ট বিষয়ের তাঁদের নির্ধারিত পদ্ধতি করানো হয়, তা কি সুনাহ ভিত্তিক? নাকি বিদায়?

3. আত্মুগ্ধির কোন পদ্ধতি কুরআন-সূলাহ আলাকে সুপ্রসারিত? কালের পরিবর্তনের কারণে কি আত্মুগ্ধির পদ্ধতিতেও পরিবর্তন সাধন করে?

4. শরীয়তে বাইআত গ্রহণ করার পদ্ধতি কি? উপস্থিত না হয়েও কি বাইআত হওয়া যায়?

5. (ক) কোন কোন সিল্সিলায় মুখ্যের মাধ্যমে বিষয়টি করানো হয়ে থাকে।
(খ) সেবার পীরগণ রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য মৃত বুরুজের সাথে সাক্ষাত করানোর দাবি করে থাকেন, এ পদ্ধতি কেমন এ ব্যাপারে আপনার মতমত জানতে চাই।

6. আমার কিছু বন্ধু-বন্ধুরের ধারণা যে, আধ্যাত্মিক উত্তরের জন্যে ইসলামিক আর অনারোপানুসারী সিল্সিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটা শুধু তাওয়াজ্জিউ এবং মনের একটি গ্রুপ গুণ মাত্র। এ উদ্দেশ্যে সাধনের জন্যে যে কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞতা জানতে ইচ্ছুক।

উল্লেখের জন্যে ফেরত খাম পাঠালাম। আশা করি অতি তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

জবাব

মুহতারাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ!
আপনার মূল্যবান পত্রটি হৃদয়তে হেঁটতে হয়েছে। তাসাওউফ ও আত্মুগ্ধি
ভূমিকা

প্রথমতঃ আমাদেরকে জানতে হবে যে, পূর্ণ দীন ইসলামের উদ্দেশ্য হল—পূর্ণ মুক্তি এবং আল্লাহ তা’আলার নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া, অর্থাৎ পরকালে কোন হিসাব-নিকাশ ছাড়াই জানাতে প্রবেশ করা। দুনিয়া ও আঘাতে আল্লাহ তা’আলার অধিক হতে অধিকতর নৈকট্য লাভ করা এবং জানাতে তাঁর দীনী লাভে ধন্য হওয়া।

এজন্য প্রয়োজন পূর্ণ দীনের উপর আমল করা, দিল-মন দিয়ে প্রার্থনা তা মেনে চলা। পরিপূর্ণ দীনকরণ হওয়া। শরীয়তের সমস্ত হবুম মেনে নেওয়া, মানুষের যাহের সাথে সম্পর্কিত হোক বা বাতনের সাথে সম্পর্কিত হোক, শরীয়তের সর্বাঙ্গের বিধ বিধানের যথাযথ পাবন্তি করা। এ ব্যতিক্রমে পরিপূর্ণ নাজরি এবং অল্লাহ তা’আলার সাধনা লাভের আশা পোষণ করা নির্দেশ।

১. কুরআন মজাদে ইরশাদ হয়েছে ৪

২. কুরআন মজাদে ইরশাদ হয়েছে ৪ 

৩. হাদীস শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছেন ৪ 

(অপর পৃষ্ঠা অভ্যন্তর)
তাসাওউফের মূলতত্ত্ব

দীনের যেসব হকুম বা বিধান যাহের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো আদেশসূচক হোক, যেমন—নামায়, রোয়া, হস্ত, যাকাত, জিহাদ, হালাল রুচি উপার্জন ইত্যাদি। কিছু নিষেধসূচক হোক, যেমন—চুরি-ডাকাতি, যেনা-ব্যভিচার, মদ্দান, হারাম উপার্জন ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে 'ইলমে ফিকহ'-এ আলোচনা করা হয়। কুরআন, সূন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা এসব হকুম প্রমাণিত।

আর দীনের যেসব হকুম বা বিধান বাতেনের সাথে সম্পর্কিত, সেগুলো আদেশসূচক হোক, যেমন—সবর, শোকর তথা বৈরী, কৃতজ্ঞতা, আকোলা, ইখলাস, আল্লাহ তা'আলার ফয়সালায় সন্তুত থাকা ইত্যাদি। কিছু নিষেধসূচক হোক যেমন—অহংকার, ক্রোধ, লোভ, হিংসা ও লোকিকতা ইত্যাদি। এ পর্যায়ের আহকার নিয়ে ইলমে 'তাসাওউফ'-এ বিশেষ আলোচনা করা হয়। এ সকল হকুমও কুরআন, সূন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত। এ তাসাওউফকে 'সুলুক' বা 'ফিকহে বাতেন' বলা হয়।

তাসাওউফ ও সুলুকের উদ্দেশ্য

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টই যে, তাসাওউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল, নিজের মধ্যে আখলাকে হামিদা বা অভ্যন্তরীণ সংগঠনগুলী প্রয়োগ করা। বলা বাহুল্য, আখলাকে হামিদা বা অভ্যন্তরীণ সংগঠনগুলী নিজের মধ্যে স্থির করা এবং আপন জীবনে তা প্রতিফলিত করার নির্দেশ স্বয় আল্লাহ তা'আলা প্রদান করেছেন। পক্ষান্তরে আখলাকে রাখা তথা অভ্যন্তরীণ দোষকৃতি থেকে কল্পনা পাক করা এবং এগুলোর চাহিদা মোতাবেক কোনক্রমেই আমল না করার নির্দেশ স্বয় আল্লাহ তা'আলা প্রদান করেছেন।

এখানে প্রসঙ্গে কয়েকটি আখলাকে হামিদা ও আখলাকে রাখা তথা অভ্যন্তরীণ সংগঠনগুলী ও দোষকৃতি সমূহ সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে কিছু আযাত ও হাদিস পেশ করা হল।

الكمس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت، والعجز من أتبع نفسه هواها و تعني

على الله: رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

'بُعِيْذَمَ سِي، يُهِيَ نَفَسَكَ نِيِّذَةَ نِيِّذَةَ رَاحِهَ وَإِنَّ مَثُوْبٍ بَارِبْثِي
سَمَّأَنَّ يَنِيَ مَنِيَتُكَ نَزَّلَ. أَءَنَّ نِيَوَارَثِكَ سَيِّدَ نِفَضَانَ كَأَنَّ
أَلَّهُ تَأَلَّإَا نِيِّذَةَ فَأَيَدُّ نُزَّلَ. '—قَرَّيْمَيْنِ إِبَنِ مَحْكَةٍ: مَعَاجِرٍ ۴٨١
۱١—۸۴۱ صُنَفَتْ آيَةَ التَّأْييِذَةِ وَهَادِيَةَ الْقُوُّاَلِ وَالْوَجِيْدَةَ بِبَيْتَهُ تَشْتَهِي وَهَذَى

islamiboi.wordpress.com
কয়েকটি আখলাকে হামিয়া ৪
সবর তথা শৈল্প

আল্লাহ তাআলা ইরাশদ করেন ৪

"তিনি তোমাদের কাছে নিয়ন্ত্রক হন খাদ্য ও জ্বালা ও নিয়ন্ত্রক হন তোমাদের অস্ত্র ও পদার্থ। তাদের চতুর্দশান্য জ্যামিন পৌরোষিক নিয়ন্ত্রকদের কাছে সম্ভাবনা ইয়া তাদের সাধারণতঃ মুসলমান সম্মান রাখেন। তবে যেসব মুসলমান কাদান তাদের পরিবার অথবা প্রায় তাদের পরিবারের মধ্যে এই কাজ করেন তাদের সাধারণতঃ মুসলমান সম্মান রাখেন। তবে যেসব মুসলমান কাদান তাদের পরিবার অথবা প্রায় তাদের পরিবারের মধ্যে এই কাজ করেন তাদের সাধারণতঃ মুসলমান সম্মান রাখেন।"

—সুরা আপারা ৪ ১৫৫–১৫৭

"ইরাশদ হয়েছে ৪

"হে ঈমানদারগণ! দীর্ঘদিন কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা বিরুদ্ধে ঘৃষা না চাও এবং যাতে তোমরা যিশুর উদ্ধিদের মধ্যে সমর্থ হতে পার।"

—সুরা আলে ইরাশন ৪ ২০০

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরাশদ করেন ৪

"জীবন তাদের মতো কি করে ইবনে হেয়ার, এবং ইবনে হেয়ার তাদের মতো কি করে ইবনে হেয়ার?"

—সূরা ইসমিন ৪ ২/৪১৩, হাদিস ২৯৯৯

শোক তথা কৃতজ্ঞতা

কুরআন মাজিদে ইরাশদ হয়েছে ৪

"না তো রাখি তাদের বাসন এবং তাদের কর্ম না রাখি। এ তুমিও কৃতজ্ঞ হামিয়া।"
তামাওউফের মূলতত্ত্ব

"যখন তোমাদের পালনকর্তা যোগ্য করলেন যে, যদি ক্ষুদ্রতা হীরাকর কর, তবে তোমাদেরকে আরো দেব এবং যদি অক্ষুদ্র হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর।" —সূরা ইবরাহীম § 7

অন্যত্র ইরাহাদ হয়েছে।

"স্বাভাবিক তোমরা আমাকে সমর্থ কর, আমিন তোমাদের সমর্থ রাখব এবং আমার ক্ষুদ্রতা প্রকাশ কর; অক্ষুদ্র হয়ো না।" —সূরা রাকাবা § 52

তাকওয়া তথা খোদাইটি

আল্লাহর রাকুল অলাজীন কালামে মাজিয়দে ইরাহাদ করেন।

"যাওহারা লোক আমার আনছে প্যথন হয়নি এবং তাদেরে মুসলমান না হয়নি তাদের সমর্থ করে না।" —সূরা আলে ইম্রান § 102

অন্যত্র আল্লাহর তাজালা ইরাহাদ করেন।

"যাওহারা লোক আমার আনছে প্যথন হয়নি এবং তাদেরে মুসলমান না হয়নি তাদের সমর্থ করে না।" —সূরা আযাব § 70

হাদিস থ্রিজে আছে:

"কেন তোমরা লোক আমার আনছে প্যথন হয়নি এবং তাদেরে মুসলমান না হয়নি তাদের সমর্থ করে না।" —সূরা আল ইম্রান § 102

হ্যারত আবু যর (রাঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হু আলাইহি ওয়াসালাম ইরাহাদ করেন, 'তুমি যেখানেই থাক না কেন, তাকওয়া তথা খোদাইটি অবলম্বন কর।' (কেদাঁটি) অন্যায় হয়ে গেলে সাথে সাথে নেক আমাল কর, যাতে অন্যায় মিটে যায়। আর মানুষের সঙ্গে সদাচরণ কর।

—আমে তিরমীরি § 2/19, মুসনাদে আহমাদ § 6/197

ইখলাস তথা সবচিত্ব আল্লাহ তালালার

সম্পত্তির জন্য পালন করা

এ ব্যাপারে কুরআন মাজিয়দে ইরাহাদ হয়েছে।

'ওয়ামান বাও না লুবেন ও লুবেন না তুমি আল্লাহ মিখিলির লোক' হয়নি।
“তারা আদিত হয়েছিল একনিষ্ঠ হয়ে এই ভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে, যেন ইবাদতকে তাঁরই জন্যে নিষিদ্ধ রাখে।”—সূরা বায়িন্যা ৪:৫

এসম্পর্কে রাসূললাহ সালারাখ আলাহি ওয়াসালাম ইরাদায় করেন?

ইফা আইলার বন্ধনীতি, এবং এক করে কার, যা করা গেছে তাঁরা, তাঁরা বলে না, তাঁরা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারা বলে না, যারার নিজের জন্যে যা পছন্দ করা যায় তার অনেক জন্যে পছন্দ করা যায়, মুসলমান হতে পারবে। অধিক হেসে না। কেন অধিক হাসি অস্তরকে মেরে ফেলে।”—মুহাম্মদ বুখারী ২/৫৬, মুসনাদে আহমাদ ২/৫৮৭

এসম্পর্কে মাইমুন ইবনে মিছরান (রহ) বলেন:

“যে আল্লাহ তালার ফয়সালায় সজ্জন নয়, তার নিবন্ধিতকে কথা ও যুথে নেই।”—আল মুহাম্মদ মিন ইহুদিয়া উল্লুমিদ্দিনো ২/৩৯৫
ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে অন্য পরিমাণ অহংকার আছে। এক সাহাবী বললেন, মানুষ তো চায় তার কাপড় সুদর হোক, জুতা সুঝর হোক (তাহলে এটাও কি অহংকার হবে?) তিনি ইরাশাদ করেন এ আল্লাহ তাতালা অতি সুঝর। তাই তিনি সুদরকে ভালবাসেন। অহংকার হল হককে প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে হেয় করা।”

—সহীহ মুসলিম ৪/৬৫ হাদিস ১৪৭

কুরআন মাজীদে ইরাশাদ হয়েছে ৪

“নিশ্চয়ই তিনি অহংকারীদেরকে পছন্দ করেন না!”—সূরা নাহল ৪/২৩

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হাতাতালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বাণী ।

লাবল মুহম্মদের বাণী সহ আল্লাহ বলেছেন, তোমরা কেউ এর অন্য তোমার তৈরি করবে না। কারণ তা অহংকার হলে না। এই তার প্রমাণ আল্লাহ সত্যিকারের প্রতিযোগী।”

—সহীহ বুদোরী ২/২২, হাদিস ২০২০, মুসনাদে আহমদ ৪/২৩৭

গেল একটি বাণী বললেন তোমার আদর্শ এর সঙ্গে সঙ্গে তুমি তা মনে রাখো না। আমরা সম্পর্কে কিছু কিছু দেখি নি, তাই তা মনে রাখে। তিনি ইরাশাদ করতেন, ‘রাগ করো না।’ সে বারবার একই কথা বলছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হাতাতালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিযোগী ইরাশাদ করতেন, রাগ করো না।”

—অমর তিমা_মো. হামিদ ২/২২, হাদিস ২০২০, মুসনাদে আহমদ ৪/২৩৭
লোভ

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ⁴

“আমি এদের বিভিন্ন প্রকার লোককে পরীক্ষা করার জন্যে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্যজ্ঞ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, আপনি সেসব বস্ত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আপনার পালনকর্তার দেওয়া রিচিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্বাদীলী।” —সূরা নিসায় ⁴ ১৩১

রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ⁴

“আমাদের সজ্জার যদি দূষ উপজ্যাতুকার টন্ড সম্পদ থাকে, তাহলে সে তৃতীয় আরেকটি কামনা করবে। একমাত্র মাত্রই আদমের পোষকে পুরূষ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি তওহা করে আল্লাহ তাআলা তার তওহা করেন।” —সাহিহ বুখারী ⁴ ২/৫৫২, সাহিহ মুসলিম ⁴ ৪ হাদিস ১০৪৮, তিরমিয়ী ⁴ ২/৫৯

রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ⁴

“দুটি ক্ষুদ্রত্ব বাধ মেয়ে পালনের জন্যে তত্ত্বকুলুক ক্ষতিকর নয়, যত্ত্বকুলুক মানুষের মাল ও পদময়াদি লোভ তার শীর্ষের জন্যে ক্ষতিকর।” —আমে তিরমিয়ী ⁴ ২/৬২ হাদিস ২৩৭৬

হিংসা

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে ⁴

“নাকি যা কিছু আল্লাহ তাদেরকে সীমা অনুসারে দান করেছেন, সে বিষয়ের জন্যে মানুষের সাথে তারা হিংসা করে।” —সূরা নিসায় ⁴ ৫৫
তাসাওউফের মূলতত্ত্ব

এসম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সালালাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ও ইয়াকব ও হসান বলে, সেই হসনের আত্মীয় হাতে তার হসনের ভাগ্য সৃষ্টি করেছিল।

"আমি তোমাদের ব্যাপারে ছোট শিকার বিষয়টি সবচেয়ে বেশী ভয় করি।" সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হুয়া রাসুলুল্লাহ! ছোট শিকার কি জিনিস? তিনি ইরশাদ করেন, রিয়া তথ্য লোকের দেখান জন্য করে এবং নিজে স্বরূপ বস্তু অন্যকে দেয় না।" —সূরা মাউন ৪:৭

রাসুলুল্লাহ সালালাহা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

লেক্সিকন হলো প্রধান শব্দসমূহের ত্রুটি হিসাব করা সম্ভাবনা বলে।

অতএব দুর্ষ্বর সেসব নামায়ির, যারা তাদের নামায় তথ্য বিক্ষোভ করবে; যারা রিয়া তথ্য লেক্সিকনের জন্য করবে এবং নিজে স্বরূপ বস্তু অন্যকে দেয় না। —সূরা মাউন ৪:৭

রাসুলুল্লাহ সালালাহা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

লেক্সিকন হলো প্রধান শব্দসমূহের ত্রুটি হিসাব করা সম্ভাবনা বলে।

তাহাতে যা তাদের আমলের প্রতিদান দিয়ে দিবেন, তখন রিয়াকারীদেরকে সম্বোধন করে বলবেন, তোমরা দুনিয়াতে যাদেরকে দেখানো জন্যে নেক আমল করতে, আজ তাদের কাছে যাও। দেখ, তাদের নিজের নিকট এর বিনিয়ম পাও কি না। —মুসলাম আইনাম ৬:৫৬৬ হাদিস ২৩১৯

এসব অভ্যন্তরীণ সৎপুণ্ডরীক্ষা ও দোষমূহের ব্যাপারে আরো ভয় আনাত ও হাদিস রয়েছে। তেমনিভাবে উল্লিখিত অভ্যন্তরীণ সৎপুণ্ডরীক্ষা ও দোষমূহ হাড়াও অনুরুপ আরো অনেক গুণ ও ক্ষত্র রয়েছে, যেগুলোর স্বতান্ত্র বিবরণ সংশ্লিষ্ট কিতাবের সমূহে বলা হয়েছে পারে।
তাসাওউফের মূলতত্ত্ব

আলোচনা চলছিল তাসাওউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে। একটি কথায় তার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল ইসলামে বাতেন, অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ দোষসমূহ থেকে অস্তরকে পৃথ-পরিত্বর করে সৎগুণাবলী দ্বারা তাকে সুসজ্জিত করা। তবে এক্ষেত্রে দুটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। নতুনা পদমঞ্চনের আশংকা রয়েছে।

১. এসব আখ্লাকের সম্পর্ক অস্তরের সাথে। যদিও এগুলোর কিছু বাহ্যিক আলাদা ও লক্ষণ রয়েছে। তবে কেবলমাত্র এসব বাহ্যিক আলাদা ও লক্ষণ দ্বারা অস্তরের বাস্তব অবস্থা স্থিতিস্থাপনে জানা যায় না।

যেমন যাহারী (বাহ্যিক) বিন্যাস অনেক সময় অভ্যন্তরীণ বিন্যাসের প্রমাণ হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয়ে থাকে যে, মানুষ বাহ্যভাবে দেখতে খুব বিন্যাস, কিন্তু তার অস্তর অহংকার পরিপূর্ণ। পরস্পরে, কখনো মানুষ বাহাতে বীর্য মত্ত উচু করে রাখে, কিন্তু তার অস্তর থাকে বিন্যাস ও খোদাজীভূতি ভরপুর, কানায় কানায় পরিপূর্ণ। তাসাওউফ ও সূলুকের ময়দানে প্রথমক ব্যক্তি অহংকারী। মানুষ তাকে যতই নম্ন মনে করকে না কেন। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিই বিন্যাস ও নম্ন, যদিও মানুষের নয়রে বায়তে তাকে অহংকারী বলে মনে হয় না।

২. ইলমে ফিকুহের দৃষ্টিতে যেকোন নামায, রোয়া ইতালি বিষয়ের মধ্যে শুধু এক ওয়াকের নামায পড়ে নেওয়া অথবা একদিনের ফরম রোয়া রাখাই যথেষ্টই লয়; বরং সকল ফরম, ওয়াজিব ও সূলাতে মুআমাকাদাসহ আদায়ে সচেত হওয়া, পাবনা থাকা একাধীক কর্তব্য।

অনুরূপ ‘ফিকুহে বাতেন’ তথ্য তাসাওউফের দৃষ্টিতেও দু’এক নেয়ামাতের কৃত্তিত্ব আদায় করে দেওয়া বা দু’এক স্থানে দীর্ঘের প্রকাশ করাই যথেষ্টই নয়, বরং আত্মগুণের পূর্ণতার জন্য এসমত ওণাবলী অনিত্য বাস্তু করে নেওয়া অর্জুরী। অর্থাৎ, শোক তথ্য কৃত্তিত্বের সকল ক্ষেত্রে কথায়, কাণ্ডে ও অন্তর দ্বারা কৃত্তিত্ব আদায় করা জরুরী। এমনিভাবে দীর্ঘের সকল স্থানে স্থায়িত্বের দীর্ঘে বিলম্ব করা কর্তব্য।

ফিকুহের দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন কখনো কখনো চুরি করা, মাত্রে মধ্যে হায়াম উপার্জিত বস্তু তক্ষণ করা পরিপূর্ণ বীমানদারীর পরিপূর্ণ, তাতে তাসাওউফের বলায় মাত্রে মধ্যে অহিম্কা প্রদর্শন করা, কোন কোন ইবাদতে লৌকিকতা করা, কোথাও কোথাও অথবা রাগ করা আত্মগুণের
তাসাউফের মূলতত্ত্ব

অন্তর্যে। এজন্য বলা হয়েছে যে, সংগৃহীত বিশেষ হাঁটিল করতে হবে, যাতে তা অভ্যাসে পরিণত হয়। আর দেখালাল এভাবে পরিত্যাগ করতে হবে, যেন পরিত্যাগ করা তার স্বভাব হয়ে যায়।

এতেকু হলে তখনই বলা যাবে যে, তার ইসলামের বাতেন (আতুশ্রুদ্ধ) হয়েছে; তাসাউফের হাতকূল তার নিস্ব হয়েছে। এই ইসলামের বাতকে তথা আতুশ্রুদ্ধকেই কুরআনের ভাষায় তায়কিয়া বলা হয়। আর এ তায়কিয়াকে আল্লাহ তাআলা সফলতার চারিকার বলে যোগ্য করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

“যে ব্যক্তি নফসকে পরিষ্কার করেছেন সে সফলক হয়েছে এবং সে বার্ধে হয়েছে। যে নফসকে কল্পিত করেছে।” —সূরা আশু শামস ৪।

এ তায়কিয়াই ঈস্রেলী নবি মুহাম্মাদ মুহম্মদ সাল্লাল্হালা আলাইহি ওয়াসাল্লাহের প্রেরণের উদ্দেশ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ভাষা—

"আল্লাহ মুমিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন, তাদের নিজেদের মধ্যে হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে। যদি তাঁর আযাত-তাঁদের নিকট তেলাওয়াত করেন, তাদের তায়কিয়া করেন এবং কিতাব ও হেকমত শিখন। তারা তা পূর্ব পার্থিবতি বিপাীত ছিল।” —সূরা আল ইমরান ৪।

উক্ত আযাত (এমনিবা সূরা বাকারার ১২৯ নং আযাত) থেকে সুপ্রমিত বিবেচনায় বিচার করে কালাম পাকের তেলাওয়াত এবং কুরআন ও হেকমত শিখনের প্রবাহিত উপাদান তায়কিয়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হালাত্তালাম আলাইহি ওয়াসাল্লাহের আগমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এ তায়কিয়াই তাসাউফের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কুরআন মানী অবিরুদ্ধ করা সত্ত্বেও যখন আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হালা আলাইহি ওয়াসাল্লাহকে পাঠান এবং উমরের হেদায়াত ও তায়কিয়ার (আতুশ্রুদ্ধ) দায়িত্ব তাঁর উপর নামাতে করেন, তখন এর দ্বারা এ কথা সুপ্রমিত হয়ে যায় যে, ইলম ও কিতাব আতুশ্রুদ্ধের জন্য যথেষ্ট নয়, বরং আতুশ্রুদ্ধের জন্য জরুরী এমন একজন ‘মুমাক্তি’ তথা সংশোধনকারীরও, যার তরিকায় ও তারবাধায় এ দৌড় অর্জন করা যেতে পারে।
তাব্বাহের মূলতত্ত্ব

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হায়ী ওয়াসাল্লাম ছিলেন সাহাবায়ের করামের জন্যে মুখাক্ক (সংশোধনকারী)। সাহাবায়ের করাম ছিলেন পরবর্তী তাব্বাহের জন্যে মুখাক্ক। অতঃপর ক্রমশঃ চলতে থাকে এ ধারাবাহিকতা।

হযরত খানতী (রহ) বলেন ৪

“শুধু কিতাব পড়ে কেউ কি পরিপূর্ণ হতে পেরেছে? এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুষ্পষ্ট যে, কাঠমিস্টির সংশ্রব ছাড়া, তার পাশে বসা ব্যতীত কেউ মিস্টি হতে পারে না। এমনকি রাওদা (কাঠ চাহার যথবিশেষ) নিজ হাতে উঠালেও নিয়মমাফিক যথাযথ ব্যবহার সক্ষম হবে না।

দর্শনের নিকট বসা ব্যতীত সুই ধরায় সঠিক আন্দোলন হয় না। সুসার হস্তাক্ষর বিচিত্র ব্যক্তির সংশ্রব ছাড়া, তার কলম ধরা এবং রিচন-পদ্ধতি দেখা ব্যতীত, কেউ সুসার লেখতে পারে না। মোটকথা, কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংশ্রব ব্যতিরেকে কেউ কমল হতে পারে না।

কর্ণহীন ইনি সফর দায়ি দল

dামন রহিয়া বিভে বিয়া

বী রজিক হুক শুদ দেহ বহিঃশক্ত

সুম্ব বঙ্গহতে নেই শুদ আগাম বহিঃশক্ত

“হে মন! যদি এ সকলের আকাঁক্ষা পোষণ কর, তবে একজন রাহবর তথা পথপ্রদর্শনের আচল আঁকড়ে ধরে পথ চল। কেননা, যে ইশকের রাহে সংস্কৃত অবস্থায় পথ চলেছে, তার জীবন শেষ হয়ে গেছে, তবু সে ইশক ও মহর্ষীতের ঘণ্টা পায়নি।” —সুরীয়ত ও তাব্বাহের ৪১০৬

আতুর্শীর দুইটি কাজ

ফুর্কতন—সুন্নতার আলাকে একথা সুপ্রমাণিত যে, আতুর্শীর অর্জনের জন্যে দুইটি কাজ করতে হয়। (১) মুজাহাদা অর্থাৎ নফস ও কৃপণতির কামনা-চাহিদার বিরোধিতা করা। (২) তাকারদের বিনািওয়াফেল অর্থাৎ মিকির-আয়কার, নকল ও নেক আমল দ্বারা আল্লাহ তাঁতালার নেকাতা অর্জন করা। এ দুইটির প্রথমটি অর্থাৎ, মুজাহাদা হচ্ছে আতুর্শীর আসল কাজ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার সহযোগী।
তাসাওউফের মূলতত্ত্ব

মুজাহাদার শরীয়তে একটি কাম বস্ত। কুরআন, সূরাহতে এর নির্দেশ রয়েছে।

আল্লাহ রক্তবিরুদ্ধ আলাদাধীন ইরাদ করেন—

“যারা আল্লাহর জন্য মুজাহাদা কর, ফেরা মুজাহাদা করা উচিত।” —সূরা হুজু ৪:৭৮

অন্যতম ইরাদ করেন—

“যে মুজাহাদা কর, তে তো নিজের জন্যই মুজাহাদা করে।”—সূরা আনকাবুদ ৪:৬

আরো ইরাদ করেন—

রাসূলুরহামালার আলাইহি ওয়াসালাম ফরমায়েছেন—

মুজাহিদদের আদর্শকে নিজেরস্বাভাবিক সময় এবং জীবন সে মুজাহাদা করে।

—মুসন্নদ আহমদ ৪: হাদিস ৩২৪৮, সহীহ ইবনে হিব্রান ৪: হাদিস ৪৮৬২

উল্লেখিত আযাত ও হাদিসগুলো মুজাহাদার গুরুত্ব ও উপকারিতার বর্ণনা এসেছে এবং ফরয় করা হয়েছে সমস্ত মুসলমানদের জন্যে মুজাহাদা এবং বাদ দেওয়া হয়নি কাউকে এর পরিধি থেকে।

এই মুজাহাদার তথ্যগুলো এতটুকুই যে, যখন যে ইবাদত করতে অনস্ত অনুভব হয়, তখন তার মোকাবেলা করতে সে ইবাদত আঞ্ছাম দেওয়া এবং মনে গোনাহের যে চাইন উদ্দেশ হয়, তা দমিয়ে সে গোনাহ থেকে বিরত থাকে। অভ্যন্তরীণ গুরুত্ব চাইনকে মাত্রক মনে না চাইনেও যত্নের সাথে আমল করা। অরণ অভ্যন্তরীণ দোষসমূহের চাইনকে থেকে হিস্বত করা কট হলেও বিরত থাকা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার জন্যে শরীয়ত প্রদর্শিত পদ্ধতিতে মেহতা।

১. মুজাহাদা সম্পর্কে লেখকের এ আলোচনা অতান্ত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট থাকায়
লেখকের তথ্যপ্রকাশ দেবে ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত লেখা হল।—অনুবাদক
হাজারের মূলতন্ত্র
চোছো-চোছো চালানো, খুন প্রতিষ্ঠা, খুনের উপর অটল-অনর্থ থাকতে গিয়ে যে কোন বালা-মুসলিমকে ধর্ম ধরতে হয়।

৩০. মুসলিমদের প্রশিক্ষণ এবং তার অভ্যাসে পরিণত করার জন্য মানুষকে কিছু কাজ করতে হয়। শরীয়ত নিজেই সেগুলোর মূলিক সংক্রান্তি দিয়ে নিয়ে গিয়েছে। যেমন:

১. অনর্থক কথবিতা (যে জায়েক কথায় না সাইয়াব আছে, না পার্থিব কোন উপকারিতা আছে) কমিয়ে দেওয়া।

২. আরাম ও সুখোন্ত প্রতি মোকাবেলায় পানাহার সীমার ভিতর নিয়ে আসা।

৩. স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য যে পরিমাণ ঘুমের প্রয়োজন তার চাইতে অধিক ঘুম পরিহার করা বা কমিয়ে দেওয়া। এক কথায়, গাফলতের নিরাধার পরিপাপ করা।

৪. মানুষের সাথে বেহুদা ও নির্ধর্ক সম্পর্ক কমিয়ে দেওয়া।

৫. দিবা-রাত্রির কোন এক সময় বা মাঝে মাঝে নিজের বাসারের মহাসাবা তথা হিসাব নিকাশ নেওয়া।

৬. তাওয়ার পরও কোন গোষ্ঠী হয়ে গেলে অথবা কোন নেকের কাজ চুটি গেলে নিজের উপর কোন শরীরিক বা অর্থিক জরিমানা ধার্য করা।

৭. হাতে ও জায়েকের সীমালংখন না করে চোখ-বিলাস ও শাহানশাহী জিল্লাজ যদিও নাজায়েকের কিছু নয়, তথাপি নফসকে নিয়ন্ত্রণে আনার কার্যরত তা বর্জিত করা।

৮. অভ্যস্তরীণ দোষ-ক্রুটি সংশোধনের জন্য নফসকে পদদলিত করতে গিয়ে চিকিৎসাবৃত্তি হলকানি বুয়েরের বাতানো এমন কোন কাজ অগ্রী দেওয়া, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নেক বা অনুভূত বৈধ। যেমন ৪ অহংকারের চিকিৎসাবৃত্তি মুসলিমদের জুটা সোজা করা, গরীব মিসকীনদের শরীরিক শেখমত ও সেবা করা।

মুসলিম মূলধার প্রশিক্ষণ এবং তা অভ্যাসে পরিণত করার জন্যে এই প্রকৃতির যেসব আমল করা হয়, হলকানি বুয়েরের পরিভাষায় এগোলান মুসলিম বলা হয়। কেননা, এতেও নফসের মোকাবেলা হয় এবং আসল মুসলিম অভ্যাসে পরিণত হওয়ার ব্যাপারে তার যথেষ্ট ভূমিকা থাকে।

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, এ দ্বিতীয় পর্যায়ের মুসলিমদের পরবর্তী সূচিরেখায় কেরামত কর্তৃক উত্তামিত, শরীয়তে এর কোন মূল ও ভিত্তি নেই।

কিন্তু মূলধার ব্যাপারটি এমন নয়, বরং শরীয়তে এ প্রকার মুসলিমদেরও মূল
২৮

tasowefuker molotdeb

ও উচ্চ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে, সলাফে সালেহীন তথ্য সাহাবী ও তারেঁদের ঘটনাবলীতে অধিক পরিমাণে এবং সুপ্রভাতে তার উৎস বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে কয়েকটি রেওয়ায়াত পেশ করছি।

১. হাদিস শরীফকে আছে কি

"কিংবদন্তি জন অব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদিস রয়েছে যে তারামালার মিকরিবিহীন অধিক বর্ধানাতার বলা না। কেননা, অব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কথার হাদিসকে কর্তিন করে তুলে। আর কর্তিন হাদিসে বক্তি হাদিসে তাদের সাধ্য থেকে সব চাইতে বেশী দূর!" —জামে তিরিমিয় ৪ ২/৬৬ হাদিস ২৪১১

২. অন্য হাদিস আছে কি

"মালালাবর ইআম ওয়ালাহামো উদা হয় পন্থা ভনি উসু ব্যবহার হয়েছে অপর তাদের কথা ছিলেন যে কান বা মহাজী মৃত করে নিকৃষ্ট কোনো পাত ভরেনি। মেরেদগুলো সেল্লাহ রাখার মত কয়েক লোকমাই বনী আদমের জন্যে যথেষ্ট। একাকী পুরণ করতে হলে এক-তৃতীয়তাং খাদ্য, এক-তৃতীয়তাং পানীয় হ্রদে পূর্ণ করা উচিত। আর অবশিষ্টাং শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে রাখা উচিত।" —জামে তিরিমিয় ৪ ২/৬৩

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন কি

"আর শিশু পোকা চাইতে নিকৃষ্ট কোনো পাত ভরেনি। মেকতপুর সেল্লাহ রাখার মত কয়েক লোকমাই বনী আদমের জন্যে যথেষ্ট। একাকী পুরণ করতে হলে এক-তৃতীয়তাং খাদ্য, এক-তৃতীয়তাং পানীয় হ্রদে পূর্ণ করা উচিত। আর অবশিষ্টাং শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে রাখা উচিত।" —জামে তিরিমিয় ৪ ২/৬৩

যুদ্ধের শিশুতে একটি চাঁছা রোলের কাঠ হচ্ছে যদি পাঁচ নিয়ম পরে যে নাম তেনর তুলি। প্রত্যেক উচ্চ তাম চাঁছা ফার্স রোলের কাঠ হচ্ছে, কিন্তু উচ্চ শিশুতে একটি চাঁছা রোলের কাঠ হচ্ছে যদি পাঁচ নিয়ম পরে যে নাম তেনর তুলি।

নামকরণ হচ্ছে যে স্পেসের উপর তাম তাম নামকরণ আর যদি শিশুতে একটি চাঁছা রোলের কাঠ হচ্ছে যদি পাঁচ নিয়ম পরে যে নাম তেনর তুলি।

দানে লেখায় নিয়ম জন পান ছেলে।
তাসাওয়েফের মূলতত্ত্ব

“তোমাদের কেউ গৃহানলে শয়তান তার মাধ্যমে পশ্চাদাঙ্গে তিনটি গিট দেয়। প্রতিটি বমনের সময় বল কোন অনেক নম্বার, তুমি আরামের সাথে শুরু থাক। যখন সে জাগ্রত হয় এবং আল্লাহ আলাকে সম্মুখ করে, তখন একটি বাঁধ খুলে যায়। যখন উয়ু করে তখন আরেকটি বাঁধ খুলে যায় এবং আনন্দ ও প্রফুল্লতার সাথে সকাল করে। অন্যথায় অলস ও নিরানন্দ হয়ে নিয়ে জাগ্রত হয়।”

—সসীহ বুখারী : হাদিস ১১৪২, সসীহ মুসলিম : হাদিস ৭৭৬

৪. অন্যত্র ইরিশাদ হয়েছে কি?

“হযরত উক্তা ইবনে আমের (রা) থেকে বলত, তিনি বলেন, আমি রসূল সালাহার সাক্ষাৎ আলাইছি ওয়াসালামকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রসুল ! মূর্তি কোন পথে? তিনি ইরিশাদ করেন ও তাদের দুরালয়ে নিয়ন্ত্রণ রাখে। তেজে অধিক সময় অবস্থান কর বীর গোনাহের ব্যাপারে কাঁদ।”

—জামে তিরিমিয়ে : ২/৬৬

৫. হযরত তমর (রা) বলতেন কি?

হাযরত হাযরত বসরী (রহ) বলেন কি?

“তোমাদের হিসাব নেওয়ার পূর্বে নিজেরাই নিজেদের হিসাব নাও। কেন হিসাবের জন্যে প্রশ্ন হও? কিয়ামতের দিন ঐ ব্যাখ্যির হিসাব সহজ হবে, যে দুর্নিয়াতে নিজের হিসাব নিয়েছে।”

—জামে তিরিমিয়ে : ২/৭২

হযরত ইহাসান বসরী (রহ) বলেন কি?

“মুমিন ব্যাখ্যি বীর নফসের নিয়ন্ত্রণার্থ হয় এবং আল্লাহ আলাকার ওয়ান্তে বীর নফসের হিসাবনিরীক্ষণ নেয়। কিয়ামত দিবসে কেবল তাদের হিসাব সহজ হবে, যারা দুর্নিয়াতে নিজেদের হিসাব নিয়েছে। আর সেসব
লোকের হিসাব-নিকাশ কঠিন হবে, যারা দুনিয়াকে বিনা হিসাবে বর্ণ করেছে।”—আল্লাহু আকবর মিন ইহৈয়ায়ে উলূমীদীন ৪ ২/৪২১

৬. হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সালাহ্রাহ্ম আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যে বিচ্ছাইন আরাম করতেন সেটি ছিল চটের। আমি হয়ুবের জন্যে সেটিকে দিগুন করে দিতাম। তিনি তার উপর বিশ্বাস করতেন। এক রাতে আমি সেটিকে আরো দিগুন করে দোটি চারপাট করে বিচিত্র দিলাম, যাতে তিনি আরো বেশি প্রশাস্তি লাভ করতে পারেন। সকাল পর্যন্ত তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজ রাতে তুমি আমার জন্যে কি বিচিত্রের ছিলে?' আমি আরো করলাম, 'সে পূর্বতন বিচ্ছাইনাই। আমি শুধু তাকে চার ভাজ করে দিয়েছিলাম।' তিনি বললেন, 'অতিকে পূর্বকার মত করে দাও। কোনা, সে বিচ্ছাইনার কোমলতা আজ রাতে আমাকে নামাই যেকে বিয়ে রেখেছে।’—শামায়েলে তরিমবিরী রসূলুল্লাহ সালাহ্রাহ্ম আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিচ্ছাইনা প্রসঙ্গ।

৭. একদা হযরত উমর ফারুক (রাঃ) আবু বকর সিদ্ধীক (রাঃ)–এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখেন, তিনি পীরের জিজ্ঞা ধরে টানছেন। এতদৃষ্টে আরো করলেন, 'হে রসূলুল্লাহর খলিফা! (আল্লাহু তাআলা আপনাকে ক্ষমা করুন) আপনি একি করছেন?' উত্তরে হযরত আবু বকর সিদ্ধীক (রাঃ) বললেন, 'এ যবন আমাকে অনেক মুহীর্তে ফেলেছে।’—মুহাম্মদ ইমাম মালেক—মিঝকাত ৪ ৪১৫, দারাকুটনী-তাখরীজু ইহৈয়াই উলূমীদীন ৩ ৩/৩৫৫

৮. হযরত উমর ফারুক (রাঃ) কোন এক বজ্রে আল্লাহু তাআলার প্রশংসা এবং রসূলুল্লাহ সালাহ্রাহ্ম আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুর্দশা পাঠানো সময়ের লোকদেরকে লক্ষ করে বললেন, 'হে লোক সকল! আমি সে যুগের দেখেছি, যখন আমি বনী মাখ্যুমে আমার খলাদের বক্তৃতে লেখাতাম। তারা এর বিনিময়ে একমুখ জেরুল আর কিসমিস দিত। আমি তা দ্বারা সারাদিন কাটিয়ে দিতাম। সে এক করণ সময় ছিল।'
হিলাম, আমার মন আমাকে বলে, তুমি তো আজ্ঞ আমিরকে মুমিনেন! মুসলমানদের মাঝে তোমার চাইতে প্রেষণ আর কে হবে? তাই আমি ইচ্ছা করেছি, স্বীয় নফসকে দলিত করব এবং তাকে শান্তি প্রদান করব।'—আদিনাদ্রায়ি—মুসাতাখাবু কানিকি উম্মাল ৪/৫১৭, হায়েতুস সাহাবা ৪/৭৬৫৯

আসল মুজাহাদদর প্রশ্নিক্ষণ এবং তাকে অভ্যাসে পরিণত করার জন্য এ দ্বিতীয় প্রকার মুজাহাদ করা হয়ে থাকে। এ প্রকার মুজাহাদ গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুসারে তাদের দেওয়ানে উপরাছিলিয়া কয়েকটি বর্ণনাকেই যথেষ্ট মনে করছি। সেহে এ প্রকার করা রেহায়াট দ্বারা এ কথাও অনুমিত হয় যে, সাহাবায়ের কোনোরা (রা) সবধা নিজেদের ব্যাপারে কত সতর্ক থাকতেন! স্বীয় আমল ও কলের প্রতি কেমন সচ্ছায় দৃষ্টি রাখতেন! মুজাহাদদর জন্যে সবধা কেমন প্রস্তুত থাকতেন!!!

নফলের মাধ্যমে নেকটৃ আর্জন

মুজাহাদদর পাশাপাশি নফল ইবাদতসমূহ দ্বারাও আল্লাহ তাআলার সামিল অর্জন করা শরীয়তে কাম্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছেঃ

"যাদেদের নাম হয়ো রাসাতের প্রবেশপথে এবং নূরের প্রতি নেকটৃ লাভ করুন।"—সূরা আলাক ৪/১৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হাু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেনঃ

মনে হয় যে, আমার কোনো সাহাবায়ের সাথে শক্তিতা করে, আমি তার সাথে যুদ্ধ যোগ্য হয়না করি। বাদ্য আমার নেকটৃ অর্জনের জন্য করব আদর্শ চাইতে প্রিয় কোন কাজ করেনি। আমার বাদ্য নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নেকটৃ লাভ করতে থাকে, এক পর্যায়ে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। আমি তখনতাকে ভালবাসি তখন আমি তার চেষ্ট, কান, হাত ও পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে, শোনে, ধরে ও চলে। (যেহেতু তার অস্পর্শ্য থেকে সকল কাজকর্ম আল্লাহ তাআলারই সম্ভব মোভের প্রকাশ পায় এজন্যে একথা
বলা হয়েছে যে, আমিনে যেন তার চাও, কান, হাত ও পা হয়ে যাই। কেননা যখন আল্লাহ তাআলার সন্ত্যাগ বিবিরিত সে ব্যক্তি কান দ্বারা কিছু শোনে না, চোখ দ্বারা কিছু দেখে না, তার বিদানের খেলাফ হাত-পা চালায় না, বরং যা কিছু করে আল্লাহ তাআলার সন্ত্যাগ এবং তার হকমের আওতায় থেকে করে; তখন আর তার চোখ, কান, হাত ও পা দিজের রাইল কোথায়! কারণে আল্লাহ তাআলারই হয়ে গেছে।

যদি সে আমার কাছে চাও, তাহলে তাকে তা দিয়ে দেই; যদি আমার আশ্রয় কামনা করে, তাহলে আশ্রয় দান করি।” —বুখারী শরিফ ৫/১৭৩

যাহোক, এত্তুকু প্রমাণিত হল যে, কুরআন-হাদিসের আলোকে আত্মপ্রকাশ অভ্যন্তরের জন্যে মৌলিক দুটি কাজ রয়েছে। একঃ মুজাহাদ, দুইঃ ভক্তি গ্রহণের মাধ্যমে নফলমূলক মাধ্যমে নেকটা অজন। তবে আত্মপ্রকাশের জন্যে মুজাহাদাই হল মূল জিনিস। কারণ, যদি মানুষের অন্তরে আত্মপ্রকাশ, হাস্যরস এবং মিষ্টি রিয়া ইত্যাদি দোষগুলো থাকে, সত্তা ও ইখলাস না থাকে, তাহলে নফল দ্বারা আল্লাহর নেকটা অজন করা যায় না, তা দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়া যায় না।

এজন্য আবাস্তার হল, সর্বপ্রথম মুজাহাদারো মাধ্যমে অস্তরে প্রবৃত্তি ও আনুভূতিক থেকে পরিস্কার করা এবং সংস্কৃতিবিদ, যেমন—সত্তা, ইখলাস ইত্যাদি সংস্কার করা, অস্তরে স্থান দেওয়া। যাতে নফল ইবাদত দ্বারা সামনে হলেও আল্লাহ তাআলার অধিক নেকটার তাভা সভ্য হয়।

শাহাইরের প্রয়োজনীয়তা

আত্মপ্রকাশ হাদিসের নির্দেশে এদুটি পথা (মুজাহাদার ও নফলের মাধ্যমে নেকটার) অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়ার জন্যে একজন নীতিতে তাপী সেলি প্রথম থাকে না। পবিত্র কুরআন দ্বারা একটা প্রমাণিত যে, তাম্রকামিনীর জন্যে একজন মুজাহাদী তথা সংশোধনকারী প্রয়োজন। আর বাস্তবের দিকে তাকালেও তা সহজে অনুভূমি। কারণ, মুজাহাদার মাধ্যমে লাগাতে নফসানীর (প্রবৃত্তির) বিবিধতা করা হয়। কিন্তু প্রতিক মানুষের প্রবৃত্তি এক রকম হয় না; একের ব্যক্তির প্রবৃত্তি একক ধারণের হয়ে থাকে। এমনকি একই ব্যক্তির মনোবৃত্তি, তার মন, শয়তানের প্রভাব এবং মানুষের বিশেষ অবস্থার প্রক্ষিতে এবং বাস্তবের তারতম্যে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। অধিকাংশু এ

১-মুজাহাদার ব্যাখ্যা ২৬-২৭ পৃষ্ঠা অতিবাহিত হয়েছে।
তাসাওউফের মূলতত্ত্ব

প্রবৃত্তিতে রয়েছে হক-বাতিলের মিশ্রণ। কেননা, মনের চাইবা কিছু আছে শরীয়ত বিরোধী, আর কিছু আছে শরীয়ত মেয়াকে।

অপরদিকে শরীয়ত মুহাদ্দাসের পাশাপাশি রয়েছে (ভুগুরদের উচ্চাবিত) শরীয়ত পরিপ্রেক্ষিত মুহাদ্দাসের যা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তির উপর। তাই সব খাসের তথা ইচ্ছার অভিলাষ, কামনা মূহাদ্দাসের মাঝে হক-বাতিলের পার্থক্য নির্ভর করা, অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তি বিষয়ে অবশ্য মাফিক শরীয়-সহজ-সরল চিকিৎসা নির্ধারণ করা, এমন এক অভিজ্ঞ শাইখের কাজ, যিনি নিজে এসব ময়দান অতিরিক্ত করেছেন এবং এ পর্যায়ের চিকিৎসায় পূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

এমনিভাবে কুরআন-হাদিসের অন্যান্য নেককাজের উল্লেখ আছে এবং সেগুলোর ফ্যালিড বর্ণিত হয়েছে। একজন মুসলমানের পক্ষে সেবা অমূল এক সাথে করা সঠিক নয়। যেমন—নফল নামায়, নফল রোয়াম, দান-শহীদ, নফল হজ্জ, নফল উমরা, তেলাওয়াতে কুরআন, কিতাব রচনা ও পাঠদান, তালীম-তাবলীগ, জিহাদ, জনসেবা, নির্ভরবাস, রোগীর সেবা-শহীদ, সমবেদনা প্রকাশ, জানায়ের সাথে গান, আযাহ-ইমামত, হালাল বাসা, কৃষিকাজ, নেতৃত্বন্ম, বিচারকার্য পরিচালনা, বিবাহ-শাদী, সন্তান পালন, পিতা-মাতার খেদমত, আত্মীয়তা বজায় রাখা, প্রতিবেশীর হক, আতিথেয়তা, আল্লাহ তাআলার যিকির ইত্যাদি।

এগুলো সবই নেক আমল এবং আল্লাহ তাআলার নৈক্য লাদের মাধ্যমে। এ সবের ফ্যালিড কুরআন-হাদিসে বিশ্বাস রয়েছে। কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য এ সবের অনেকগুলোর উপর এক সাথে আমল করা অসম্ভব। এগুলোর মাঝে প্রাধান্যদানের প্রয়োজন রয়েছে, যা ব্যক্তি বিষয়ে তার ব্যাপার প্রথমে বিতর্ক চরম হয়ে থাকে। একজন বিশ্ব দূরদূর শাইখ-ই এ প্রাধান্যদানের কাজটি সুচারুমূলক আল্লাহ দিতে পারেন।

কেননা, কারা পক্ষে নিজের ব্যাপারে নিজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না। যদি কেউ নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়, তবুও সেখানে ভানতের প্রবল আশংকা থাকে। এমনি ভাবে নফসের ধোকায় চরমপন্থা বা শিবিলপন্থা অবলম্বনের প্রবল আশংকা থাকে, এটাই নিয়মনদের অভিজ্ঞতা। এ সব কারণেই বিশ্ব শাইখের প্রয়োজন, যিনি মূর্তিদের সাহায্য অবস্থাসমূহ এবং তার শারীরিক, আর্থিক সরবরাহ প্রতিকৃতিক উপকারিতার
প্রশ্নান্তর

ধূমিকার পর পূর্বের প্রশ্নসমূহের পৃষ্ঠপৃষ্ঠ উত্তর প্রদান করা হল:

প্রশ্ন ১। (ক) শরীয়তে তাসাওউফের বিভিন্ন সিলসিলার মান কি?

উত্তর ২। ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে একত্র সংযোগ হয়, আরাহ তাআলা এ ধীরের মূলনীতিতমূহ কুরআন মাজীদে নামিয় করেন। আর রাসূলুল্লাহ সালাহাল্হু আলাহিই ওয়াসালাম তারই নির্দেশে ওই মারফত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সেসব মূলনীতির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। অতঃপর শরীয়তের প্রক্ষল হতে ধীরের তালিম, তাবলিগ, প্রচার ও প্রসারের দায়িত্ব নিয়ে রাখেন ওয়ায়েসালাম আসবিয়া উলামায়ে করেন উপর। আর সাধারণ মানুষকে তাদের কাছ থেকে ধীরে শিক্ষা প্রাপ্ত করতে দিনের মুখ দেওয়া হয়ে।

নবী কার্ম সালাহাল্হু আলাহিই ওয়াসালামের ওয়ায়েসালাম তথা উত্তরসূরী উলামায়ে করেন মধ্য হতে বারা ধীরের যে বিদ্যা ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হতেন, উর্ম্ম সে বিদ্যা ও শাস্ত্রে তাদের শরণ পান হয়; তাদের কাছে সংরক্ষিত বিষয় জিজ্ঞেস করত। কারাবাত ও তেলোয়ারের ব্যাপারে আইমায়া কুরাত কালাবাতের ইমামের কাছে, হাদিস শাস্ত্রে আইমায়া মুহাফজাদীনের কাছে, ফাতাওয়া ও ফিকুহ শাস্ত্রে আইমায়া মুফতাহিদীনের কাছে, আকাইদ-বিবিসাস শাস্ত্রে আইমায়া আকাইদের কাছে, তাসাওউফ ও সুলূক শাস্ত্রে আইমায়া সুলূক তথা হকানী পীর-মাশায়েলের কাছে।

নবী কার্ম সালাহাল্হু আলাহিই ওয়াসালামের এই উত্তরসূরীদের মধ্য হতে আরাহ তাআলা ধীরের প্রতিটি বিষয়ে কতকক্ষে সর্বস্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক প্রসিদ্ধি দান করেন। যেমন তেলোয়ার ও কারাবাত শাস্ত্রে কুরারায়ে সাবধান তথা সাত কারকে, আকাইদ-বিবিসাস শাস্ত্রে ইমাম তাসরিফ (রহ), ইমাম আবু মনসুর মাতুর্যী (রহ) ও ইমাম আবুল হাসান আশাবারির (রহ), ফিকুহ ও ফাতাওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম চতুর্থ ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম মালেক (রহ), ইমাম শাফিঞ (রহ) ও ইমাম আহমদ (রহ), যাঁদের নামে জান ফিকুহের মাযহাব সারা বিশ্বে প্রসিদ্ধ।
সাসাওফের মূলতত্ত্ব

এমনিভাবে তাসাওফ ও সুলুক শাস্ত্রে চার হকানী মালিকের কথিত লাভ করেন এবং তাদের নামানুসারে আজ তাসাওফের সিলুলিসা প্রসিদ্ধ।

এই সকল ইমামের মর্যাদা শরীয়তে কতটুকু তা ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহম)–এর নিম্নোক্ত বক্তব্য হতে সুপ্রীত। তিনি বলেন ৪

ফিরোজ মুসলিম-সরাত মুহাম্মদ উল্লাহ তালিব চৌধুরী লেখেন যে, মুসলমানদের প্রাণ প্রক্রিয়া জীবন বিশ্বাস তাদের উচ্চতম সম্পদ হিসেবে আখ্রাতিত হয়েছে।

তাবৃতে আল্লাহ আক্‌বার ৪৯তম কোরআন কৃত্তব্য বলে, তারা আলাইহী ও তাদের সালালহ, তাদের তত্ত্ব ও তাদের আমদানি তাদের মহিমা এবং তাদের আলোচনা দ্বারা তাদের মাধ্যমে জন ও শহরের যে অসংখ্যকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে। যাদের সাথে মুসলমানরা একত্র হয়, তারা মানুষ ও খুদায়ের উপর সূর্যপ্রকাশিত।

পক্ষে রাসুলুল্লাহ সালালাহ আলাইহী ওয়াসালার মান্যতার পরে সকল উম্মতের মধ্যে অন্যতম সম্পদ হত উলামা সম্পদ। একমাত্র সুলাইমান জাতি এর বিপুল। তাদের মধ্যে সর্বাধিক হয় এই উলামায়ে করম। কেননা, তারা রাসুলুল্লাহ সালালাহ আলাইহী ওয়াসালার প্রতিনিধি। তাদের মৃত সুন্দর জীবনদানকারী। তাদের দ্বারা কৃত্তত কৃত্তিত এবং কৃত্তত কারিম দ্বারা তারা সূর্যপ্রকাশিত। কৃত্তত কারিম তাদের কথা বলে এবং তারা কৃত্তত কারিমের কথা বলেন। —রাফত মালাম আনিল আইসমাতিল আলাম ৪৮

আলামা ইব্রাহীম রাজুরী (রহম)–এর আকাইদ বিষয়ক একটি সুবিষাদ গ্রন্থ ‘তুহফতুল মুরির শরহু আওরাইতিরত তাওহীদ’ তিনি এ গ্রন্থে ইলেম
টাসাওউফের মূলতত্ত্ব

৩৬

ধীরের বিভিন্ন বিভাগের একাধিক ওয়ারিসিনে রাসূল উলামায়ে উম্মতের নামোন্নেপ করতঃ লিখেনঃ

শুধুমাত্র এমন জিনিস যেমন সংসারের ছায়া করে যায়। লামার ফত৽াবাদের ন্যায়। তাদের সাথে জড়িত নয়। তাদের সাথে জড়িত নয়। তাদের সাথে জড়িত নয়। তাদের সাথে জড়িত নয়। তাদের সাথে জড়িত নয়।

"মোহাত্ম্য ইমাম মালেক (রহ) ও এ পর্যায়ের উলামায়ে করাম ফিকহ ও ফাতাওয়ার ব্যাপারে হাঁকিয়ে উম্মত তথা উম্মতের পদ্ধতির জন্য, ইমাম আশাবাদী (রহ) ও তদনুক্রপণ ধীরের আকাইন্দ বিষয়ে উম্মতের রাহবর, জুনাইদ বাগদাদী (রহ) ও তদনুক্রপণ টাসাওউফ বিষয়ে উম্মতের রাহবর। আল্লাহ রাসূল আলামীন তাদের সবাইকে উম্ম প্রতিদন দিয়ে এবং তাদের মাধ্যমে আমাদেরকে উপস্থাপন করুন।" —তুহফতুল মুরিদ ৪ ৭৮-৭৯

প্রশ্ন ৪ ১

(ঝ) টাসাওউফের মূট সিলসিলা করতে?

(ঝ) এ সকল সিলসিলার প্রতিষ্ঠার করা এবং কবন থেকে এগুলো শুরু হয়?

উত্তর ৪ (ঝ-ঝ)

টাসাওউফের চারটি সিলসিলা অধিক প্রসিদ্ধ। যথাঃ (ক) কাদেরিয়া—যা হযরত শাইখ আবদুল কাদের জিলামী (রহ) ৪৭০-৫৬১হি) এর দিকে সম্পন্ন করে 'বলা হয়। (ঝ) চিন্তিয়া—এটি হযরত মুহাম্মদুর্দীন চিন্তী (রহ) ৫২৭-৬৩৩হি) এর সাথে সম্পৃক্ত। (ঝ) সোহরাওয়ারিয়া—হযরত শাইখ শহীদুর্দীন সোহরাওয়ারিয়া (রহ) ৫৩৯-৬৩২হি) এর নামানুসারে বলা হয়। (ঝ) নকুরারিয়া—হযরত বাহেরুর্দীন নকুরারিয়া (রহ) ৭১৮-৭৯১হি) এর নামানুসারে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে।

উক্ত সিলসিলা চতুর্থতমের শাইখেরের অধিক ব্যাপক করার হল আল্লাহ তাআলা এই চার শাইখের দ্বারা আত্মূলিক কাজ অধিক পরিমাণ নিয়েছেন। তাদের কাজে ও ব্যবহার ছিল ব্যাপক। তারা এ আত্মুলিক ইলেক্ট্রোন ও আমলী উত্তর ময়দানে বিচার ভূমিকা রাখেন। তাদের এ ত্যাগ-ত্যাগের ব্যবহার ব্যবহার ব্যন্ত পরবর্তী শাইখগণ তাদের মান-মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বকে অকৃষ্টিতে মেনে নেন। নিজেদেরকে তাদের দিকে সম্পৃক্ত করার মাঝে হীন ইতিহাস এবং হীন হেফাজতের উপায় মনে করেন। যদিও এ চারজন ছাড়া আরো বহু ওল্ড
বয়ূগ্র রয়েছে যাদের মধ্যে অধিকার করার জো নেই। ইসলাম ও আমলের মঞ্জুরে তাদের অবদান সর্বনিমিত্ত বীর্য কৃত।

এ চার সিলসিলা উপরে গিয়ে তাহেই পর্যন্ত পৌঁছেছে। মাঝখানে মাধ্যম হিসাবে রয়েছে সর্বনিমিত্ত ওলী-বয়ূগ্রণ। তাহেই তাদের থেকে সে ধারা পরস্পর সাহায্যের সাথে গিয়ে মিলেছে। খোলাফায় রাশীদী পর্যন্ত গিয়ে সমাপ্ত হয় উপরের চার সিলসিলা। আর খোলাফায় রাশীদী যে রাসুলুল্লাহ সালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দস্ত মোবারকে বাইআত (ঈমন, জিহ্দাদ ও গোনাহ বর্জনের সংকল্প) গ্রহণ করেছেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

নীচের দিকে সেই চার সিলসিলার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা আলো বিদ্যমান আছে। কিন্তু আফসারের কথা হল, এ চার সিলসিলা এবং তদনুরূপ অন্যান্য হকানি বয়ূগ্রদের সিলসিলার দিকে কতিপয় এমন পীরের নিজস্বেরকে সম্পূর্ণ করেন (এবং প্রত্যেক যুগেই এমনটি হয়ে থাকে) যারা ইসলাম, আমল, তাকওয়া, শরীয়ত ও সুন্নার অনুসরণ ইত্যাদি—কোন ওপর কে কে এই যুগের পথ ও পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত নেই। এজন্য কোথা শুধু কোন হকানি সিলসিলার নাম নিতে তুলে ধোকা না মাখিয়ে উচিত, বরং সত্যতার আসল মাপকাঠি—ইসলাম, আমল, তাকওয়া, ইখলাস, কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ-অনুকরণ, এক কথায় শরীয়ত ও সুন্নার অনুসরণের ভিত্তিতে পীর সাহেবের যাচাই হওয়া উচিত। যদি পীরের সাহেবে সে মাপকাঠিতে টিকলেন তাহলে তিনি আল্লাহর ওলী, তার সাথে সম্পর্ক রাখে উচিত। অন্যথায় তিনি শয়তানের ওলী, তার সংবর থেকে বিরত থাকা ফরয়।

যাহোক, আমাদের অংশ কিছুকাল আগে সায়্যদুভান্তা যুরহত হাজী ইমামাদুল্লাহ সুলতানের মন্ত্রী (রহ), ক্ষুদ্রবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রহমান আহমদ গাজুরিন (রহ), এবং মুজাদ্দেদ শিলাত, হারিকুল উসমত হযরত মাওলানা আশীরাক আলী খানভির (রহ) মুরীদদেরকে চারা সিলসিলার বাইআত করাতেন, যাতে তাদের অস্ত্রে সকল ওলীদের প্রতি আদর ও আযমত-মহবত থাকে। ওলীদের মাঝে ফেদাতের সূত্রের অনিষ্ঠায় নিপ্পিত না হয়।

প্রশ্ন ৪২. এসব সিলসিলায় যে সকল সুন্দরিক মিকির নির্ধারিত পাড়ায় করানো হয়, তা কি সুন্দর ভিত্তিক? নাকি বিদায়?

উত্তর ৪ আসল হকুম হল আল্লাহ তাআলার মিকির। কুরআন মাঞ্জিদে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—
হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণে আল্লাহ তা’আলার মিকির কর এবং সকল-সম্বয় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।” – সূরা আহমাদ ৪:৪২

কুরআন শরীফে আজী লোকদের গোলাবী বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে—

যে লোক যারা অনন্ত দিন যেদিন ভোলাতে এবং নিয়ন্ত্রণ করে নিয়ন্ত্রণ করে।

“এরা ঐ সকল লোক, যারা দাতানো, বসা ও শয়ন অবস্থায় (সর্ববিশ্বাস) আল্লাহ তা’আলার মিকির করে এবং চিন্তা-ফিকির করে আমায় জমিন সৃষ্টির বিষয়ে।” – সূরা আলে ইমরান ৪:১৯১

রাসূলুল্লাহ সালাহাত্তর আলাইহি ওয়াসালাম ইনরাদ করেন—“আল্লাহ তা’আলার মিকির এত অধিক পরিমাণে কর, যাতে লোকজন তোমাকে পাগল বলে।” – মুসনাদে আহমাদ ৪:৩৬৫, মুস্তাদরকে হাকেম ৪:১০০

উপরন্তু মুহাম্মদ বলেন—

“কান যে মুক্তি তুমিন মুক্তি উপায় বিশ্বাস আলাইহি ওয়াসালাম সভ্য নিজেকে বলেন—

রাসূলুল্লাহ সালাহাত্তর আলাইহি ওয়াসালাম সর্বক্ষণ আলাহ তা’আলার মিকির করতেন।” – এই মুমিনদের, তারা আলাইহি ওয়াসালাম সব সময় আলাহ তা’আলার মিকির করতেন। তাই সর্ববিশ্বাস আলাহ তা’আলার মিকির করা অযত্থ। দাঁড়িয়ে হোক, বসে হোক, কাত হয়ে বা চিত হয়ে শোয়ে হোক, মাথা উঠু করে কিংবা মাথা নিচু করে হোক, মাথা শির রেখে বা মাথা (একাগ্রতা ও মন্যোগ সৃষ্টির জন্য) বুলিয়ে বুলিয়ে হোক, আতে আওয়াজে হোক বা বলন্দ আওয়াজে হোক, কালিমা তায়িম্বার মিকির হোক বা তৃতীয় কালিমার মিকির, সুফিহায়াল্লাহ বা আল্লাহমুল্লাহের মিকির হোক বা তুতীয় কালিমার মিকির, সুফিহায়াল্লাহ বা আল্লাহমুল্লাহের মিকির হোক, দুরান্ত শরীফ হোক বা ইন্সিফার। এর মিকির নীরব হোক বা প্রকাশ্য, একাকী বা সমিষ্টিতভাবে, সব কিছুই জায়েন।
মোটকথা, যিরকের কোন পদ্ধতিতে নাজাজায়ে নয়। তবে কোন নিদিষ্ট পদ্ধতির ব্যাপারে শরীয়তের নিষেধ থাকলে সে কথা ভিন্ন। যেমন যে পদ্ধতিতে আল্লাহ তা’আলার যিরকের অবমাননা ও বেআদরী হয়।

পীর-মাশায়েখ বীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মূলীদের জন্যে বিশেষ মুহূর্তে মিকরকাহার কোন নিদিষ্ট তীর্থকরা কথা বলে থাকেন, যা তার জন্যে অধিক উপকারী হয়ে থাকে। এ সুনিদিষ্ট তীর্থকরের নাজাজায়ে বলা যাবে না। তবে এটাকে সুষাত বলাও ঠিক হবে না। কেননা, এক বিশেষ মুহূর্তে এ সুনিদিষ্ট তীর্থক্রম, রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম থেকে সুপ্রস্তুতভাবে প্রমাণিত নয়। যদিও কুরআন-খাদিসের কোথাও একে নিষেধ করা হয়নি।

মোদকথা, আল্লাহ তা’আলার যিরকের সাঙ্গায়েরের কাজ। হকানী সুফীদের নিকট তার যতগুলো তীর্থকরা চালু আছে, মুলতং সরোগলাই জয়েয়। এগুলোকে সুষাত মনে করা ভুলু এবং দলাও বিদ্যাত বলাও ভুল। তবে যদি কেউ এ সুনিদিষ্ট তীর্থকরকে সুষাত মনে করে, তাহলে তা সেক্ষেত্রে বিদ্যাত পরিণত হবে। (কেননা সে এমন একটি তীর্থকর যা শরীয়তে জয়ে মাত্র, তাকে সুষাতের মান দিয়েছে)। যেমন কেউ সুনিদিষ্ট তীর্থকর রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম থেকে বর্ণিত আছে বলে মনে করল অথবা তাতে অধিক সাঙ্গায়েরের কথা ব্যক্ত করল (অথচ তা হ্রস্ব বর্ণিত নয় এবং তাতে অন্য তীর্থকর অপেক্ষা সাঙ্গায়েরও বেশী নয়)।

প্রশ্ন-৩ আত্মশূন্যের কোন পদ্ধতিতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সুপ্রমাণিত? কালের পরিবর্তনের কারণে কি আত্মশূন্যের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন সাধন করলেই?

উত্তরঃ কুরআন-খাদিস আত্মশূন্যের একটি মাত্রই পদ্ধতি রয়েছে। তা হল শরীরী যুগাহাদা এবং নকলের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা। অন্য ভাবে বলা যায়, তাফপিয়া ও তাহলিয়া অর্থাৎ অন্তরকে দেষা মুক্তকরণ ও সৎপাকশীল দ্বারা সুসক্ষিপ্তকরণ। তার বিশেষিরি বিবরণ ২৫-৩২ পৃষ্ঠায় দেখান।

একথা স্পষ্ট যে, কালের পরিবর্তনের কারণে আত্মশূন্যের পদ্ধতিতে কোনরূপ পরিবর্তন আসতে পারে না। কেননা, কুরআন-খাদিসের সরাসরি বিধাতা বিধানাবলীতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। তবে ইসলামী উমরুর তথা ব্যবহারণা সম্পর্কিত বিষয়াবলীতে পরিবর্তন আসতে পারে। যেমন জিহাদ

১. তবে যেসব তীর্থকরা হ্রস্ব স্পষ্টভাবে কুরআন-খাদিসে এসেছে সেগুলো অবশ্যই সুষাত।
২. এ প্রশ্নের উত্তরও লেখকের তথ্যপূর্ণ দেশে ব্যাখ্যাসহ লেখা হয়েছে।
একটি শরীয়তের বিধান। প্রথম যুগে জিহাদের জন্যে তীর-ধনুক, বর্শা-বলম্ব ও চাল-চলালায়ার ইত্যাদি অস্ত্রের ব্যবস্থা ছিল। জিহাদের জন্যে এসব অস্ত্র চালানো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করাই অপরিহার্য ছিল। কিন্তু আজ আধুনিক যুগে এ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ বেকার হয়ে গেছে। এখন তদমধ্যে দরকার রাইফেল, তাংক-কামান, জপ্লি বিমান, রাসায়নিক ও পারামাণ্ডিক বোমা ইত্যাদি সমরাদের অভাবান্ত ব্যবস্থাপনা। সুতরাং, সমব ও অবস্থার প্রেক্ষিতে জিহাদের বিধান পালনে প্রথমাক্ষ অস্ত্রের পরিবর্তে শেষোক্ত অস্ত্রের ব্যবহা গ্রহণ করা একাধারে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তদনুরূপ আত্মূলিত সংক্রান্ত কুরআন-হাদিসের মৌলিক বিধানাবলী বাদবায়নের জন্যে উক্ত প্রকারের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন সাধন হতে পারে। কিন্তু বিধানাবলীতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না।

তবে মনে রাখার যে এ ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের পরিবর্তনের জন্যেও শরীয়তের নিদিষ্ট উসুল ও মূলনীতি রয়েছে, যেখানে প্রতি পুজানুপুজোর বেয়াল রাখা জরুরী।

এ কাজ আজামের জন্যে একটি উপার্জনী শর্ত এও যে, স্বয়ং মুসলিমহীন তথা পীর-মাতাভেঁর সুমাতের অনুসরণী হতে হবে। সাথে সাথে বিদ'আত থেকে বিরত থাকতে হবে এবং কোন নিয়ন্ত্রণের শাইখ থেকে অনুমতিপ্রাপ্ত হতে হবে। যাতে ইস্তিমাম তথা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরিবর্তনের নামে বিদ'আতের নিপুণ এবং নিয়ন্ত্রণ মুহুর্তক থেকে বিচারিত না হয়। কেননা, তাঁর ও অধ্যাত্মিক পথের মুখায় কুসংস্কার, বাংলা ও জ্ঞানঘুচ্ছতি ইত্যাদি কষ্টকে পরিপূর্ণ। এসব থেকে নিহত এবং নিজ মূর্ত্তিরকে বাঁচানো সহজ ব্যাপার নয়।

প্রশ্ন ৪—শরীয়তে বাইআত গ্রহণ করার পদ্ধতি কি? উপস্থিত না হওয়া কি বাইআত হওয়া যায়?

উত্তর ৪—সকল পীর-মাতাভেঁর এ বিষয়ে একমত যে, পরিপূর্ণ নাগাতের জন্যে অন্তর্ক্রামে বাঁটি তৎবর্য এবং বীর আত্মূলিত লাভ করা একাধারে জরুরী, যা সৎ ও নেককারদের সাহায্য, মহানব এবং তাদের অনুকরণ অনুকরণের মাধ্যমেই হাসিল হতে পারে। কিন্তু এ জন্যে বাইআত গ্রহণ করা অপরিহার্য নয়। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, পীর সাহেবের হাতে হাত রেখে তত্ত্ব করতে আত্মূলিত জন্যে ঢাক আলাদা করার দ্বারা এ কাজ তার জন্যে সহজ হয়ে যায়। এমনিভাবে এ বাইআতের দ্বারা পীর সাহেবের সুদৃশ্য ও মহানব বৃদ্ধি পায়।
ঐব দিক লক্ষ্য করে সকল সিলসিলায় এ বাইআত পদ্ধতি প্রচলিত আছে। বাইআত পদ্ধতির বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত মাওলানা মাসীহুদ্দায় শেখোয়ানী (রহ) বলেনঃ

"বাইআত মূলতঃ যাহোনি-বাতেনি সকল আমল ও আহকাম আদায়ের গুরুত্ব সৃষ্টি এবং এ সকলের প্রতি যত্নবান হওয়ার একটি প্রতিক্রিয়া সাবলে। একই তাসারুফের পরিভাষায় বাইআত বলা হয়। এটি ধারাবাহিকতার সাথে পূর্ববর্তীদের থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম সিয়ারাহ ও ইসলামের বাইআত ছাড়াও সাহাবীদের থেকে আহকাম ও আমলের প্রতি গুরুত্ব দেনের জন্য বাইআত নিয়েছেন। একাধিক হাদিসের আলোকে তা প্রমাণিত।

শাইখ মুরীদের ডান হাত নিজের ডান হাতে নিয়ে বাইআত নেন। মজলিসের লোকেদের সংখ্যায় অধিক হলে কুমার বা অন্য কিছুর দরা বাইআত নেওয়া হয়ে থাকে। মহিলাদের বাইআত নেওয়া হয় পদ্রার আদর্শ থেকে, যেখানে তার কোন মাহরম পূর্বে উপস্থিত থাকতে এবং কুমার বা অন্য কিছুর মাধ্যমে বাইআত নেওয়া হয়ে।

নিয়ম হল শাইখের নিকট উপস্থিত হয়ে বাইআত গ্রহণ করা। আর যে বাক্তি শাইখের খেলতে উপস্থিত হবে না পারে, সে পারের মাধ্যমে অথবা তার আহারজান কোন বাক্তির মাধ্যমে বাইআত গ্রহণ করতে পারে। এ পদ্ধতির বাইআতকে 'বাইআত উসমানী' বলা হয়। যেমন হযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বাইআতে বিষয়বস্ত্র হযরত উসমান (রাও)-এর অনুপস্থিত যীয় ধরণ হাতের উপর ডান হাত রেখে বলছিলেন——"আমি উসমানের বাইআত নিলাম।" —শরিয়াত ও তাসারুফ পৃথক ১০০

প্রশ্ন ৪ । (ক) কোন কোন সিলসিলায় যারদের মাধ্যমে ফিকির করানো হয়ে থাকে, এ পদ্ধতিতে কোন মাত্র?

(খ) সে সব পীরগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ও অন্যান্য মৃত বুয়োগ্রাম সাথে সংগ্রাম করানোর দাবি করে থাকেন। এ বাণিজ্যের আপাতত মতামত জানতে চাই।

উত্তর । (ক) এ তরীকে 'পাসে-অনফস' বলা হয়। যদি এ তরীকে সুনাম মনে করা হয়, অধিক পুনর্গত তরীকা মনে না করা হয় এবং যারা

১ বাইআত সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও তথ্যতাত্ত্বিক আলোচনা-৫৫-৫৮ পৃষ্ঠায় দেখুন।
তাসাওফের মুসলিম

এ তীর্থকার আমল করে না, তাদের নিন্দা না করা হয়, তাহলে কেন অসুবিধা নেই?

কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, এ পথের করিপঞ্জ মুহীদ এসব ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। কখনো এমন হয় যে, তার শায়খ এ নিদিষ্ট পদ্ধতি তার জন্যে উপকারী মনে করে নির্ধারণ করে দেন। আর সে এ বিষয় পদ্ধতিকেই আসল উদ্দেশ্য মনে করে বসে। আবার অন্যান্য এর দিকে দাখোঁতেও দেয়। মে আল্লাহর বাদা তাঁর আহবানে সাড়া দিয়ে উক্ত পদ্ধতি গ্রহণ না করে, যিনিরের ভিন্ন কোন (জায়েহ বা মাসনুন) তীর্থকা অবলম্বন করে, তাকে বঝিতে মনে করে এবং তাকে অবশ্য্য দৃষ্টিতে দেখে।

মাঝে মাঝে তাদের বাড়াবাড়ি আরো বৃদ্ধি পায়। সে নিদিষ্ট এ তীর্থকাকেই (সহীহ ইলম না থাকার দরক) সুন্দর মনে করে বসে। সে মোটামুটি যারা আমল করে না, তাদের কুন্দা রুটায়, তিউস্কার করে। তাদের এ ধরনের কার্যকলাপ বিদ্যাধরের শামিল। এসব ক্ষেত্রে উক্ত তীর্থকা বর্ণন করা হয়।

এখনই আজাদকালকার অভিজ্ঞ শাহিদগণ জনসাধারণ ও সম্প্রদায়ী পীঠের এ কাগুলীর দেখে এ তীর্থকা ব্যাপারে প্রচার উৎসাহ প্রদান করেন না, বর্তমানের তাদের মাঝে কাহু বাঁকি পর্যন্ত সীমিত রাখতে বলেন।

(খ) কাশ্কি বা কাশ্মির তাদের রাহের সাথে সাক্ষাৎ করানো সম্ভব। তবে এ মোলাকাত ও ফিয়ারত তীর্থকার মূল উদ্দেশ্য নয় এবং এটি মুজাহাদার অবস্থাতেও নয়।

প্রশ্ন ৪. আমার কিছু বন্ধু-বাঙালির ধারণা হল যে, আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যের জন্য ইসলামিক আর অনেসলামিক সিলসিলার মধ্যে কেন পার্থক্য নেই। এটা শুধু তাওয়াজ্জহু ও মনের একাধিক জরুরি মাত্র। এ উদ্দেশ্যের সাথে যে কেন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এ সম্পর্কে আপনার অভিজ্ঞ তাদের বছর?

উত্তর ৪ এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হল, তা সবই ছিল এ তাসাওফ সম্পর্কিত যা ইসলামে কাম্য। আর তার উদ্দেশ্য হল অত্যন্ত পবিত্রতা লাভ করা, দুর্জয়া ও আখ্যাতে আল্লাহ তাছার নৈতিক অর্জন করা। তার প্রধান কাজ দুটি—মুজাহাদা ও তাকারুব বিমানের ফেল, যা পিছনে বিদ্যায়িতভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর আমাদের সবাইকে বুঝার তাফকি দিন।

1 কাশ্কি ও স্প্র সম্পর্কে সম্পাদিত বইয়ের ১৪২-১৪৮ পৃষ্ঠায় দেখুন।
কতক লোক সন্ত্যাগী, যোগী ও বৌদ্ধদের অবস্থা দৃষ্টে সংশয়ে ভোগে।
তাহে এরাও তো মুক্তাহাদা, চেটা-সাধনা করে থাকে। বায়তঃ তারাও আত্মিক পূর্ণতা অর্জন করে। তাহলে তো ইসলাম ও অনৈসলামের মাঝে কোন পার্থক্য রইল না।

স্মরণ যে, শরীর ও রূহ, এ দুঃখের সমন্বয়ই মানুষ। তন্মধ্যে রূহ হল আসল ও শাসক। আর শরীর হল তার শাসিত ও অনুগামী।

শরীরের যত বেশি যত্ন নেওয়া হবে, শরীর ততই মযথব, শক্তিশালী ও উদায় হবে। এতে কাফের, মুমিন হওয়ায় কোন পার্থক্য হবে না। যদিও মুমিন যাবে জানাতে আর কাফের যাবে জানানামে। আর রূহকে যত উত্তম দান করা হবে, রূহের ততই মযথব, শক্তিশালী কর্মোৎসাহী ও কার্যকরী হবে।

কাফেরের রূহ হেক আর মুমিনের রূহ তাতে কোন তাৎক্ষণ্য হবে না। যোগী, সন্ত্যাগী, বৌদ্ধদের অন্যান্য যখন শরীরের অনৈসলামিক পদ্ধতিতে সাধনা করে,

তখন তাদের রূহের মযথব, শক্তিশালী ও কর্মোৎসাহী হয়ে ওঠে। তবে তাদের অনৈসলামিক পরিপ্রেক্ষ্য নদীর হয় না। আর আল্লাহ তাআলার নীতিতে অর্জনের তো প্রশ্নই উঠে না।

পক্ষান্ত্রে একজন মুমিন যখন শরীরত অনুযায়ী মুক্তাহাদা করতে থাকে, তখন তার রূহের মযথব, শক্তিশালী, কর্মোৎসাহী ও প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সাথে সাথে আত্মায়ক্তি এবং অন্তরের পরিপ্রেক্ষ্য লাভ হয়। সে আল্লাহ তাআলার নীতিতে নাগাদ ধন্য হয়। এটাই মুমিনের মূল উদ্দেশ্য। (বলা যাচ্ছ, সাধনার মাধ্যমে শুধু রূহকে শক্তিশালী করা-শরীরতে তার কোন মূল্য নেই।

ইসলামের নিদর্শন হল, শরীরের তরীকের মুক্তাহাদা করতঃ অন্তর পরিপ্রেক্ষ্য করা এবং আল্লাহ তাআলার নীতিতে ধন্য হওয়া। এটাই ইসলামিক ও অনৈসলামিক তরীকের পার্থক্য।)

তার একটি সহজ উদাহরণ, যেমন একটি অপবিত্র আয়না, যার উপর ধূলোবালি, ময়লা-আবর্জনা জমে অপরিচ্ছন্ন হয়ে আছে। এটিকে পাক-পরিপ্রেক্ষ্য পানিতে ধূসে পরিপ্রেক্ষ্য করলে আয়নাটি দেখা হবে এবং পাক-পরিপ্রেক্ষ্য হবে।

আর যদি সে আয়নাটিকে পেশাব দ্বারা ধোয়া হয় তাহলে চেটা উদ্বুদ হবে ঠিক, কিন্তু পাক-পরিপ্রেক্ষ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তার খুবকে আয়নাটি নাপাক এবং দৃঢ়মন্ডলী থেকে যাবে। তার জন্যে পাক পানি ব্যবহার করা অপরিহার্য।
তাসাওউফের মূলতত্ত্ব

আপনার প্রশ্নের উত্তরে এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল। নতুন তাসাওউফ ও সূলুকের সম্পর্ক মূলতঃ আমলের সাথে, শুধু কিভাবের সাথে নয়। শুধু যাহেরী কোন আমলের সাথে নয়, বরং তার মূল সম্পর্ক মুমিনের অন্তরের বাতেনী আমলের সঙ্গে। বাতনী আমল শুধু কিভাব থেকে হাঁচিল করা যায় না। কোন বিষ্ঠা হকুমার পীর ও শুলীর তথ্যবাহী থেকে অজ্ঞাত করতে হয়। এ ব্যাপারে বিভাজিত বিবরণ পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের যাহের ও বাতেন উভয়টিকে কারুণ-সুল্লাহ মোতাবেক বানানোর তাওফীকের দিন। আমাদের সবাইকে আত্রুগুলির দৌলত নসীব করুন। বীর করুণায় দূরিয়া ও আধ্যাত্মিক সহজে তার নৈকট্য ও সুস্পষ্টতানন্দ ধান্য করুন। আমীন!
টথ্যপঞ্জি

কুরআন কারীম, তাফসীর ও হাদিসের সুপ্রসিদ্ধ কিতাবসমূহ ছাড়াও এ লেখায় নিয়মিত কিতাবসমূহের সাহায্যে নেওয়া হয়েছে। যদিও এ লেখায় সূত্র হিসাবে এগুলোর উল্লেখ নেই।

১। তাফসীরে মা’আরিফুল কুরআন—হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহ)।

২। ইহ্যাউ উলুমিদীন—হযরত ইমাম গায়লালী (রহ)।

৩। আতাকাশশংক আন মুহিস্মাতিত তাসাওউফ—হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খাননী (রহ)।

৪। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খাননী (রহ)।

৫। শরীয়ত ও তাফসীর—হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খাননী (রহ)।

৬। তরবিয়াতুস্ সালেক—হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খাননী (রহ)।

৭। বাশায়েরে হাকীমুল উম্মত—হযরত ডাঃ আবদুল হাই আরেফী (রহ)।

৮। তাজদীদে তাসাওউফ ও সুলুক—হযরত মাওলানা আবদুল বারী নদভী (রহ)।

৯। শরীয়ত ও তাসাওউফ—হযরত মাওলানা মাজিদুল্লাহ শিরওয়ানী (রহ)।

১০। আমার প্রতি হযরত হাজী মুহাম্মাদ শরীফ (রহ) এবং হযরত মাওলানা মাজিদুল্লাহ সাহেব (রহ) কর্তৃক লিখিত পত্রাবলী।
হাকীমুল উসম্ন মুজাদ্দেদ মিল্লাত, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ আলী থানতী (রহঃ)--এর
তাসাওয়ুক্ত সমপর্য কয়েকটি প্রাক্তাপূর্ণ মূল্যবান বাণী
(মাসাসিয়ে হাকীমুল উসম্ন (রাঃ) থেকে সংকলিত)

1. এক মুরিদ লিখেছেন—‘বুঝে নেত্র থেকে হাঁটিল করার জিনিস
কোনটি এবং তার নিয়ম কি?’

হযরত থানতী (রহঃ) উত্তরে লিখেন—“পালনীয় আমলের কিছু আছে
হায়রী (বাহিক), যা কিছু আছে বাটোনী (অন্যান্তর), উভয় প্রকারের
মাঝে কিছু ইল্মী ও আমলী ভূলক্ষি হয়ে থাকে। শায়খগণ মুরিদের
অবস্থা ও প্রতিকূলতার বিবর্ণ শুনে সব কিছুক প্রতি নয় রেখে উপমোগী প্রতিকার
বলে দেন। এ মোতাবেক করা মুরিদের কাজ। এ পথের সহায়তা স্বরূপ
কিছু চিন্তা বলে দেন। এ বক্তব্য দ্বারা উদেশ্য ও তরীকু উত্তরই জানা
গেল।”  —পৃষ্ঠা ১৫৫

2. এক মুরিদকে লিখেছেন—“সুলকের লক্ষ উদেশ্য তো (আলহামদু
লিনান্দ) জানা আছে। আরো আল্লাহর সন্তুতি। এখন বাকী আছে দুটি
জিনিস—তরীকার ইল্ম এবং সে মোতাবেক আমল। তরীকার একটিই—
হায়রী ও বাটোনী হককমসুহ যথাযথভাবে পালন করা।

এ পথের সহায়তা দুটি জিনিস ৪ (ক) চিন্তা, যথাসত্ত্ব সর সময়
চিন্তা করতে থাকে।

(খ) যত অধিক সত্ত্ব আল্লাহ ওয়ালাদের সংশ্রব অবলম্বন করা। যদি
অধিক সংশ্রব অবলম্বন করা সত্ত্ব না হয়ে উঠে, তবে এর বিকল্প
হল—বুঝিতে সীমাবদ্ধতার, তাদের লেখা, প্রবন্ধ ইত্যাদি পড়াশোনা করা।

আর দুটি জিনিস এ তরীকার উদেশ্যের প্রধান প্রতিকার—(১) গোনাহ,
(২) অনর্থক কার্যকলাপ।

চিন্তা, সহায়তা (সংশ্রব) ইত্যাদি উপকারী হওয়া জন্যে একটি মাত্র
শর্ত, তা হল নিজের অবদান শায়খকে অর্হতি করার ব্যাপারে যত্নবান
হওয়া। এর পর জরুরী হল নিজের যোগাযোগ। যোগাযোগ তোমাদের উদেশ্য
হালকে কম বেশী বিলম্ব হয়ে থাকে। আমি সব কিছুই লিখে দিয়েছি।”  —পৃষ্ঠা ১৫৬
(৩) তিনি বলেন, “আমার মাধ্যমে যারা সিলিসিলায় অসুস্থতা হয়েছেন এবং আমার সাথে সম্পর্ক রাখেন, তাদের জন্য ওষীফা, আওরাদ, যিনির শোধনের ব্যাপারে তত্ত্বত্ত্বী গুরুত্ব দেই না, যত্তত্ত্বী আল্লাহকে চিত্তে সংশোধনের গুরুত্ব দিয়ে থাকি। চিত্তে সংশোধন করা খুবই জরুরী। তাই আমার পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বেশী তাকিদ করা হয় থাকে। এ যুগে অধিকাংশ মানুষ আল্লাহকে চিত্তে ঠিক করার ব্যাপারে যত্নবান হয় না। কিন্তু ওষীফা আদায়ে খুব পাক্ষিক হয়।” —পৃষ্ঠা ১৪১

(৪) একবার হযরত ধানেন্দু (রহ) তাসাওয়েফের সকল স্তর ও পর্যায়ের আলোচনা করেন। আল্লাহ তাঁতালার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং এ পাখির পরিকের বিভিন্ন অবস্থার কথা উল্লেখ করেন। সর্বশেষে বলেন—“সব কিছুর সারকথা হল, ফরম ও ওয়াজিবসমূহ যথাযথ আদায় করা; আল্লাহ তাঁতালা প্রদত্ত হক্কসমূহ সৃষ্টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। হক্কসমূহ ইবাদ তথা বান্দার হর্কের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। তাসাওয়েফের মাধ্যমে এততটুকু হালিন হলে সবই হল, নতুনা কিছুই হল না।” —পৃষ্ঠা ১২৯

(৫) এক মুর্দী মোন ওষীফা বা তরীকা জন্তে চেয়ে পড়ে লিখেছিল, যদ্যপি ইবাদতে প্রভূত উদ্দেশ্য এবং গোনাহ হতে পরিণত লাভ করা যায়। উত্তরে তিনি লিখেন, “ইবাদতে ও গোনাহ উভয়ই মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতাধরী আমলের অন্তর্ভুক্ত। ওষীফার সেখানে কিছু করার নেই। বাকী থাকার তরীকার কথা, মানুষের ক্ষমতাধরী কার্যকরী মাঝে ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগানো ছাড়া দীর্ঘকালীন কোন তরীকা নেই। তবে আপনি, ইচ্ছাশক্তিকে সহজে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন পড়ে মুজাহিদ। মুজাহিদের হার্কেট হল নফসের বিরুদ্ধচ্যুত করা। নফসকে সব সময় কাজে লাগানোর দ্বারা আত্মা আত্মা তা সহজ হয়ে যায়। আমি তাসাওয়েফ শাস্ত্রের সব কিছু লিখে দিয়েছি।

এরপর শাইখের দুটি কাজ বাকী থাকে—(১) আত্মার রোগ নির্মাণ করা
(২) মুজাহিদের কোন তরীকা নির্ধারণ করা, যা ঐ রোগের চিকিৎসা।” —পৃষ্ঠা ১৭১

(৬) তিনি বলেন, “এ পথের নির্দেশ আত্মার পরিপ্রেক্ষায় অবস্থান করা। যে সব বিষয় হতে পরিপ্রেক্ষা অবস্থান করা হয়, তার অন্তত দুটি (ক) শাহওয়াত (কামনা, অভিলাষ) (খ) কিছু তথা অসংখ্য। এগুলোর চিকিৎসা কোন কামেল বৃদ্ধির সংশ্রে থেকে করতে হবে। কেননা, তিনি এ পথ অতিরিক্ত করেছেন।” —পৃষ্ঠা ২৮৭
(৭) মুরীদের (এবং সকল মুসলমানের) জন্য যাহীরী ও বাতেনী আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহীরী আদব বলতে মানুষের সাথে সদ্যবহার, বিনয়, নম্রতা ও নৈতিকতা প্রদর্শনকে বুঝানো হয়। বাতেনী আদব হল সবসময়, সর্ববিধায়, সকল লেনদেনে আল্লাহ তাঁর আলাকে সম্রণ রাখা। বাহিক আদব-আখলাক বাতেনী আদব-আখলাকের পরিচায়ক, বরং পুরো তাসাওড়কাই আদব, অর্থাৎ আদব-আখলাকের নামই তাসাওড়ক।” —পৃষ্ঠা ২৮৯

(৮) তিনি বলেন, “আখলাকে রয়িলা তথা মানুষের অংশীদারি দোষগুলোর সংক্ষিপ্ত চিকিৎসা হল—ধাঞ্চ, চিন্তা ও ধৈর্য ধারণ করা। অর্থাৎ কোন কাজ করার পূর্বে এ বেয়াল রাখা যে, এটি শরীরের দুঃখের যে কিনা? আর তাড়াতাড়ি না করা, বরং ধৈর্যের সাথে কাজ সমাধা করা।

অথবা ইতিহাস ও ইতিবিবর্ণ অর্থাৎ গীত আমল ও অবস্থা শাহীকে আমার দিকে থাকা এবং শাহীকের নির্দেশানুযায়ী আমল চালিয়ে যাওয়া বা ‘ইনকিযোদ ও ইতিমাদ’ অর্থাৎ শাহীকের পূর্ণ অনুসরণ-অনুকরণ করা এবং তিনি যা বলেন, তার উপর পূর্ণ আহ্বান পোষণ করা।” —পৃষ্ঠা ২৯১

(৯) তিনি বলেন, “আল্লাহ তাঁর মহবীত সৃষ্টি করার সহজ রাজ্য হল, মহবীত ওয়ালাদের সাথে উঠাসা করা” —পৃষ্ঠা ২৯৭

(১০) ‘নক্ষাবন্ধিয়া, চিন্তিয়া এখূল নামে ভিন্ন, কাজ সবগুলো এক ও অভিনীত।

এ বিষয়ে স্ফূর্তি আল্লাহ তাঁর দল, তোমার না রাখ। তাঁরই সফলকাম।” —সূরা মুজাদ্দা ত২ ২২

তাছাড়া কোন কোন নক্ষাবন্ধির মেয়াজ চিন্তিয়া হয়ে থাকে। আবার এর উপর কোন কোন চিন্তিয়ার মেয়াজ হয়ে থাকে নক্ষাবন্ধি। এরপ বিষয়ে নামে বিশেষ অপুন্নক আয়তে বর্ণিত হয়েছিল এই ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইরশাদ হয়েছে—

“এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরের পরিচিত হও।” —হযরত ৪ ১০

অন্যান্য সিলসিলার ব্যাপারটিও অনুরূপ। কিন্তু আফসাস! অজ লোকেরা এখূলাকেই মুল উদ্দেশ্য বাঁধায় নিয়েছে। তাই চিন্তিয়া শাহীর জন্য বীর মুরীদেরকে শুধু চিন্তিয়া পশ্চাত তরব্যত, প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত নয়; নক্ষাবন্ধি শাহী শুধু নক্ষাবন্ধিয়া তরীকায় তরব্যত করবেন না, বরং সকল শাহীর উচিত বীর মুরীদের যোগাযোগ মাফিক যে তরীকা ও পশ্চাত তার জন্যে উপকারী হয়, সে তরীকা নির্ধারণ করা।” —পৃষ্ঠা ১৩১

সমাপ্ত
তাসাওউফ ৪: তথ্ত্র ও পর্যালোচনা

তাসাওউফের মূলতত্ত্ব, তার সাঠিক পথ, বহুবিধ হামলার নিরসন, বাড়াবড়ি-শিকিলতার সংশোধন, হঠানী পীরের আলাদা, শুরুত্তে ও তরীকতের সম্পর্ক এবং পীর মুরীদের আড়ালে কুফর ও ইলহাদের মুখ্য উল্লেখ
(একটি জ্ঞানগুরু ও তথ্যবহুল পর্যালোচনা)

মূল

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মালেক
মারকায়দাওয়ালিল ইসলামিয়া ঢাকা

অনুবাদ

মাওলানা মুতীউর রহমান
ভূমিকা

الحمد لله وکفی وسلم علی عباده الذين أصطفی

‘তাসাওউক : তথ্য ও পর্যালোচনা’ কিতাবটি আমার একটি ফ্রেড প্রয়াস।
কয়েকজন মুলহিদ পীরসাহেবদের এই চারটি কুর্সিপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ের উপর
দীর্ঘসময় বিস্তারিত আলোচনা করার কোষ্ঠ করা হয়েছে।

আলহামদু লিলাহ, কিতাবের সব কিছুই তাহকীকের সাথে লেখা হয়েছে।
নিজের পক্ষ থেকে কিছু নিষেবা পরিবর্তে নির্ভরযোগ্য কিতাবের উক্তিতে লি-
খেছি। কিতাবের প্রতিটি আলোচনায় কুরআন ও হাদিসের প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।
আর তাফসীর ও ব্যাখ্যা স্বরূপ আনা হয়েছে আলাতির ও মাসাযেক, উলামায়ে
কেরামের বাণীসমূহ।

আযাতের বর্তমান দিয়ে নিজের নাম ও আযাত নথি দেওয়া হয়েছে। আর
হাদিসের বেলায় নির্ভরযোগ্য হাদিস প্রস্তাব থেকে হাদিস নথির অথবা বস্ত ও পৃষ্ঠা
উল্লেখ করা হয়েছে। আইযামায় হাদিসের তাহকীক ও গবেষণা অনুযায়ী এ
কিতাবের হাদিসগুলো সনদের দিক থেকে নির্ভরযোগ্য। হাদিস শাখার উসল ও
ধরা অনুযায়ী হাদিসগুলো ‘সাহিহ’ বা ‘হাসান’, আর কিছু আছে কিছু মিনাল
হাসান। আর প্রয়োজনীয় স্থলে হাদিসের সাথে আরবীতে তার সনদের মান
উল্লেখ করা হয়েছে।

1 - ফাহাইদ অল উসলায় মায়ের সুন্নী হলে হনীন ও কিছু হলে হনীন, এরা তাকল্ল তার

على كل حدث نقلة عن الأميرة نقا لا يلزم منه الحكم على الحديث بالصحة أو الخلاف، وإنما يحصر
كلامهم في الحكم على الإسناد، غير أننا بحث عن حال الحديث أيضاً في أمثال هذه المواقف، على
ما وقفت له وهدت إليه، واكتسبت عند الحكم ما نقلت عن الحفاظ، نورًا من أن وأتى بمساق
تتمشى كلامهم، لا سيما وخلال هذا الكتاب لا يتحمل التوسوع في مثل هذا الموضوع بأكثر من ذلك.
কিতাবের মাসআলা ও আলোচিত বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস থেকে
কারা দৈনিক প্রদর্শন বিষয়ের বৃদ্ধি এবং সাধারণ পাঠকদের রূপি
রূপির প্রতি বেয়াল রেখে সংক্ষেপ করা হয়েছে। এমনিভাবে কুরআন
ও হাদিস থেকে উৎসাহিত হকারী আকাবিয়ার ও মাহফিলের বাহিনীসমূহ উল্লেখ
করার ক্ষেত্রেও সংক্ষেপের প্রতি সক্ষম নাকি হয়েছে। সাথে সাথে সাধারণতঃ
কিতাবের আলোচনার উদ্দেশ্যে কোন দেওয়া হয়েছে, যাদের সাথে ভারতীয় উপমহ
দেশের পাঠকদের পরিচিতি ও আন্তরিকে আরও জন্ম দেওয়া হয়েছে।

এই কিতাবটি আমি হাসানীয় আকাবিয়ার উলামায়ে কেরাম ও ইল্ম পিপাসু
বন্ধুদের অনেকের নিকট পেশ করেছি। কেউ পরে সংকলন, কেউ কিছু অন্য
অংশ বুঝায় এবং কেউ উন্নত সংকলনের সাথে উদ্দেশ্যে এবং অবশ্য উন্নত দিকে থেকে
কিতাবটির সংকলনের আশাজীত সংগঠনিত করেছেন। আমি অজ্ঞাত অনেক
বেশি তাদের সঠিক শাখার আদায় করছি। তাদের সেবকের ও ইহুদিয়ের
প্রতিদিন প্রথম আলা তাআলাই দিতে পারেন।

নজরুললে আলা তাআলাই দিতে পারেন।

তিনি যতটা পরিশ্রম করে কিতাবটি অনুবাদ করেছেন। তাঁরা মূল কিতাব চুক্তির ক্ষেত্রেও তার যথেষ্ট শুধু রয়েছে। আলা তাআলাই তাআলাই
উদ্দেশ্য প্রতিটি দিন তাফকক মিলন ইল্ম পিপাসু হতে এবং কোনো মিল ইল্ম নিন্দীর কর্তৃক এবং
তাদের ব্যবহারের একজন নিত্য সামান্ত হিসাবে করানো হয়। আমি।

অবশেষে আমি আবার তাদের শেখর আদায় করছি নিশ্চিত আপনাদের
হাতে কিতাবটি তুলে দেওয়ার জন্যে প্রশংসা বা পরিশোধের সামান্ত হলেও মদদ
করেছেন। আলা তাআলাই সবাইকে জানাতে চানির দান করল।

আমিন বর্ষস্তুত রবি আলমী ও আলমী আলমী আলমী আলমী।

১৯/৯/১৪২১ হি
২৯/৭/২০০০ ই.স.
তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীর ব্যাপারে শিখিলতা

সমাজে তাসাওউফ সম্প্রে বহু মৌলিক অস্তি রয়েছে। সেগুলো সংশোধন হওয়া খুবই জরুরী। অনেকের ধারণা, তাসাওউফের বিভিন্ন শিক্ষাদি শিক্ষা-দীক্ষা কুরআন-হাদীসের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দারসিক ও যেসীদের ধান-ধারণা ও সাধনা ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত। এ ধূলি ধারণার কারণে অনেকে এক্সিকুতি ও গোমরাই বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। তাদের এ অভিজ্ঞতার মূল কারণ হল, হক্কোত্তান যে তাসাওউফের কথা বলে থাকেন, নে তাসাওউফের হাকিমকের তাপিতে তারা উদাসীন।

বিখ্যাত: তাদের দৃষ্টি মূলতও ও অর্ধের প্রতি দৃষ্টি রক্ষাতে তারা এ অভিজ্ঞতা করে থাকেন। কারণ, তারা যখন তাসাওউফের বিভিন্ন কুরআন-হাদীসে দেখতে চান, তখন তারা 'তাসাওউফ' শব্দ বা 'পীর-মুরীদী' শব্দের মূল তান করাতে থাকেন। আর কুরআন-হাদীসে এসব শব্দ না পেয়ে তারা তাসাওউফকে মিথ্যা ও গোমরাই বলে আখ্যায়িত করেন। অথচ একই সাধিতে যে, এগুলো ধুধ পারিখাতিক শব্দ। এবং এর মূলতাং ও অর্থের যদি কুরআন-হাদীসে বিনামন থাকে, তাহলে এই শব্দ বিনামন না থাকায় কোন অর্থবিদ্যা লেই।

এই একটি কারণ যে, তাসাওউফ দীর্ঘদিনের এর একটি মল্ল অধিকার হয়েছে এবং এখনও বেড়ে, যারা শিক্ষিত রসম-রেজাত, বিদ্যমান, বার্তিত আরোহি-বিষয়ক ও কায়বুকাপকে তাসাওউফ নাম দিয়ে রেখেছে। অথচ প্রকৃত তাসাওউফ বা ইহুদী পীর-মুরীদীর মাধ্যমে এগুলোর আদা কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাই বলে তো একটি শাস্তি স্মরণে বহুধন লোকের বাড়োবাড়ির কারণে কোনমাত্রই অত্যন্ত করা যায় না। এই, বাড়োবাড়ির প্রতিবাদ ও ধরন অবনম্ল করতে হবে।

(হাজরাত সংগ্রহ) তালকাকার ও চাঁদনী পীর-মুরীদীর এমন কোন বিষয় নেই যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা, মিথ্যা ও জানালাতিকে অশ্রু এন্ড করা হয়নি। একই মিথ্যা নবীজড়নের দাবী করেছে, অনেকে তা নিয়ে নিয়েছে। মুরীদীরা ভালো উপাস্য পরিট বানিয়েছে। মিথ্যা-মুলাহারা জাল হাদীস
তাসাওউফ বা তত্ত্ব ও পর্যালোচনা
বানিয়ে রাসূলুল্লাহ সালারাহ আলাইহি ওয়াসালামের নামে চালিয়ে দেওয়ার অপর্চে করেছে। তথাকথিত প্রতিষ্ঠাতার এক দায়ে আইন তৈরী করে তাকে শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত সন্তান নামবার ভাবে চেষ্টা করতে দিতে করিনি। এসব প্রতারণা ও মিথ্যা জালিয়াতির পর কি কোন কিছু মূলতত্ত্ব ও বাণীতে অর্থীকর করা যায়? অবশ্যই নয়। ভাব ভাব ও ভেজালেই বাড় দেওয়া হয়, খুন্ড করা হয়।

সুতরাং, আলরাহ-রাসূল হক। জাল উপায় এবং বায়া নবী না-হক। সত্ত্বপ্রভুত্বের আশায় হয় সমীহ হাসিদসমুহের উপর; জাল হাসিদসমুহের উপর নয়; এমনভাবে সঠিক আইনের উপর, বাতিল আইনের উপর নয়। বাতিল আইনের কারণে তারা বিক্ষু ইসলামী আইনকে অর্থীকর করেন না। জাল হাসিদের কারণে (মা আবারাহ) তারা সমীহ হাসিদসমুহকে অর্থীকর করতে পারেন না।

নবীদের বিষয়টিও বুঝা উচিত। বাতিল তাসাওউফ বা বাতিল পীর-মুরীদী সর্ববিশ্বে বাতিল। তাই বলে সত্যিকারের তাসাওউফকে অর্থীকর করার কোন জো নেই।

যাহোক, সত্যিকারের তাসাওউফের মূলতত্ত্ব এবং তার কর্মপদ্ধতি সুস্পষ্ট। তারপরও যদি কেউ তাসাওউফকে সম্পূর্ণভাবে অর্থীকর করে, তাহলে এটি তার সুরূহা ও গোমরাহী চাই আর কিছুই নয়।

এখন প্রশ্ন হল সত্যিকারের তাসাওউফের মূলতত্ত্ব এবং তার কর্মপদ্ধতি কি? নির্দেশ আমা ঐ বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই।

তাসাওউফ বা পীর-মুরীদীর মূলতত্ত্ব এবং তার সঠিক পথ

করভাদ করিমে আলরাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন:

কী আরেসে তাীক রসূল নিয়ম বিলায় তাীক আলিবিলা ও নিয়ম সমুচ্ছিত করিয়া এবং নিয়ম বিলায় তাদের নিয়মে অবিত্ত ও নিয়মে মালাম নিুুং সুং মলি ফাকফাকে, ফাসমাকে আকারে ও

মসাক নোুলা নেটের।

“যেহেম আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রাসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাগীমুহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের তাত্ত্বিক তথা আত্মসম্বন্ধে পরিচিত করবেন। আর তোমাদেরকে শিক্ষা দেবেন কিতাব ও হেকামত (অর্থাৎ সূরোধ)। শিক্ষা দেবে এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না। সুতরাং, তোমরা আমাকে স্বগ কর, আমিও তোমাদেরকে স্বগ রাখব। আর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, অকৃতজ্ঞ হয়ে থা।” – মুহাম্মদ: ৫২ তথা ৫২
গ্রন্থের অন্তঃপাতলেখা পাঠকদের তালিকায় অন্তঃপাত করেন যে, তাদের মাঝে তাদের
নিজেদের মধ্যে হতে নবী পাঠায়েছেন। তিনি তাদের নিকট তার আযাতসমূহ পাঠ
করেন। তাদেরকে তাত্ক্ষনিক ফলে আল্লাহর ভাবে পরিণত করেন এবং তাদেরকে
কিংবা হেকমত (অর্থাৎ সুনন্দ) শিক্ষা দেন। ক্ষুদ্রতাত্তার এর পূর্ণ
পক্ষ হয়।” - সূরা আলে ইমরান : ১৬৪

উল্লেখিত আযাতদীয় এবং সূরা বাকারার ১২৯ নং আযাত এবং সূরা জুমু’আর
২নং আযাতে রাসূলুল্লাহ সালাতারহ আলাইহি ওয়াসারামের ব্যাপারে একই বিষয়,
একই ধরনের শব্দে আলোচিত হয়েছে। এসব আযাতে রাসূলুল্লাহ সালাতারহ
আলাইহি ওয়াসারামের এ পৃথিবীতে আবির্ভাবের উদ্দেশ্যসমূহ তথা তার নৃস্মর্ত
ও বিস্তারের তিনটি প্রদর্শনীতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

১. আযাতসমূহ পাঠ করা। অর্থাৎ, কুরআন সাঁজীদের আযাতসমূহের সহী তেলাওয়াতর করা। তার শব্দের সংরক্ষণ এবং বেহালে তা অবতীর্ণ হয়েছে হবে সেবার পাঠ করা।

২. কিতাব ও হেকমতের তালিকা। অর্থাৎ, কুরআন ও সুন্নাহের বিষয়বস্তু
শিক্ষাদান এবং তা বুদ্ধানো।

আমার আলোচিত বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রতি লক্ষ করে আমি এ দুটি ব্যাখ্যায়
এর্দিত না।

৩. ‘তাত্ক্ষনিক’। রাসূল সালাতারহ আলাইহি ওয়াসারামের তৃতীয় শুরুৰ্দ্ধতুতি
হচ্ছে তাত্ক্ষনিক। যার অর্ধ হল অভ্যন্তরীণ বা আল্লাহর অপবিত্তা হতে মানব মনকে
পরিল করা। অর্থাৎ, শিক্ষা, কুফর ও হানি আমীদাবিশ্বাস থেকে অন্তরকে পবিত্তা
করা। এমনিতে নীতিতীনতা, আহ্মকার, লোভ-লালসা, হিংসা-বিহিংসা, ধন ও
মানের মোট ইত্যাদি থেকে অন্তরকে পবিত্তা করা এবং তদুপলে একসুবিধের
সঠিক আমীদাবিশ্বাস, নীতিতীনতা, বিনয়-নির্গতি, যুদ্ধ ও অমূল্যাপন, আবারের
মহক্ত, অপরের অধিকারকে অপারিত প্রাদান ও বিকাশে ইত্যাদিকে স্থান দেওয়া
এবং এসব গুণবী দীর্ঘ অন্তরকে সুসংজ্ঞায়ক করা।

১. এসব আযাতের অধিকাংশ বাণ্ডা-বিদ্রোহ সাফতারব্লু কুরআন : ১/৩৩-৩৩১, অনাদিতে
ইবনে কাদুর : ১/২০১, ৪/৩৩৩, ৫৪৭ ও ইমদাদুল্লাহ ফাতোকারা : ১/৭, ১১ থেকে বুদ্ধানো।
ধারা ৪: কিতাবুলাহ ও রিসালাহুলাক

আল্লাহু আকবর আল-মুস্তফা ইবনে আবদুল-রামা মাদুরের কাছে রাসূলুল্লাহ ও সালাহুল্লাহের জনে সর্বদা সম্পূর্ণ দুটি ধারা জারি রেখেছেন। এক সময় আল্লাহু আকবর আল-মুস্তফা ইবনে আবদুল-রামা মাদুরের কাছে রাসূলুল্লাহ ও সালাহুল্লাহের জনে সর্বদা সম্পূর্ণ দুটি ধারা জারি রেখেছেন।

প্রথম ধারা হলো ইসলামের সূত্র ও সংশোধন ও সফলতার জন্য উভয় ধারাকে একত্রিত করা হয়েছে। এই ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের জন্য উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের জন্য উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের জন্য উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের জন্য উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের জন্য উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের জন্য উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের জন্য উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের জন্য উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের জন্য উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের জন্য উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের জন্য উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের জন্য উভয় ধারার মধ্যে রয়েছে প্রশিক্ষণ, শিক্ষক ও শিক্ষণের 

এটি কারণ যে, ইসলামের সূত্র ও সংশোধন একত্রিত করা হয়েছে, উভয়ের সমন্বয় এরকম উর্ধ্বার্দ্ধ দিয়েছে একটি সঠিক ও সুলভ ব্যাখ্যা। এমনিভাবে আল্লাহু আকবরের জন্মের আগে এটি করেনিয়
পূর্ব-পশ্চিম শরীরত-এবং অন্যান্যকে রিলজিয়াল-তথা দীনের ধরনের বাহক মনিস্কারের এক অধিক ধারণা রূপ হতে দেখা যাচ্ছে। চিন্তা করি দেখুন, পূর্বে কুরআন মাজীদের মূল ও সারাংশ হল সূরা ফাতেহা, যা আমার নামারের প্রতি সংক্রান্ত পড়া আস্থাক। হাদিসের জাতিতে যাকে উপস্থাপন করা হয় তথা মুহাম্মদ তথা কুরআনের মূল বলা হয়েছে। তার অনুমতি অংশ হল সূরা-মুহাম্মদ তথা সাহাজ-সংশয়ের পঞ্চম হেদায়াত। এ সূরা ফাতেহাও সুরাতে-মুস্তাকীম মুহাম্মদ ও হাদিসের পথ-এর সন্ধান দিতে গিয়ে 'কুরআনের পথ' হাদিসের পথ না বলে, কিছু আলীহওয়ালা লোকের সন্ধান দেখায় এবং তাদের পথ সুরাতে-মুস্তাকীম-এর অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। উদেশ্য হল কুরআন, হাদিস ও রাসূলের পথের বিজ্ঞানের মধ্যেই বুঝি করতে হবে। ইসলাম হয়েছে ৪

"সে সমস্ত লোকের 'সুরাতে মুস্তাকীম' যাদের ভুমি নেয়ামত দান করেছ, তাদের পথ নয়, যাদের পথ রাখার অভিযোগ বর্ধিত হয়েছে এবং (তাদের পথ নয়) যারা 'পথ হয়েছে না।'—সূরা ফাতেহার, ৭।

যাদের উপর আল্লাহ তাআলার অনুমতি হয়েছ, তাদের আল্লাহ-নিধিত্ত করে এবং ব্যাখ্যাসহকারে কুরআনের অনুমতি ইসলাম হয়েছে।

নাওলাক মুন্না আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণ হবে, যারা হলেন ননা শীতলী ও সংসারী বন্দিরাম।"—সূরা নিসা: ৬৯।

যাহকে কুরআন মাজীদের মূলবিষয়ের দান করেছে এবং তাদের সূরা হল, 'তারা হলেন ননা শীতলী ও সংসারী বন্দিরাম।"—সূরা নিসা: ৬৯।

অন্যভাবে বিশ্বাস ও বিশ্বাস এবং তার শিক্ষাভাব এবং শিক্ষার পরিবর্তনের প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করা হয়, তাহলে বুঝি যাচ্ছে যে, তালিম-তরবারীতের এসব নিয়ম-পদ্ধতি সুধু ধর্মীয় বিষয়ের ক্ষেত্রেই সূরণিত নয়, বর্তমান কালের বিভিন্ন ও বিষয় সাজাতে অর্জন করতে হলে এ পদ্ধতিতেই হতে হবে। এক্ষেত্রে বাঙালিয়া বিশ্বাস নিত্যমন্ডলী-পুনঃকালবী, অন্যান্যকে যাচ্ছে বিশ্ব ও বৈজ্ঞানিক বাঙালিকের, তারা তৃতীয় অব্যাহতি ও চিকিৎসাভূতি বিষয়ে পুরুষ ও চরম উত্তরাধিকারের বাণী বরণ।"
তাসাওফুক: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও মনোবিজ্ঞানীদের নিকটও এখন এ ব্যাপারটি স্বীকৃত যে, তখন বই পড়া-পড়ানোর দ্বারা মনোভাবে ও ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন আসে না, যতক্ষণ না এতদুদ্দেশে ভিন্ন পরিবেশ বা প্রশিক্ষণগার তৈরী করা হয়। সেখানে ছাত্রা কিছুদিন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে একজন তত্ত্ববিদ্যায়কের অধীনে জীবন নির্বাহ করতে শিখে। কিন্তু নবী প্রদীপের প্রজাপতিতা (সাহাবায়ে কেরাম) প্রথম দিনই সে রহস্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর নিজেদের অধিকাংশ সময় নবী মজলিসে কাটাতেন। ইসলামী শিক্ষার তরবিয়ত হাতে-কলম প্রস্তুত করতেন। এজন্যই পূর্ববর্তীদের মাঝে তুক থেকেই রূপকূলের সম্প্রতি অবলম্বন এবং তাঁদের নসীহত ও ইসলামের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার ধারা চলে আসছে। আয়ুর্ধী ও আমলী তরবিয়ত এ পথে যথার্থ সম্ভব, তখন কিভাবের পৃথিবী উল্টিয়ে তা সজ্জ নয়।

মরহুম আকবরের অভাষঃ

কোর্স তো লেখে যে সক্ষম তে হীন।
আদম হয় বনানী হীন।

“কোর্স থেকে শুধু শিক্ষায়, মানুষ বনানী মানুষে।”

যাহোক, কুরাস মাজিদে তাকি তালীম থেকে সত্ত্ব রাখা হয়েছে। তাকে রাসুলুল্লাহ সারাদাও আলাইহি ওয়াসালামের অভিষেকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এবং তাঁর ওদুরাত্মিত বলে সাধারণ করা হয়েছে। এটা এ কথার ইঙ্গিত বহন করে যে, তালীম যতই সঠিক হোক না কেন, ধুঃ তালীম ধরা যতক্ষণ তবুও তরবিয়ত হচ্ছে। বিজ্ঞ কোন মুরক্কুর অধীনে আমলী তরবিয়ত হচ্ছিল না করেন। তালীম মানুষের সঠিক সংস্কার পথ দেখায় মাত্র। এক ধুঃপথ জেনে নেওয়া অভিজ্ঞ লক্ষ্যের পৌঁছার জন্য যথেষ্ট নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সাহস করে পদক্ষেপ না নেওয়া হবে, পথ অতিক্রম করা হবে।

সাহসী বক্তব্যের সংশ্লেষ এবং তাঁদের অনুসরণ হিমত সৃষ্টি হয়। নতুন সবকিছু জানা ও বুঝা পর্যায় অবস্থা এই দীর্ঘ মাত্র।

জাহান হো ফোয়াজু এবং রুপের হেয় এই দীর্ঘ মাত্র।

“ইবাদত ও পরহেয়গারীর সাহায্যে যে কথা তা জানি, তবুও মন ওদিকে একটুও যায় না।"
হাজিমুহাম্মদ আলী রিয়াজুল ইসলাম

সংস্কার ও আধুনিকতার ফলে ইসলামের সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সাথে একটি দীর্ঘ মূলত দূর্বল সম্পর্কের মধ্যে আরোপ করা হয়। বিশেষত আরবের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও ইংরেজি ভাষার ব্যবহারের সাথে ইসলামের সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সাথে একটি দীর্ঘ মূলত দূর্বল সম্পর্কের মধ্যে আরোপ করা হয়।

মুফর্তি ইরাহদের দুর্বলতার ফলে ইসলামের সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সাথে একটি দীর্ঘ মূলত দূর্বল সম্পর্কের মধ্যে আরোপ করা হয়। বিশেষত আরবের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও ইংরেজি ভাষার ব্যবহারের সাথে ইসলামের সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সাথে একটি দীর্ঘ মূলত দূর্বল সম্পর্কের মধ্যে আরোপ করা হয়।

মুফর্তি ইরাহদের দুর্বলতার ফলে ইসলামের সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সাথে একটি দীর্ঘ মূলত দূর্বল সম্পর্কের মধ্যে আরোপ করা হয়। বিশেষত আরবের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও ইংরেজি ভাষার ব্যবহারের সাথে ইসলামের সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সাথে একটি দীর্ঘ মূলত দূর্বল সম্পর্কের মধ্যে আরোপ করা হয়।

মুফর্তি ইরাহদের দুর্বলতার ফলে ইসলামের সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সাথে একটি দীর্ঘ মূলত দূর্বল সম্পর্কের মধ্যে আরোপ করা হয়। বিশেষত আরবের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও ইংরেজি ভাষার ব্যবহারের সাথে ইসলামের সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সাথে একটি দীর্ঘ মূলত দূর্বল সম্পর্কের মধ্যে আরোপ করা হয়।

মুফর্তি ইরাহদের দুর্বলতার ফলে ইসলামের সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সাথে একটি দীর্ঘ মূলত দূর্বল সম্পর্কের মধ্যে আরোপ করা হয়। বিশেষত আরবের তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও ইংরেজি ভাষার ব্যবহারের সাথে ইসলামের সংরক্ষণ এবং প্রচারণার সাথে একটি দীর্ঘ মূলত দূর্বল সম্পর্কের মধ্যে আরোপ করা হয়।
মনে করা হয় যে, মুহাদ্রী ইবনে আব্বাস (রখি) সাধারণত সম্পর্কে সাক্ষী হয়নি।

১. হযরত আনাস (রখি) এবং তিনি বলেন, রাসূলুদ্দিন সাক্ষী আলীহী ওয়ালামার ইসাহাদ করেছেন।

২. হযরত আবু মুসা আশাবারী (রখি) বলেন, রাসূলুদ্দিন সাক্ষী আলীহী ওয়ালামার ইসাহাদ করেছেন।

৩. হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রখি) বলেন যে সাক্ষী হয়নি।

খন্ড আরবি শব্দটি মুহাদ্রী ইবনে আব্বাস (রখি) দিয়ে সাক্ষী হয়নি।
"তোমাদের সবেকেই সম্মেলনে যাকে দেখিয়া আলাহ তাঁর কথা শুনে
হয়ে যার কথায় ইলাহ বুঝিয়ে পিয়ায় যার কাছে কর্ম তোমাদেরকে পরিকালের কথা
ক্ষেপণ করিয়ে দেয়।" - আবুধুর ইহবান ইহসান, আবু ইরিদাই ইহায়েল বিয়ারা ৪৮/১৬৩

এ ইনিসের ব্যাখ্যায় প্রথমে মুহাম্মদের নাম (রঃ) বলেন এবং তিনি নির্মলতায় শুনায় যে আমার সুবিধা মুন্নি না হিসেবে কারণ আমার ব্যাখ্যা করে সঙ্গীতের স্বচ্ছতায় নিজেদের দোষস্বরূপ দেখতে পাই। তবে উঠ তার সুন্দরতম দিকে নিজেদের অনুভূত ক্ষুদ্রনাশপাস্মূহ্য।" - ফয়দূল কিদীর হৃ/২৫১-২৫২

যদি ইসলাম শাস্ত্রের সমন্বয়ে, ইসলামের আদর্শ বিভিন্ন পূর্বতন উদ্ভাবনে এবং যার অধ্যাত্ম সংস্কার আনুষ্ঠানিক হয়ে অন্তর্বর্তমান ইসলামের চূড়ায় আরোহণ করে, তিনি নির্মলতায় শুনায় যে আমার সুবিধা মুন্নি না হিসেবে কারণ আমার ব্যাখ্যা করে সঙ্গীতের স্বচ্ছতায় নিজেদের দোষস্বরূপ দেখতে পাই। তবে উঠ তার সুন্দরতম দিকে নিজেদের অনুভূত ক্ষুদ্রনাশপাস্মূহ্য।

তালাউফের মূলতত্ত্বের অর্ধেক কিড়ক

সবীহ-কুরআন ও মুসলিম-এ হসরত নামান রবিক (রামিয়া) থেকে বিশিষ্ট তিনি বলেন আমি বসুলালাই সাদাবাদ আলাইসি ওয়ালালামকে বলতে অনিবার নিয়ম প্রদর্শন করা হয়ে তারই নাম ইসলাম তালাউফ।
ছদ্ম নারী প্রতি ইসলামী ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রথম নির্দেশ দিতে হবে। এ প্রশ্ন সম্পর্কে মুসলিম অফিসিয়ালকে তাঁর দ্বিতীয় মূল প্রশ্নের জন্য সম্পর্কে উপায় প্রদান করে। সেথাও নিয়ন্ত্রণকারীর কর্মের সময় হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুসলিমকে জানাতে হবে।

“হাদীস সম্পর্কে, হরমের অনুরূপ সম্পর্কে। এ দু’মূলক মাধ্যমে কিছু বলা আছে যেগুলো মুসলমান হয় (অনুরূপ ও সম্পর্ককে)। সেগুলোর বিধান যে তা অনেকই জানা না। আর যে ব্যক্তি সম্পর্ককে বলে থাকে যা স্বাভাবিক ও ইতিমত-অর্থী সংরক্ষণে সম্ভব হবে। যে ব্যক্তি সম্পর্ককে বলে তিনি স্বীকার করে সে ক্রমশঃ হারাম কার্যকলাপ জড়িয়ে পড়বে। তার উদাহরণ তৈরি নেয়া, যে সরকারী সংগঠিত এলাকার খুব নিকটে পড়া চরায়। তার ব্যাপারে এ আশ্বাস প্রকাশ নেয়, যে স্বীকারের তাতে (সরকারী সংগঠিত এলাকায়) দুর্বল পড়বে। তাদের আশা যে আলোচনার সরকার সংগঠিত এলাকা হচ্ছে মহারাজ (হারাম কার্যকলাপ)।

তাদের আশা যে মানব শরীরের একটি গোপনের তুকরো আছে, যা ঠিরে হয়ে গলে পুরো শরীরের ঠিক হয় যায়। আর তা নটি হয়ে গলে পুরো শরীরটাই নটি হয় যায়।

তাদের আশা যে তুকরোটিও হচ্ছে কুলব।”-সীমা বুলারি : ২/১৩, হাদীস ৫২, সত্তীয় মুসলিম : ২/২৮, হাদীস ৩৯৭৩

হাদীসের বিষয়বস্তুতে তিন বা চারটি হাদীস এমন রয়েছে, যেগুলো স্বাধীন ব্যাপকতার ফলে ইসলামের পুরো বিধানবলিকে শামিল করে নেয়-এ হাদীসটি সেগুলোর অন্যতম। এ হাদীসের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করতে গেলে দরকার বিরুদ্ধে একটি সত্য প্রকাশ করতে হবে। এখানে আমার উদ্দেশ্য উক্ত হাদীসটির শেষ বাক্যটির প্রতি সমালোচনা গ্রহণ করবে।

চিত্তার বিষয় এই যে, রাসূলবাদ সাতুলাহাল আলাইহি ওয়াসালাম পুরো শরীরের আমলের ইসলাম ও সংশোধনকে অন্তর্ভুক্ত করে এ ইসলামের সংশোধনকে অন্তর্ভুক্ত করে এর যে দুই প্রক্রিয়া বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি আলোচনা করেছেন, অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়া দেখা দিয়ে পুরো শরীরের আমলের মাঝে ক্রিয়া ও বিপর্যয় দেখা দেয়।

কূর্বান মাঝের অসংখ্য আযাত এবং উপরোক্ত হাদীসের অন্যান্য হাদীসের আলোকে আন্তর্ভুক্ত করা বলেছেন যে, কুলব ঠিক করার উপায় হল-শিক্ষার ও কৃষ্ণক হতে বেঁচে থাকা। ইমাম ও তাওবাদর (একত্রিতকরণ) নেয়ামত লাভ করে। তৎসম্পর্কে আকারের বেগ ও দোষ-ক্রিয়া থেকে অন্যের পবিত্রতা বড়তে সংশোধনকে দ্বারা সম্পর্কের করা। অন্তর্ভুক্ত নটি হওয়ার অর্থ হল-তাতে আকারের বেগ ও দোষ-ক্রিয়ার মূলকার এবং সংশোধনকে প্রাপ্ত হয়।

১. ইবন বেনজরুহ (রহ) প্রসিদ্ধ আলেম উমাইয়া হিকামে : ৬৫, ইবন আযার (রহ) লিখিত ‘ফুরুতুহের রাসকায়া’ ৭/৩০৬-৩০৭ সহ হাদীসের অন্যান্য ব্যাখ্যা গ্রহণ করব।
এখন প্রথম হল-সে আত্মিক রোগ ও দোষ-ক্রিয়াগুলো কি? এবং সত্যবাদিই কি? উভয় অতি সহজ ও সুস্পষ্ট। কৃত্তরান মাজীরের অপরাধ আহত এবং অসংখ্য হাদিসে এ বিষয়টির উল্লেখ রয়েছে। যেমন আত্মিক সৃষ্টিতের মধ্যে রয়েছে-ইসলাম, হোমাদীতি, তাওয়াকুল, সব, শোক, আল্লাহর ফযরাসায় সম্পৃক্ত, আল্লাহর মহৎভ, বদনাতা ও ব্যবহার ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে আত্মিক রোগসমূহের মধ্যে রয়েছে-রিয়া, কপটতা, আহিলার আত্মরাগ, হিংসা-বিদ্বেষ, অবৈধ যোনিচার, কুপ্রবৃত্তি, ধন-সম্পদ ও সমাজের ভুমি, লোভ-লালসা ও কুদর্শন ইত্যাদি।

কব্রান হাদিসে এসব আত্মিক রোগশ আরো বিভিন্ন রোগ থেকে অতর্কে পরবর্তী রাখা এবং অতর্কে সম্ভব্য-নির্মম রাখার জরুর তাপিত দেওয়া হয়েছে। অতর্কে এসব সাথে জড়িতের ব্যাপারে সত্যবাদী উজ্জ্বল করা হয়েছে।

এমনিভাবে কব্রান কার্যে ও হাদিস শরীফে উপরাত্র পরিবারসহ অন্যান্য সৎবাদীরা অতর্কে সৃষ্টিতে অতর্কে তাপিত করা হয়েছে, নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বারংবার। সাথে সাথে কেউ যদি এসব সৎবাদী অর্জনে সচেত্ত না হয়, তার ব্যাপারে চরম সত্যবাদী উজ্জ্বল করা হয়েছে। ততক্ষণ পর্যন্ত এসব সত্যবাদী অর্জন করা না হবে এবং অতর্কে এসব রোগ ও দোষ-ক্রিয়া থেকে মুক্ত না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানের সাধ পায় যে না। আমলও দূষিত হবে না। তাহাড়া এসব সৎবাদী অর্জন না করা এবং রোগ ও দোষ-ক্রিয়ামূলকের কোনোক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়াও কর্মর জন্ম নাউ।

এ ভূমিকার পর এবার মূল কথায় আসা যাক। যে ইসলাম অভ্যাসীর সৎবাদীর বিশ্বাস ব্যাখ্যা এবং তার অর্জনের দিক নির্দেশনা দেয়; অতর্কের রোগসমূহের বিশ্লেষণ এবং তার চিকিৎসা নির্দেশ করে তাই নাম ইসলাম তাস্বাত রুফ। যার সেব সত্যবাদী অর্জন এবং আত্মিক রোগ মূচ্ছীর জন্যে একজন অভিভূত চিকিৎসক ও হাদিসের চিকিৎসা ও তরবায়িতের অধীনে থাকার নাম 'দীর্ঘ-শয্যায়িনী'।

ওরেলায় যে, হাদিসের বুদ্ধির বেলে যে সব পত্রিতে তরবিয়ত ও চিকিৎসা করে থাকেন, তা তাঁহার মনাগঠ কোন পত্রিত নয়, বরং তার কোন কোনটি

১. সেসব সৎবাদী ও রোগসমূহের অধীনেরই সাধারণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি 'হাদিসের শীর্ষ', 'হাদিসের মুসলিমীন' ও 'হাদিসের শীর্ষ' বই-প্রকাশের রয়েছে।

এরপরে আরো, উষ্ণ ও ফাল্কোন ভোকে অন্যান্য বই-প্রকাশ রয়েছে।
কুরআন-হাদিসে লাভ উল্লেখ করা যায়। আর তাকে কে কোন কোনটি করাই যায় যেমন কনসিষ্টেন্ট ভূমিকা পেলে দিয়ে হয় তেমনই করাই যায়।

২. ইমমাফ সাদাতিল খান পচারুহ আমাতুল ইমাম ও আরম্ভী।

৩. আত তাহার বিলায়তি আরোপিত তাসাউফক - হাকিমুল উমর

৪. মাসাইল তুলে কায়ম মালিক মুলক - হাকিমুল উমর মাদানি

৫. সাহান বিল কায়ম মুলক - হাকিমুল উমর মাদানি

৬. হাসান বিল কায়ম মুলক - হাকিমুল উমর মাদানি

৭. তামাম প্রথম কালাম বিল কায়ম মুলক - হাকিমুল উমর মাদানি

৮. তামাম প্রথম কালাম বিল কায়ম মুলক - হাকিমুল উমর মাদানি

আর কোন কোনটি করাই যায় যেমন কনসিষ্টেন্ট ভূমিকা পেলে দিয়ে হয় তেমনই করাই যায়।

মোটকথা, উভয় দলই কুরআন-হাদিসকে তাসাউফকে মুক্ত মনে করে থাকে।

অন্যদিকে নিজ নিজ খুলনা খুশী মত এক দল ইলেম তাসাউফকে বাদ দিয়েছে, আরেক দল বাদ দিয়েছে কুরআন-হাদিসকে।
বস্তুতঃ বিতর্কের পথ পরিহার করুন। আমাদের তাঁর আলাদা ভয় করুন। উপরোক্ত বিষয়ের উপর অধম (পালনী রহঃ) সত্ত্বা দুই কিছু নিয়েছে। একটির নাম ‘হাকিমাতুর তৃষিকা।’ এ কিছুতে তাসাওফের হাকিমাতুর (মূলতত্ত্ব) হাদিসের আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে। অপরটি হল ‘মাসাইলস সুলুক।’ এ কিছুতে পরিকল্পনার জন্য একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, তাসাওফের মস্তানালাসমূহ কুরআন মজীদ দ্বারা সুপ্রমাণিত। এ তিনটির মধ্যে জানা যাবে যে, কুরআন হাদিস তাসাওফে ভরপুর। বাস্তবে সেটি তাসাওফকে নয়, যদি বিবরণ কুরআন-হাদিসে নেই। ফলশ্রুতি, তাসাওফের সঠিক ও মৌলিক সবগুলো মস্তানা কুরআন ও হাদিসে বিদ্যমান।’—তরীকুল কালামার-বাসায়ের হাকিমুল উল্লতঃ ১০০

তাসাওফ ও পীর-মুরীদীর সারকথা

উল্লেখিত বজ্রয়নার পর এখন ইসলাম তাসাওফ ও তরবিয়তের ইমাম, হাকিমুল উল্লত হযরত মালালার আশ্রয় আলী ধামার (রহঃ)-এর ভাষায় তাসাওফ ও পীর-মুরীদীর হাকিমাতুর বা তার সার-সংক্ষেপ ঘণ্টু। তারপর আপনি নিজেই ভেবে দেখবেন, এতে কোন নিয়মটি এমন আছে যাকে বিদ্যমান বা শীর্ষীতের পরিপ্রেক্ষিত বলা যায়। হাকিমুল উল্লত হযরত ধামার (রহঃ) বলেনঃ

“এতে (পীর-মুরীদীতে) ।

১. কাশ্মীর-কারামাত একাধি পাওয়া জরুরী নয়।

২. কিয়ামতের দিন মাফ করার জন্য মাফ নেই। (এবং তা অন্য নয়)

৩. পরিবেশের কোন সেনদেন জিতিরূপে দেওয়ার অজারিকার নেই। এমনও জরুরী নয় যে, তার জন্য কোন কাজ উদ্যোগ করিয়ে দিবে, দুর্বল দিয়ের মামলা-মুক্তাতায় জিতিরূপে দিবে, কামায়-রোজগার উন্নতি হবে, বাড়ির মিছামিছি দিয়ে বোঝ তাল করে দিবে, তারিখের কথা আগাম বলে দিবে।

৪. তাসারকুফ ও তাসারকুফ জন্য যে, পীর সাহেবের তাওয়াজ্জু দ্বারা মুরীদের সংশোধন হয়ে যাবে। তার কোন ব্যবসায়ী কেনাবানার আসবে না, আপনা আপনাই ইবাদত-বদনের মানসিকতা তৈরী হবে। মুরীদের নিয়ম ও ইচ্ছার প্রয়োজন পড়বে না।

৫. বাতেনী কোন অর্থাভাবিক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার ধরাদণ্ড অজ্ঞাত নয় যে, সর্বদা বা স্থির ইবাদতের সময় পরম স্বাদ ও তৃপ্তি পাবে। আর ইবাদতের সময় কোন প্রকার বাধার সম্ভাবনা নেই যে, খুব কান্না আসবে এবং এমন আত্মতোলা হবে যে, আপনি পর কারিগর কোন খবর থাকবে না।
৬. ধিরাঙ্গ-শোভায়রত অবস্থায় কোন বুঝ বা অন্য কিছু দেখতে পাওয়া অথবা
গায়নীর কোন শঙ্কা স্বাক্ষর নয়।

৭. ভাল ভাল সঙ্গ দেখা এবং ইলহাম সঠিক হওয়া ও আবশ্যক নয়।

বরং সব কিছুর মূল উদ্ভাস হল আল্লাহ তা’আলাকে সম্ভূত করা। যার মাধ্যমে হুম-শরীয়তের নির্দেশিত পথে চলা, বিধানাবলী অনুপ্রাণিত পুরোপুরি আমল করা।

কিছু বিধান আছে বাহিন্দা, যেমনঃ নামায়, রোয়া, হজ্জ, যাকাত, বিবাহ,
তালক, সাম-সিয়ার হক আদায় করা, কসম, কাফকারা, লেনদেন, মামলা-মুকাদ্রা,
সাক্ষা এদান, আহিনির ও পরিভাষা সম্পন্ন কর্ম, সালাম-কালাম, পালাহার, ঘুম,
উই-বসার আদায় ও মেহনাদারী ইত্যাদি। এ সংক্রান্ত বিধানের নাম ইলমে কিছু।

আর কিছু বিধান রয়েছে বাতেন (আত্যন্ত) সম্পর্কিত, যেমন-আলাহ
তা’আলার মহকত, আল্লাহ তা’আলার ভয়, আল্লাহ তা’আলার স্বর্ণ, দুনিয়ার
আসক্ত কর হওয়া, আল্লাহ তা’আলার কার্যালায় সক্ষুত থাকা, লোভ না করা,
ইবাদত বেদপূর্ণ একাধারে অর্জন করা, বৃহী কাজসমূহ নিতান্ত সাথে আখান
দেওয়া, কাউকে হেয় মনে না করা, আভাসিমা পরিহার করা ও রাগ নিয়ন্ত্রণ রাখা
ইত্যাদি। এ বিষয়ক বিধানাবলীর নাম ইলমে সুল্খুক তথা ইলমে তাসাওওক।

যাহেরী বিধানাবলীর নাম যাহেরী বিধানাবলী মোতাবেক আমল করার ফল
তাহাক্টা বাতেনী ক্রটির করণে অনেক সময় যাহেরী আমলসমূহে ক্রটি দেখা দেয়।
যেমন-আলাহ তা’আলার মহকত কম হলে নামায়ে অজস্তা আসে, ‘তানীরে
আরোকান’ ব্যতীত তাহাহী করে নামায আদায় করে ফেলে। কূপণতা বশতঃ
যাকাত আদায় করে না, হজ্জ পালনে অবহেলা করে। অথবা অহংকার ও অধিক
ক্রোধ থাকার কারণে করা উপর অত্যাচার করে ফেলে, কারো হক নষ্ট করে। এ
ধরনের আলের অনেক কিছু। বাহিক আমলসমূহে অধিক সক্ষুত অবলম্বন করা
হলেও নফসের ইসলাম না হবে তাহকে সে সক্ষুত দীর্ঘশ্বাসী হয় না। সুতরাং,
নফসের ইসলাম (সংশোধন) উপরের দুটি করণে জরুরী সাধ্যত হল।

কিছু এসব বাতেনী ক্ষতিগ্রস্থ অনেক কম বুঝে আসে। যা বুঝে আসে,
সেগুলোর সংশোধনের পদ্ধতি কম জানা থাকে। আবার এসব পদ্ধতি জানা থাকে,
নফসের গর্ভিতসংকল্পের কারণে সে মোতাবেক আমল করা হয় দার্দ্য অনেক ক্ষেত্রে
দৃষ্টি ব্যাপার। এসব প্রয়োজনীয়তার তাপিদেই একজন কামেল পীরের 'শরণপ্রলভ
হতে হয়, যিনি এসব কিছু বুঝে মুরীদকে অবহিত করবেন। সাথে সাথে তার
মাসনূন তাসাওফ

খানভী (রহ) বলেন, “যেসব কাজে আল্লাহ তা'আলার সত্ত্ব হাঁচি হয়-এগুলো আল্লাহ তা'আলার আদেশকারী তথা কারণ, ওয়াজিব ও মুক্তাহাবের মাঝেই সীমিত। এগুলো যাহাদের সাথে সপ্তম হোক বা বাতনের সাথে, সত্ত্বেও উপর অমাল করুন। ছুটে গেলে কাশ্য করে নিন। ধীরী কাজ এর চাইতে সহজ আর কি হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরুশাদ করেন? রমা জেল আল্লামান্তি বয় মুনিয়াম মুনিয়াম-মুনিয়াম মুনিয়াম।” -সূরা হুসন ৭৮

এমনিভাবে যেসব কাজে আল্লাহ তা'আলা অসত্ত্ব হন-এগুলো হরাম ও মাকরাহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ (এগুলো যাহাদের সাথে সপ্তম হোক বা বাতনের সাথে) সবগুলো হতে বিতর্ক থাকতেন। ঘটনাক্রমে শুনুন হয়ে গেলে তাত্ত্বিক ইন্টিগ্রাট করে নিন। নিজেকে বিষয় লোকদের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না, নগদ ফল পাওয়ার আশায় থাকবেন না। পরবর্তীতে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবেন, এ আকাঙ্খাও পোষণ করবেন না। শুধু এ দু'আ-ই করতে থাকবেন, আল্লাহ তা'আলা যেন দুর্নিয়াতে আমল করার তাওফিক দেন, পরকালে জানিত নসিব করেন এবং আহান্নাম হতে মুক্তি দেন। মাসনূন তাসাওফ (সুলুক) এতবারুই।”

-আশারাফুস সাওয়ানেহ-বাসায়ের হাফিজ উমত ৪ ১০৬

১. কামেল শীরের আলামত ৮০লং পৃষ্ঠায় লেখেন।
রহন্তে অন্তরর অভিয়ন (রহ) অনুসারে, “তাসাওফের সারকথা অভিয়ন অনুযায়ী হয়ে থাকে। তা হল, যে নেককাঞ্জলি অনুসারে অনুসারে না, অপরাজুকে মোকাবিলা করে সে নেক কাজ একটি সম্পাদন করবেন এবং তারা চাহিদা হলে তা দিবে বিন্দু গোনাহর কাজ যে অনুমতি দেওয়া হয়। এই উপায় এ পূর্বে পরিচিত তারা আর কেন্দ্র উপরে প্রোগেজনে না। প্রেসি, একটুকুই আলাদা তা আর্থর কাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এতটাই তার সংস্কার এবং এটাই তাকে আত্মজিৎ পথে অনুমmdর করবে।”

এই হল তাসাওফ এবং পীর-মুর্শীদের মূলকথা, তাদের আসল অভিয়ন। অথচ এ ব্যাপারে উদাসীনতার কারণে, স্পষ্ট ধারণার অভাবে কিছু লোক তাসাওফের সম্পর্কে দাবি হয়েছে এবং তাসাওফের প্রভাব না ফার্সটিতে বল আর দিয়েছে। অথচ সত্যিকারের তাসাওফের মাঝে শরিয়তের অনুসরণ-অনুসরণ ব্যাখ্যা অন্য কিছু সামান্যতম মিলন পর্যন্ত নেই। তাসাওফের বর্ণিত হাকিমত (মূলতন্ত্র) আনার পর যে বিষয়টি দিরাজলের নায় সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

একটি জরুরী সত্ত্বকরণ

স্বর্গীয় যে, প্রত্যেক বিষয়ের নায়ে তাসাওফের মধ্যে কিছু কাজ যেমন মূল লক্ষ্য ও উদেশ্য হিসেবে সম্পাদিত হয়। যেমন নাইটলিয়া (পরিদৃশ) এবং নাইটিয়া (সজ্জিতকরণ) অর্থাৎ, বাতী রোগ ও দোষ এবং তার চিকিৎসা জেনে অন্তরকে তা হতে পরিবে করা। আর ধারণার সম্পূর্ণতায় পরিচিত না হয়ে অন্তরকে এগুলো দ্বারা সৃষ্টিকরে।

পক্ষাভ্রমে তাসাওফের মাঝে কিছু কাজ যেমন আছে এগুলো প্রোগেজনে হয়ে থাকে। এসব মাধ্যমে তাদের কোন কোনটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন-হাদিসে বিশৃঙ্খল হয়। যেমন শরীয়তের মূলধারণ, অধিকতর মূর্ত্তির ঘর্ষণ ও নফর্তের মুহূর্তর ইত্যাদি।

আর কতিপয় মাধ্যম যেমন আছে, এগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনতাবেই কুরআন-হাদিসে বর্ণিত হয়। (আবার শরীয়তের কোন দলীয় পরিপূর্ণতায় নয়।) বার হায়দীী মানসিক স্থান-কাল-পরিবেশ এবং কোন মুর্শীদের বিশেষ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে এগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো শরীয়তের কোন বিধান হিসেবে
নয়, বরং কোন শরীয় উদ্দেশ্য হারিলের জন্যে চিকিৎসা করা। যেমন-যিনিরের
সময় বিশেষ পদ্ধতির করে লাগানো এবং পানির অত্যধিক কমিয়ে দেওয়া 
ইত্যাদি। এগুলোকে শরীরের হ্রাস মনে করা বা সুন্নাতের মর্যাদা দেওয়া নিতান্তই 
জুল এবং এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করাও ঠিক নয়।

তাহাড় যিকির ও মুকুলদার সময় বহ মানুষই অনিলাচ্ছীন বিভিন্ন অবস্থার
সময়ীয় হয়ে থাকেন। যেমন যিকিরের সময় আলো দেখতে পাওয়া, কোন পায়ীর 
আওর অনা, তা স্বপ্ন দেখা এবং ভয়ের অনিয়মে সংজ্ঞায়ী হয়ে যাওয়া।

এখনের অবস্থা সৃষ্টি হওয়াও শরীরের নির্দেশালীর অন্তর্ভুক্ত নয়।
এগুলোকে তাসাওফের উদ্দেশ্য মনে করা এবং এগুলো সম্পর্কে অতিবাহিত করা
আদৌ ঠিক নয়।

তাসাওফ বিশেষীদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

তাসাওফের ব্যাপারে শিখিত ও প্রদেশে আলোচনা বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে।
চলমন শতাব্দীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী
নদতীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা বিষয়ে ইতি টাঙাই। এ 
লেখাটি বিন ৪ একবার তার জীবনের শুরুতে গল্প শুরু করেছেন। এতে
তাসাওফ অধীন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

তিনি বলেছেন, “তাসাওফের ব্যাপারে উদ্দেশ্য ও মুক্তিসংলগ্ন ব্যাপারে কারা 
কোন বিষয়ে হয়েছে। এটি অতি সুস্পষ্ট একটি বিষয়। কিন্তু একটি বিষয় 
এর ক্ষেত্রে সে দূর্দম। একটি দুর্দম এর অনিশ্চিততার ক্ষেত্রে হযরত 
মাওলানা আবুল হাসান আলী নদতীর বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত 
মাওলানা 

যদি কিছুকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, ইখলাস ও আওর অর্জন করা করুণী কি 
না? মুসলিম বিশ্বাসী কা কা না? সত্যিসত্যাবলী মনুন হওয়া, নেকর-ক্রিয়া হতে 
বেঁচে যাওয়া, হিয়া-যোগ, সত্যী, সম্পর্কে নোবে, মান-মসলার মোহ এবং 

১- আল ইতিসাম (আলামাত শাক্তী হহো) : ৪ ১/২৬৫-২৬৬, ইয়াহে খাকিস শাক্তী হই আকাশীল মায়াজিদ ওয়াহানির (হাস ইসমাইল শাক্তী হহো) : ৭৯-৮০, আওরবিয়াজুস সালেক : ১/২৬-৩৪, ৫৬৬-৫৬৬, ৬১৩, ৬২২, ৬৭৬, ৭৮০, অর আরবিনত জুনিনিয়াত তাসাওফ : 
২৫, কামাদাহ আলফাকিরা : ১৩৫, ৩২৪, শরীর ও হৃদরেখার কা তালাবুদ : ১৬৭-১৬১, 
বিস বড় মুসলমান : ১০০০-১০১৪ (হযরত মাওলানা মন্নানু ওয়াসানা (ব্রাহ্ম)-এর লক্ষ্য),
বাসাদারে হামিয়ুমুর উল্লাত ৪ ২৪৭-৩৩৪, মামুন বল ইসলাম মাদানী বিল যে অতঃ 
৬৬, নতুন নতুন ৫৭, ৫৯, ইমদাদুল ফাতাহারা : ২/১৬-১৬ (দিলনা ‘কাসিমাতুল করুণ ফি হিমান্তিস সাধন’)।
তাসাওফফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

অন্যান্য অন্ত্যিক রোপ-ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া, কৃষ্ণসুর্যীর ঠোঁটা থেকে দূরে থাকা জরুরী কি না ? এমনিভাবে নামায় একটি করেন, কাল্পনিকত করে বিনীতভাবে দূর করা, নকশায় হিসাব-নিকাশে অভিযুত হওয়া, সর্বনা আল্লাহ তাআলা ও তার রাসূল সাল্লাল্হু আলাইহি ওয়াসালামের মহকাত, সে মহকাতের বাদ ও তৃণ্টি অনুভব হওয়া, অথবা তার অথাহ রাশা, এর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া, লেখাপড়া পরিচার রাখা, তত্ত্ব, আমানতদারী, বান্ধব হক থেকে তুলনায়ভাবে আদায় করা, আধিনিবেশে সক্ষম হওয়া, রাশের সময় নির্ভরের বাইরে চলে না যাওয়া-এতদের কাম্য কি না ?

সুপ্রীম বিবেক সম্প্রদায়ের প্রতি মানুষ এ ক্ষেট্রে একটি উত্তর প্রদান করবে যে, একবার ধুম ভালই নয়, বরং শরীরে কাম্য ও উৎসাহ প্রদান করে তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যে, যদি প্রতি কাম্য ও উৎসাহ প্রদান করে তাই হয়। অবশ্য গোত্রপ্রকৃতির লোকের কথা সম্পূর্ণ আলাদা কৃত্তি হৃদয়সের বিশাল তাদের সহকারী উৎসাহ প্রদান ও ব্যক্তিগত বর্তনায় পরিপূর্ণ।

কিছু যদি বলা হয়, ঐ সব সরাসরি অর্জনের মধ্যে হচ্ছে সে কর্ম পদক্ষেপ করতে, যা অপরাধীতে তাসাওফফের নাম ধারণ করছে। তখন তাসাওফফ শব্দটি মান বাংলায় কিছু লোকের করালে ভাল লগ্ন দায়। এর সাথে এ পরিভাষার প্রতি তাদের জন্য এবং তাদের তিন অভিজ্ঞতা রয়েছে যখন তথাকথিত সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে। সে সময় তাদের মানসপট্টি তথাকথিত সৃষ্টিকর্তার ঐ সব ঘটনাবলী ভেসে উঠে, যা কার্যক্ষেত্রে বা নিকট থেকে তারা দেখেছে যা তাদের সাথে ঘটেছে।

কিছু এরপূর্ব পতাকা ধুম তাসাওফফের ক্ষেত্রে পাঠান, বরং সকল শাশ্ব, প্রতি ইসলামী দায়িত্ব এবং প্রতিভাভিতের কাজের একই দশা। তার ধর্ম-বাহকদের মধ্যে, তার আহরণক এবং দারিদরদের মাধ্যমে বিদ্যমান ছিল বাইটে-মেক, অভিজ্ঞ-অনুভূতি, পরিপর্ক-অপরিপর্ক, সত্ত্বারী-মূলের মতো প্রকৃতির মানুষ। এতদসমূহে কোন সহস্রাব্দী বালক মূল বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা। অবাক করতে বা তার বিবর্ধিত করতে পারে না।

পার্শ্বিক বিষয়বস্তুরও একই অবস্থা। প্রক্ষেপ, কৃত্য, কার্যকরী, শিল্প প্রতিষ্ঠিতে পাশাপাশি দুর্ঘটনার লোক পাওয়া যায়। পরিপর্ক-অপরিপর্ক, তাল-মদ, সাধু-অসাধু। অচেতী বীর-দুষ্টীর মানে কর্মকালী আপন সতিতে চলেছে, মনুষ্য থেকে নেই। সবাই নিজের কাজ করেছে। অপরিপর্কের করাব মানুষ দৌখিত হতে বিচরণ হচ্ছে না। অপন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে হাসি উঠিয়ে নিচ্ছ না। পরিভাষার কোন বিভিন্নের কারণে আসল হাফকৃত বা মূল বশুর বজ্র বর্জন করছে না। কথিত সাধারণের কারণে আসল হাফকৃত বা মূল বশুর বজ্র বর্জন করছে না।

ফাতেম কি পোশার মেইন জে নিজের দানা

গ্রাম মেটিয়ে গুহার সেই হচ্ছে সেই
“জানীগণ শাদের পায়ের হারিয়ে যান না, বরং উদ্দেশ্য থাকে মূলতত্ত্বে পৌছায়। বলুন, দূরবিতর মুক্ত আহরণ উদ্দেশ্য থাকে না, নাকি ঝিনুক আহরণ!”

তাসাওফের ব্যাপারে মানুষ দু’দলে বিভক্ত। একদল তাসাওফের সকল বিষয় পৃথক পৃথক তারে মেনে থাকেন। কিন্তু যখন সেহেলার সমাগতি কোন নাম দেওয়া হয়, তখন তারা তাকে অন্ধকার করে বসেন। উপরে যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপাদানের কথা উল্লেখ হয়েছে, সেহেলার প্রায় সব কিছুই সাধারণ পৃথক পৃথকভাবে মেনে থাকেন। কিন্তু যখন কেউ কোনো নামের সহায়তা তাকে ‘তাসাওফ’ নামে অধিহিত করেন, তখন তাদের কে কোন কথা বলে যায়। তারা বলতে থাকেন, আমরা তাসাওফ মানি না। তাসাওফ আমাদের বিরূপ ক্ষতি সাধন করেছে।

দুই দলটি এমন, কেউ যদি সেই হাসিরত তথা মূলতত্ত্বের নাম পরিবর্তন করতে তাদের সাথে উপস্থাপন করে তাহলে তারা তা সাদরে অহরণ করে যে যে মেনে বলে, কুরআন মাজীদের পরিষ্ঠায় এ তাসাওফের নামে তাকিয়া তথা আহরণকৃত, হাদিসের পরিষ্ঠায় ইহাসন এবং পরবতী উলমায়ে কোনো পরিষ্ঠায়এর নাম ফিক্হে রাখতেন। তখন তারা বলেন, এ নিয়ে মতদের কিছু নেই। এগুলো শয়বতের দলগুলো ধরা প্রমাণিত।

ব্যাপার হল, এ পর্যন্ত রচিত সকল কিছুতে সংস্থার করাও সম্ভব নয় এবং মানুষের মুখেও বলা করে মাকে যায় না। তাদের আমাদের সাথের ভিতরে থাকলে আমরা একে তাকিয়া তথা আহরণকৃত বা ইহাসন নাম দিতে। তাসাওফ শক্তি ব্যবহার করতে না। কিন্তু এখন এটি তাসাওফ নামেই বেশী প্রভাবে লাভ করেছে। এটা কেন বিষয় বিষয়ের অনেক নয়, বরং ইলম ও অন্যান্য সমান বিষয়ের ইতিহাস এ ধরের প্রচলিত পরিষ্ঠায় তৎপূর্ব।

বিষয়ন ও শাস্ত্র ব্যক্তিগত সরবরা সাধারণ বিষয়ের লক্ষ্য-উদেশ্যসমূহের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। সহজসমূহে মাঝামাঝি পর্যন্ত সীমিত রাখতে। এমনভাবে তারা বড় সাহিত্যকার সাথে সব জিনিসকে প্রত্যাখ্যান করেন, যে জুড়ু মূল লক্ষ্য-উদেশ্যের বহিকৃত নয়, বরং তার মূল পরিপূর্ত এবং অধিকাংশ সময় তা মূল উদেশ্যের পাঠে প্রতিব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়।

ইলমের ইতিহাসে এমন কোন যুগ অভিবাহিত হয়নি, যে যুগে তাসাওফ সম্পর্কে অভিযুক্ত ব্যক্তির আসার-নকল, হাসির-সূত্র, মূল লক্ষ্য-উদেশ্য ও প্রথাকে পৃথক পৃথক বিভেদ দেননি।

শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী (রহ) ও শাইখ শহীদুল্লাহ সাহরাওয়ালী (রহ) থেকে নিয়ে মুনাফাদের অলকে সানী, হযরত শাহ ওয়ালিউদ্দীন দেহলতী, হযরত সাদীন আহমদ শহীদ, হযরত নামালার রশিদ আহমদ গাঁথুরী ও হাজারুল্লাহ উক্ত
মাওলানা আশরাফ আলি ধানিত (রহ) প্রমুখ মনীষীরা সবাই মূল দীনী ও অনুষ্ঠিত উভয় বিষয়ের বিশেষতার ব্যাখ্যা-বিশেষণ দিয়েছেন। তিনি বিশারদ মাত্রায় মুক্ত-নাহকের পার্থক্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে তারা অনুভব প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কঠোর হলে ঐ সব স্রষ্ট-রত্নাজ অপেক্ষা যে মুসলমানদের সংশব বা অপরিপক্ষ সূফীদের মাধ্যমে মূল দীন সমাজে অনুরূপেশ করেছিল এবং তাসাওটের অংশে পরিনত হয়ে গিয়েছিল।


নসিবত সওয়াহে কবরত অহস্তিত ও রসূল ইয়েহ নেহজ নিরাড় 

‘সূফীদের নিসর্গি অর্থাৎ আলাইহ তাআলার সাথে সম্পর্ক অতি মূল্যবান নয়ামত। কিন্তু তাদের স্রষ্ট-রত্নাজ (যেগুলো শরীয়তের আলোকে এমনামত নয়) মূল্যহীন।’

এমনিভাবে এ সকল উল্লামায়া কেরাম আলকাক, লেনীদেন ও বান্দার হক আদরের ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বেগুতারোপ করেছেন। এগুলোকে আলাইহ তাআলার সম্পূর্ণতার অর্থের শর্তের চিহ্নিত করেছেন। তাদের রচনাবলী এসব বিষয়ক্ষুদ্র ভরপুর। তাদের মজালিসগুলো এসবের বর্ণনায় সুসংহিতা।

আমারা যে সকল স্থানে দীনের বৃষ্টি পেয়েছি এবং যাদের সামন্দি লাভে সৌভাগ্য হয়েছে, যাদেরকে দেখি তাসাওটের ভক্তি এবং প্রবক্তা হয়েছে, তাদের মধ্যে আমরা সুখ তাসাওুফ আর তীর্ণতাই পাইনি, বরং তাদের মধ্যে পুরো দীন ও শরীয়তের নির্বাচন হুই পেয়েছি। তাদের আলকাক ছিল নবী আলকাকের বাকল তাদের লেনীদেন, আচার-ব্যবহার, আমল সর্বভুক্ত তাদের জীবন ছিল শরীয়তের ছাউরা তৈরি, শরীয়তের দার্দিয়ালায় মাপা। তাদের দেখছি সব-সময় মাকসাদ (উদ্দেশ্য) ও ওয়াসায়েল (সহায়ক ও মাধ্যম)-এর মাঝে পার্থক্য করতে। দেখেছি পরিতানার হতে বিশ্ব হয়ে, যেগুলো ভুবন গিয়ে হাকায়েক-এর (মূলতত্ত্বের) প্রতি অধিক উদ্বেগুতারোপ করতে।
তাসাওউফের এক স্তর ফরমে আইন

মাওলানা আবুল হাসান আলী নদীন (রহঃ)-এর সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর আমরা একটি বিষয় আরো ব্যাখ্যাসহ আলোচনা করতে চাই। তা হল, কুরআন মাজীদের অসংখ্য আযত, অগণিত হাদীস ও ইজমা দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, প্যারাজরী নেক আমলগুলো করা, আব্দী-বিষ্ণু ঠিক করা, ইতিকাস, শোক, দৈর্ঘ্য, যুদ্ধ, বিনয়, তাওয়াকুল প্রভৃতি সত্ত্বাবলী অর্জন করা এবং রিয়া, নাশকীর্তি, দূনিয়ার মোহ, অহরকার ইত্যাদি দোষগুলো থেকে অতরকে...
পাক-পবিত্র রাখা প্রতিটি মুসল্মানের উপর ফরমে আইন (সর্বজন পালনীয় অপরিহার্য কর্তব্য)

সংকোচে বিষয়টি হল, কথায়-কাজে-বিষয়াসে যাহেরে-বাতেনে (বাহিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ীয়তাতে) পুরো শরীয়তের অনুসরণ করা ফরমে আইন। এটা ইলমে দীন অর্জন করে হোক বা উলামায়ের কর্ণেলর সান্নিধ্যে থেকে হোক, বাইআত ছাড়া হুকুমের বুঝতের সাহচর্যে থেকে হোক বা সাহচর্য অবলম্বনের পাশাপাশি তাদের কারা হাতে বাইআত হয়ে হোক।

মৌটকথা, কাজে-বিষয়াসে যাহেরে-বাতেনে পুরো শরীয়তের অনুসরণ অনুকরণ করা ফরম; যাতেহক মুসল্মানের জন্য জরুরী; সর্বজন পালনীয় অপরিহার্য কর্তব্য। তাই তাসাওফ বা পীর-মুর্শীদী ইত্যাদি শক্তির সাথে মতানীক করে অথবা পীর-মুর্শীদীকে মুস্তাহাব মনে করে পূর্বোক্ত বাস্তবতাতে ভূলে যাওয়া আদী ঠিক হবে না।

তালভাবে বুঝতে হবে, ইসলাহের একটি বিশেষ পদ্ধতির নাম হল পীর মুর্শীদী। এই পদ্ধতি মুস্তাহাব বিখ্যাত আখীদা-বিষয়াস, অমল ও অবালকের ইসলাহও মুস্তাহাব হবে এমন নয়। বরং, এদালোর ইসলাহ করা ফরমে আইন। কারণ এদালো তো সরাসরি ঈস্মের অন্তর্ভুক্ত। তবে এ উদ্ধেত যাহিলের জন্য যেহেতু চর্মীত্ব পূর্বোক্ত পদ্ধতিসমূহের কোনটিকেই বিশেষভাবে নিদীষ্ট করেনি। তাই সুনির্দিষ্টভাবে কোন একটি পদ্ধতিকে (যেমন পীর-মুর্শীদীকে) কোন কারণ বাটিতের করও বা গ্রাহ্য বলা যাবে না।

এমনিভাবে নিকেল ও যিশ্চনির আধিকা এবং ইহসানের সর্বোচ্চস্তর অর্জন করার জন্যে কোন বৃত্তির সান্নিধ্যে থাকা মুস্তাহাব। একে মুস্তাহাব বলার দ্বারা মুল ইসলাহ (যার বিরুদ্ধ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে) মুস্তাহাব হবে এমন নয়।

এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন এ জন্যে দেখা দিয়েছে যে, কেউ কেউ যখন উলামায়ের কর্মের নিকট পীর-মুর্শীদী কাজটি মুস্তাহাব বলে হুঁতে পায়, তখন তারা মনে করে, পীর সাহেবের নিকট মুর্শীদী যা কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে বা পালন করে থাকে, তা সবই মুস্তাহাব তথা ঐতিহ্যক পর্যায়ের জিনিস। অর্থে ব্যাপারটি এমন নয় যা সিদ্ধাংশে আলোচনা করা হয়েছে।
তাসাওফ বা পীর-মুরীদীর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি

তাসাওফ বা পীর-মুরীদীর ব্যাপারে অনেক বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে। বহু সূচক দীঘী ইলেমের দৈনন্দিন ও মূর্তির কারণে তাসাওফের আসল মাহত্য অনুশীলন করতে অক্ষম। তারা মনে করছেন কিছু ওয়াফা, যিকি-সোগ ও নির্জনতার নাম তাসাওফ। আর কেউ কেউ ভেবেছেন, কেন একজন পীর সাহেবের হাতে বাইআত হওয়া বা কারো মুরীদ হওয়ার নামই তাসাওফ।

অনেক জাহান বা বিদায়ী পীরের কারণেও বেশ বাড়াবাড়ির সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে তাদের অনুসারীদের মধ্যে প্রচুর বিদায় ও ব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। পুস্তকের এই বন্ধ পরিসরে সবগের তুলে ধরা অসম্ভব। তাই এদুই কথা ডাব ভাবতে লাগলে ব্যাপারে সতর্ক করা হল।

১. বাইআত হওয়াকে নাজাতের জন্যে শত মনে করা এবং নামমাত্র বাইআতকেই নাজাতের জন্যে যথেষ্ট মনে করা

একটি ভাবিত হচ্ছে কেউ কেউ ইসলামের নফসনের জন্যে, পরিচালনা নাজাতের জন্যে, কারো হাতে বাইআত বা মুরীদ হওয়াকে কর্ম মনে করে থাকে। বাইআত হওয়ার পর তারা মনে করে যে, সুবিধাহীন হয়ে গেছে। অথচ বাইআত হওয়া ফরমধ্যে নয়, ওয়াজিব বা সুন্ন হওয়া মুসলিমকাদাও নয়। তাহারা শুধু বাইআত হওয়াই আস্থাহীনতার জন্যে যথেষ্ট নয়। বাইআত মূলতঃ শরীয়তের মাহদী-রাজনীতি যাবতীয় বিধানাবলীর উপর অটল থাকার প্রতিশ্রুতিকে নবায়ন করার নাম। এ বাইআত একাধিক হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত।

হাকীমুল তাফত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানী (রহ) বলেন, “এক হল বাইআতের হাতিকে (তবু), আরেক হল বাইআতের রূপ। মানুষ যখন ইমান গ্রহণ করে, তখন তার এ ইমানই একটি প্রতিশ্রুতি ও অসীমায় হয় শরীয়তের যাবতীয় বিধান মোতাবেক চলা এবং এর উপর অটল থাকার জন্যে। এরপরও কেন্দ্র পীর সাহেবের নিকট বাইআত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, উক্ত প্রতিশ্রুতি নবায়ন করা। এটি হল বাইআতের হাতিকে। একেই বলে মুরীদ হওয়া।”
৭৬

তাসাতুকুঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

তিনি আরো বলেন, “এটি ফরয, ওয়াজীব যা সন্নাতে মুহাম্মদ হওয়ার কোন দীর্ঘ নেই। তবে কতিপয় হাদিসে এ ধরনের বাইআতের কথা আছে, যার ঘর ঘাঁ সে বাইআত মুহাম্মদ পর্যায়ের সন্নাত প্রমাণিত হয়। কেননা, রামল্লব সাম্রাজ্য আলাইহি ওয়াসালাম এ ধরনের বাইআতের ব্যাপারে মুহাম্মদ (সর সমর) করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। তাহাত্রি রাসূলুল্লাহ সানারান্থি আলাইহি ওয়াসালামের মুগে হাজারা মুমিন এমন পাওয়া যায়, যারা রাসূলুল্লাহ সালাতাল আলাইহি ওয়াসালামের হাতে এ বিষয়ে পদ্ধতির বাইআত হননি।”

তিনি বলেন, “আরেকটি হল বাইআতের রূপ, অর্থাৎ অহ্বিকারের সময় হাতে হাত রাখা অথবা হাতে কাপড় ইত্যাদি ধরা। এটি একটি মুবাহ (যা করা যা করা উভয়ই সমান) আমল। একে মুহাম্মদ বলা যাবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ সালাতাল আলাইহি ওয়াসালাম থেকে হাতে হাত রাখার যে রেওয়ায়াতটি বর্ণিত আছে, তা ইবনী ও মুসীন আমল হিসেবে নয়, বর্ণ আদত-অব্যায় হিসেবে। আরেক পূর্ব থেকেই অহ্বিকারের সময় হাতে হাত রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল।”

তিনি আরো বলেন, “মোটকথা এই যে, সুকিয়ের নিকট প্রচলিত বাইআতের হাস্যীকর মুহাম্মদের উদ্ধে নয় এবং তার বিষয়ে রূপ ও অবস্থা মুহাম্মদের চাইতে বেশী নয়। কাজেই, একে কাজে-বিসারে অন্য মার্তানা দেওয়া, যেমন বাইআতকে নাজাতের শর্ত মনে করা অথবা বাইআতের পরিত্যাগকারীকে তিরিক্ষ করা-এ সকল বিদ্যুত, মুসীন বিষয়ে সীমালংকারের শাসিল।

যদি কেউ সারা জীবনে কখনো প্রচলিত পন্ডতিতে কারো হাতে বাইআত না করে, বরং নিজেই ইলমের দীন শিক্ষা করে অথবা উলামারকে কোনো নিকট থেকে জেনে নিয়ে অন্তরিক্ষের সাথে শরীয়ের বিষয়করাতে সাধারণভাবে পালন করে, তাহলে সে মুক্তি দান, মকর্দম ও নৈতিক অজন্তের মধ্যে গণ্য হবে। তবে অভিজাত আলাকাদের দেখা গেছে, আমল ও ইসলামের যে স্তর শরীয়েতে কাম্য, তা কোন কামেল রূপের তর্কিত ব্যতীত সচারচর হুচি হয় না। কিন্তু তার জন্য প্রচলিত বাইআত শর্ত নয়। প্রয়োজন হল কোন কামেল রূপের সংশোধন ও সাহস, তার মহৎত, অনুসরণ-অনুকরণ। তৎসম্বন্ধে প্রয়োজন ইসলাম ও তর্কিতের চিত্র-সংক্রান্ত ও চেষ্টা-প্রচেষ্টা।”

বাইআতের এ তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য মনে রেখে যদি শাইবের হাতে হাত রেখে ইসলামের অহ্বিকারকে দৃঢ় করা হয় তাহলে তো সনাতন সংস্কার। কারণ এর দ্বারা মুমিনের ব্যক্তি পরামর্শ ও মহৎত বৃদ্ধি পাওয়া যায় ইসলামের জন্য যুগীয় হয়।

1- ইবনীমুলুক ফাতেওয়ায় ৫/৩৩৭-৩৩৮, কামায়তে আনাবার্সিয়া: ১৮২, ১৯৩, ১৯৭, ১৯৯, ২০২, ২৪৮, ২৭১, বাহারের হাফিজুল উদয় ৫৮-৬০, ১৩৬-১৪২, ১৪৬, ৫৬৬-৫৬৮, আরো প্রয়োজন মুন্নুন ফাতেওয়ায় ইলামের আমিয়া: ১১/৫১৫-৫১৪, আরব-ইসলামের সুপারি ১০৬, ১২৫, রিলাসাহুল মুহাম্মদীরের, ২৪-২৬ (মুহম্মদ), আলাউদ্দিনের আরো বালাইম যামাকুল আরোকীয় ১২২-১২৮, অল হামিয়াল আলীবিয়া: ৫১, মকর্দমাতে ইসলাম মাসুমী খনি প্রেরণ।
কিন্তু কিছু লোক তাসাওফকে এমন বাড়াবাড়ি করছে যে, একদিকে তাসাওফকে ফর্থ বলেছে; অন্য দিকে তারাই এত অনুহার-অবহেলা করছে যে, শুধু বাইআত এবং নাম মাত্র পীর-মুরীদীকেই নাজাতের জন্য যথেষ্ট মনে করছে। অথচ শরীয়তের উপর অটল থাকা এবং আব্দুল্লাহ অরুন ইত্যাদি ইমানের প্রতিক্রিয়ার দাবীতে এমনিতেই আবার ছিল। তারপর বাইআতে আবার সে অনুহার নবায়ন করার দাবী হল ইসলামে আমল ও ইসলামে নকলের ব্যাপারে অধিক তৎপর হওয়া। কিন্তু এ বাইআতের শেষ পর্যন্ত বানানো হল অনুহার-অবহেলার বাহানা! সকলেই জানেন, বাস্তবে অনুহারের পূর্ণ করা ব্যাখ্যাত নিখুঁজ্জ মৌলিক অনুহারের কোন মূল্য নেই।

হযরত ধানভু (রহ) কতই না সুন্দর বলেছেন, “বাইআতের আসল হাকিমত ও তত্ত্ব বাইআত শরীয়ত ও মুরীদ শরীয়তের আতিদাসিক ও পরিভাষিক অর্থ তারকে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। মুরীদ শরীয়তের অর্থ হল ইচ্ছা পার্শ্বীকর। ইহা (ইচ্ছা) অথবা আকারের পানি বা উপায় সাধন করে জন্যে প্রযোজ্য মাধ্যম-উপায় অবলম্বন করা অথবা মানায়িনি মায়ের তথা অভিহত লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করা ও ইরাদার অন্তর্বর্ত্ত। সুতরাং, পরিভাষিক দৃষ্টিকোণে থেকে মুরীদের সেই ব্যক্তি, যে শীর্ষ শীর্ষ ইসলাহ বিশেষত ও অভিভুক্ত সংবাদকে লক্ষ্যবৃত্তি স্থির করে প্রযোজ্য মাধ্যম অবলম্বন করে এবং সেদিকে যাত্রা করে।

আর বাইআতের অর্থ হল, ঐ মানায়িনি মায়ের জন্যে কোন যোগ্য ব্যক্তিকে রাহার হিসেবে গ্রহণ করা। তার নির্দেশনা মোতাবেক পথ চালা। যার ফলে আল্লাহর বহবতে পোমারাইর আশকা মুক্ত থাকবে বলে আশা করা যায়। কেবল তাই নয়, বরং পথ অতিক্রম করতে পারবে সহজে এবং আরামের সাথে এক কথায় দিজের চাইতে অধিক ওয়াকিফহার, যোগ্য সংবাদনকারীর হাতে নিজেকে সংপে দেয়। যেমন ব্লোগ কোন অভিভুক্ত ভাষারের হাতে নিজেকে সংকে দেয় এবং প্রথাগত উপায়ের ব্যাপারে পুরোপুরি তদৈ নিজের মুক্তি মেনে চলে।”

হযরত ধানভু (রহ) আরো বলেন, “পীর-মুরীদী বা বাইআতের হাকিমত ও প্রযোজ্যীয়তার ব্যাপারে অনেক চরম ও শিক্ষা পার্শ্ব অবলম্বন করা হয়েছে। একদিকে কিছু লোক একে সম্পূর্ণরূপে বিদায় অক্ষরে দিয়েছে। অন্যদিকে বহু লোক এ পথে চলু করে রেখেছে যে, বাইআত হয়ে শুধু হত চুনন, লক্ষ্ম চুনন ইত্যাদি করে নিলেই হল। বাকী দিকে কিছু করাবশ এই প্রয়োজন নেই। আর নামায়িনি পীর-মুরীদীতে কোন লাভ নেই। আসল কাজ হল কোন রাখার ও পথ নির্দেশকের হাত ধরে নিজে পথ অতিক্রম করা। যদিও এরফিত পল্লাট কারা। মুরীদ না-ই বা
হল। এর উদেশ্য এই নয় যে, মূর্তী হওয়া কোন বরকতের বিষয় নয়। উদেশ্য হল একমাত্র সব কিছুর মূল মনে করা মন্ত বড় হলো।

তিনি আরো বলেন, “কারো নিকট শুধু অবস্থার রায়া কি উপকার হয় ফতুক পর্যন্ত মানুষের সংস্কারের চিন্তা-ফিকির না করে?”

সফলকে সালেহীনের যুগে ইসলামে নবসরের জন্য দীনী ইসলাম অর্জন করা, আল্লাহুগ্রামরের সৌহার্দ, তাদের মহর্ষি ও অনুসরণের প্রকাশী প্রচলিত ছিল। নামস্তর বাইআত বা অনুসরণ-অনুকরণ ব্যতীত শুধু সম্পর্কের প্রশ্নই ছিল না। আর নেটিই ছিল আসল সূক্ষ্ম এবং মাসনুন তাসাওরফ। এ ব্যাপারে সূচী শালীয় আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ নফিয় (রহস্য) (ইস্টকাল ৭৯২ হিজরি) সুবর্ণ ও সুন্দর মূলবান আলোচনা করেছেন, যা ‘রিসালতুল মুসাতওরশিদিন যুদ্ধের দীর্ঘ’ (৭২-৭৩) বিবৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে সফলকে সালেহীন তথ্য পূর্ব মুাত্তোরাখায় ঘটনাবলী এত অধিক যে, সেগুলো বর্ণনার জন্য বিভিন্ন প্রস্তু রচনার প্রয়োজন। কতিপয় ঘটনা ‘রিসালতুল মুসাতওরশিদিন’ ৪ ১০২-১০৮ এর টাকাতেও উল্লেখ আছে।

২. যাচাই-বাড়াই ছাড়া যে কোন পীরের হাতে বাইআত হওয়া

একটি বড় ধরনের ব্যাপার হল, ইসলামের সম্পূর্ণ জাগল আর সাথে সাথে কোন প্রকারের তাহকী-তদন্ত ছাড়াই যে কোন পীরের হাতে বাইআত হয়ে তার মূর্তী হয়ে গেল। অথচ মূর্তীতে হয় একটি ব্যক্তির, যার সংস্পর্শে থাকা যায়, যার সাথে মহর্ষি রাখা এবং যার অনুসরণ করা যায়, যার সৌহার্দ ও তরেকের বদলোতে নিজের সংস্কারের সহযোগিতা পাওয়া যায়। কেননা, বাইআত ও মূর্তীর হওয়ার আসল উদ্দেশ্য এটাই। কাজেই কাউকে শাইব বা পীর হিসেবে উদ্ধৃত করার পূর্বে এ সবের প্রতি বেশি করা হলো।

কবরের মাজীদে দীনী ব্যাপারে হেদায়াতপাহ, সৎ, নেককার, অতিভ আলেম, পুনর্গঠন এবং আল্লাহর রাহের পরিকল্পনাসংগঠন অন্তরে তাদের যানপথপ্রাপ্ত হতে এবং তাদেরকে অনুকরণ-অনুসরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (সূরা নাহল অযাত্ত ৪৩, সূরা আহিরা অযাত্ত ৭, সূরা ফাতেহা অযাত্ত ৬-৭, সাথে সূরা নিসা অযাত্ত ৬৯, সূরা লোকমান অযাত্ত ১৫ থেকে উৎসারিত।)

১. সর্বনাশ ও ত্রিবর্ত ৪৬১-৬২
২. কামালাতে আশরাফিয়া ৪ ২৭১
৩. উলামায়ে কোলামের জন্য আলো প্রস্তাব ‘আলী ইবনে আবু তালেব ইমামুল আরেফীন ও ৪ ১১২-১১৮, কামালাতে আশরাফিয়া ৪ ১৮২
হাদিসে শরীফের স্থূল নেককার পুঞ্জাবিদের সোহরত অবলম্বনের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে এবং অস্ত্রধারকদের সংখ্যা বর্জন করার প্রতি কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদিস ৬০ পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়েছে।

'সুনানে আবু দুলাদ' (হাদিস ৪৮২৫) 'জামে তিরমিয়ী' (হাদিস ২৩৭৮)-এ হযরত আবু হাযরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছেন।

المرا على دين خليله فلينظر أحدكم من يخلل. قال الشرمذي: هذا

حديث حسن غريب.

"ব্যক্তি তার বন্ধুর মত ও পথের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই বালভাবে দেখে নেওয়া উচিত, কার সাথে সে সঙ্কুচ করেছে।"

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পীর সাহেবের সাথে মুরীদের সম্পর্ক হয় গাড়, সুঢু। যখন সাধারণ বন্ধনের প্রতিবাদ ঘীনের ব্যাপারে এত বেশী ক্রিয়াশীল, তাহলে পীর সাহেবের এত গাড় ও সুঢু সহস্র ক্রিয়া ও প্রভাবকৃত্ত থাকার প্রোথিত ওঠা না? বাস্তব কথা হল, পীর সাহেবের আক্রিয়া-বিবাদ, আমান ও আর্থাঙ্কের প্রভাব মুরীদের সাথে দ্রুত বিদ্রোহ লাগত করে থাকে। সুতরাং, পীর সাহেবের অবস্থা যদি সত্যের সত্যের হয় তাহলে মুরীদের অবস্থা খারাপ হওয়া স্বতন্ত্র। এ জন্য পীর অনুসন্ধানের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অর্থাৎ এ বিষয়ে বেশ অবহেলা করা হয়। তার প্রতি ক্রোধ করা হয় না। তাই এ দিকটার সংশোধন একাধ জরুরী।

উপরে যে সব আযাত ও হাদিসের প্রতি ইচ্ছিত প্রদান করা হয়েছে সেগুলো এবং আরো অন্যান্য আযাত ও হাদিসের আলোকে উল্লামায়ে করার এক জন কামেল শাইখ বা হকানী পীরের কভিয়া আলামত ও লক্ষ্য উল্লেখ করেছেন। সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী। অন্যথায় পীর-মুরীদী দ্বারা সংশোধনের পরিবর্তে ওঝু ফাসাদই সৃষ্টি হবে।
হকানী পীরের আলামত

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, শাইখ বা পীর হবেন তিনি, যার মধ্যে নিজের আলামতগুলো পাওয়া যাবে।

১. প্রয়োজন পরিমাণ ইলম ঢীলের অধিকারী হওয়া, তা ইলম অর্জনের মাধ্যমে হেক বা উলামায়ে কেরামের সংগ্রহের মাধ্যমে। যাতে অন্ততঃ তিনি নিজেকে ও মুরিদেদেরকে আমল ও আকীদা-বিশ্বাস নষ্ট হওয়া থেকে বাচাতে পারেন। নবুরা অবস্থা হবে এই:

খৃষ্টীয় গম অস্ত করে রহবে কন্দ
অর্থৎ নিজেই পথহরা, সে আবার পথ দেখাতে করে?

২. আমল, আকীদা-বিশ্বাস ইত্যাদিসহ সামগ্রিকভাবে শরীয়তের অনুসরণ-অনুকরণ করা। যাহেরি-বাতেনী (বাহিক্য-আবিক্যি) ইবাদতমূলক সব সময় যথাযথ পালনে অস্বাভাবিক হওয়া।

৩. সুন্নাতের অনুসরণ হওয়া, বিদ্যালী না হওয়া।

৪. দুবিয়ার মোহরুল এবং আখেরাতের অনুরাগী হওয়া।

৫. কামেল বা শ্রেষ্ঠত্বের দারী না করা।

৬. উল্লেখ্যোগ্য পরিমাণ সময় বৃহৎ, মুতাকী উলামায়ে কেরামের সোহরত লাভে ধন হওয়া।

৭. সমকালীন নায়পরায়ণ উলামায়ে কেরাম এবং মাশােয়েখ তাকে ভাল জানা।

৮. তালিম-তালিকান ও শিক্ষা-দেওয়ার ব্যাপারে বীর মুরিদদের অবস্থার উপর দয়াপ্রবণ হওয়া। সত্কারের আদেশ এবং অসং কাজে নিষেধ করা।

৯. তার সংগ্রহে কল্যাণকারী বসার ফলে দুবিয়ার মহকতে ভাটা এবং আখেরাতের অনুরাগে উন্নতি অনুভব হওয়া।

১০. যার তার মিকট বাইসাই হয়েছে তাদের অধিকাংশের অবস্থা শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণ বৃদ্ধি এবং দুবিয়ার মহকতা হাস পাওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা।

১১. সহীহ হামিদ দ্বারা প্রমাণিত যিখিয়মূলকের ধারক-বাহক এবং সংরক্ষক হওয়া।

১২. তথ্য সালেহ তাকে পুনর্বাণী হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং মুসলমান হতে হবে। অর্থাৎ, বিষয় আনে জীবনে এবং সংশোধনের যোগাযোগ উভয়ই থাকা জরুরী, যাতে মুরিদের বা বাতেন্নী রোগের কথা বলবে, তা খুব মনোনিবেশের সাথে তুলে চিহ্নিত করতে পারে।

১. ‘আল কাতুল জাহিম’ শাহ ওয়ালীউদ্দাল (হঃ) ২০-২৭, শরীয়ত ও তীর্থকর ৫৫৫-৬৯৫, শরীয়ত ও তীর্থকর বা তালিক হ ১৪৫-১৫০ এবং রিসলাতুল মুস্তফারশিদীন হ ১০২-১০৩
হাকিমুল উহাদ হ্যাদরত বাহানী (রহ.) উক্ত আলামতগুলো উল্লেখ করার পর বলেন, 'যে ব্যক্তির মধ্যে উক্ত আলামতগুলো পাওয়া যায়, তার সম্পর্কে আর দেখার প্রয়োজন নেই যে, তার থেকে কেন কারামত প্রকাশ পেয়েছে কি না? অথবা সে ব্যক্তি স্বীয় বাতেনী শক্তি বলে কাজ উন্নয়ন করে দিতে পারে কি না? তার কাষ্ঠসহ যুদ্ধ কি না? কেননা, এ সব জিনিস শাইখ বা পীর হওয়ার জন্যে জক্সরী নয়, এমনিভাবে এদের হওয়ার জন্যও অপরিহার্য নয়। 1

যাহা হোক, এগুলো হল হকানী শাইখ বা পীর পরিচয় লাভের আসামত। এ আলামতগুলো উল্লামায়ে কোমারু কুরআন হাদিসের আলোকে নির্দেশ করেছেন।

পদ্ধতি বিধান লঘুনকারী হকানী পীর নন

কিন্তু আজকাল মানুষ এসব আলামতের তোয়াকা না করে যার তার হাতে বাইআত হয়। এমনকি, এক শ্রীরী বেশির পীর, যারা পদ্ধতি গড় অধিপত্য করে মহিলাদেরকে সরাসরি বাইআত করে, তাদের নিকটেও বাইআত হয়।

এসব পীর ও তাদের মূর্খতা দের পদ্ধতি বিধান লঘুন করার সুযোগ সৃষ্টির জন্যে বলে, 'নিজের মহিলা মুর্খতা আপন মেয়েদের মতেই, তাদের সাথে কোন পর্যায় নেই।'

অতঃপর শয়ীর্ধের অকটা বিধান হল যে, সকল পাইরাম মহারাজের সাথেই পদ্ধতি করা ফরম। আল্লাহ তাঁর প্রতি কুরআন হাদিসের সাথে সবাইকে পদ্ধতি করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোন শ্রীরী বিষয়কে এর পরিমাণ হতে বাদ দেননি। ইরশাদ হয়েছে যে, প্রমুখীয় পৈষ্টিক নিষিদ্ধ রূপ অবিচারের যুদ্ধে উদ্যোগ নেন না বা উদ্যোগী হয়না।

"মহিলাদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হেফাজত করে। এটা তাদের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ। নিষ্কাশ্য তারা যারা আর তাঁরা অবহিত আছেন। ইমরাদ নাযীরদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গের হেফাজত করে। তারা যেন যা সাধারনত: প্রকাশপ্রদর্শন, তা ছাড়া তাদের সৌদর্য প্রদর্শন না করে এবং মাঝার ওজা দিয়ে বক্সের দেওয়া ধরে রাখে।" -সূরা নূর ৪:৩০-৩১।

সাহারা কেরামতে সেদিন মহিলাদের সাথে পদ্ধতি করেছেন-যারা তাদের সন্তান উপর পীরের পরিবার চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ ও আত্মনির্বাহের সকল নিজে নিতেন। অতঃপর তাদের মনের পবিত্রতার উপহার হয় না।

1. বাসারের বাহানীয় উদ্ধয় ৪:৩০, কালিমুন্ত সাবীর-ইসলামী নেতৃত্ব ৪:৫০১.
চিন্তা করার বিষয় যে, একদিকে সাহাবায়ে কেরাম, অন্যদিকে উম্মাহতুল মুমিনীন, (নবী পত্নীগণ যারা উমরের মা বুলু) তদ্রুপতি তাদের পরস্পর পর্দা করার নিদর্শন দেওয়া হয়েছে। অথচ সাহাবায়ে কেরামও তাদের সত্বান্তুলায় ইসলামদের হয়েছে।

"তোমরা তাদের (উম্মাহতুল মুমিনীনের) কাছে কিছু চাইলে পদার্থ আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্যে এবং তাদের অন্তরের জন্যে অধিকতর পবিত্রতার কারণ।" – সূরা আহ্মাদ ৫:৩

"হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নয় (সুতরাং আগত বিধানগুলো যা অন্যান্য মহিলাদের জন্যে, সেটলো তোমাদের জন্যে বিশেষভাবে পালনীয়) যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরকের সাথে কোমল ভঙ্গি অবলম্বন করে কথা বলা না, কারণ এর ফলে সেই ব্যক্তি কুব্সনা করবে, যার অত্রে ব্যবহার রয়েছে। তোমরা সঙ্গ কথাবার্তা বলবে।

তোমরা গৃহাভাবতের অবস্থা করবে, মূর্ত্তির যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে।" – সূরা আহ্মাদ ৩২-৩৩

সাহাবায়ে কেরামের মত পবিত্র হদয় এবং উম্মাহতুল মুমিনের চাইতে হ্রদ্ধ অন্তর আর কারের হতে পারে? এত হ্রদ্ধ ও পবিত্র হদয়ের অধিকারী হওয়া যখন তারা পরদার জন্যে নির্দেশ হয়েছেন, তখন অন্যদের প্রতিকৃতি পদার্থ নির্দেশ রয়েছে কি-না, তাই এতে একেবারেই অবস্থা।

আরো তেমন দেখার বিষয় এই যে, কোথায় আজকালকার পীর এবং তাদের মহিলা মুমীদরা আর কোথায় নিপাপ নবী ও তার সাহাবিয়াগণ! এদের মাঝে কোন তুলনাই চলে না। মাসুম নবী ও তার মহিলা সাহাবীদের মাঝে যখন পদার্থ বিধান ছিল, তখন এ যুগের পীর ও তার মহিলা মুমীদের মাঝে যে পদার্থ ফরয় হবে, তার বলাই বাড়ালে। বস্তুতঃ মহিলা সাহাবীগণ নবী সালাহাদ্দাই আলাইহি ওয়াসালামের সত্বা তুলাই ছিলেন।

হাদিস শরীফে আছে ।
ব্যাপারে, মাস্ত বয়স এরা দীর্ঘ ছিল খুলাসা এবং বাচ্চা কেন। মহিলার হাত রিপোর্ট করেন।

তিনি মহিলাদেরকে এই কথার দ্বারা একটি বাইআত নিতেন যে, উক্ত বিষয়ে তাদের বাইআত নিলাম। —সৌদি বুখারী ৪ ২/২৭৬, হাদিস ৪৮৯১, সৌদি মুসলিম ৪ ২/১৩১, হাদিস ৪৭৯৭

রাসূল সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে বাইআত নিতেন না। একই নয়, একে মাধ্যমে যে বাইআত নিতেন তাও ছিল পদার্থ আততায় থেকে। যার বিবরণ রয়েছে হবন হিবান ও হবন থেকে। (রহ) কর্তৃক উঠে আতিখ্যা (রাও) সুন্নাত হাদিসে। —ফকরুজ্জর

মোকস্ত, পুরুষ একটি সবর্কলন সাবার্জনীন পালনীয় অংশ বিদ্যমান। যদি এ বিধানের ব্যাপারে যদি কেউ অবহেলা করে, তাহলে সে হকারী পীর হতে পারে না।

পীর-মুসলিম প্রমাণ হল আলাইহি অর্জন। প্রায় রক্ষা করা আলাইহি বিভিন্ন সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত অর্জন। সুন্নাত এ পদার্থ বিধান অবস্থান করে একজন মানুষ কেননা আলাইহি অর্জন করতে পারে না। এমন ব্যক্তি আমার কিছুই অন্যের আলমাত অধিকার হবে?

কাশুফ ও অলেক্কের প্রকাশ পাওয়া বুয়ুকির আলামত নয়

আজাদ পীর নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরো বহু অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। কুরআন হাদিসের আলাইহি উলিয়ায়ে কেরাম হকারী পীরের যেসব আলামত বর্ণনা করেন, অনেকে সেসবের প্রতি ভক্তি না করে নিজের পক্ষ থেকে শরীয়ত বিবিধতা বিবিধতা আলামত অধিকার করেছে।

যেমন ধরন, কেউ এ আলামত নির্ধারণ করেছে যে, পীর সাহেরের কাশুফ হয় কি না? তার দ্বারা 'খাওয়ারের আদত' (অলেক্কুক কার্যকলাপ) প্রকাশ পায় কি না?

এদের ধারণা মতে, এ আলামতগুলো যার মধ্যেই পাওয়া যাবে শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসারী না হলেও সে বুয়ুকির। অধিকাংশ শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসারী হয়েও যদি কেরাম মধ্যে এ আলামতগুলো (কাশুফ ও অলেক্ক কিছু) বিদ্যমান না থাকে, তবে তিনি তাদের মতে বুয়ুকির নন। বুয়ুকির হওয়ার কোন যোগ্যতার তিনি রাখেন না।
আর্ণ শুধু কাশফ ও অলেক্কির কোন কিছু প্রকাশ পাওয়া কারা ওলী হওয়ার দলিল নয়। আবার এলো না হলে ওলী হতে পারবে না, এমনও নয়। কুরআন-হাদিসে ওলীর মানদন্ড হল ঈমান ও তাকওয়া বা শরীয়ত ও সুননাতের অনুসরণ। কোন কাশফ ও কারামতকে কুরআন-হাদিসে ওলীর মাপকাঠি রাখা হয়নি।

আল্লাহ রাক্তিক আলামীন ইরশাদ করেন ?

"আল্লাহ ইরশাদ করেন : তোমরা ঈমান করিলে তোমাদের সাধ্য হবে, যাতে তোমরা ঈমান করিলে তোমাদের সাধ্য হবে যাতে তোমরা ঈমান করিলে তোমাদের সাধ্য হবে।"
সহীহ বুখারী হাদিস (৩৩৫৩)-এ হযরত আবু হরায়রা (রাখ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যেন নেল নবি সুলতানের সাথে লেখালেখি করে আল্লাহর নাম লেখেন। তাঁকে আত্মসমর্পণ করুন।

"রাসূলুল্লাহ সালাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসালামকে জিজ্ঞেস করা হল, সবচাইতে বুখারী সন্নিতি কোন ব্যক্তি? উত্তরে কলায়ন, যে সবচাইতে বেশী বুখারী।"

মুতারর আহমদ (তারিখ ২২৯৭৮ সাল) অন্যান্য হাদিস এর মতো রাসূলুল্লাহ সালাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসালামের বুখারী বর্ণিত হয়েছে, তিনি ইরশাদ করেন যে লিখনির উপরে লিখনির উপরে, না লিখনির উপরে না লিখনির উপরে, না লিখনির উপরে না লিখনির উপরে। তবে তাহওয়া (আলাইহী তৈতি)-এর বিভিন্ন শেষের প্রবাদ নিকটাকার হবে।

উল্লেখিত হাদিসের চেয়ে বুখারী ও শেষের মাপকাঠি একত্রিত তাহওয়াকেই সমাপ্ত করা হয়েছে। শেষের মাপকাঠি শুধু ইমান ও তাহওয়া। এ বিষয়ে শরীয়তের অসংখ্য দলিল-প্রমাণ রয়েছে। সবগুলো উল্লেখ করা এখানে উল্লেখ নয়।

এতে কোন সংজ্ঞা নেই যে, আলাইহী কুদরতে বুখারীর নিকট কেনা গায়েরের বিষয় কাফর (প্রকাশ) হয়। মাঝে মধ্যে তাদের কাছে অদৃশ্য জগতের বিভিন্ন বিষয়ের কাফর প্রকাশ পেয়ে থাকে। তবে সেগুলো কোনো শরীয়তের দলিল নয়, এর বিভিন্ন কোন বিধিবিধান জারী করা যায় না।

এমনিতে আলাইহী তানালাইহু কুদরতে কখনো কখনো বুখারীর হাতে ব্যাখ্যা করে আদত (অলোকিত ঘটনা) প্রকাশ পায়। এসবের বিশেষ সুফল বলা যায়, কামালিতের (পরিপৃক্তিতের) দলিল বলার কোন সুযোগ নেই।

এই বিষয়টি হালকাহালক। লোকেরা শুধু অলোকিত কিছু দেখে ভক্তি হয়ে যায়। অথচ অলোকিত কার্যালি যাদু ও মিলনীয়তার মাধ্যমে হতে পারে।

এমনিতে যেসব কার্যালির ভাষা সাধারণালে অর্থ থাকতা হালিফের মাধ্যমে হতে পারে। কাফরের বিষয়ের হাতেও ইতিমূল্য স্বরূপ এসব কার্যালি প্রকাশ পেতে পারে। অতিশয় দাঙ্গালের হাতেও এসব অস্বাভাবিক ও অলোকিত কীর্তিকলাপ
টাসাওউফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

প্রকাশ পাবে। তাই অলৌকিক কিছু দেখলেই কেন যাচাই বাছাই না করে সেগুলোকে কারামত বলা কুফরীও হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কারামত ঐ সকল অস্বাভাবিক অলৌকিক কাজকে বলা হয়, যেগুলো একজন ধর্মীয়, শরীয়তের পাবন্দ এবং সুন্নাতের অনুসারী বুঝি থেকে প্রকাশিত হয়। এখানে লক্ষ্যাঙ্গ বিষয় হল, যখন খায়ারদের (অস্বাভাবিক কার্যাধি) কারামত হিসেবে প্রীতির লাভের জন্যে উন্নত ব্যক্তিকে শরীয়তের পাবন্দ, সুন্নাতের অনুসারী বুঝি হতে হয়, এখানে সে অলৌকিক, অস্বাভাবিক কার্যাধি কিভাবে বুঝি হওয়ার দলিল হতে পারে?

আল্লাহ তাঁর আমাদেরকে সত্যপালনকর তাওফিক দিন এবং সব্ব্রপ্রকার দৌরান্তী থেকে নিরাপত রাখুন।

বিখ্যাত বুঝির আবু ইয়াছাইদ বিদার্মী (রহঃ, লোকুমের যান বাবেজজ বানানীর নাম প্রসিদ্ধ) বলেন, ‘তোমরা যদি কারো হাতে অলৌকিক কার্যক্ষেত্র পাবন্দ পেতে দেখে, এমনকি যদি তাকে আকাশে উড়তেও দেখে, তবু প্রতারিত হয়ো না, যতক্ষণ পর্যন্ত যাচাই করে না দেখবে যে, সে শরীয়তের আদেশ-নিষেধ, শরীয় সীমা সংক্রান্ত, শরীয়তের পাবন্দ এবং শরীয়তের অনুসারী আদেশের অনুসরণ অনুকরণে সে কেনাম?”

-সিরাজু আলামিন নবাবা : ১০/৪৮, তালিমুলীমন্ত্র ১৪৩

ভালভাবে বুঝতে হবে। মানুষ এ ব্যাপারে বিদ্রুপ ভুলে নিপৃত্তি আছে। আবু ইয়াছাইদ বিদার্মী (রহঃ) যে কথা বলেছেন, এতে আউলিয়ায়ে কিম্ব ও উলমায়ে উমরের ইজহাম রয়েছে। কুরআন-হাদিসের নির্দেশও তাই।

অনেক আবুর তালিতের মাপকাঠি সাব্যস্ত করেছে-হাজারী তাঃওদাঙ্গে দিয়া বা তাসারুফকে হাত পুরো করে দেওয়া, হতরা জারী করা, জনে বা জাগতিক অবস্থায় বাজারের নালাসারাহ আলাহিও ওয়াসালারের সাথে অথবা মধ্য আরাব তাঃকালের সাথে সংঘর্ষ করিয়ে দেওয়া। অথচ ওলী হওয়ার সাথে হাজারী তাঃওদাঙ্গে বা তাসারুফকের সামায়িক সম্ভাব্য দৈনী। কুরআন-হাদিসের কথাও তাসারুফকের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়নি। আর এক ওলী হওয়ার মাপকাঠি নির্বাচন করার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

1. আত তাকাশীফ আন মুহিমাহতিত তাসাওউফ : ১,২, তারিখের উত্তরাধিকারী সালেক : ।
   ১/৫৮৮-৫৯১, মাজারূত ফাতাহয়া ইবনে তাইসিমা : ১১/২৬২-৩০২, ৩১১-৩৬২,
   ফাতেহল বারী : আন-নিবারস শরীক শরীহী আকাম : ৫৭৫-৫৭৬, মাকুতুবাত
   শাইখুল ইসলাম মাদানী : ৩/২৪১-২৪২
একথা তো প্রত্যক্ষ প্রমাণিত যে, তাসার্কফ প্রকাশের জন্যো মুসলমান
হওয়ার শর্ত নয়, বরং অমুসলমানরাও সাধনা বল এ সবের ব্যোগ্যতা অর্জন করতে
পারে। হিন্দু যোগীদের এ প্রকার অলৌকিক অনেক ঘটনাই প্রসিদ্ধ রয়েছে।
রাসূলের সাহারাছাই আলাইই ও আলারা মানুষের হেময়ত ও ইসলাহে নিয়ে ছিলেন।
তিনি উমরের দিক নির্দেশনা ও সৎৌলায়ের জন্য দাওয়ার-তাবোলী,
তালিম-তালিকে, তার্কিয়া-তার্কিয়া ও দুর্গার পথ অবলম্বন করেছিলেন। এ পথই
ছিল সাহায্যে কেরাম তাবেন্দ, তাবেন্দ ও আরবিয়ায়ে কেরামের পথ।

যাহোক, তাসার্কফ ইমানেরও কোন শাখা নয়, তাকওয়ারও কোন শাখা নয়।
সুতরাং তাসার্কফ ওলী হওয়ার কোন মাপকাঠি হতে পারে না। তাই ইমান ও
তাকওয়া ব্যতীত অথে তাসার্কফ কখনও ওলীহওয়ার দলিল হতে পারে না।

অনেকে আবার ওলী হওয়ার আরো কতিপয় মাপকাঠি নির্দিষ্ট করে রেখেছে।
তাদের মতে খুব কার্যকরী ব্যাধি বা অন্যান্য ব্যাঘাত তামিয়কে দিতে পারেই
ওলী হওয়ার মাপকাঠি। অথচ এগুলোর সহিত বুদ্ধিমত্তে কোন সম্পর্ক নেই।
হযরত
খান্তী (হাজুর) এ ব্যাপারে বলেনঃ

'তাবীর প্রণালির বুদ্ধিক কারণে তাবীর যারে কামিয়া হয় না, বরং তার কল্পনা
শক্তি নির্দেশনা (নুরখালিয়া) এ প্রবল তার তাবীরে কাজ করে বিশেষ। এমনকি কারো কল্পনা
শক্তি যদি অত্যন্ত প্রক্রিয়া, তাহলে তার কল্পনার সাথে সাথেই জুড়ি, মাথা ব্যাধা
সব দুর হয় যায। যদিও এই করে রেখে না কেন কারো তার মধ্যে কল্পনায়
শক্তি রয়েছি। অর অন্যায়েনের মাধ্যমে কল্পনা শক্তি বৃদ্ধি পায। তাছাড়া কোন
কোন স্থানের মাধ্যমে এগুলোর নিহিত সম্পর্ক থাকে।' —কামালাতে অশরফিয়া ২৮৩

তিনি অন্তর বলেন, তাবীরের ব্যাপারে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস সীমা ছাড়িয়ে
আছে। এজন্যো তাবীর দিতে মন চায় না। যেমন কোন কোন বিবৃতি বিশ্বাস করেঃ
যে, প্রতিটি বস্তুতে একটি শক্তি রয়েছে যা প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। এমনকি
(নাইমিবিধার) আলাহ তালালরও যা শক্তি ও কিছু বিপরীত করার ক্ষমা নেই।
উদাহরণ বৃহৎ, আতেরের মধ্যে জুলানোর ক্ষমা দেওয়া আছে। এমন হতে পারে
না যে, অন্য জুলানে না। অথচ এরূপ আদানে রাখা সরাসরি কৃপণ।

তেমনি তাবীরের ব্যাপারে সাধারণ লোকদের ধারণা-বিশ্বাস তাই। তারা মনে
করেন যে, যখন তাবীর রেখে দেওয়া হয়, তখন উদ্দেশ্য হারিল না হয়ে উপায়
নেই। যদি মাক্সুদ হারিল না হয়, তখনও এরূপ তাবে না যে, তাবীরে কাজ
করেন। বরং মনে করে যে, শর্তের মাধ্যমে কোথাও কৃষ্টি রয়েছে। আমি তো
মানুষকে তাবীর দিয়ে আলাহর নিকট কামিয়ার জন্যো দুটো করে থাকি।

১. — কামালাতে অশরফিয়া ৪: ৬৫, ১৭৩, ১৭৫
সাজাওয়ান ৪ খোদা ও পর্যালোচনা

আধিয়া আলাইহিমাস সালামেরে এ নিয়ম ছিল যে, মানুষের ইসলাহের জন্য (দাওয়াদের সাথে সাথে দু’আর মাধ্যমে) আলাহ মুহী হতেন। তারা লোকদেরকে নিজের দিকে ধাইতে করার জন্যে তাদের অন্ততে তাসাররুফ করতেন না অথবা কোন একার শক্তি প্রয়োগ করতেন না। পক্ষান্তরে, আমর তথা তাবীয়-তুমার প্রদানকারীরা এমনভাবে তাওয়াজুহু ও শক্তি প্রয়োগ করে থাকে, যেন নিজেই যোগীর রোগ বের করে দিচ্ছে।’’ –কামালাতে আশরাফিয়া ৪১৫৪

তিনি আরো বলেন, ‘‘আলাহ সকালাইদের জন্য আলামিয়াতের (তাবীয়-তুমারের পেশা) পথ ধরা শোধনী নয়। তবে সকল জায়েদ প্রয়োজনের জন্যে দু’আ করা সুখ্তি ও উপকারী।’’ –কামালাতে আশরাফিয়া ৪২৬৪

স্পষ্টতঃ যখন এ আলামি ও তাবীয়-তুমারের কোন প্রফতরসীনীর বদ্ধ নয়, তখন এগুলোতে পূর্ণতা লাভ করা কিভাবে বলা হয় নারী হওয়ার দলিল হতে পারে? আলাহ তা’আলা আমাদেরকে সাধ্য পূর্বদান করুন।

ফলকথা, কুরআন হাদিসের আলাহকে হামলা পীর (যার হাতে বাইআত হওয়া, যার সংস্থাবন্ধন করা এবং ইসলাহের জন্যে যার দরবারে যাওয়া শরীয়ত কাম্য)-এর আলামতসমূহ উপরে রাখনা করা হয়েছে। সেগুলো মনোযোগের সাথে বার বার পড়া এবং যে মোহাবেক আমল করা একাধিক কর্তব্য। আলাহ তা’আলা আমাদের সবই তাওফিক দিন। আমাল!

৩. গৌনাহ বর্জন ও আত্মত্ত্ব অর্জনের পরিবর্ত যিকো ও নফলসমূহকে আসল মনে করা

কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরীয়তের একটা নিয়মলো উল্লেখ রয়েছে যে, আলাহ তালাহর সৃষ্টি অর্জনের মূল বিষয় হচ্ছে ফরয় ও ওয়াজিবসমূহ ব্যাখ্যাস্থলের পালন করা; গৌনাহ পরিহার করা এবং নফরের ইসলাহ করা। এ তিনটি বিষয়ের জুড়ি নেই। বেশী বেশী যিকোর ও নফল আদায় করা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরাট সোয়াপের জাত হওয়া সত্ত্বেও, এগুলো দ্বিতীয় পর্যায়ের আমল।

পুরোপুরি তিনটি বিষয়ে অবহেলা করে পরবর্তীগুলো অধিক পরিমাণে আদায় করা অথবা এগুলোকেই আসল মনে করা মাত্রায়ক ভুল।

হাকীমুল উমত হযরত ধানীতি (রহু) বলেন, ‘‘মুরীরদের মধ্যে আমলের সংশ্লেষন সৃষ্টি করার পূর্বে অত্যধিক যিকোর ও শোগলে লাগিয়ে দেওয়া প্রায়ই ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে।’’ কেননা, সে রূপের নিজেকে বৃহৎ মনে করতে শুরু করে। বিশেষ করে যখন যিকোর শোগলের এক পর্যায়ে একটা হাসিল হয় ‘কাফিয়াত’ বা বিশেষ অব্যাহব্দি সৃষ্টি হতে শুরু করে, তখন তার মনে হয় যেন
বুধুর্গী তার জন্যে রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। অন্যেটি এ প্রকারের কাইফিয়ার বা বিশেষ অবস্থার সাথে বুধুর্গীর আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এ প্রক্তির অবস্থাদি কিছু সাধনা ও চার্লস মাধ্যমে ফাসেক-ফুকার, গোনাহগার-বদ্ধীন এমনকি কফেরের পর্যায় হারিয়ে থাকে। যখন উভয় ব্যক্তি সে কাইফিয়ারকে বুধুর্গী মনে করে নেয়, তখন সে আর আয়ত্তী এবং আমলের ইসলামের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত করে না, এদিকে রক্ষণা করে না। ফলে সর্বদা সে মূর্ত্তির অংশকরণে নিমজ্জিত থাকে।
আশা উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌনের নেয়ামত থেকে চিরকালিন্ত থাকে; যে নেঃমত অর্জনের পথ কুরআন-হাদীসে একমাত্র আমলের সংশোধনকেই বলা হয়েছে।

নিম্নে এ সম্পর্কীয় আল্লাহ ও হাদীস অনুবাদসহ উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পূর্বাপেক্ষ বর্তমান ও ধুতিপত্য অনুধাবিত হয়।

ইরাশ হয়েছে ফৃফৃড়ো জাদু হয়েছে ফৃফৃড়ো, লিয়া আল্লাহ আকুন এবং উদ্দিস।

“তোমরা যাহার ও যাহারী (অর্থাৎ প্রস্তাব ও প্রচলনের উভয় ধারক) গোনাহ পরিভাষা কর। নিঃসন্ত যারা গোনাহ করছে, তারা অতিসুবার তাদের কৃত কর্মের শাস্তি পাবে।”-সূরা আনায়ম ১২০

সৌহীদ বুখারীতে (হাদীস ৬৫০২) হযরত আবু হোয়ায়রা (রাজ) থেকে পরিস্থিত একটি দীর্ঘ হাদীসে কুদাসখিত ইরাশ হয়েছে:

ওয়ামা তারকে এরূপ সানীত অনিঃপ্রস্তুতে।

“(আল্লাহ তা’আলা ইরাশ করেন,) আমার বাদ্য কর্ম আমার চাইতে অধিক প্রতি কোন বন্ধু দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে পারে না।”

ইরাশ আবু হোয়ায়রা (রাজ) সূত্রে সিদ্ধান্তীতে (হাদীস ২৩০৫) রাসূল সালীহ আলাহিম হাসালামর হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি ইরাশ করেছেন:

اتق المحارم تكن أعيد الناس.

“হারাম (কখন-কাজ ও বদুমুহর) পরিহার কর, তাহেল সবচাইতে বড় ইবাদতকারী হয়ে যাবে।”

ইরাশ সালীহ (রাজ) রেওয়ায়ত করেন, রাসূল সালীহ আলাহিম হুসাসালাম

১- আল্লাহুক্সানাহ-বাসায়ের হাফিজুমুল উক্ত ‘অপলব্ধি সাধারণের হাফিজুমুল উক্ত: ৫৬ নং ২. রোহ বন্ধুহে আহমেদ বিবিগুচ ৩৫-৬-২০২১, ওইন মজহি সং রিচ জন, নজর, তেক্ষুর, মহদী হুসন জুমুজু ঘরফ।
ইরশাদ করেছেন?

লামন ঐক্যের অন্তরে ব্যাপারে নিভিদ্ধলব্ধী জনি, যারা কিয়াদের
dিবসে মুক্ত পাহাড়সম উজ্জল পৃষ্ঠ নিয়ে উঠে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সেজ
(পাহাড়সম) পৃষ্ঠকে বিখ্যাত ধূলিকান্তর নয় পণ্য করেন। হযরত সাওবান (রাগ)
বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে তাদের পরিহার দিন, যাতে আমরা
অন্তে তাদের দলভুক্ত না হয়ে যাই। রাসূলুল্লাহ সালেগাহ আলাহিত ওয়াসালাম
বললেন, তারা তোমাদেরই ভাই, তোমাদেরই গোলাপুড়। তারাৰ তোমাদের নয়
রাজিকালীন ইবাদতে অভিযাত। কিন্তু তারা এমন লোক যে, যখন আল্লাহ তা‘আলার
মাহরের (হারাম কর্ম-কথা-বন্তু) এর সুখাত্মক পায় তখন তাতে নিজে হয়।

-সুনামে ইবনে মাজার ৪৩১৩

হযরত মুআয় ইবনে জাবাল (রাগ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সালাহান্না আলাহিত
ওয়াসালাম আমাকে ওসিয়াত করেছেন।

إياك ومعصية! فإن بالمعصية حل سخطه
الله عز وجل

"সাদাহ! গোনাহ থেকে বেঁচে থাক। কেননা, গোনাহের কারণে
আল্লাহ তা‘আলার অসক্ত হল।" (وإسناده صالح)

(২৫৭৪) (وإسناده صالح)

হযরত আবু হুরায়েরা (রাগ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সালাহান্না আলাহিত
ওয়াসালাম ইরশাদ করেছেন?

إذا المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب وتزع واستغفر
صف قلبه، وإن زاد ساده حتى يعلو قلبه، فذلكالر أذن الذي ذكر الله في
كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ماكانوا يكسرون. قال الترمذي: حديث
حسن صحيح.
তাসাওরুফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

“মুমিন ব্যক্তি যখন কোন গোনাহ করে, তখন তার অষ্ট্রে একটি কালো দাগ পড়ে। অতঃপর যদি তা কৃত গোনাহ থেকে তাওবা করে, তা পরিহার করে এবং আল্লাহ তা’আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহলে তার অষ্ট্রের কালো দাগ মুছে অষ্ট্র পরিহার হয়ে যায়। আর যদি গোনাহের পর তাওবা ইঙ্গিতকারের পরিবর্তে আরো গোনাহ করতে থাকে, তাহলে অষ্ট্রের কালো বৃদ্ধি পেয়ে অষ্ট্র ছেয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহী ওয়াসাল্লাম বলেন, এটা ঐ কালো বৃদ্ধি ও মরিচা, যার কথা আল্লাহ তা’আলা পরিব কালো উল্লেখ করেছেন কালো। নানা তা’আলা উল্লেখ করেছেন এক কালো বৃদ্ধি ও মরিচা তাদের কৃতকর্মই তাদের হসের মরিচা ধরিয়ে নিয়েছে।” —মুসনদ-আহমদ ২৮৭২, জামে তিরিমাই : হাদিস ৩৬৩৪, সুনানে ইবনে মাজাহ ৪৩১৩

খ্যাত জাহের (রাণ) বলেন :

কে ইচ্ছাতেন, তার পাশাপাশি তার ইচ্ছাতে তার পাশাপাশি। আর যদি তার ইচ্ছাতে তার পাশাপাশি, তাহলে তার ইচ্ছাতে তার পাশাপাশি।

রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহী ওয়াসাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তির কথা আলোচনা হল যে, সে ইবাদত-বদনীতে খুব তৎক্ষণ। এরপর আরেক ব্যক্তি প্রসঙ্গ এল, যার মধ্যে তাকোয়ার গুরুত্ব আছে। অর্থাৎ গোনাহ পরিহার করার ব্যাপারে সে খুব সত্যক —তখন রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহী ওয়াসাল্লাম বলেন, ইবাদত তাকোয়ার সমাধি হেন না।” —তিরিমাই ২/১৬, হাদিস ২৫১৯

খ্যাত আবু হাসান রাখিয়া (রাখিয়া) হতে বর্ণিত :

অক্টোবর মাসের শেষের দিকে বিশ্বাস জন্য এক সেলফি নিয়ে চিত্র বাঁকাতে যাওয়া কিছু মাত্র।

“বে কারণে মানুষ অধিক পরিমাণে তাহাত্ম্যের প্রবেশ করবে তা হল মূখ ও অভ্যস্ততার। আর যে কারণে মানুষ অধিক পরিমাণে তাহাত্ম্যের প্রবেশ করবে তা হল তাকোয়ার (বোদাতিত, গোনাহ হতে বেঁচে থাকে) ও সফরিত।”

—মুসনদ-আহমদ ৫৮৫২, ৯৪০৩, ইবনে মাজাহ ৪৩১৩
om

.c

ss

re

dp

or

oi
.w

la
m
ib

is


বসতুত: আল্লাহ তাব্বালার সন্তুষ্টি ও আবেদন যেন হাদিস বর্জন এবং ইসলামে নকস দুটি বসতুত আসল এবং প্রথম পর্বের কার্যকরী বসতু। এ সম্পর্কে বহু হাদিস বর্ণিত আছে। উল্লাসের ব্যতীত উপরে মাত্র কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে।

গোনাহ বর্জন ও অল্পন্দি যে সরচাইতে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ। এ ব্যাপারে কুরআন মতাদেও অগ্নিত আয়াত রয়েছে। তখন তাকওয়া বিষয়ক আয়াতের সংখ্যায় একসময়ের উপরে। এসব আয়াতে তাকওয়া অবলম্বনে উত্সাহ, অক্ষরাত্র ফরীজত, প্রয়োজনীয়তাও ও ভয়ের বিশ্ব বিবরণ রয়েছে। আর তাকওয়া হল আল্লাহ তাব্বালার ভয় এবং গোনাহ বর্জনের নাম।

উপরেরক্ত আলোচনা দ্বারা একথা বুঝানো উদেশ্য নয় যে, যিকির ও নফলের কোন সাহায্যের নেই। বর্তমান উদেশ্য হল, যিকির ও নফলের চাইতে গোনাহ বর্জন, ইসলামে নকস এবং আব্দুল বিশ্বাসের সংশোধনীর অধিক গুরুত্ব বুঝানো। তবে এদের সাথে যদি যিকির ও নফলের ব্যাপারেও অপর হয়, তাহলে তা হবে যেন নফল সহায়তার। আরও যিকির ও নফলের বর্জন অথবা অল্পন্দি এবং গোনাহ বর্জন করা সহজতর হয়। গোনাহ বর্জন ও ইসলামে নফলের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে যিকির-সোহলা বা নফল আদায় করেন নিজেকে হতুরঘ মনে করতে লাগে সেখানে হাড় আর কিছুই নয়।

হযরত ধানজী (রহ)-এর নিয়ে দাখিল কথাটি কতভাবে সুন্দর! তিনি বলেছেনঃ
"কিছু গোনাহ করতে তাররা না জেলে সতর্কতার প্রেরণা হয়। আমাকে যে স্বর্ণ করে আমি তার সাহসী এ বাই দ্বারা অবধারণ করা যায় যে, ইসলামের জন্য তখন নিয়িনি অথবা আদিকার যথেষ্ট। এ কেনায়, যিকিরের দ্বারা আল্লাহ তাব্বালার নিয়ন্ত্রণ রক্ষিত হয়। আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের ফলে গোনাহের প্রতি দৃষ্টি জন্মে এবং এর ফলে যাকে সহজতর হয়। সুতরাং অন্যান্য তদবিরের কোন প্রয়োজনেই নাই। অথচ এর সম্পূর্ণতা সম্পূর্ণ গুরুত্ব। কেননা, এই কথাটি আল্লাহর তদবির (সাধারণের চেষ্টা-প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তার কথা) অন্তর্ভুক্ত আছে। সুতরাং এই যিকির দিয়ে না। বলা হবে না যে, বলা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে।

কারণ খয়ের মানে স্বর করা। যখন যখন না মানে স্বর করা। এ কে স্বর করা। যতে স্বর করার শাখা করা। হচ্ছে, তার সাথে কথা বলল না, তার চিঠি উঠেছে যাই, তার সাথে সাক্ষাৎ করল না; সর্বোপরি তার কথা মানল না। এটা কাজের স্বর হতে পারে না। সুতরাং ইসলাম ব্যতীত যিকির এ প্রকৃতির স্বরের পর্যায়েই পড়বে।"---কামালাব্দু আেলারাফিয়া ৪: ২৯২-২৯৩


8. লেনদেনের পরিকার না রাখা, হারাম ভক্ষণ করা এবং সন্দেহজনক বিষয় বর্জনে যত্নবান না হওয়া

বেচানো ও লেনদেনের পরিকার রাখা, হালাল খাওয়া এবং হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু হতে দূরে থাকা বীীনের একটি বিরুদ্ধ হয় এবং অন্যান্ত ফরম। আমল ও নফসের ইসলামের ব্যাপারে এগুলো খুবই ফলপ্রসু। কিন্তু মানুষের অবহেলাও এ ব্যাপারে বেশী। অনেক সাধারণ মানুষ তো এগুলোকে দীর্ঘ বহির্দিকই মনে করে থাকে। তারা নামাক-রোমা সম্পর্কে সামান্য হলেও উলামায়ে কেরামের কাছে জানতে আসে। কিন্তু লেনদেনের ব্যাপারে শরীয়তের কোন বিধান তাদের নিকট জানতে আসে না।

আচরণের ব্যাপার হল, যারা পীর-মুর্শীদের সাথে সম্পর্ক রাখে, তারাও আজকের উপরোক্ত বিষয়বলীতে অবহেলা করেছে। তারা নিজেরাও লেনদেনের পরিকার রাখতে যত্নবান হচ্ছে না। আবার হাদিয়া তোহফাও বাহিনির ছাড়াই গ্রহণ করেছে। এমনকি, সুদখোর-মুল্লাখাদের নয়ারাও গ্রহণ করেছে নির্দেশিত। অথচ পীর-মুর্শীদের বুনিয়াদী ও প্রাথমিক সবকের একটি হল রিয়াক হালাল হওয়া, হারাম ও সংখ্যাপূর্ণ বিষয় পরিহার করা।

সুফিয়ায়ে কেরাম এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরাম বলেন, আমল ও কুলেরের ইসলামের জন্য সবচাইতে বেশী উপকারী জিনিস হল-হালাল রূপে গ্রহণ করা। কেননা, হালাল খাদ্য অতীতকে আলোচিত করে, মনকে পরিশোধন করে। এর প্রভাবে অন্যান্য অঙ্ক-প্রত্যক্ষে পুঞ্জ-প্রিয় হয়ে সকল ময়লা-আবজনা মুক্ত হতে যায়, আমল ও আক্তারের সংশোধন হারিয়ে যায়। প্রক্ষেপে হারাম এবং সংখ্যাপূর্ণ বিষয়ে লিখিত অন্তর্বকে অন্ধকার, শুনির্দিক ও কণ্ঠ করে তোলে। তাই সালেকেরের বেশির কাজের প্রতি যত্নবান হতে হয়, তানাখে খাদ্য হালাল হওয়া এবং হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করা অন্যতম। এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত বিধানাবলী (অর্থাৎ লেনদেনের পরিকার রাখা, হালাল রূপে গ্রহণ করা, হারাম ও সন্দেহজনক বস্তু পরিহার করা) এদের পীর-মুর্শীদের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিগত সাহেবের নির্দিষ্ট নয়, বরং প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই সেগুলো ফরম।

1. আল-ফুতুহুতুহুর রাশিয়ানিয়া : ৭/৩০৭, হিসাবাতুল মুস্তাতরশিদিন-এর টিকাপৃষ্ঠা-২১৬, তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/২৭২, সূরা মুমিনুন : আয়াত-৫১, সারাসৌদী (রহ) রচিত মাহিত : ৩০/২৮২
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরাদ করেন ৪

আইহানা নামে আল্লাহ তীব্রো লাইকলু না তীব্রো, এবং আল্লাহ আমের মন্ত্রী বা মন্ত্রী

৪ বরুদদ্বিব্রুত মন্ত্রী লিখিসেন। স্যার, যা আইহার রেল কেলায় তীব্রো লিখিসেন এবং আইহার মন্ত্রীর সাধার বিষয় তোমার দিয়ে সামান্য যা রব যা রব,

রম্যমূলুক ইহাদ, মশরীহ ইহাদ, মল্লিসী ইহাদ, ও গুহীর ইহাদ। তোমাতে নিষ্ঠায়।

“হে লোক সকল! আলো তাই আলো পৃথ-পৃথিবি, তুমি পাক বহুই করুল করে

হারে লোক সকল! আলো তাই আলো পৃথ-পৃথিবি, তুমি পাক বহুই করুল করে

হে আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তোমার হামাম পাক, হালাল খাবার গুহ কর এবং নেক কাজ

এবং (মুসনিদ দালানের উদ্দেশ্য) বলেন, হে মুসনিদ দালান! তোমার আমার দেওয়া

হালাল রূপী আহার কর। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন

ব্যাক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সকাক করে, তার অবস্‌ এমন যে, চুল বিক্ষিপ্ত,

দেহ-সর্বন পুলিশ মত ছিল। তার বাক্সের দিকে দুর্ভাদ উচ্ছু করে দুর্ভাদ করে হে পৃথ

হে আমার পালনকর। অথা তার রূপী ইহাদ, তার পানীয় ইহাদ, তার

পোশাক ইহাদ। ইহাদ অহারবার মধ্য দিয়ে সে প্রতিপালিত হয়েছে। এমন ব্যাক্তির

দুর্ভাদ কিভাবে করুল হবে।” — সীহাম মুসলিমঃ ১/৩২৬

মুসনিদ আহমদ (হাদিস ১৪৮৬০), জামে তিরমিদী (হাদিস ৬১৪)-এ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরাদ বিন্ধ আছে।

হে তাই ইদানীং মেম নিত মেম সহ্য। ফানার আপনি বাণী।

নির্দেশি: হোসন উত্তেহী নির্দেশি। আমরো উচ্চার শর্ত সহজ।

“এই গোশত (পশুর) যা ইহাদ মাল দ্বারা লালিত পালিত হয়েছে, তা জানাতে

প্রবেশ করে না, জানাতে তার উপযুক্ত হবে।”

হারত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ইরাদ করেন ৪।
লাইপিলের জেনা সম্মিলিত শরীব জাড়ানে প্রবেশ করবে না।
- উমর ইসলম, বায়দার, তরবারী ও কুমারকে-আত্তাহারীন ওয়াত তারহিব ৪/২৫
হযরত উমর বায়দার আসালাম (রাছ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লা আলাহাই ওয়াসালাম ইহামাদ করেছেন ৪
লা তোলা উদ্দেশ্যে উপর পরিবেশ হতে বিলাস প্রাপ্ত হয়ে উঠে না, যতক্ষণ পূর্বতম প্রশ্ন না করা হবে, তার জীবন সম্ভাব্য-কোথায় কি কাজ শেষ করেছে, তার ইলাম সম্প্রদায়, যত তুকু জানা ছিল সে মোতাবেক কতটুকু আমল করেছে, তার সম্পদের ব্যাপারে, কোথায় কি করার অর্থ করেছে অর্থপূর্ণ কি কাজ, কোন পথে ব্যাপার করেছে এবং তার শরীব নিয়ে প্রশ্ন হবে, কোন কাজ কি বস্তুত কভ করেছে ৫'
- জামে তিতিমিয়ী হাদিস ২৪১৭
এ বিষয়ের সব হাদীসের উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, নমুনা সংরক্ষিত করেছে হাদীস উল্লেখ করে সত্তর ও ইসহাই প্রদান নূর উদ্দেশ্য না।
উল্লেখে, কেউ কেউ এ বাণিজ্যের নিপীড়ন মে, এ যুগে হালাল খাদ্য পাওয়া যায় না। হালাল উপার্জন বর্তমানে সম্পূর্ন অসম্ভব ব্যাপার।
এ ধারণা এক সম্পূর্ন তুলনা এবং স্মরণীয় খেলার মাধ্যম। এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের মাঝে হার্রাম ও সম্ভবতঃ জনক বুঝি বঞ্চিত ব্যাপারে অনুষ্ঠান প্রীতি।
আমাদের সত্তর খাবার হবে। আবশ্যক যতই জারাপ হোক, যুগ্ম যতই অপরিচিত হতে ধাক্কাক, হালাল, হারাম। হারাম ও সন্দেহজনক এ তিনি প্রবাই বুঝি অপরিচিত ধারকে। ১ কিন্তু তার জন্য হালাল, হারাম ও লেনদেনের ব্যাপারে শরীরতের ১.
- ইহুদীয় উলুমিয়েন ৫/২১৫, বিশ্বাসঘর হালালে আল্লাহ হারাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) ১১-১৬
বিধানবিদ্বান আন্দোলন তাত ও পর্যালোচনা

৫. বাদামী হক ও সামাজিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া

শাহী আবদুল হাম আরেফী (রহঃ)-এর আধ্যাত্মিকী মূলতঃ হকসমূহ যথাযথ ভবে পালন করার নাম হচ্ছে বীণ।

হক দু'প্রকার। যথা: হকুলাহ ও হকুল ইবাদ। এ দু'রের সমন্তিকে একত্র হকুলাহ ইসলাম বলা যায়। এ নামে (হকুলাহ ইসলাম) হাকেী আহমেদ মাওলানা বাহাদুর (রহঃ)-এর একটি সুলতান পুর্খিকাও রয়েছে।

হকুলাহের সম্পর্কে বেহেতু আলাহ তা'আলার সাথে, এজন্য এটি যদিও গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু হকুল ইবাদ (যার মাঝে সামাজিক শিক্ষার ও আচার-আচরণের দিকটি মুখ্য) এ হিসেবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, এটি গন্ধিত হলে বাদার হকও নষ্ঠ হয় এবং সাথে সাথে আলাহ তা'আলার হকুলাহের বিরোধিতা হয়। এর চাইতে বড় যে দিকটি এখানে লক্ষ্যীর, তা হল বাদার হক তাওরার দ্বারাও মাফ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত বাদার মাফ না করে।

হকুল ইবাদের এত গুরুত্ব হতে তার প্রতি যেখানে খুব কমই দেওয়া হয়। মানুষ এটাকে তাদের কাজই মন করে না। তথাকথিত অনেক বীদীয় প্রকৃতির লোককে দেখা যায়, তারা ইবাদের ব্যাপারে খুব তৎপর, কিন্তু তাদের এ অংশের প্রতি একেবারে উদাসীন।

অথচ কুরআন-হাদিসের বর্ণ জায়গায় হকুল ইবাদ যথাযথভাবে আদায়ের ব্যাপারে এবং সামাজিক শিক্ষার ও আচার-আচরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাইজন্য হকুল ইবাদের ব্যাপারে উদাসীনের গ্রন্থের প্রতি কোনও আদায়ের সত্ত্বার্থেও উদাসীন করা হয়েছে। উদাসীন যথেষ্ট নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ
করা হল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

৪. মুসলমান মূল মুসলমানের অাবাদে ও বিদ্যায়, উদাসীন মনে

১. আল বালাহ ৪ আরেফী সংখ্যা ২৩৯
যামে নাসু উদাহরণের সাহায্যে তারা নাসুর নাসুরীয় হ্রদস বিষয়ে হ্রদস ৪৯৫ এবং হ্রদস ২৬২

আবু গৌরিয়া (রাহ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন।

"আর্লাহ তা আরার শপথ! সে বার্ক মুস্তিন নয়, আর্লাহ তা আলার শপথ! সে বার্ক মুস্তিন নয়, আর্লাহ তা আরার শপথ! সে বার্ক মুস্তিন নয়। জিজ্ঞাসা করা হব, হে আর্লাহ রাসুল! কে ইরশাদ হল, সে বার্ক যার অন্ত থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।" - সংহীখা বখাদী (হাদিস ৬৩১৬)

সুনানে আবু দাউদ, (হাদিস ৪৮২)-এ হযরত আবু হারায়া রা (রাহ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন।

"মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক পরিপূর্ণ ইমানের সে বার্ক, যার আল্লাহ-চরিত্র সর্বাধিক উত্তম।" - সুনানে আবু দাউদ (হাদিস ৪৮২)

ইমানের পূর্ণতা সচরাচরের মাঝে সীমাবদ্ধ। সুতরাং, আল্লাহকে যে যত উন্নত হবে, তার ইমানও হবে তত পরিপূর্ণ। অথবা বিষয়টি এভাবে বলা যায় যে, সচরাচর ইমান পূর্ণতার ফল হয়। অতএব যার ইমান যত পরিপূর্ণ হবে, তার আল্লাহকে হবে তত উন্নত। এমন যখন যে, কোন বার্ক ইমানে পরিপূর্ণ, অথচ তার

হযরত আয়েশা (রাহ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন।

۱. -মাতারিফুল হাদিস : ১/১৪৫
তাসাওরফ ৪: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

ইন মুহাম্মদ লিবের বহিঃপ্রেরণে মুহাম্মদ চর্চার সময় একজন রোষাদার ও সাদাতাত্ত্বিক চর্চার যোগদান না করতে পারে।” আলু খান: ২৬৬১, হাদিস ৪৭৪৮ এর কারণ হল, একজন রোষাদার ও ইবাদতকারীর বন্ধুকে জ্ঞাতা-মুজাহিদা করতে হয়, মানুষের সাথে সাধারণের জন্য তার চাইতে অধিক মুজাহিদা ও অন্য স্বীকার করতে হয়। কেননা, প্রতিটি মানুষের স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ হয় তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। সে জন্যে অবশ্যই পরিষ্কার পরিস্থিতির সমীক্ষা হবে হয় অনেক ক্ষেত্রে।

তাই আলাহের হওয়া সম্ভব প্রত্যেকের সাথে সাহায্যের মধ্যে হওয়া অনেক মুজাহিদা ও সহনশীলতারই পরিচালক।

হযরত আবুদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর পর্যালোচনা, রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়ালামালাইহ ইরশাদ করেন।

المسلم أخر المسلم لانظمه ولا يسلميه، ومن كان في حاجة
أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عليه
كرمة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلم ستره الله يوم
القيامة. رواة البخاري ومسلم.

"মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই, তাকে যুদ্ধ-নির্বাচন করে না, আবার অনেকের হাতে অত্যাচারিত হতে দেয় না। যে ব্যক্তি অপর ভাইরের প্রয়োজন মিটাবে, অলাহ তা'আলা স্বায় তার প্রয়োজন মিটাবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কোন কটী-মুখীবত দূর করবে, কিয়ামতের দিন অলাহ তা'আলা তার কোন মুখীবত দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, কিয়ামতের দিন অলাহ তা'আলা তার দোষ গোপন করবেন।”

-সৌহী বুখারী : ১/৩৩০, হাদিস ২৪৪২, সৌহী মুসলিম : ২/৩২০, হাদিস ২৫৮০

হযরত আবু ইব্রাইম (রা) থেকে বর্ণিত।
ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে হিন্দুদের তফসিলের দুটি কাজ হলো। এ দুটি কাজের মধ্যে একটি হলো বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসের সঙ্গে। বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসের সঙ্গে। এই দুটি কাজের মধ্যে একটি হলো বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসের সঙ্গে।

"হিন্দুদের তফসিলের দুটি কাজ হলো। এ দুটি কাজের মধ্যে একটি হলো বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসের সঙ্গে। বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসের সঙ্গে। এই দুটি কাজের মধ্যে একটি হলো বিশ্বাসের সাথে বিশ্বাসের সঙ্গে।"
হসনগাও মেয়েট মানুষের মতো কিছু বিভিন্ন হয়ে থাকে, যা তার আবেদনের জন্য কোন অর্থির নেই। এই কোন ধন-সম্পদ। আল্লাহ আলাইহি সালাম বললেন, আমার উদ্বেগের মাঝে দরিদ্র সে ব্যক্তি, যে কিয়ামত দিবসে স্বীয় নামায্য, রোথা ও যাকাতের নয়নে নেক আমল নিয়ে আসবে।

তোমরা কি জান দরিদ্র কে? সাহাবীগণ বললেন, আমরা তো দরিদ্র এবং বক্তির বলি, যার নিকট কোন অর্থির নেই। নেই কোন ধন-সম্পদ। আল্লাহ আলাইহি মুহাম্মদ (সালাম) বললেন, আমার উদ্বেগের মাঝে দরিদ্র সে ব্যক্তি, যে কিয়ামত দিবসে স্বীয় নামায্য, রোথা ও যাকাতের নয়নে নেক আমল নিয়ে আসবে।

কিন্তু এমন অবস্থায় উপাসিত হবে যে, সে দুনিয়াতে কারো রক্ষাপাত ঘটিয়েছি, কাও অপবাদ দিয়েছি, কারো ধন-সম্পদ আত্মসাত করেছি কাও হত্যা করেছি কাও প্রহর করেছি। এখন সে সব হকদার ও পাওনাদারকে অত্যাচারের বিনিময়ে তার সাহায্য দিয়ে দেওয়া হবে। যদি বিনিময় আদায়ের পূর্বে সাহায্য শেখ হয়ে যায় তাহলে পাওনাদারের ব্যক্তি পাওনা পরিমাণ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

-সুফি মুলিম ৪/২/২০, হাসিন ২৫৮, জামে তিরমিয়ী ২/৬৭, হাসিন ২৪১৮

এ হল বান্ধার হক ও সামাজিক শিন্তাচার লাগানোর করণ পরিষদ। আল্লাহ তাঁ আলা আমাদেরকে নিরাপদে রাখেন। বান্ধার হক ও আল্লাহ তাঁ আলার হক স্বত্ত্বমাত্র আদায় করার তাত্ত্বিক দিন।

সামাজিক শিন্তাচার তথ্য আদব-কায়দা, আচার-আচরণ জানার জন্য ইমাম রুবায়ি রহ(রহ) রচিত ‘আল-আদারুল মুফ্রাদ’ এবং হামদুল্লাহ উমর হযরত ধান্তী (রহ) লিখিত পুষ্টিকা ‘আদাবে মু-আশারাত’ বার বার অধ্যয়ন করা উচিত।

হযরত ধান্তী (রহ)-এর আব্দানুন্নায়ি পুরো আদাবে মু-আশারাতের সারকথা হল নিজের কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও চার-চলন দ্বারা কারো উপর চাপ সৃষ্টি ন করা; কাও পেরেশান না করা অথবা কাও কে বিদ্বেষনায় না ফেলা। মোদাকথা, কারো সামান্ততম কোন কষ্ট করায় না হওয়া।

তিনি বলেন, এটবহুল হল হিসাবে আখেলাক তথ্য সক্রিয়তার সার্মান যা ব্যক্তি এ মৌলিক কথাটি অন্তরে জাগুরক রাখবে, তার আর অধিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। তবে হা, এর সাথে আরেকটি কাজ করতে হবে, তা হল প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাবতে হবে যে, আমার এ আচরণ (কথা-বার্তা) কারা
৬. পীর-মুর্শীদীর মাধ্যমে দুনিয়া উপার্জন

হযরত ধানভী (রহম) গীতিকা ‘কাসদুস সাবীল’ এ লিখিয়েছেন, “কতক মানুষ এ উদ্দেশ্যে বাইআত হয় যে, পীর সাহেব তাবীত-কবরে যুব অভিজ্ঞ। তাই প্রয়োজনের সময় তার বাণ থেকে তাবীত-কবর নেওয়া যায়। অথবা পীর সাহেবের দু’আ করুন হয়, ফলে মামলা-মুক্তাম্বা ইত্যাদিতে কামিয়ার জন্যে পীর সাহেবের ধারা দু’আ করাতে অর সিদ্ধান্ত নিজের ইচ্ছা মাফ হয়ে যায়, যেন প্রস্তুত পীর সাহেবের হাতের মূঢ়ায়।

কেউ আমার এ উদ্দেশ্যেও বাইআত হয় যে, আমি নিজে পীর সাহেবের থেকে এমন জিনিষ শিক্ষা গ্রহণ করব, ফলে আমিও বর্তমান হলে যাব। আমি অংশেরক দিলে, হাত বলিয়া দিলে রাগী রূপ বৃহস্পতি হয়ে যাবে। বক্তব্যঃ এ প্রকৃতির সৌন্দর্য ধান-ধারণায় বুঝে হল আমালিরাত তখন ঝড়ব্যং, তাবীত-কবর ইত্যাদির নাম। নেহেতু বুঝে মামলার সাথে এুলোর আদৌ কোন সম্ভব নেই, এরা একজন দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম, তাই এ ধরনের পীর-মুর্শীদী ফাসাদ বৈ কিছুই নয়।”

ভবে দেখার বিষয়। যে পীর-মুর্শীদীর মহান উদ্দেশ্য ছিল অতর থেকে দুনিয়ার সহকারি যের করতঃ তাতে অনেকের মহর্ষি সৃষ্টি করা; অবশেষে সে পীর-মুর্শীদীকেই যদি দুনিয়া উপার্জনের মাধ্যম বানানো হয়, তাহলে তা পুরো বিষয়বস্তুকে পাটিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি?

রাসুলুরাহ সালালাহু আলাহি ওয়াসালামের নিষেফে ব্যাপটি করানা জানা আছে।

এরা হল রাবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ, প্রথম এঁদের নাম নিয়ে উল্লেখ করা হয় এই উপার্জনের মাধ্যমে।

---

১.-আদাবে মুরাশারাত-ইসলামী নোবাদঃ ৪৫৯
২.-বাসায়ের বহুল উল্লেখঃ ১১১-১১২, কাসদুস সাবীল-ইসলামী নোবাদঃ ৫০৪
"সমস্ত আমল নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল। মানুষ তার নিয়ন্ত্রণ হিসেবেই ফল পাবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাঁর আলা এবং তাঁর রাসূলের দিকে হিজ্রত করল (অর্থাৎ কেবল আল্লাহ ও রাসূলের সত্ত্বার অন্তর্গত জন্মেই হিজ্রত করল) সে মূলতঃ আল্লাহ তাঁর আলা ও তাঁর রাসূলের দিকেই হিজ্রত করল। আর যে ব্যক্তি পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে নিয়ে অথবা কোন মহিলাকে বিবাহের কারণ উদ্দেশ্যে হিজ্রত করল, তাহলে তার হিজ্রত সে উদ্দেশ্য ধরা হবে।"

-সহীহ বুখারী : ১/১৩, হাদিস ৫৪, সহীহ মুসলিমঃ ২/২১৪০ হাদিস ১৫৫

বুখারি গেল কোন আমল সঠিক হওয়া না হওয়া এবং প্রাণায়োগ্য হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ একটি সংকর্ম তখনই সংকর্ম হিসেবে গণ্য হবে, যখন তা নেক নিয়ন্ত্রে করা হবে। পক্ষান্তরে যে সংকর্মটি অল্প উদ্দেশ্য বা ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রে করা হবে, তা সংকর্ম হিসেবে গণ্য হবে না, বরং নিয়ন্ত্রক মাধ্যমিক বাতিল ও অশ্রুতমূল বিবেচিত হবে, যদিও বাংলার দৃষ্টিতে তা সংকর্ম বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সোতকথা, আল্লাহ তাঁর আলা আমলের সাথে সাথে নিয়ন্ত্রণ এবং যাত্রের সাথে সাথে বাতনের অপরিমিত সন্দেশ করেন। আল্লাহ তাঁর আলা দরবারে প্রতিটি আমলের মূলায়ন হয় বাংলার নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত। তাঁর দরবারে সে আমলটিই কাজে আসে, যা একমাত্র তাঁর সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়। স্বীকৃতি পরিবেশন একই বলা হবে ইখলাস। এ ইখলাস প্রতিটি আমলের কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত। অপরিমিত আযাত ও অন্যান্য হাদিসের উপর ভূমি তাফিদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং পার্থিব উদ্দেশ্যে পীর-মুরীদের সাথে সচিত্র ব্যক্তিগত ও দুর্দণ্ড হালনা হতে পারে। পীর-মুরীদের যে অস্তিত্ব উদ্দেশ্যে তথা আমল ও নফাসের সংশোধন এবং আল্লাহ তাঁর আলা সমূহের অন্যতম তা কল্পনা করেও ভাল জুটে না।

৭. মসনুন বিকির এবং হাদিসের বর্ণিত দু’আসমূহের পরিবর্তে বুধগুলোর ওহেন্দা এবং হাদিসের বর্ণিত নয় এমন দু’আসমূহকে প্রাধান্য দেওয়া

এ সূচীর ব্যাখ্যায় পরে যাওয়া যায়। তার আগে এখানে বিকির ও দু’আ হালিকত (তত্ত্ব) এবং হাদিসের বর্ণিত বিকির ও দু’আসমূহের দু’ধরণ সম্পর্কে দু’চারটি কথা বলি। এ বিষয়ের উপর যোগ্য মানুষেরা আবুল হাসান আলি নাফী (রহঃ)-এর আলাম, অভিজ্ঞ উপকারী ও দৃষ্টিপথ্যে একটি প্রবন্ধ রয়েছে, যা তিনি ‘মাজারিফুল হাদিস’ কিতাবের পঞ্চম ধাপের ভূমিকা হিসেবে লিখেছেন। তিনি লিখেন: ।
নবুওয়াতে মুহাম্মদীর অন্যতম অবদান হচ্ছে, আবুদ ও মারুদের (বাদা ও আলাহের) মধ্যকার সম্পর্কে জোরদার করা এবং তার সহিতু দান করা। যে সম্পর্ক নেহাতে দুর্বল, পক্ষপাত, মান, অধঃপতন, বর্গ মূর্ত, নিজের ও নেতৃনের হাতের নায় হয়ে গিয়েছিল। যার মাঝে ছিল না ইয়াকীন-বিশ্বাসের শক্তি, শেষ-বীর্য, ছিল না মহকতের উক্ততা। ছিল না আবুদ ও মারুদের মধ্যকার নির্জনতার সম্পর্ক। অবর্তমান ছিল অশান্ত হৃদয়ের ব্যাকুলতা। অনুভূতিটিকেও ছিল না বীর্য দরিদ্রতা, মুখাপেক্ষিতা, অকষ্ঠতা ও নিঃসন্তায়। পাওয়া যেত না তাদের মাঝে আলাহ তাআলার বদনাম্য, পূর্কফোক্তা, সাধারণত এবং তার গায়েরি ভাঙাওরের বিপুলতার ভাণ। পুরো মিলাত ও উত্তরের সুবিষ্টতা এলাকা জুড়ে আলাহ তাআলাকে গুহ বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান, কাঠামো মুসিবত ও পেরোনামের উত্তর গোলামের আস্থা তার মনে উপর এবং শক্তিপালন বাদশাহের উপর থাকে।

ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত লোকদের মাঝেও এমন ব্যতীতের অধিকারী মাত্র কয়েকজনই ছিলেন, বাংলা সর্বক্ষণ আলাহ তাআলাকে সরান করতেন, তাকে হাজির-নায়ের মনে করতেন। তাদের সম্পর্ক এত প্রায়স্ব ছিল যে, তারা আলাহকেই সত্যমাত্রের কর্মসমালকারী, উদ্ধারকারী, সাহায্যকারী ও সুষ্কদাতা মনে করতেন। আলাহ তাআলার পরিপূর্ণ কম্পতি উপর তাদের তত্ত্ব ও আস্থা এমন ছিল, যেমন একজন শিবির আস্থা তার সেমীমের মাতার উপর, কোন গোলামের আস্থা তার মনীরের উপর এবং শক্তিপালন বাদশাহের উপর থাকে।

নবুওয়াতে মুহাম্মদীর অবদান এই যে, সে উক্ত সম্পর্ককে কল্পনার জগত থেকে বায়নে নিয়ে এসেছে, ছায়াকে আসল রূপদান করছে। যা ছিল রেওয়াজ মাত্র, তাকে হারিয়ে তেরিয়ে পরিণত করেছে। জীবনে দুঃখার অথবা করের বছরে যে আসল মাঝে মধ্যে পালিত হত, নবুওয়াতে মুহাম্মদী তাকে সকাল-সন্ধ্যার ব্যাপ্ত বাদিয়েছে, করে দিয়েছে তাকে নিয়া পালনীয় কাজে, বরং একজন যুমিরের জন্য পালি-বাতাসের নায় অপরিহার্য ব্যতীত পরিণত করে দিয়েছে, যা ছাড়া জীবন বিচারী অসহ্য। তাদের অর্থস্থা ছিল 'তারা আলাহ তাআলাকে খুব কয়েক সরান করত' (সূরা নিসাঃ ১৪২) তারা নবুওয়াতে হৌসের এই উত্তর লাভ করল যে, তাদেরই ব্যাপারে ইরাদাদ হয়েছে: লিখে বেদ ও সাহিত্য অবস্থায় আলাহ তাআলাকে সরান করে'। -সূরা আলে ইমরান ৪ ১৯১
যারা ধূম কন্তুন বিপদ-আপনের সময়ই আল্লাহ তাঁর আলাকে শরণ করায় অভাব ছিল, এবং যদিও তাদেরকে কাফেলা দেওয়া হয়েছিল তবুও তাদেরকে মেঘমালা সাদৃশ নিরাময় করা যেয়, তখন তারা কৃষ্ণ মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। *(সুরা লোকমান ৭:৩২)* তারই আবার একমাত্র হয়ে গেল যে, তাদের পাশাপাশি যাত্রা থেকে (রাতে) আলাদা হয়ে। তারা স্বীয় পালনকর্তাকে ডাকে তখন ও আশায়। *(সুরা নিজাদ ৭:১৬)*

আল্লাহ তাঁর আলাকে শরণ করা যাদের ছিল বিরাট মুজাহিদদার ব্যাপার, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিশ্বাসি। কুরআনের ভাষায়, তাদের অবস্থা ছিল কাফেলায় যাত্রা করেছিলেন যেন তারা আকাশে আরোহন করছে। এখন উল্লেখ করুন তাদের জন্যে, আল্লাহকে পূজ্য এবং তার শরণ থেকে উদাসীন থাকা কঠিনতম মুজাহিদদার এবং কর্মের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আবার হয়ে দেখা দিয়েছে। আগে যারা ফিকির-ইবাদতের পরিবেশে পিত্তারার পাশটি নামকর্ম ও উদ্দর্দকর্ম করত, এখন তারা ফিকির ও দুর্যোগ বাধাহর হলে পানি বিহিনী মাছের নামাজ করত থাকে।

আবদ ও মাবুদের মধ্যকার সম্পর্কে জেরদার করার জন্যে এবং এ সম্পর্কের স্থায়ীত্বের জন্যে নরুওয়েতে মুহাম্মদ যে মাধ্যম অবলম্বন করছে, তার শিরোনাম দুটি একত্র ফিকির, দুই- দুই আ।

রাসূলুল্লাহ আল্লাহই ওয়াসাল্লাম ফিকিরের ব্যাপারে জেরে ঢাকছিলেন, তারা স্বাধীন ও উপকারিতা বর্ণনা করছিলেন, তার চেষ্টা ও গোপন নিশ্চিততা উন্নোনাচল করছিলেন। এসব কিরিয়ার পর ফিকির ধূম ফসল এবং আইনের বইয়ে রয়ে যায়, বরং জীবনের একটি বুনিয়াদী প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে।

মন্যা প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য, আবার খোরাক এবং প্রয়োজনের মহৌসের পরিণত হয়েছে।

এসব ফিকিরের এই ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি যে, যদি ফিকিরের অতি সামান্যতম গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাহলে পুরো জীবনটাই একটি ধারাবাহিক ও পূর্বাঞ্চল ফিকিরের রূপান্তরিত হবে। কোন সময়, কোন কাজ, কোন অবস্থা ফিকিরমূলক বা ফিকিরবিহিনী পাওয়া মূলকর হবে।

যদিও ব্যাপক অর্থে সমস্ত নেক আমল ফিকিরের অন্তর্গত, কিন্তু ফিকিরের সবচেয়ে বড় প্রকাশ্য এবং উত্তম নমুনা হচ্ছে দু'আ। তবে নরুওয়েতে মুহাম্মদ এর দু'আকে জীবনের একটি স্বত্বী তাত্ত্বিক হিসেবে নিয়রূপণ করছে। জীবন-বিষম, নরুওয়েত, রহনিয়াতের বিশাল ইতিহাস সামনে রেখে একথা নির্দিষ্ট বলা যায় যে,
বন্ধুর মুহাম্মদ সালারাজ আলাইহি ওয়াসালাম এই বক্তিত্ব, নিগৃহীত মানবতাকে দ্বিতীয়বারের মত দু'আয় দৌলত প্রদান করলেন। বান্ধবকে তার প্রভুর সাবে কথোপকথনের সুর্য সুযোগ করে দিলেন। দু'আয় দৌলতিই নয় ঘুষ, বরং পুরা জীবনের আনুষ্ঠানিক সাধন, বাড়ি, তৃষ্ণা ও ইযোগ্য সাধন দান করেছেন।

নিগৃহীত এবং উপকরণ মানবতা ইন্দ্রিয়ার প্রতিনিধি অনুষ্ঠান পেল। প্রভু দরবার থেকে ভেঙে যাওয়া এবং প্রতিটি আদম সমান আবার বীর সৃষ্টিকর্তা, মুলনের আর্থিক হলে এই বলতে হবে ফিরে আসল।

তার কলাকে অবস্থায় যাই, যার কর্মপূর্ণ এখানেই শেষ হয়ে যায়নি, বরং তিনি আমাদেরকে দু'আ করতেও শিখিয়েছেন। তিনি মানবতার তাজ্জবকে, পৃথিবীর সাহিত্যে দু'আ এমন সব মনু-মুন্ত্র দায়া পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, যার সৌদর্য ও উক্তিবদ্ধ নীরী আস্মানী কিংবা যার কোথা ও পাওয়া যায়া সম্ভব নয়।

তিনি বীর প্রভুর নিকট এমন বাক্য দু'আ করেছেন, যার চাইতে অধিক নিয়ানী এবং বাগী শব্দ, যার চাইতে সামগ্রিক পূর্ণ ও উপমূল শব্দ কোন মানুষ দেখতে পারবে না।

নব্যদার শন্ত্রাস্তি সাক্ষাৎ প্রদান কর্ম যেই এগোলো কোদুঁ একজন নবীর মুখ থেকেই উচ্ছারিত। এগোলোতে আছে নবর্যায়ের নূর, নবীর ইয়াকিন, পরিপূর্ণ বাদার আকৃতি, প্রেমের আধার বিশ্ব অধিপতির উপর পূর্ণ আস্থা, তার তালোপাশার সৌজন্য নবুওয়ার প্রকৃতির নিঃশ্বাস, সরলতা, ব্যক্তিত্ব এবং বাকুলারা হৃদয়ের কার্যত মিলিত।

রয়েছে একজন মুহাম্মদীয় বাক্যের বাংলার কমনায়, প্রভু দরবারে আদিব রক্ষাকারীর সতর্কতা, অস্তরের আঘাত এবং ব্যাপার জ্ঞান। মুস্তফিকুলুনা (আল্লাহ তাআলা)-এর সাহায্য ও আলাদা ইয়াকিন ও আন্দোল।
তাহারা মানবতার নবী মানুষের পক্ষ হতে মানবীয় প্রয়োজনসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সেসব দলভেতের এমন প্রতিনিধিত্ব করেছেন যে, কিয়ামত পর্যন্ত অনাগত মানুষ প্রতিটি স্থান ও সময়ে পাঠিয়া গা দু'আ সমূহের পারে তাদের অন্তর্বর অভিব্যক্তি, পারে তাদের অবস্থার মুখপাতা এবং স্বীয় প্রশাসনের সামগ্রী। যা হ এমন প্রয়োজনেরও সম্মান পারে, যেসব প্রয়াস্তের প্রতি সহজে মানুষের বেঁয়ে যাওয়া মূল্যক...”–মাহারিফুল হাদিস ৫ খ্রু (তৃতীয়)

আবু বকর ইসমাইল অলির নামে বলা (রহম) এর লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী বলে লিখা হওয়া সত্ত্বেও কতকটা উপস্থিত করা হয়। মনোযোগের সাথে লেখাটি পড়ে ধাকলে যিকির ও দু'আর বুদ্ধতর এবং কুরআন হাদিসে বর্ণিত দু'আ ও যিকিরের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা পরিকাও হয়ে কুঠো উঠে। তদুপরি যিকির ও দু'আর ব্যাপারে আমাদের অভিধা ও উদাসীনতা অবর্জনীয়।

কুরআন হাদিসের শেখানো দু'আ যিকির পরিব্যাপ্ত করে আমরা তাতে নতুন নতুন ওয়াফা-কতমের পিছনে পড়ে আছে। মতম জাগাল, মতম বাঙ্গাল, মতম তামিয়া এবং আরো কত মতমের উত্তর হবে। এখন কে যাতে এগুলো পড়া চান ও জানে না, তবে কুরআন হাদিসের দু'আর সাথে এগুলোর তুলনা হতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ও তাদের পালন সালালাহু আলাইহি ওয়াসালারের শেখানো দু'আ সমূহ বাদ দিয়ে শুধু এ সকল কত পড়ার কোন বিশেষ্টতা নেই।

আবার এ কিছু বলা-মুসলিমের সময় পড়া হয়, তাই আবার নিজে না পড়ে অন্যের দেখি পড়া হয়।

বিশেষতঃ দু'আর ব্যাপারে আমরা অনেক গলত রসম-রেওয়াজে পতিত আছি, এগুলো আমাদেরকে সংশোধন করতে হবে। আর এর জন্যে সর্বান্ত্র জানতে হবে দু'আ সম্পর্কে বৃহত নীতিমালা। নিজে দু'আর করেম গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনা করা হলঃ

দু'আ সমূহকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা ।

১। 'দু'আউল মাসাজালা' নিজের সব সময়ের প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার নিকট চেয়ে দু'আ করা।

২। কুরআন-হাদিসের শেখানো বিভিন্ন সময়, স্থান ও অবস্থার সাথে বিচিত্র দু'আ সমূহ।

৩। কুরআন-হাদিসে বর্ণিত ব্যাপক দু'আ সমূহ, এগুলো কোন সময়, স্থান ও অবস্থার সাথে সুনির্ধারিত নয়।
প্রথম প্রকার দু'আঃ এ প্রকার দু'আ অর্থপূর্ণ, মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন। ওধু দু'আ অর্থ ও শর্তবীর প্রতি সেয়াল রেখে যে কোন বাক্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট এ প্রকার দু'আ করা যায়।

হাদিস শরীফ আছেঃ

লসাল অহদক্র রহ হজার্তু, হাত যাসালে ম্যাট্রু, হতি যাসালে

রুয়ি নহুয়ে ইন হুবান ফি সুহুফ হুয়া নমাব উল্লামাল নমাব ২; ১৫

“তোমরা আল্লাহ তা’আলার নিকট নিজ প্রয়োজনীয় বস্তু চেয়ে নাও। এমনকি বলার প্রয়োজন পড়লে, হতুর ফিতা ছিড়ে দেলে, তাও আল্লাহ তা’আলার কাছে চেয়ে নাও।” -যামে তিনমিষ্টি ৪, ২/২০১ হাদিস ৩৮৪

সবিংদু আল্লাহ তা’আলার দরবারে চাওয়ার নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা’আলা যতক্ষণ পর্যন্ত মন্ত্র না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এসব সাধারণ জিনিসও হাসিল হবে না। যদিও ইমামী দুর্লভতার কারণে আজ আমরা উপায় অবলম্বনের উপর সম্পূর্ণ ভরসা করে আছি।

দ্বিতীয় প্রকার দু'আঃ শরীরত এ পর্যায়ের দু'আসমূহকে যে শক্তি, সময়, স্থান ও অবস্থার সাথে নিদীক্ষ করে নির্দেশ দিয়েছে ঠিক সে ভাবেই এ দু'আ ওঠো পড়তে হবে।

এ প্রকারের দু'আসমূহ ‘হিসনে হাসিন’ ও ‘মুনাজাতে মকরুল’-এর পরিষিদ্ধতার অন্যান্য কিছু উল্লেখ আছে। এ দু'আসমূহ ওফিফার ন্যায় এক সাথে, এক বৈচিত্র পড়ার নয়, বং হাদিসে যে দু'আ, যে সত্য যা অবস্থায় পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা ঠিক সেভাবেই পড়তে হবে। ওফিফার ন্যায় পড়তে না।

সাজে একটি প্রথা প্রচলিত আছে, মানুষ তৃতীয় প্রকার দু'আসমূহ যেমন ওফিফার আকারে পড়ে, তেমনি দ্বিতীয় প্রকার দু'আসমূহকেও ওফিফার ন্যায় আদায় করে থাকে। ‘হিসনে হাসিন’ কিভাবে দ্বিতীয় প্রকার দু'আ সংযৌক্ত (শুধু যে পরিচ্ছেদ তৃতীয় প্রকার দু'আ অন্তর্ভুক্ত) এ দৈনিক এক মন্ত্রিত করে পড়ার পূর্বে ওফিফার প্রচলিত আছে। অথচ সামাজিক জান সম্পর্ক ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, তা কোন ওফিফার কিভাবে নয়, বং বিভিন্ন অবস্থায় যে সব মাসুনাদু'আ রয়েছে, সেগুলোর শিক্ষা এবং সে মোটামুটি আমল করার জন্যে এ কিভাবে রচিত হয়েছে।
বানান এসব আমাদের উদ্দালক মুহম্মদ হযরত মানুষের মুহাম্মদ ইদরীস সাহেবের নির্দেশ (রহ) এর কথা বিশেষভাবে প্রশ্নিয়ন করে। তিনি তোরাজামায় হিসাবে হাসিন বাত্রিতী জাদুদের হৃদয়ের বলেন কিভাবে?

“হিসাবে হাসিন”-এর সংকল্প আল্লামা ইবনুল জায়ারি (রহ)। তিনি এ প্রদেশে আদ্যায় (দু'আসমূহ) ও আফোকার (মিকরিসমূহ) একটি করেছেন। তার এ সংকল্পের উদ্দেশ্য ছিল, দিবা-রাত্রির বিভিন্ন সময়ে প্রতিটি কাজের প্ররোচনা দেওয়া এবং দূর আমদানি ও মিকাইলি রাসূলুল্লাহ সালারাজ্জ আলাইহি ওয়াসালাম থেকে বর্তমান রয়েছে হয়ে লোকেরা ধর্মগ্রহণ করে দেওয়া; যাতে দিবা-রাত্রির শত কর্ম-বাঁধাতার মাঝে সদা-সর্বদা আলাহ তাআলার জরুর জগৎকর্তা থাকে। এটাই ছিল দু'আহানের সনদার মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সালারাজ্জ আলাইহি ওয়াসালামের অপূর্ব আদান। হাসিড শরীফে আছে কারণ তাঁর কাছে মুহাম্মদ সালারাজ্জ আলাইহি ওয়াসালাম সদা-সর্বদা আলাহ তাআলার মিকাইলি (আযর) করতেন।

কাজেই দৈনিক ওষুধার হিসেবে ‘হিসাবে হাসিনের’ এক মনিফিল পড়া নেওয়ার মাধ্যমে আমাদের সংকল্প আল্লামার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। কারণ সংকল্পের অপার সত্তরাত্ত শাখে দিবারাত্রির বিভিন্ন সময়ের এবং বিভিন্ন জাদি দূর আমদানি ও মিকাইলি মুক্তিকর করেছেন। এগুলো পৃথক পৃথক একটি করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, যেন ‘হিসাবে হাসিন’-এর পাঠকাদের মুক্ত হয় করে নেন এবং যখন সে সময় আসবে এবং সে কাজগুলো করতে চায় তাঅনুরোধ না, তখন যেন সেগুলো পড়ার মধ্য দিয়ে রাসূলুল্লাহ সালারাজ্জ আলাইহি ওয়াসালামের পূর্ণ অনুসরণ-অনুষ্ঠানের নৈতিক অর্জন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যকেই সমস্ত সময়ের রাসূলুল্লাহ সালারাজ্জ আলাইহি ওয়াসালাম থেকে সাহায্যের কেরাম এ দু'আ এবং মিকাইলি সকলের সত্তরাত্ত বর্ণনা করেছেন। হাসিড শরীফের নামে কেরাম সেবা রেওয়ায়ার সংকল্প করেছেন হাসিড এবং পৃথক পৃথক পরিচ্ছে। সে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য সংকল্প হাসিডের বিভিন্ন কিতাব থেকে তাঋ করে করতে এককিত করে দিয়েছেন প্রতিটি কাজ এবং যোগ্যতার সময়ের দূর আমদানি ও মুক্তিকর।

যেমন, রাতে শয়নের পূর্ব্বার্তা আমাদের দূ'আসমূহ ভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। বিশ্বাসের শিক্ষার পদ্ধতি দু'আসমূহ হাতে স্তর পড়ার দূ'আসমূহের পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন, যুম হতে জান্নাত হওয়ার দূ'আসমূহ পৃথক, যুম থেকে হঠাৎ চোখ খুলে যাওয়ার সময়ের দূ'আসমূহ পৃথক, পাশ্চাত্য পরিবর্তন করলে সে সময়ের পৃথক, যুম বা খারাপ প্রথা দেখলে সে সময়ের দূ'আসমূহ পৃথক যুম করেছেন।
এখন যদি কেন ব্যক্তি রাত বা দিবাতের কোন অন্ধে অথবা কোন একটি কাজ করার সময় এসব দু'আ আর সবগুলোকে একসাথে পড়ে নেয়, তাহলে হাদিস বর্ণনাকারীদের এসব দু'আ পৃথক পৃথক বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। মুহাদ্সীনে করেমের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে উল্লেখ করার উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে না। সকল হাদিসের বিভিন্ন কিতাব থেকে অনুস্থান করে পৃথক পৃথক সময় ও কাজের মে দু'আগুলো বিবরণ দিয়েছে, তাঁর উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে না। সর্বোপরি আসাল ও মূখ্য উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সালাহার আলাইহি ওয়াসালামের অনুপম আদর্শের অনুসরণ করা এবং সর্বশেষ আলাইহি তা'আলার মিঠির করার উদ্দেশ্যও হাসিল হবে না। এমন এ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে দুনিয়া-আবেদাতের সৌভাগ্য ও সফলতা সম্পূর্ণ।

আসাল উদ্দেশ্য হতে বক্তি হওয়া একটি দুল ধারণার পরিণাম। ভূলটি হচ্ছে 'হিসনে হাসিন'কে আমলিয়মত তথা ঝাড়তুক বা ওহীফার কিতাব মনে করা। এ ধারণাটি জন মন্দিরে বদ্ধমূল হয়ে আছে। সেই বদ্ধমূল ধারণাকে এবং তা যে প্রভাব বিক্ষিপ্ত করে আছে, সেটাকে জন মন্দির হতে দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে আমার (মাওলানা ইদরীস মিরাট্তী) এ উদ্ধৃত হয়। আমি এ উদ্দেশ্যে হিসনে হাসিনের সমস্ত দু'আ, আযাত ও বিকিরগুলোকে সে সব কাজ ও সময়ের নিরীক্ষণ সর্বক্ষণই সন্ধিবিচকা করেছি, যে সব কাজ ও সময়ে সেগুলো পড়া শরীরেতে কামা। যাতে এটা পড়ার সময়ই পাঠের অজ্ঞাত করতে পারে যে, এ কিতাব দিবা-রাতির বিভিন্ন কাজ-কর্ম ও ব্যবহার সময় পাঠোপাধ্যায় দু'আ, আযাত ও বিকিরসমূহের সম্পূর্ণ উল্লেখ সগুলো বা যতটুকু সম্বন্ধ মধ্যে ততটুকু করে নেওয়া। এ কাজগুলো করার সময় পূর্ণমন্যোগ সহকারে দু'আ পড়া, যাতে রাসূলুল্লাহ সালাহার আলাইহি ওয়াসালামের অনুগর্ভের সৌভাগ্য ও সফলতা এবং দুনিয়া-আবেদাতে তার ফলাফল ও বিভূতি মপী হয়।

তৃতীয় প্রকার দু'আ - এ প্রকার দু'আ মানুষ যখন ইচ্ছা তখনই করতে পারে। তখন যখন মুখে ষড় করে না, বরং দু'আয় কি বলা হয়েছে তা বুঝে শেষ আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করবে। এটা তখনই সম্ভব যখন মন উপস্থিত থাকবে, অর্থাৎ বুঝে। মীন-দুনিয়ার ব্যাপক প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে দু'আ করার জন্য নিজ থেকে না বানিয়ে কুরআন-হাদিসে বর্ণিত শেষে দু'আ করার উপর। এ প্রকারের দু'আসমূহ 'হিসনে হাসিন'-এর ৫ম পরিচ্ছেদে, এমনভাবে 'হিসনে আযাম 'মুনাজ্জাতে মকবুল' ইত্যাদি কিতাবে উল্লেখ আছে।
ফিল্ড অববাহ এই যে, আমরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার দু’আর ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেষ্টিত ও উদাত্ত যা। প্রথম প্রকারও শুধু নাম বা আহ্ম। কেননা, শ্রী বালা-মূলকেন্দ্রের সময় কারা দ্বারা দু’আ করাতে পারলেন হল। অথচ দু’আ একটি স্বতন্ত্র ইবাদত, যা প্রতিটি মানুষের জন্য জরুরী ছিল।

এ ইবাদতের জন্যে কিছু আদর ও শরীরে আছে, যা জানা এবং সে মোটামুটি আমল করা একটি কর্মসূচি। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ শাফী (রহ) রচিত পুস্তিকা ‘আহরমে দু’আ’ বিশেষভাবে দ্বিতীয়।

হাজিমূল উপর যুগল মাওলানা খানবিদী (রহ) ‘মুনাফাতে মকরুল’-এর ভূমিকায় দু’আর জরুরী ও ফীহনত বর্ণনার পর লিখেনঃ


তবে হ্যা, যদি মানুষ বিপদাপূর্ণ দেখা দেয় এবং হাত পা চালিয়ে কোন কাজ না হয়, তবে ফলাফল হয় এক-আধিক তাই খুবই সর্বদর্শন বিনতি আল্লাহ তা’আলার দিকে ধাবিত হয়। তবুও দু’আর পথে নয়, তবে সব চাইতে বেশী এটুকু যে, কিছু সত্যি ও আমল তুরু করে দেয়। এগুলো শরীয়ত সম্পর্কিত কি না, যা তালিকায় দেখে না। যদি কেউ এর প্রতি খুব সতর্কতা অবলম্বন করল এবং শরীয়ত সম্পর্কে দিকটি বিবেচনায় আনল, তবুও এসব সত্যি-আমল এই বর্তমান কোথায় হবে, যে বরকত আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের শেখানো দু’আ আমরূহে রয়েছে মোটকোথা, দু’আর ব্যাপারে বেশ কতগুলো কৃতি পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে কয়েকটি কৃতি তুলে ধরা হল:

প্রথমঃ একটি অপারও তহবিল দু’আ না করা।

দ্বিতীয়ঃ এমন মুহাম্মদ আল্লাহ তা’আলাও রাসূলের শেখানো দু’আ পরিহার করত: নতুন নতুন ওয়াফা আদায় করা।
তৃতীয়ঃ অনস্বী ও নিঃস্বাধীন হয়ে দু'আ করা এবং দু'আর মন না লাগানো।
চতুর্থঃ দু'আ করুলের সুদৃঢ় আশা এবং ইয়াকীন না হওয়া।
পঞ্চমঃ দু'আ করুলের ব্যাপারে তাড়াঢ়া করা এবং সামান্য বিলম্ব হলে নিরাপত্তা হয়ে দু'আ বন্ধ করে দেওয়া।

তিনি আরো বলেন, "এসব ক্রটিগুলো সংশোধনের জন্যে কুরআন-হাদীসে যে সব ব্যাপক অর্থবোধক (মাসুম) দু'আ রয়েছে, সেগুলোকে একমিত্র করে দেওয়া আমি উপযুক্ত মনে করছি (এবং এটা কল্যাণকামিতা ও সময়ের দাবীও)। কেননা, এগুলো অন্যান্য দু'আ হতে বহু দিক থেকে অন্যপ্রকার।

একঃ যখন শাসক নিজেই আবেদনের বিষয়কে বলে দেন তখন তার মন্ত্রিজীবি ব্যাপারে কোন সংঘের থাকে না। সেজন্য তারা দু'আ ও আশা সহায় ও ইস্কির্ম শেষ করেছেন, সেগুলো নিষ্কণ্ঠায় করুলের বিচরণ রাখে।

দুইঃ যে সব দু'আ প্রায়শঃ দুর্লভ ধরনের প্রতি ধ্বংস করি দৃষ্টি রাখা হয়েছে, কিন্তু অতপূর্ব অমরা এ নিয়ে চিন্তা করলেও এত ব্যাপক বিষয়ভিত্তিক দু'আ বানাতে পারব না।

তিনঃ অনেক সময় দু'আ বিষয়বস্তুতে বেরা বীর্যমূলক আত্মরূপ একাংশ পেয়ে যায়। ফলে সে দু'আই এক সময় বিপদ হয় দাড়ায়। যেমন এক ব্যক্তি দু'আ করেছিল, আলেকাতে যত আযাব যেয়ার তা যেন দুনিয়াতেই হয়ে যায়। অতঃপর রাসূল সালাহ সালাহ আলাইহি ওয়াসালাম তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং এ ধরনের দু'আ করতে বাধ্য করেছেন।

মূটরাইথা, নিজের ইজমত এবং আদাষ করতঃ দু'আ নির্ধরিত হলে এ ধরনের ক্রটি বিচরণের আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে কুরআন-হাদীসে যে সব দু'আ বর্তী হয়েছে, সেগুলো এ পর্যন্তের ক্রটি-বিচরণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি ও নিরাপত্তা।

মূঢ়তা বলে, কুরআন-হাদীসে বর্তী নয় এরকম দু'আ যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে কেন ধারণ করা না থাকে, তবে সে সব দু'আ করা যিন্দ জানায়, কিন্তু কুরআন-হাদীসে বর্তী দু'আর মোকাবেলায় এসব দু'আকে শোভাশালী অথবা 'আদিসায়ে মাসুরা' হতে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে এসব দু'আর (অর্থাৎ কুরআন-হাদীসে বর্তী নয়, এমন দু'আর মোকাবেলায়) পিছনে পড়া কিছুতেই আরেক হবে না। উপরায় সর্ব হিবুল বাহারের কথাই ধরা যাক। এটি একটি অধিকাংশ অংশের কুরআন-হাদীসে যদিও কিছু বিশ্বাসের বিদ্যমান আছে, কিন্তু সরসারি এভাবে উঠত দু'আ বর্তী নয় না।

1. -মুনাফাতে মকরুল : ৭৭-৭৮
হযরত খানাতী (রহঃ)-এর অনুমতিক্রমে ‘হিয়ুব বাহার’টি মুনাজাতে
মক্রুলের শেখাস্থানে সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও এ সত্ত্বকরণ বলেছে
যে, ‘নিখোঁজে এ দু’আ একটি বরকতময় দু’আ। তবে কুরআন-হাদিসে বলিত
দু’আরম্ভের মর্যাদা এবং প্রতাপ-ক্রিয়া এর চাইতে অনেক বেশি। শরুণ রাখবেন,
লোকজন এ ব্যাপারে খুব ভুল করে থাকে।’

সন্ধানভাবে লোকদের অভ্যন্তর ‘হিয়ুব বাহার’ সম্পর্কে বিশ্বাস এত
গভীর যে, আদিবাহা মাসুরা সম্পর্কেও এটি নেই। এটা সুপ্রস্তুত বাড়াবাড়ি। তাই
এর গৌরিয়া বন্ধ রাখা দরকার।

কিন্তু আদিবাহা মাসুরার প্রতি যত্নবান হয় এবং তার ফলীত ও শ্রেষ্ঠত্বের
বিশ্বাস রেখে যদি উদ্যরোক দু’আও পড়ে, তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই।

যিকির ও দু’আর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ
সালালাহু আলাইহিই ওয়াসালামের উপর সানত ও সালাম পাঠানো। যাকে আমরা
‘দুরূহ পাঠ’ করা বলে থাকি। এ দুরূহের গৌরীত ও ফাইতেল করার অজানা নয়।
কুরআন-হাদিসের আলোকে দুরূহের উপর যেসব গুরুত্বাত্মক রচিত হয়েছে, সেগুলোর
তুমি নাম তালিকায় জন্যেও প্রয়োজন বতন্ত্র প্রদান। রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি
ওয়াসালামের দয়া-অনুরূপ যে, তিনি সাহাবীদের আবেদন-নিবেদন অথবা
আবেদন-নিবেদন হাড়ই অর্থনীতের মূল শঙ্কা শিখিতে গিয়েছেন। কিন্তু
আফসাস! রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের ভাষা এবং তার শিখানো
শঙ্কা ছেড়ে আমরা দুরূহে দৌঁত, দুরূহে মাহী, দুরূহে তুনাশিনী, দুরূহে ফাউরাহাত,
দুরূহে শিফ, দুরূহে বাইর, দুরূহে তামিয়া’ 3 আরো নাম না জানা কত দুরূহেই না
বানিয়েছি! (1) এসব দুরূহের কোন কোনোটির কিছু শঙ্কা এমন, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে
পরিহার্যযোগ্য। আবার কোনোটি বর্জন করা খুজীব।

1. মুনাজাতে মক্রুল : ২০৮
2. কামালাতে আশ্রাফীয়া : ৪১

৩ লোকমুখে প্রসিদ্ধ হল ‘দূরূহ নারিয়া’, কিন্তু শূন্য হল ‘দূরূহ তামিয়া’ শাইখ
ইবরাহীম তামিয়ার নামানুসারে। আলামা নাবাহানি ‘সামাদতুদ দারাইন ফিলসালাতি
ওয়াসালাম আনা সায়িরেলি কাওনাইন’ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম ৪ পৃষ্ঠা
৩৭৬ এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।
পাঠাতানুয়া তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

অখন রাসূলুল্লাহ সাহেব তাঁর শরীফী হাদিসের কিছুই সরক্ষিত হয়ে ছেলে। তাঁর ভিন্ন কিছু কিনার আকার যে তা বিদ্যমান হয়ে ছেলে।

মোদাকর্থা, দু৫া, দু৫৪ ও যিকির-আফকার প্রত্যেকটি সত্ত্বে ইবাদত। প্রত্যেকের জনেই ইবাদত। যেমন বুরুপুর্ণ, আলেম ও মজফিদের ইমাম সাহেবদের বেলায়ই ইবাদত হয়। এবং ইবাদতের পদ্ধতি, আদাব ও ষর্দাবলী সরীরত বলে দিয়েছে। এসবের প্রতি লক্ষ্য রাখা: বুরুপুর্ণ জরুরী। বর্তমানে কিছু কিছু লেখকের অন্যা দেখা যায়, যারা দু৫া, দু৫৪ ও যিকির-আফকারকে হেয় নয়, এবং, যা সম্পূর্ণ ইমাম বিবাদী কাজ। অখন তাঁরাই কাঠিন বিপদ পড়লে নিজে দু৫া, দু৫৪ ও যিকির-আফকার না করে তথা অন্যের নিকট দৌড়ায়। প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে দু৫া, দু৫৪ ও যিকির-আফকারের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা একাত্ত অপরিহার্য এবং এগুলোকে বাস্তবায়িত করার ফরমিজ। যেমন রাজা-মুসীবত, আপদ-বিপদের সময়ই দু৫া, দু৫৪ ও যিকির-আফকার ইত্যাদি পড়ে না, বর্ণ সর্ববিষয়ে এসবের প্রতি যত্ন করান হতে হবে।

৮. বুরুপুর্ণের ওসিলা দিয়ে দু৫া করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত

পীর-মুসীবীর সাথে সম্পূর্ণ ব্যক্তির মধ্যে একটি কাজ অধিক প্রচলিত, যা হল তাসাতুফ ধারায় বুরুপুর্ণের ওসিলা দিয়ে দু৫া করা এবং তাদের নামের যে শাজারা রয়েছে (যা এক প্রকার দু৫া সরলিত) তা পড়া। এ সম্পর্কে হযরত খানী (রহঃ) ‘কাসদুস সরীল’ গ্রন্থে বলেন:

'দ্বারবস্ত্রের মধ্যে (পীর-মুসীবীর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে) যে সব প্রথা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে কতগুলো হানি ভাল, যদি আদেহ বিশেষে কেন্দ্রীয় কৃষ্টি না থাকে, যেমন শাজারা পাঠ করা। এতে আলাহ তাআলার প্রিয় বাস্তাদের নামের ওসিলা দিয়ে আলাহ তাআলার নিকট দু৫া করা হয়। এরপাশা

২. বুরুপুর্ণের নিকট দু৫া চাওয়া আয়ে। আমার উদ্দেশ্য হল একথা বুঝানো যে, অন্যের কাছে দু৫া চেয়ে নিজে দু৫া করা থেকে উদাসীন হওয়া আন্দোলিত নয়, বর্তমানে নিজেও দু৫া করবে এবং দু৫ার কারণে (দু৫িয়া ও আশেপাশের যে কোন কাজে) প্রচেষ্টা বজার করে দেওয়া তুলে, বর্তমান সাথে সাথে প্রচেষ্টাকে চালিয়ে মেরে হবে।
ওসীলা দিয়ে দু'আ করার বৈধতা হাসদের দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু শাখার পাড়তে গিয়ে যদি এ ধরণের পোষণ করা হয় যে, তাঁদের নাম পড়ার ফলে তাঁরা আমাদের বর্তি খেয়াল রাখবেন। তাহলে এটা হবে বুদ্ধিভাবনা, ভিত্তিভাবনা।

উল্লেখ্য, বুঝুক্তের ওসীলা দিয়ে এ উচ্চায়নে দু'আ করা যে, তাঁরা এ বাক্যের প্রয়োজন পুণ্য করে দেবেন। এরূপ বিষয়ের রাখা এবং এতদৃষ্টের তাঁদের ওসীলা দিয়ে দু'আ করা সুপ্রস্তু নিয়ম।

এমনিতে কোন বুঝুক্তের ‘হাফ’ এবং মান-বর্ধনার ওসীলা দিয়ে দু'আ করা। যেমন এরূপ বলা যে, ‘হে আল্লাহ! অহরের হকের ওসীলা দিয়ে আমি দু'আ করছি, তুমি আমার সাধ্যতা করে দাও অথবা অহরের সাধ্যতা, মান-বর্ধন ওসীলায় আমার উদ্ধারের পূর্ণ করে দাও।’ এ প্রকারের টাওয়াসুল (ওসীলা দিয়ে দু'আ করা) যদিও কোন কোন বুঝুক্ত হতে বর্ণিত আছে, কিন্তু ফুকাহার কেরাস একে মাকরাহ বলেছেন। সয়ন্ত্র ইমাম আবু হানীফা (রহ) এবং তাঁর শিষ্যাবৃন্ধ হতেও মাকরাহ বলে বর্ণিত আছে। এজন্যে এরূপ টাওয়াসুল হতে বিরত থাকা উচিত।

বৈধ টাওয়াসুলের পদ্ধতি হল, দু'আর মার্কে কোন বুঝুক্তের ওসীলার কথা উল্লেখ করা। যেমন এরূপ বলা, ‘হে আল্লাহ। আমি অহরের বুঝুক্তের ওসীলায় দু'আ করছি, আমার দু'আ করুন কর, অথবা অহরের ওসীলায় আমার দু'আ করুন কর।’ নিয়ত এই ধারকে যে, আমার জন্মতে তাঁরা আরাহ আলার জ্ঞান বাধা এবং তাঁদের সাধ্যে আমার মহক্ত আছে। ঐ মহকতের বদৌলতে দু'আ করুন করে নেওয়ার দরকার করছে।

৯. সাধারণ ব্যক্তির জন্য তাসাউফকের উচ্চাহ এবং সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কিছুতে পড়া

হাকীমুল উমর, যুগেভে মিলাত হযরত ধানবাবু (রহ) বলেন, “একজন দ্রুত আলসে, যিনি ইসলাম তাফসীর, হাদিস, ফিকুহ এবং মানবতা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী এবং তিনি তাসাউফ শাখার কোন যাচ্ছে বুঝুক্তের সংখ্যা হিসেবে এসেছেন। এ ধরনের আলসে বাক্য যদি তাসাউফকের উচ্চ সূক্ষ্ম বিষয়ক্ষেত্র কিছুতে পড়ে, তাহে কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য এরূপ কিছুতে দেখা দীন-ইমাম ধর্মের কারণ হবে। এ জন্যে এ প্রকারের পুত্তকগুলি কিছুতেই না দেখা উচিত। যেমন মাওলানা মুঘ্নী (রহ)-এর ‘মাসনবী’ দেওয়ানে হাফেজ’ অথবা অন্যান্য বুঝুক্তের মালফুক্তাত (বাংলা সংকলন), মাদাহাত (পারস্য), খোলশুরীর মধ্যে তাসাউফকের সূক্ষ্ম কথাবার্তা, ওয়াজল এবং হালত তথা বিষয়ের অনেকসমূহের উল্লেখ রয়েছে।”

১ -কাসদুস সাবিল-ইসলামী নেসাবের ৫৫২৩
২ - তামিলাতু ফাতিমালী মুসলিম শরীর সহীহ মুসলিম ৫/৬২০, শামী ৬/৩৩৭
৩ -কাসদুস সাবিল-ইসলামী নেসাবের ৫৫২৪, বাসায়ের হাজীমুল উমর ১১৫
স্বর্গীয় উমত (রহ) ‘তারিখিতুস সালেক’ এর_HOST_ এ বলেছেন যে, ‘ইহুদি উল্মুদিন’ সহ এ স্তরের কিতাবাদি অধ্যয়ন করা সবার জন্যে উপকারী নয়।

ইমাম গায়বালী (রহ)-এরই আরেক কিতাব ‘কীমিয়ার সাহাদাত’, ‘দৌতায়ের পরশমণি’ নামে এটি বাংলায় অনুবাদ হয়েছে। এ কিতাব সম্পর্কে তারই এক স্নামধন্য শাহরীদ আলাম। আবদুল গাফের ফারসী এক দীর্ঘ অভিভূত লেখেন, ‘সত্য কথা হল, আমাদের উদাহরন (গায়বালী) এ কিতাব কেন লেখাই ভাল ছিল’। তিনি আরো বলেন যে, ‘এ কিতাব সাহারাম মানুষের জন্যে খুবই গুণীতক।’—সিয়ারি আলামিন নুখলা ; ১৪/৩২২-৩২৩

শাইখুল ইসলাম, শাইখুল আব্বাস বায়াল আজম, হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ) ও কীর্তি মাকতুবাতে লেখেন, ‘হযরত গাবুরী (রহ) সালেকের জন্যে তাসাওফরের কিতাব পড়তে নিশ্চিত করেন।’

হযরত মাদানী (রহ) এ ব্যাপারে পরিকার লিখেছেন যে, ‘বুখুর্দের কিছু কিতাবপত্র এমন আছে, যেগুলো তাসাওফরের সূচনা বিষয় এবং বিশেষ অবহেলা সম্পর্কে রচিত। যাত্রণ পর্যন্ত এই সব বুখুর্দের নয় সমানের আসনে সমাধি না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের কিতাবপত্র দেখে থাকে বিতর থাকা একাধিক জরুরী।’

তিনি আরো বলেন, ‘ইমাম তাসাওফরের প্রয়োজন নেই, বরং প্রয়োজন হল হালে তাসাওফরে।’ এ উদ্দেশ্যেই চেহ-মুজাহিদা করা উচিত।

অর্থাৎ, তাসাওফরের পরিভাষাগত জ্ঞান এবং তাসাওফ সম্পর্কে স্নাতক বিষয়কর্তর জ্ঞান লাভ করা উদ্দেশ্য নয়। অসল উদ্দেশ্য হলে তাসাওফ তথা আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের সংশোধন। ইসলামে নফস বা আসবর্ধি। এসবের জন্যে মেহনত-পরিশ্রম করা কর্তব্য।

এক্ষণে অর্থাৎ সাধারণ ব্যক্তিদের জন্যে অতি উংচু স্তরের সূচনা বিষয়-বন্ধ্য সম্পর্কে কিতাব পড়ার এ নিদর্শন তাদের বাক্যগত মনগুলি কোন মতামত নয়, বরং হাদিস পর্যক্ষে সূচনা বিষয়কর্তর সাধারণ লোকদের শৈল্পিকত করতে বারণ করা হয়েছে। সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী, সহীহ মসলমান অন্যান্য কিতাবে এ সম্পর্কে একাধিক হাদিস ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

সূচনা বিষয়বস্তু এবং তাসাওফরের পরিভাষাগত বিষয়কর্তর সম্পর্কে কিতাবাদি অধ্যয়ন নিশ্চিত মানে এই নয় যে, তাসাওফরের কোন কিতাবই পড়া

১ - তারিখিতুস সালেক : ২/১১৯৩-১১৯৪
২ - মাকতুবাতে শাইখুল ইসলাম মাদানী (রহ) : ১/১৮৬-১৮৯
যাবে না, তবু তাসাওফরের মেসে পুষ্কন জমকাশারগের বোধগম্য এবং মাকাসেদে
তাসাওফ-ইসলাহে আকাশ, ইসলাহে আমল (ইবাদত, লেনদেন, রাজনীতি বা
সমাজনীতি সম্পর্কিত) ইসলাহে নফস তথা আশ্বাসদির মাসজালা বিষয়ক পুনকার্ধি
পড়া-পড়ানো প্রত্যেকের জন্যে জরুরী।

১০. হাদীস বর্ণনায় অসত্তরতা

তালীমুদিন' পুষ্কনে পীর-মুরীদী সম্পর্কিত কৃটিসমূহের বিবরণে উল্লেখ আছে,
একটি ক্রটি হল এই যে, হাদীস বলান করতে গিয়ে নেহায়েত অসত্তরতা অবলম্বন
করা হয়। হাদীসের যাচাই-বাচাই মুহাদ্দেসদের নিকট করা উচিত। উর্দু, ফার্সি বা
আরবী অনিবার্য কোন কিভাবে হাদীসের নাম পেয়ে তা দিয়ে দলিল-প্রমাণ
পেশ করা কিছুতেই সমীচীন হবে না। এমন অনেক অন্যতম উক্তি আছে যেগোলোর
কন ভিতেন নেই, কিন্তু লোক মুখে সেগোলো হাদীস হিসেবে পরিচিতি লাভ করে
আছে। যেমন আর বলাইন। এর পরের অনেক বৃদ্ধি আছে, যেগোলো
শব্দ ও অর্থগত কন ভিতেন নেই। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফ করার তত্ত্বকলার
উক্তির হয়েছে ৬ তালীমুদিন-ইসলাম নেসাব শির ৩০৪-৩০৫

হযরত খানা (রহ) কর্তৃক উন্মুক্ত এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে
আছে। এটি একটি মূলভাবে বিরুচি হাদীস। উক্ত হাদীসের অর্থ হল,
‘যে ব্যক্তি ইহামারুদ্ধ আমার প্রতি মিষ্টান্ন করবে (আমার দিকে একুশ বিষয়ের
সমক্ষ করতে যা আমি বলি)।' সে যেন বীর ঠিকানা জাহাঙ্গীরে বানিয়ে নেয়।

-সহীহ বুখারী ১/২। হাদীস ১১০, সহীহ মুসলিম ১/৭, হাদীস ৩

১. অর্থ আমি বিন্দে আর (ع) যার অর্থ বীর ব্যক্তি (প্রোত্ত)। এই হল মিষ্টান্ন,
দাঙ্গায় ও মুহাদ্দেদের অবস্থা, যারা রাসূলের অভিজ্ঞতায় রাসূলকে প্রোত্ত গ্রহণ করে।
কোন কোন মূলধার ও বিনিমে একুশ জাল হাদীসও বানিয়েছে যে, আনা আহমদ ব্যর্থ, আমি
বিন্দে বিন্দে আরহাদ, যারা মানে হয় আমি, ব্যর্থ, (একক প্রোত্ত)। গুলো উপর আরাহ তালীম
লান্ত বর্ধিত হোক।
সহীহ মুসলিম : ১/৮ হাদিস ৫-এ রাসূলুল্লাহ সালাল্হাতালা আলাইহি ওয়াসালামের এই ইরশাদের বর্ণিত আছে :

কেন বলি কেন্দ্র হওয়ার জন্য এরুকাই যাতে যে সে কেন্দ্র বলে তা-ই (বাচাই ছাড়া) বলে বেড়ায় ।

আরো একটি হাদিস সহীহ বুখারী : হাদিস ১২৯১ এবং সহীহ মুসলিম : ১/৭ ইত্যাদি কিভাবে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সালাল্হাতালা আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছিলেন :

২০১০ পাত্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র থাকা নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র নিজের পাত্রে 

সহীহ বুখারী : হাদিস ৫৫০৯-এ ইরশাদ ওয়াসিলা ইবনে আব্বু (রাও) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সালাল্হাতালা আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছিলেন :

তার পাত্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র 

আমার উপর মিষ্টারোপ করা অন্য কার্য উপর মিষ্টারোপ করার মত নয় ।

যে বদ্ধি ইচ্ছাপূর্বক আমার প্রতি মিষ্টারোপ করবে, সে যেন বীর তিনি সালাল্হাতালা বানিয়ে নেও।

সহীহ বুখারী : হাদিস ৫৫০৯-এ ইরশাদ ওয়াসিলা ইবনে আব্বু (রাও) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সালাল্হাতালা আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছিলেন :

তার পাত্র নিজের পাত্রে কেন্দ্র 

'সব চাইতে শারীরিক মিষ্টারোপ এই যে, কোন বদ্ধি বীর পিতাকে বাদ দিয়ে নিজেকে অন্যের দিকে সমস্ত করবে অর্থাৎ বল্লে এমন কথা দেখার দাবী করবে যা সে দেখে নি। কিংবা রাসূলুল্লাহ সালাল্হাতালা আলাইহি ওয়াসালাম বলেননি এমন কথা তাঁর নামে চালিয়ে দেয়।'

'আত-তাকাশফ' গ্রন্থে ইরশাদ থানভী (রহ্ম) উল্লেখ প্রাপ্ত হাদিসের আলোচনায় হাদিস ব্যবহার অসংক্রান্ত ব্যবহারের সাধারণ দেখা সমান করতে নিয়ে বলেছেন, 'যদি প্রথম সুধারণার ভিত্তিতে কারো সম্ভব না হয় যে, বর্ণনাকারীরা সুল বর্ণনা করেছেন, তাহলে তাকে দেখারোপ করা যাবে না। কোন কোন বংশীয়ের বেলায় একটি ঘটেছে। এ পূর্বেই তাঁদের বাণী ও লেখাতে কিছু ভিত্তিরতদের আবৃত্তিবাদ ঘটেছে। তবে যদি উল্লামায়ে কোন এ ব্যাপারে সতর্ক করার পরও কোন
উক্ত প্রকারের হাদিস বর্ণনায় অটল থাকে, যেমনটি অধিকাংশ জেলেদের
অভ্যাস, তাহলে তাকে দোষমুক্ত মনে করার কোন অবকাশ নেই।

বর্ণনাকারীদের প্রতি প্রবল সুধারণার কারণে যে সব বৃহত্তর দর্শনালীতে
তাদের অজান্তে জল হাদিস এসেছে বলে হযরত খান্তী (রহ) ইজিত করেছেন,
উলামায়ে কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী সেসব বৃহত্তর মধ্যে বড় গীর শাইখ আসুল
কাদের জিলানী (রহ) এবং ইমাম গায়ত্রী (রহ)ও রয়েছেন।

শাইখ আসুল কাদের জিলানী (রহ) রচিত ‘গুনয়াতুত তালেবীন’ সংক্রান্ত
‘নিরাসার’ বনাম-ধন্য এশকার আল্লামা আসুল আদীব ফরাহারী (রহ) বলেন,
‘আহত হযরত খান্তী’ কিন্তু অনেক মাওয়ু (জাল) হাদীস রয়েছে।’ -নিরাস ৪৭৫

শাইখুল হাদিস মাওলানা সাদরকায় যান সকল ইত্মমামুল বুরহান কী রক্ষা
তাঙ্গীল হতোয়ান তুলনা করেন, “নিসর্গত হযরত শাইখ আসুল কাদের জিলানী
(রহ) তৎকালীন যুগের বড় বৃহত্তর, করামতবিশিষ্ট ওলি, ইসলামের পাঠদানকারী
এবং একজন সরকারী ছিলো। তবে তিনি নিজের শাখার বিষয় ছিলেন না। হাদীসের
সহীহ-সিয়াফকে মুহাম্মদের কোন নায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে জানতেন না।
মুহাম্মদের হাদীসের চূলচৌরা বিলোপণ করে থাকিয়। পক্ষান্তরে সফিয়ায়ে কোরআন
সাদরসিদ্ধে নেকাকার হতোয়ান কারন মানুষের প্রতি প্রোক্তান্তরিক সুধারণা পোষণ
করে থাকেন। নজিদের পুত্র-পুত্রিতা এবং নির্মল অনুকরণের নায় অন্যদেরকেও
ধারণা করেন যে, আমরা যেমন মুহাম্মদ ও সত্যবাদী, সকল বর্ণনাকারীগণও
tেমনই হবেন। এ জন্যে তাদের ব্যাপারে তাজের দেখতে যান না।” -ইত্মমামুল
বুরহান ২৮১

আর ইমাম গায়ত্রী (রহ) নিজেই ঝীল পুষ্টিকা ‘কানূনুত তাবীল’ পৃষ্ঠা ১৬-এ
বিবির বর্ণন নয় বরং বাস্তব সত্য প্রকাশ করতে গিয়ে উলটে করেন, ওয়েস্টেন,
এটি ইসলাম হাদীসের আচার পুষ্টি সামান্য।’

উলামায়ে কোরআন বলেছে যে, তাকে বিভিন্ন শাস্ত্রবিদ্বানের বিলোপন
–এ অনেক জাত হাদীস রয়েছে। এ ব্যাপারে ইমাম মায়ারী, ইমাম আবু
বকর তরুণী, ইমাম যাহীবি, হাফেজ ইবনে হাজার আস্কালানী, আল্লামা ইবনুল

১. আত তাকাসিক আন মুহাম্মদ উসমানুল হক ৪০৩, হাদীস ২৬৩।
যেহেতু ইহুদিতে উলুমে হাদিসের সাথে বাতিল, মাওয়ু ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতও রয়েছে যার সংখ্যা একবারে কম নয়, এই জন্যে মুহাদ্দিসের করা বিন্দু কিতাব রচনা করে সেগুলো চিহ্নিত করে দিয়েছেন। যেমন: একটি কিতাব আরবী 'ইহুদিতে বাংলা অনুবাদ করেছেন তাদের উচ্চ বিন্দু মুহাদ্দিসের করা কিতাবমূহুর সহযোগিতা নিয়ে সব বাতিল, মাওয়ু ও ভিত্তিহীন রেওয়ায়াতগুলো তরজমা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া (এবং অনুবাদকের ভুমিকায় তা উল্লেখ করে দেওয়া) অথবা তীকার মধ্যে সে সব রেওয়ায়াতগুলো চিহ্নিত করে দেওয়া। কিন্তু আর এর কোনটিও করেননি।

যাহোক উপরোক্ত এহ্বালীতে তাদের অজান হাদিসে প্রবেশ করার বিষয়ে তাদের মন্ত্রালায় হবে না এবং পরস্পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরের বলিবলে গণ্য হবে। তবে হাদিসমূহ উক্ত কিতাবগুলোতে আছে বলেই চোখ জুড়ে দেওয়ার মত নয়, বরং হাদিসে বাণিজ্যের জন্যে হাদিস বিশেষজ্ঞদের শরাপপন্ন হওয়া জরুরী। এ ব্যাপারে ধান নুরুল (রহমা)-এর উক্তির ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

১১. ইতিবাচক সুনাতের অর্ধ বুঝতে ভুল করা

শরিয়ত সুনাতের ইতিবাচক (অনুসরণ) যে কত শুরুপূর্ণ তা কারা অজানা নয়। সে বিষয়ে আলোকপাত করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। তবে এ কথা সুষ্পষ্ট যে, সুনাতের অনুসরণ ব্যতীত শরিয়তের অনুসরণের দায়ী করা একবারের ব্যবহার নয়। কেননা, সুনাতের অনুসরণ ব্যতীত শরিয়তের অনুসরণ সময় নয়।

এখানে আমি যে কথাটি বলে চাই তাহলে, 'সুনাতের অনুসরণ'-এর অর্ধ বুঝতে অনেকে ভুল করে থাকে। এ ভুলের সংশোধন জরুরী। আর এর জন্যে আবশ্যক হল সুনাত শেষের বিভিন্ন অর্থ এবং ব্যবহার ক্ষেত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

১. উক্তিসূচীর জন্যে দ্বিতীয়: সিরাজুদ্দৌলা আলামিন সুনাতা ৪১৪ /৩৩৫, মাজমুদ ফাতেহী ইবনে তাইমীয়া ৪০০ /৫৫২, ইহুদিতে আলামিন মুহাদ্দিস ৪০০ /২৮২, আল-আজহিবাত্ত ফাতিমা ৪৫৫, আন-তালীকাতুল হাফিলায় ৪১৮-১২০, মুক্তাবাহু মুক্তাবাহুতিতি কিতাবিয়ালীম ৪৮-৫৫
সুন্নাত শপথ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়?

১. সুন্নাতের প্রতি উৎসাহ এবং সুন্নাতের গৌরব ও অনুসরণ সম্পর্কে হাদিস শরীফের যে সব স্থানে সুন্নাত শপথটি ব্যবহৃত হয়েছে সেখানে তার অর্থ হল:

পাণ্ডুলিপিত নবীর হিসেবে নিয়মিত হিসেবে নবীর পথ ও পদক্ষেপ।

খুনো যে দ্বারা যে আকাদা, ইরুবিদি, লেনদেন ও আদের-আলাক ইত্যাদি অবলম্বিত নবীর পথ ও পদক্ষেপ।

যখন সে নবীর পথ ইলিয়ন ফিকছের আলোকে ফরম হতে পারে, ওয়াজিব, সুন্নাত বা মুতাহারও হতে পারে। কিভাব এমন জরুরী হকুম হতে পারে, যা বাদ পড়লে কোন মনে মোহাম্মাদ নামকরত পারে না।

হাদিস শরীরের যেখানেই সুন্নাতের অনুসরণের প্রতি আকিদা দেওয়া হয়েছে,

সেখানেই উদ্দেশ্য হচ্ছে পূরা ধীরের ব্যাপারে তাঁরা রাসূলুহাব সালারাব আলাইহ ওয়াসালামের পথ-পদক্ষেপ অবলম্বন কর। তাঁদের আকিদা তাঁর আকিদা নাম হোক; তাঁদের ইরুবিদি হোক তাঁর ইরুবিদি সাদৃশ; তাঁদের লেনদেন লেনদেন, আদের-আলাক সবচেয়ে তাঁর আদের-আলাক ও লেনদেনের রূপ ধরণ করক। তাঁদের জাতের ও বাতেন তাঁর জাতের ও বাতেনের অনুরূপ হোক।

এক কথায় সুন্নাতের অনুসরণের অর্থ রাসূলুহাব সালারাব আলাইহ ওয়াসালামের মাধ্যমে আমরা যে শরীর লাভ করার হল সে শরীরের পরিপূর্ণ অনুসরণে।

সুন্নাতের এ অর্থ হিসেবে ফরম ও ওয়াজিবকেও সুন্নাত বলা যায। হাদিস শরীফে, এমনিভাবে নাবীর ও তাবেইদের নাবীরমহ। ফরম ও ওয়াজিবের ক্ষেত্রে

সুন্নাত শপথ ব্যবহৃত হয়েছেও বটে। এ বিষয়টি যথার্থতা তার বুদ্ধি নেওয়া উচিত।

পূর্বে অর্থ হিসেবেই বলা হয় থাকে যে, দাড়ি রাখা নবীর সুন্নাত। অর্থাৎ নবীর পথ-পদক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত। তবে তার হকুম কি হবে (?) সে কথা স্পষ্ট যে এটি

একটি ওয়াজিব আমল। তাকে সুন্নাত শপথ বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে, মাঝে মাঝে দাড়ি

না রাখা ও জায়েন।

২. সুন্নাত শপথের ব্যবহার কখনো এমন বিষয়বলীর উপর হয়, যা হকুমের দিক

থেকে ওয়াজিব শরীরের নীচে এবং মুতাহাব শরীরের উপরে। যেখান বলা হয়, উদ্বৃত

তম অমুক অমুক কাজ সুন্নাত। নামায়ে অমুক অমুক কাজ সুন্নাত।

৩. কখনও সুন্নাত শপথ আদব অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, মসজিদে প্রবেশ

করার সুন্নাত, মসজিদ হতে বের হওয়ার সুন্নাত, পানাহারের সুন্নাত, পোশাক পরার

১. আলেমার উলুমে ওয়াল হিকাম (২৩০, আসনুললাহ নাবাবিয়া ওয়া মাদুলুহাব শরীর) ৪: ৭-১৯
তাতাউল্ফ ৪: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

সুনাত, ঘুম ও জাগত হওয়ার সুনাত, ঘরে প্রবেশ এবং ঘর হতে বের হওয়ার সুনাত ইত্যাদি।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অর্থে যে সব কাজ সুনাত, সেগুলো ঐ সুনাতের অংশ বিশেষ, যার অর্থ ১ নম্বরে আলোচনা করা হয়েছে। শরীয়তে এসবের গুরুত্ব অপরিসময়। এমনকি এসব সুনাতসমূহ দীর্ঘনেদীর মোটামুটি উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম-ইসলামের পূর্ণতা ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির এগুলো বড়ই ক্রিয়াশীল। তাই সুনাত ও আদর নাম দেখে এসবের এ গুরুত্ব না দেওয়া কিছু এসবের ব্যাপারে উদাসীন হওয়া বড় ধরণের ক্ষুণ। রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহি ওয়াসালাম আমাদের আদর। আমরা তাকে আদর-আখলাক ইত্যাদির ব্যাপারে (মাআলাহ) আদর না মানার কোন প্রশ্নই আসে না।

আমাদের প্রশ্নের উত্তাদ হয়রত শাইখ আব্দুল ফাতুহ আবু জুদা (রহ) ও আবর বিশেষ নয়, তবে সারা মুসলিম জাতীর শীর্ষস্থানীয় উলামা যেমন এর অন্তম। তিনি ব্রিটন আসেন সুনাট নাবিক ওয়া মাদালুলহাশ শররী” (পৃষ্ঠা ২০) পুস্তিকায় বলেন।

“এখানে উল্লেখ যে, এ যুগের কতিপয় (নামধারী) আলেম ও মুফতী, যারা সুনাত আদায় শিখিলপ্রকৃতি বলে সুরু স্থান, তাদেরকে যখন সুনাত বর্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তারা বলে যে, এটা সুনাত হল, যা বর্জন করা যায়। তারা কিছু পরিবর্তন সুনাতের নেতিবাচক দিকটি নিয়েছেন— তা হল বর্জন করা জায়ে। পক্ষাত্রে ইতিবাচক দিকটি পরিহার করেছেন। সেটি হল অনুসরণ-অনুপ্রেরণ দিক। মূলতঃ একজন মুসলমানের জন্য এর প্রশ্ন আচরণ শোভনীয় নয়। কেননা, এ যুগের পূর্বসূরীরা শররীতে কাম্য সবগুলো কাজই করছেন। যদিও যা মুসলমান পর্যাচরেরই হোক না কেন। ফল হিসেবে করতে বলা হল, না ওয়াজিব হিসেবে, না মুসলমান হিসেবে-তারা অনুসরণের ক্ষেত্রে এসব ব্যাপারে মেনে না।

বক্তৃতা: সুনাতসমূহ ফরমাতি ও ওয়াজিবের দুর্গ গ্রহণ। সুনাত পালনকারীর জন্য তা পুণ্য ও নূর বৃদ্ধির মাধ্যম। সবক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহি ওয়াসালামের আদর্শের অনুসরণ মহকুতের আলামত ও দলীল। তাই সুনাতের আকাংক্ষা এবং তা আঁকড়ে ধরা বড় গণীত, সুন্দরতম অ্যান্ড সর্বোচ্চ ইবাদত। অতএব হে মুসলিম ব্যাপারে সুনাতকে আঁকড়ে ধরতে।

আমাদের এক রাজ্য আলমের ঘটনা। তিনি একবার এক কিন্তু রোগে আক্রস্ত হয়ে পড়েন। তার চিরকাস্টর জন্যে একজন পাকিস্তানী শুক্রধীর ধার্মিক
ঢাকার কে ডেকে পাঠানো হল। সুচিত্ত্বার ফলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠেন। তিনি ছিলেন শহরস্থ অধিকাংশ নায়ক শাখরিবীহ। অতঃপর পাকিস্তানী ঢাকার তাকে লক্ষ্য করে সালাম ভাঙা আরো বললেন, 'আপনার দাড়ি? উত্তরে বললেন, 'দাড়ি রাখা সুস্নাট অর্থাৎ, মুখনো জায়েদ (তার মতানুসারে)।' ঢাকার প্রতি উত্তরে বললেন, 'সুইথ সুদ্ধালাত, ওয়াজিব আমি চিনি না। আমি জানি এটি রাসূলুল্লাহ সালামালাহ আলাইহি ওয়াসালামারের তরীকা। আমার তাই মহকুত, অনুসরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন দাড়ি রাখিয়ে দিতে চান। তিনিই আমাদের আদর্শ। তিনিই আমাদের ইমাম।' এ ব্যাপারে সাইফের তুলনায় ঢাকারই ছিলেন অধিক জ্ঞানী ও দৃষ্টিভঙ্গী।

ইসলামের প্রতি সুন্নাত ও আদর্শের ব্যাপারে একজন মুসলমানের মন-মানসিকতা এমনই হওয়া উচিত। যদিও তা ফরয় বা ওয়াজিব চরের নাই হেক।

4. সুন্নাত শব্দটি কখনো রাসূলুল্লাহ সালামালাহ আলাইহি ওয়াসালামারের সেবা কাজের বেলায়ও বলা হয়ে থাকে, যেসব কাজ তাঁর দুনিয়ার প্রতি সর্বোচ্চ অন্য比利时 তিনিতে হয়ে থাকত। যেমনঃ অনাড়ম্বর জীবন যাপন করা, যথাপৰ্যন্ত যা জুতু তাই পানাহার করা, এ নিয়ে নাথা না যামালো। চট বা চটটাই শেষ করা ইত্যাদি।

আমার উদ্দেশ্য রাসূলুল্লাহ সালামালাহ আলাইহি ওয়াসালামার সীরাতের সে অংশের প্রতি ইসত্তি প্রদান করা, যার সামান্য আঁচ করা যাবে নিশ্চয় কোথাও হাদিস থেকে।

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مصعب آل محمد من خبر الشاعر يومين مختابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. منتفق عليه كما في مشكاة المصباح ص ৪৪৬.

হযরত আয়াহা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ সালামালাহ আলাইহি ওয়াসালামার পরিবারবর্ণ লাজাতার দু'দিন পেট ভরে যখেন কোথা পর্যন্ত ঘায়নি। আর এমাতবকায় তাঁর ইন্টেলাক হয়। '—সহীহ বুখারী ওয়াসাল্লা—মিশকাত ৪৪৬

ওয়াত উালিশা رضي الله تعالى عنها تقول: رضي بها عليينة

১. পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শাখার দাড়ি রাখা ওয়াজিব। এ ব্যাপারে শাইখুল্লাহ হাদিস হাকারিয়া (রাঃ)
রচিত 'তাবর্ষী কা উলুম' নামের পুস্তিকা হইব।
হযরত আবু ফর গিফারী (রাঘিব) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সালাহুদ্দীন আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, উহুদ পাহাড়ের সমান আমার ভর্ণ হবে এবং তা

----------

islamiboi.wordpress.com

----------

islamiboi.wordpress.com
আল্লাহর রাস্তায় বয় করব, আর ইস্তিকালের সময় আমার নিকট অর্থক দিনারও অবশিষ্ট থাকবে—এতে আমি মোটেও আনন্দিত নই। তবে পাওনাদারের জন্য থাকলে সে কথা ভিন্ন।” — দারেমিয় ২/২২৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা�ahu আলাইহি ওয়াসালাম পূর্বেক তিনি প্রকার সুন্নাতের নয়। চতুর্থ প্রকার সুন্নাতের ব্যাপকভাবে উৎসাহ প্রদান করেনি। তবে কারো পক্ষে যদি হককুলাহ ও হককুল ইবাদে কোনোরূপ ব্যাধিত ঘটিয়া যাতে এ প্রকার সুন্নাতের অনুসরণ করা সত্ত্বা হয়, তাহলে এটা তার জন্যে সাওযার ও সৌভাগ্যের কারণ হবে।

৫. কেউ কেউ সুন্নাত শব্দটি সাধারণতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা�ahu আলাইহি ওয়াসালামকে সেসব কাজের ব্যাপারেও বলে থাকে, যা তিনি ইবাদত হিসেবে পালন করেনি। শরীয়তের বিধান বর্ণনায় জন্যেও করেনি অথবা চতুর্থ প্রকার সুন্নাত হিসেবেও পালন করেনি। কোন সুন্দরের কারণেও করেনি, বরং স্বাভাবিক প্রয়াজনের তাগিদে করেছেন। যেমনঃ লুকি পরিধান করা, মসজিদ পাকা না করা, আরোহণের জন্যে উঠ, মোড়া ইত্যাদি ব্যবহার করা, খেলার খাওয়া ইত্যাদি।

হাদিস শরীফে এসব কাজের ব্যাপারে সুন্নাত শব্দের ব্যবহার হয়নি। এসব কাজ সুন্নাত অনুসরণ উৎসাহ এবং সুন্নাত বর্জনে হৃষিয়ারির সমধিক হাদিসসমূহের আওতা বহিষ্কৃত।

তবে এতে বিশ্বাস সংশ্লেষ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা�ahu আলাইহি ওয়াসালামের অভাবে অতি উষ্ণ অভাব। সে সব অভাবের কোনটিকে যুগো করা, তুষ্ট-ভাবিয়ো করা সন্তুষ্ট হয়ে আর এতে ইমান নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এগোলা অবলম্বন করা উদ্দেশ্যের জন্যে সুন্নাত। কোনো, যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লা�ahu আলাইহি ওয়াসালাম এগোলা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া এবং খলিফায় রাশিদীন আইমারে মুজতাহিদীন ও এসব নিহত অভাবের কাজকে সুন্নাত সাব্যস্ত করেননি।

হযরত খানিক (রহ) বলেনঃ

“বক্তৃই পালন করা সুন্নাত, তবে সুন্নাতে আদি তথা নিহত অভাবের সুন্নাত; ইবাদত সংক্রান্ত সুন্নাত নয়।” (অনুসরণের ক্ষেত্রে) ইবাদত সংক্রান্ত সুন্নাতই মুখ্য। তবে যদি কেবল মাত্র মহবোতে সুন্নাতে আদি পালন করে তাহলে তা

---

১ - মাজমুত ফাতেমাই ইরেন অহীমিয়া : ১/২৭৮, ১০/৪০৯-৪১১, ১১/৩৩২, ২৩/১১১, ১১২।
ইরানাদে মুজাহিদে আলফে বান্দি ; মাজমুত নং ৩০১, ইমহামদ ফাতেমা ইরানের ৪/২২৯.
সোহাব ও বরকত শুনা হবে না। অবশ্য এতে বাড়াবাড়ি এবং সুন্নাতে ইবাদতের ন্যায় গৃহস্থৰূপ করা যাবে না।

কেউ কেউ এই তালাশে রাত দিন লেগে থাকে যে, রসূলুরাহ সানাল্লাহ আলাইহি ওয়াসালামের লাঠি কত বড় ছিল? ইত্যাদি, ইত্যাদি। কোন আশেপাশে যদি স্থির মহকতের বাতিলে এগুলো সকান করে তাহলে সে কথা ভিন্ন।

অবশ্য মানুষ এ সবের ফিকিরে পড়ে গীতের জরুরী বিষয়াবলীর ব্যাপারে বেশিরভাগ হয়ে যায় এবং এগুলোকেই যথেষ্ট মনে করে থাকে। এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে মানুষ দীনের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যায়। সর্বক্ষণে তার সীমারেখায় রাখা উচিত।” -মালফুযাতে হাজিমূল উক্তি? খুদ ৫, কিন্তু ১, পৃষ্ঠা ৮৯, মালফুয ৯৩।

সুন্নাত শক্তির এসব অর্থ বর্ণনার প্রয়োজন এ জন্যে দেখা দিয়েছে যে, অনেকেই এ ব্যাপারে বিকৃতিতে নিপীড়িত। তারা উলামায়ে কেরামের নিকট এ হাদীস পাচ্ছান তা থেকে যায়।

মন অধীন সন্তি ফসিত বাদ পড়তে বিভিন্ন ফল পেয়। মন এল দেখালে বিভিন্ন ফল পেয়।

ব্যক্তি আমার একটি মৃত সুন্নাতকে জীবিত করে, পরবর্তীতে উক্ত সুন্নাতের উপর আমলকারী সকলের সম্পর্কিত সাওয়ার সে পাবে। এতে তাদের সাওয়ার সামনাতে শাস্ত্র পাবে না।” -জামে তিরমিয়ী ২/৯৬, হাদীস ২৬৭৭

নির্দেশে উক্ত হাদীস কানে উলামায়ে কেরামের মুখে সনতে পায়, তখন তারা মনে করে যে, সিদ্ধি ও লাউ খেলে উক্ত সাওয়ার পাওয়া যাবে। অথচ এটা সম্পূর্ণ পুরুষ ধরণ। ইমাম উক্ত সাওয়ার এবং এ প্রকারের অন্যান্য সাওয়ার যা সুন্নাত জীবিত করার ক্ষেত্রে বর্ধিত হয়েছে, তা এ প্রকার সুন্নাতের ব্যাপারে নয়।

এখানে বিশেষভাবে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি, তা হল সুন্নততেক অবকাড়ের এবং তার অনুসরণ করার ফলিতকে ব্যাপারে হাদীসে আছেঃ

１ ইরাদাতে মুকামের আলফে সানী, ৪ মাসুরুল নং ২৩১, ইরীয়দুল ফতাতোরা, ৩৪/২২৯, মাজুহুর ফতাতোরা ইবনে আসিম, ১/২৭৪, ১০/৪০৪-৪১১, ১১/৬৫২, ২৩/১১১, ১১২,
আমার উম্মতের মাঝে যখন ফাসাদ (বিদ্যাত ও মূর্ত্তা, অন্যায়-অপরাধ ইত্যাদি) ব্যাপকতা লাভ করবে, তখন আমার সন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি একজন শহীদের সাওয়ার পাবে।”

এ হাদিসের অর্থ সুস্পষ্ট। যে ব্যক্তি উম্মতের ইমামী বিপর্যয়ের সময় আকীদা, ইবাদত, মুআমালাত (লেনদেন), আদব-আখলাক মোটকথা নবীর পথ-পদ্ধতি

১- আল মুজাম্মুল আওসাত-মাজমাউয় যাওয়ায়েদ : ১/৫১৮। এ হাদিসটি সাধারণত নিয়মটি শর্তে করনা হয়; মনসক পশ্চিম নসাক্ত অফসান না দিয়ে ফাসাদ নূতন সন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী একজন শহীদের সাওয়ার পাবে।

উল্লেখ্য, সন্দর্ভে আলোকে এ হাদিসের নির্দিষ্ট এক লেখকে যা মূল কিভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থতঃ

মনসক পশ্চিম ফাসাদ নসাক্ত অফসান না দিয়ে ফাসাদ নূতন সন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী একজন শহীদের সাওয়ার পাবে।

সাধারণত এ হাদিসটি যে শর্তে (একজন শহীদের সাওয়ার) উল্লেখ করা হয়, তার সনদ (সূত্র) দুর্বল।

- মীরানুল ইতিহাস : ১/৫১৯

লাভকারী একজন সন্নাতকের অন্তর্গতি, বলতে হলো জেনিসের মতো লাভ। আল্লাহু আলীকান্নাতুল কিলামাতুল বিশালুল মুমিনান।

এ হাদিস সবিস্মার না হলেও তার কেতিয়া উল্লেখমোট কিছু নয়।

কারণ এই হাদিসের তালিকা দুই জন উম্মতের মাঝে যখন ফাসাদ ব্যাপকতা লাভ করবে তখন আমার সন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী একজন শহীদের সাওয়ার পাবে।

আরও তালিকায় উল্লেখ করা হয়। সনদ (সূত্র) দুর্বল।

- মীরানুল ইতিহাস : ১/৫১৯

লাভকারী একজন সন্নাতকের অন্তর্গতি, বলতে হলো জেনিসের মতো লাভ। আল্লাহু আলীকান্নাতুল কিলামাতুল বিশালুল মুমিনান।

এ হাদিস সবিস্মার না হলেও তার কেতিয়া উল্লেখমোট কিছু নয়।

কারণ এই হাদিসের তালিকা দুই জন উম্মতের মাঝে যখন ফাসাদ ব্যাপকতা লাভ করবে তখন আমার সন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী একজন শহীদের সাওয়ার পাবে।

আরও তালিকায় উল্লেখ করা হয়। সনদ (সূত্র) দুর্বল।

- মীরানুল ইতিহাস : ১/৫১৯

লাভকারী একজন সন্নাতকের অন্তর্গতি, বলতে হলো জেনিসের মতো লাভ। আল্লাহু আলীকান্নাতুল কিলামাতুল বিশালুল মুমিনান।

এ হাদিস সবিস্মার না হলেও তার কেতিয়া উল্লেখমোট কিছু নয়।

কারণ এই হাদিসের তালিকা দুই জন উম্মতের মাঝে যখন ফাসাদ ব্যাপকতা লাভ করবে তখন আমার সন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী একজন শহীদের সাওয়ার পাবে।

আরও তালিকায় উল্লেখ করা হয়। সনদ (সূত্র) দুর্বল।

- মীরানুল ইতিহাস : ১/৫১৯

লাভকারী একজন সন্নাতকের অন্তর্গতি, বলতে হলো জেনিসের মতো লাভ। আল্লাহু আলীকান্নাতুল কিলামাতুল বিশালুল মুমিনান।

এ হাদিস সবিস্মার না হলেও তার কেতিয়া উল্লেখমোট কিছু নয়।

কারণ এই হাদিসের তালিকা দুই জন উম্মতের মাঝে যখন ফাসাদ ব্যাপকতা লাভ করবে তখন আমার সন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী একজন শহীদের সাওয়ার পাবে।

আরও তালিকায় উল্লেখ করা হয়। সনদ (সূত্র) দুর্বল।
ইসলামিক উদ্দেশ্যে ওয়াল্ড হিকায়া ও ২৩০, মিরকাবুল মাফাতিহ ৪১/২৫০

মুল্লাহ উমামে ওয়াল্ড হিকায়া ও ২৩০, মিরকাবুল মাফাতিহ ৪১/২৫০

মুল্লাহ উমামে ওয়াল্ড হিকায়া ও ২৩০, মিরকাবুল মাফাতিহ ৪১/২৫০
ব্যাপারে মসালা হল, সমাজে যাকে কোন নামে চিনে, আর তা বিজ্ঞানী কোন ইউনিফর্মও নয় এবং শুরুর সময় পেশাক সম্পর্কিত কোন মূল্যবান বিরোধিতা নয়, এখনর যে কোন টুপি দ্বারা সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

এখন যদি কেউ বলে, ‘চার কললি বিশিষ্ট টুপিই সুন্নাত। এছাড়া কোন টুপি সুন্নাত নয়। বা পাঁচ কললি বিশিষ্ট টুপিই সুন্নাত, অন্য সকল টুপিই খেলাফে সুন্নাত। অথবা কতিপ্য টুপিই সুন্নাত, অন্যান্য সুন্নাত পরিপরিক্ষণ।’ তাহলে এ ধরনের কথার একেবারেই বাড়াধাঁড়ি বলে গণ্য হবে এবং এটি বিদ্বেষের অভ্যন্তরে হবে। কেননা, সুন্নাত নয় এমন জিনিসকে সুন্নাত বলিও বিদ্বেষ।

এমনিভাবে পাগড়ী পরিধান করা। পেশাক সংলিপি একটি মূর্তবাদ অমর। রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম, সাহাবায়ে মেহরাম ও নব্বাহী প্রথমদের সাধারণ অভ্যাস ছিল পাগড়ী পরিধান করা। তারা সচরাচর সব সময়ই পাগড়ী পরতেন। বিশেষভাবে যখন মজলিস সমাবেশে যেতেন। আর সে হিসেবে নামাজেও পাগড়ী পরিধান করতেন।

এমন একটি সর্বীখ হাসিসও পাওয়া যাবে না, যেখানে শুধু নামাজেই পাগড়ী পরার কথা আছে। তাই যদি কেউ পাগড়ীকে নামাজের সুন্নাত বলে অথবা পাগড়ী ছাড়া নামাজ পড়াকে মাকরাহ বলে, তাহলে মূলতঃ যা সুন্নাত নয় তাকে সুন্নাত বলার কারণে অজানাই হতে বিদ্বেষের শিরার হয়ে যাবে।

এমনিভাবে মাথা মুখানোর বিষয়টি ধরা যাক। হেহের ইহ্রাম খোলার সময় চুল ছাড়া চাইতে মুখানো উদ্দেশ্য এতে বিদ্বেষের সম্ভাবন নেই। কিন্তু সাতাও অবস্থায়ও মাথা মুখানো সুন্নাত অথবা চুল খাটো করার চাইতে মুখানো উদ্দেশ্যের কোন প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের

1. যদি তাই দৃশ্য হয় বিশিষ্টের আহত এবং আলাপের মাধ্যমে সাহায্যের জন্য।
2. একটি সমাজের প্রতি সমাজের তথ্য যেমন যেমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি সমাজের তথ্য যেমন যেমন।

تص نه ٢٤٥: ٢٤٥، أمائد الفتاوى: ٢٢٩، ٢٢٩.

*بِسْمِ ٰاللهِ ٰالرَّحْمَانِ ٰالرَّحِيمِ*
হাদিসে অথবা সাহাবায়ে কেরামের বাণিতে কোথাও নেই। কাজেই স্বাভাবিক অবস্থায় মাথা মুগ্ধানোকে সুন্দর বলা বিদায়েরই অন্তর্ভুক্ত।

এমনিভাবে নখ কাটার কথাও উল্লেখ করা যায়। নখ কাটা সুন্দরত মুহাম্মাদ বরং ওয়াজিব। কিন্তু কি নিয়মে নখ কাটিয়ে হবে, কোন আস্ত্র
হতে শুরু হয়ে কোন আস্ত্রে শেষ হবে, এ ব্যাপারে কুরআন-হলিদের নীরব।
বুঝানে দীন বিভিন্ন হেকমতের ভিত্তিতে বিভিন্ন নিয়ম বাতলিয়েছেন, যা
মুহাম্মদ তথা বৈধতার মান রাখে অথবা সর্বোচ্চ মুসলমানেন ফুকাহা বলা মেতে
পারে। তাই বলে কোন বিশেষ নিয়মকে সুন্দর বলার অবকাশ নেই।

এ ধরনের আরো অনেক বিষয় আছে। এখানে সেগুলোর বিস্তারিত
আলোচনায় যাচ্ছি না। অবশেষে আমি পাঠকদেরকে একটি ওরুপাঁপুর্ণ বিষয়
মনোনিবেশ করতে চাই, তা হল-ইমাম ও ইসলাম মূলতঃ
অনুসরণ-অনুকরণের নাম, যথাপূর্ণ করার নাম নয়।

আল্লাহ পর্যন্ত সৌজ্য বা আল্লাহর সৌজ্য অজন করা একমাত্র উদ্দেশ্য।
এটি নিজের মনগড় চেষ্টা-প্রচেষ্টা, মুসলমান মাধ্যমে অর্জিত হয় না। যে
কোন নিয়মে নেক কাজ করার দ্বারাও অর্জিত হয় না। যদি তাই হত তাহলে
আল্লাহর কিভাবে কোন প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল না কোন
রাসুলেরও। কুরআন-হলিদের হেদায়াত হাওয়াই একজন মানুষ আল্লাহও বলা
হতে পারবে। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। তাই শুধু আল্লাহ তাআলার সৌজ্য
অর্জনের নিয়ম করাই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ রাসুল আলামীনের পক্ষ হতে
রাসুলের মাধ্যমে আমরা যে শরীয়ত ও সুন্দর লাভ করেছি, সে শরীয়ত ও
সুন্দর মোতাবেক পরিচিত করতে হবে আমাদের জীবনে। তবেই হাজি
হবে আল্লাহ তাআলার সৌজ্য।
যে কোন নিয়মে যে কোন নেককাজ করে নেওয়াই যদি আল্লাহ আলাআলার
সত্তাটি অর্জনের জন্যে যথেষ্ট হত তাহলে শরীয়তের পক্ষ হতে ইবাদত করার
কোন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার দরকার ছিল না। এমনি তাঁহার বিশেষ বিশেষ
সময়ে নামায, রোহা নিষিদ্ধ হওয়ায় কোন কারণ ছিল না। ইবাদতের অন্যে
সময় নির্ধারণের কোন অর্থই হত না।

উদাহরণস্বরূপঃ কোন ব্যক্তি সূর্বে সাদুকের সামান্য পর পর পর্যন্ত পানাহার
করল, অপরদিকে সূর্যাস্তের দু’ ঘণ্টা পরও ইফতার করল না, তবুও তাঁকে
শরীয়ত রোহাদার বলবে না। যদি যে কোন পদ্ধতিতে নেক কাজ সম্পাদন
করা ইবাদত হত, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে রোহাদার না বলার কোন অবকাশ
ছিল না। অথবা যে ব্যক্তি ১০/১৫ মিনিটে ঈশা নামায আদায় করে সূরহে
সাদুকে পর্যন্ত ধূমায়, শরীয়ত তাঁকে নেককাজ বলে। আর যে ব্যক্তি সারা রাত
গোলাপীত, তাহাঁতে লিপ্ত থাকে কিছু ঈশার করন আদায় করে না,
শরীয়ত তাঁকে ফাসেক বলে। যে কোন পদ্ধতিতে নেক কাজ করাই যদি
ইবাদত হত, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিই বড় কর্মন্ত্রণ হত। ফাসেক হওয়ায় তা কোন
প্রশ্ন উঠিত না।

এমনি তাঁহার শরীয়তের মৌলিক ও শাখা পর্যায়ের যে কোন বিধানের
প্রতি দৃষ্টিপথ করা হলেও এ কথাটি উভয়ের অক্টয় ও সুপ্রস্তুতিতে হতে
ঠাকরে যে, ঈমান ও ইসলাম শুধু শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণের নাম। তাই
আমাদের ঈমানী কর্তব্য হল—শুধু নিয়ত খালেস বা মূল কাজটি
ভাল—একটু চেষ্টা হাত গুটিয়ে না নেওয়া, বরং তাঁর সাথে সাথে উক্ত কাজ
সম্পর্কিত শরীয়ত ও সুন্নাতের যে সব হেদায়ত ও দিক নির্দেশনা আছে,
সেগুলো যথাযথ পালন করা।

শুধু এ গুরুত্঵ রহস্যটি (শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসরণেই ঈমান-ইসলাম)
ভাল ভাবে বুঝে নিলে ইঞ্জিয়ানালাহ শরীয়ত পরিপূর্ণ বা সুন্নাত পরিপূর্ণ যে
কোন (বুদ্ধি, শিক্ষা, বিদ্যালয় বা হাস্য আকার্য-বিশ্বাস, মতবাদ) কথা ও
কাজের প্রতি ধৃঢ় সৃষ্টি হবে ইঞ্জিয়ানালাহ।

১২. কুরআন মাজিস তেলাওয়াত এবং ফিকির আয়কারের
মজলিস চিলাত-ফালা ও লাফা-লাফি করা

কুরআন কারীমে আল্লাহ রাখবুল আলামীন ইরশাদ করেন ۅ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ الْلَّهُ رَوَتُّهُمْ وَأَخَذُّ تِلْبِيْتَ عَلِيَّهِمْ
أَبْنَاهُمْ بِإِيمَانٍ وَعَلَى رَيْبٍ بِبَيْنِيْهِمْ
তাসাওত্তক : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

"যারা ঈমানদার তারা এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন তীব্র হয়ে পড়ে তাদের অত্যন্ত। আর যখন পাঠ করা হয় তাঁর কালাম, তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায় এবং তারা বীর্য পরওয়ারদেগারের উপর ভরসা করে।" —সূরা আনফাল ৪:২

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরাশদ করেন ৪

"এই কথা বলতে পারতেনি কোনো না, তবু বলতে পারি যেন আপনার প্রতি আমি সম্ভবতঃ আমি নিজের কথা বলছি। আমি যেন বলতে পারি যে, আপনি কান রাগিয়ে রাখেন কারণ আপনি অন্যদের উপর রহস্য করেন। আর আপনি যেন বলতে পারি যে, আপনি কোনো বিরূপ পালন করতে পারি কারণ তোমাদের তোমাদের উপর আমি সম্ভবতঃ আমি নিজের কথা বলছি।

আর আপনি যেন বলতে পারি যে, আপনি কান লাগিয়ে রাখেন কারণ আপনি অন্যদের উপর রহস্য করেন। আর আপনি যেন বলতে পারি যে, আপনি কোনো বিরূপ পালন করতে পারি কারণ তোমাদের তোমাদের উপর আমি সম্ভবতঃ আমি নিজের কথা বলছি।

এই যেন বলতে পারি যে, আপনি কান লাগিয়ে রাখেন কারণ আপনি অন্যদের উপর রহস্য করেন। আর আপনি যেন বলতে পারি যে, আপনি কোনো বিরূপ পালন করতে পারি কারণ তোমাদের তোমাদের উপর আমি সম্ভবতঃ আমি নিজের কথা বলছি।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরাশদ করেন ৪

"আল্লাহ তাআলা তাদের চামড়ার উপর লোম কটা দিয়ে উঠে যায়, যা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্ধ্র আল্লাহর স্মরণ দিয়ে বিদ্যমান হয়। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোম্রাহ করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।" —সূরা যুমার ৪:২৩

অন্যত্র ইরাশদ হয়েছে ৪

"আর আল্লাহ তাআলা তাদের চামড়ার উপর লোম কটা দিয়ে উঠে যায়, যা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে, এরপর তাদের চামড়া ও অন্ধ্র আল্লাহর স্মরণ দিয়ে বিদ্যমান হয়। এটাই আল্লাহর পথনির্দেশ, এর মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে গোম্রাহ করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।" —সূরা যুমার ৪:২৩
“আর তারা রাসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা যখন শুনে, তখন আপনি তাদের চোখ অশ্রুসজল দেখতে পাবেন; এ কারণে যে, তারা সত্যকে চিনে নিয়েছে। তারা বলে যে আমাদের প্রতিপালক। আমরা মুসলমান হয়ে গেলাম। অতএব, আমাদেরকেও মান্যকারীদের তালিকাভুক্ত করে নিন।”

—সূরা মায়িদা ৪:৮৩

ধিকির-আয়কার, তেলাওয়াত ও ওয়ায়-নসিরীহের মাহফিলগুলোতে সাহাবাওয়ে কেরাম, তাবেইন ও প্রত্যেক মুহাজিককে বুয়ুর্গের অবস্থা তা-ই হত যা উক্ত আযাতগুলোতে বর্ণিত হয়েছে। অবস্থা বলতে অন্তর বোদাতিতিতি সকারিত হওয়া, লোম কাঁটা দিয়ে উঠা, শরীর ও মন নরম হওয়া এবং চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠা ইত্যাদি। এগুলোই মূলতঃ ঈমানের বিকাশ। এসব অবস্থা প্রশংসিত।

পক্ষান্তরে অনেকের অস্তর হল কতিন। ধিকির-আয়কার, তেলাওয়াত ও ওয়ায়-নসিরীহ ইত্যাদিতে তাদের অস্তর কোমল হয় না; অস্তর বোদাতিতিতির উদ্বেগ হয় না। অস্তরের এ অবস্থা নিদর্শনীয়। মৃত্যু ও পরকালের কথা স্মরণ করে, অধিক পরিমাণে ধিকির ও তেলাওয়াতের মাধ্যমে এ অবস্থার পরিবর্তন আনা শরীরতে একান্ত কায়।

উপরের দু'প্রকারের লোক ছড়া তৃতীয় আরেক প্রকারের লোক রয়েছে। তারা ধিকির-আয়কার, তেলাওয়াত ও ওয়ায়-নসিরীহের মজলিসে চিক্কার দিয়ে উঠে, লাফাতে আরাম করে, উম্মাদের ন্যায় বিভিন্ন কীর্তিকলাপ করতে থাকে। এরপূর্ব কর্মকাণ্ড করিন্য এমন বুয়ুর্গদের মূর্তিদের মাঝে পাওয়া যায়, যারা মৌলিকভাবে হরপস্তী এবং আহলে সমাত ওয়াল জামাইতের পথে রয়েছেন।

সমর্থণ যে, অভ্যন্তরীণ শক্তির অভাবের কারণে যদি তারা সহ করতে না পারে এবং ধিকির-আয়কার, তেলাওয়াত ও ওয়ায়-নসিরীহে প্রভাবিত হয়ে আত্মুহারা হয়ে যায় এবং এসব কীর্তিকলাপ তাদের থেকে প্রকাশ পায়, তাহলে তাদেরকে অপার্জন ধরা হবে।

কিন্তু এর আগেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু লোক এমনও আছেন যারা আত্মুহার দিক থেকে সুদৃঢ়। তাদের অস্তর বোদাতিতিতে তুষ্ট হয়ে যাওয়া সত্যকে চিক্কার করেন না, লাফালাফি করে না। তবে অভ্যন্তরীণ প্রভাবিত হয়ের সময় তাদের শরীর গুটিয়ে উঠে, লোম কাঁটা দিয়ে উঠে, চোখে অশ্রু দেখা দেয়-এ প্রকৃতির লোকই পরিপূর্ণ, মুহাজিক ও বিচ্ছিন্ন। পূর্ববর্তীদের তুলনায় তাঁরা অনেক অনেক ঘুণে উঠত।
আর যারা ইচ্ছাপূর্বক চিত্কর, লাফ-ফাল ও নাচানাটি করে এবং একে তারা সাওয়ারের কাজ মনে করে অথবা লোকেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে করে, যাতে লোকেরা তাকে বড় বুঝান মনে করে, তাহলে তাদের এ কাজ সম্পূর্ণ বিদ্যমান ও রিয়ার শামিল হবে। আর এ দুটোই শিকারের প্রকারভুক্ত ২

ইচ্ছাপূর্বক চিত্কর ও লাফালাফির ব্যাপারে ইমাম আবুল আবাস কুর্যাশী (রহ.) বলেন ?

ওয়ামা মায়ে সংরক্ষণের বিষয়ে এমন সব বিদ্যাত সৃষ্টি করেছে, যেগুলোর হারাম হওয়ায় ব্যাপারে কোন বিষয়ে নেই। স্পষ্ট পথের দায়িদারদের অনেকের উপর প্রভূত প্রাধান্য লাভ করেছে। এস ফলস্ফলতা অনেকেরই পক্ষ হতে পাগল ও বালকসৌভাব আচরণ, যেমন তালে তালে নূত্র ইতিমাদি প্রকাশ পেয়েছে। এর অভিযন্ত্রিত এতদুর পর্যন্ত গড়ায় যে, তাদের কেউ কেউ একে ইবাদতে শামিল করে এবং আমলে সালেহ তথা পুণ্যকর বলে সাবাদ্ধ করে। আরো বলে যে, এটা অবশ্যই উদ্দেশ্যে সাধন করে। অতএব নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে বলা যায় যে, এগুলো চরম ইসলামবিশেষ বিষয়কের প্রভাব এবং নির্দেশের প্রলয়।”

— ফাতেহ বায়ী ৪ ২/৩৬৮, রিসালতুজ মুসতারিশিদীন-এর টিকা ৪ ১১৩-১১৪

ইমাম শাহেবী (রহ.) এ সম্পর্কে ‘আল ইতিসমা’-কিতাবে আল্লামা আবু বকর আজ্যুর্দী থেকে উদ্ধৃত এক দীর্ঘ আলোচনায় উল্লেখ করেন ?

মাফ করন কিন্তু জেলায় যারা উচ্চারণের অধিক ভাবে অধিক ভাবের প্রথম, এবং তারা আলাদা হতে বলতে পারে।

ওহাদের কেলে মূলতল বিভক্ত হয়েছে, যারা একক বুদ্ধি ও প্রশিক্ষণের শাস্ত্র।

১ মাজুমুল ফাতাওয়া ৪ ১০/৬-১৫, শহীদ ও বিদ্রীঢ় কা আলামুধ ৪ ১৬২-১৬৫, পান্থবো পাকী ৪ ৪৫-৪৬}
"ওয়ায়-নসীহতের সময় অধিকাংশ মূর্ধরা যে চিত্কার করে উঠে, লাফ-ফাল দেয়, মাতাল-মাতাল ভাব করে, এ সবই শয়তানী কর্মকাণ্ড। শয়তানের সাথে খেলা করে। এগুলো বিদায় (ধীমে নতুন আবিষ্কার) ও হঠাৎ।" — আল ইতিসাম ৪ ১/৩৫৬

ইলমে তাসাওফের সুবিধিত ইমাম শাইখ সোহরাওয়ার্দী (রহ) যায় গ্রহ ‘আওয়ারিফুল মানারিফ'-এ এ পর্যায়ের বাণোয়াট লাফালাফি ও নাচানাচির করণে পরিণতির উপাশিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, এরূপ প্রকাশে একে তো আল্লাহ তাআলার উপর মিছ্রাবের কথা হয় যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। এখন তিনি মাগলুল হাল তথা অপক্রীতিস্থ, আতুলভূলা বুঝি মন করে। দ্বিতীয়তায় এতে মানুষকে ধোকা দেওয়া হয়, যাতে তারা তাকে বুঝি মন করে। এ ধরনের আরো অনেক ক্ষতির দিক বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন তুমি কে?

রক্ষা শর্ন জজনের এই ব্যাখ্যা হবে অনেক দীর্ঘ। (মিকরিকারী বা মিকিরের মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তি) আল্লাহ তাআলাকে ভয় করবে।

ইচ্ছাপূর্বক সামান্য নড়িয়ে না (লাফ-ফাল দিয়ে না)। তবে যদি তার অবহে এবং বাক্ত্বের মত হয়, যে তার অঙ্গ প্রতিয়ের নড়িয়ে ইচ্ছা করলেও বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু হাঁচি দাতার ন্যায় হয়, যে হাঁচির রোধ করতে পারে না, অথবা তার নড়িয়ে যদি মানের ন্যায় হয়ে যায়, যে ম্যাস গ্রহণে সে প্রক্রিতগতভাবে বাধ্য (তাহলে ভিন্নকথা)।

— আওয়ারিফুল মানারিফ ৪ ১১৮-১১৯, বাবা ২৫

কথিত আছে, প্রসিদ্ধ তাবেঙ্গ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সীরিন (রহ) বলেন, যে সকল লোক তেলাওয়ার শুনে চিত্কার দিয়ে উঠে, লাফ-ফাল দেয়, তাদের পরীক্ষা এভাবে হতে পারে যে, তাদের একজনকে দেয়ালের উপর বসিয়ে
দাও, আর এমতভাবে কূরাতন মাজীদ তেলাওয়াতের ব্যবস্থা কর। এরপর পরিস্থিতিতেও যদি সে ওয়াজাত তথা বিশেষ অবস্থার কারণে দেয়াল হতে পড়ে যায়, তাহলে বুধা যায় যে সে ওয়াজাতের দাহীতে সত্যিকার।

আলোচনার শেষাংশে একথাটিও উল্লেখ করছি যে, এ চিত্তার, লাফালফি ও নাচানাচি যদি গান বা এধরনের মজলিসে হয (যা আজকাল বহু পীর-মূর্তিদের মধ্যে 'সামা'-এর নামে প্রচলিত) তাহলে তা কোন ব্যাখ্যা-বিশেষণ ছাড়াই সরাসরি হারাম বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে ২৩২-২৩৫ নং পৃষ্ঠায় বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইলেকালাহ।

১৩. পশ্চাৎ, কাষ্ঠ বা ইলেকালাহকে শরীয়তের দলির মনে করা অথবা এগুলো অর্জন করার লিখা শব্দে ধাকা

তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে অন্য তাসাওউফ পশ্চাৎের মধ্যে একটি রোগ এ-এ যে, খাব-সপ্তাদের প্রতি তারা খুব গুরুত্বেরূপ করে থাকে। স্পষ্ট করম দেবতে পাওয়া তারা আলাদা তাতালা নেই হতে দৃষ্টি সরার আলামত মনে করে। স্পষ্ট সপ্তাদে তাসাওউফ ও সুলুকের আসল উদ্দেশ্য হাচিল হয়েছে ভেবে গর্বেরূপ করতে থাকে। উত্তরেরের স্পষ্ট সপ্তাদের লালসায় থাকে।

আর কোন মন্দ সপ্তাদে সপ্তাদে পেরিলশান হয়ে যায়। অথচ শরীয়তের সপ্তাদে না এই মান আছে, যার কারণে তাকে আসল উদ্দেশ্য মনে করা যায় এবং না এই মর্যাদা আছে, যার ফলে পেরিলশান হওয়া যায়।

তার চাহিদে বড় অফেসনের কথা হল যে, কতক মানুষ অজ্ঞতাবশতৈ এই সপ্তাদে শরীয়তের দলির মর্যাদা দিয়ে থাকে। নিজের সপ্তাদে, পীর সাহেবের সপ্তাদে বা অন্য কোন বাক্তির সপ্তাদে দ্বারা কোন নিদিদ্ধ আমল, অভিনিত ইত্যাদি শত্রুতাশ্চুর বা দুর্বল করার জন্য প্রমাণ দিয়ে থাকে। সপ্তাদের ভিত্তিতে পীর মনোযোগ করে থাকে। সপ্তাদের ভিত্তিতে আরা না জানি কত কি ঘটিয়ে থাকে।

আর বীরের কোন মাসালাতেই শরীয়তে সপ্তাদে দলির মর্যাদা দেয়নি।

দুনিয়াবি ব্যাপারে সপ্তাদে মোতাবেক আমল করার জন্য 'এ শরীরেরূপ করেছে যে, সপ্তাদের বিশেষত কূরাতন হাদীস বা শরীয়তের অন্য কোন দলির পরিপক্ষে না হতে হবে এবং সে মোতাবেক আমল করতে গিয়ে শরীয়তের কোন মুম্লতিতরোধ শপথ করা যাবে না।

—মাজমুক্ত ফতাওয়া ৪ ১১/৭-৮, আল ইতিসাম ৪ ১/৩৪৮-৩৫৮
হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হাইওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ৪

রোয়ায়া সচালাহের ফলে, রোয়ায়া সুন্নের ফলে শৈতভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। রোয়ায়া সুন্নের ফলে শৈতভাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

"ভাল স্পশ্ল আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হয়। আর মন্দ স্পশ্ল শয়তানের পক্ষ হতে হয়। কেউ কোনরূপ স্পশ্ল দেখলে বামদিকে থুথু দেবে, আল্লাহ তাআলার নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করবে। তাহলে এ স্পশ্ল তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং এ দুঃখপ্রদ কথা করা কাছে বলবেও না। আর ভাল স্পশ্ল দেখলে সুসংবাদ প্রহর করবে এবং এ স্পশ্লের কথা একাধারে বর্ণনা করতে হলে মহকুমের লোকদের নিকটই বর্ণনা করবে।"  

--সহীহ মুসলিম : ২/২৬১, হাদীস ৫৮৫৬

অন্য হাদীসে আছেঃ 

রোয়ায়া তিনটি, একটি রোয়ায়া। কেউ রোয়ায়া অনুযায়ী রোয়ায়া হয়। রোয়ায়া তিনটি বানর্ধনকারী রোয়ায়া। তিন, কুম্পসংস্থার রোয়ায়া। তোমাদের কেউ যদি রোয়ায়া অপরিগত কিছু দেখে তাহলে সে বলে উঠে নামাজ আদায় করবে এবং মানুষের কাছে সে রোয়ায়া বর্ণনা না করবে।"  

--সহীহ মুসলিম : ২/২৪১, হাদীস ৫৮৫১, শামে তিরমিশ্যা ৫ ২/৫৩, হাদীস ২৭০

এ হাদীস দুটির আলাকে রোয়ায়ার বিষয়টি সুমধুর যে, ভাল স্পশ্ল সুসংবাদই মাত্র, কোন দলিল নয়। আর এ কথা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, স্পশ্ল কোন দলিল হওয়া সত্য নয়। কেননা, যদি কোন প্রকারের স্পশ্ল দলিল হতে পারত, তাহলে থুথু প্রথম প্রকারটি হত যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হয়ে থাকে। তবে কোনটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে, শ্রীরূপে তাঁর কোন পরিচয় দেয়নি। থুথু এতটুকু বলেছে যে, সেটি ভাল স্পশ্ল। আর এ কথা সকলকে জানে যে, পার্থিব ব্যাপারে মানুষ যদিও ভাল-মন্দ বিবেক দ্বারা।
বুঝতে পারে, কিন্তু ধীরী ব্যাপারে তাল-মন্দ নির্ধারণ শরীয়তের কোন দলীল
ব্যতীত সত্ত্ব নয়। এজন্য কোন স্পুতকে তাল বা আলাহ তাআলার পক্ষ হতে
বলতে গেলে শরীয়তের কোন না কোন দলীলের আশ্রয়ই নিতে হবে। কারণেই
স্পুত কোন ধরনের দলীল হতে পারে না।

উল্লেখ্য, প্রথমক হাদীসে মন্দ সপ্তরে ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তা
শর্যতারের পক্ষ হতে হয়ে থাকে। বলবাবূয় যে, শরীয়ত পরিপ্রেক্ষিত কথা বা
শরীয়ত বিশ্বযুক্ত দলীলবিশ্বীন কথা নিষ্ক্রিয়ই মন্দ। এ প্রকার স্পুত হাদীসের
ভাষানুযায়ী নিষ্ক্রি ভাবে শর্যতার দিকে সম্পৃক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি তা
দ্বারা প্রমাণ দিল, সে যেন প্রকারের শর্যতার কথা দ্বারাই প্রমাণ দিল।

ইমাম শাহেব (রহ) বিদানাতীদের প্রাণ দলীলসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে
বলেন কি? 

এমন কোন আহ্বাজা কোন স্পুত এই কাজ করে আর এমন কোন হলে আর তার
অভিযোগ করা যায় বলে এর কথা মন্দ নয়। তাই আমরা কোন স্পুত করার এর কথা
নিষ্ক্রি নয়। সে মন্দ সপ্তরে ব্যাপারে কোন স্পুত করার এর কথা নিষ্ক্রি নয়।
এর কথা নিষ্ক্রি নয়। তাই আমরা কোন স্পুত করার এর কথা নিষ্ক্রি নয়। 

যাদুষ্ঠ এই কথা দেখে বললেন আর তার পরিপ্রেক্ষিত কথা জানতে বললেন।
হাদীসের ভাষানুযায়ী এর কথা নিষ্ক্রি নয়। তাই আমরা কোন স্পুত করার এর কথা
নিষ্ক্রি নয়। তাই আমরা কোন স্পুত করার এর কথা নিষ্ক্রি নয়।

যাদুষ্ঠ এই কথা দেখে বললেন আর তার পরিপ্রেক্ষিত কথা জানতে বললেন।
হাদীসের ভাষানুযায়ী এর কথা নিষ্ক্রি নয়। তাই আমরা কোন স্পুত করার এর কথা
নিষ্ক্রি নয়। তাই আমরা কোন স্পুত করার এর কথা নিষ্ক্রি নয়।

যাদুষ্ঠ এই কথা দেখে বললেন আর তার পরিপ্রেক্ষিত কথা জানতে বললেন।
হাদীসের ভাষানুযায়ী এর কথা নিষ্ক্রি নয়। তাই আমরা কোন স্পুত করার এর কথা
নিষ্ক্রি নয়। 

যাদুষ্ঠ এই কথা দেখে বললেন আর তার পরিপ্রেক্ষিত কথা জানতে বললেন।
হাদীসের ভাষানুযায়ী এর কথা নিষ্ক্রি নয়। তাই আমরা কোন স্পুত করার এর কথা
নিষ্ক্রি নয়। 

যাদুষ্ঠ এই কথা দেখে বললেন আর তার পরিপ্রেক্ষিত কথা জানতে বললেন।
হাদীসের ভাষানুযায়ী এর কথা নিষ্ক্রি নয়। তাই আমরা কোন স্পুত করার এর কথা
নিষ্ক্রি নয়।
নাস্তাওউল্ফো তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

৬৩৯

মুহাম্মদ খিলানির ব্যবহারের মাধ্যমে দলীলের বিচারে সবচেয়ে দীর্ঘ শব্দ শফিকুল হল সেল, যারা তাদের আমল ও ধর্মের গ্রহণের ভিত্তি বানিয়েছে এবং সমাজে করেন। এ শপথের তত্ত্বের কোন আমলের দিকে অগ্রসর হয় বা পার্থিব হয়। আর এটি থাকে যে, আমরা অমূল্য নেকার ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখি। তিনি আমাদেরকে বলেছেন ও তোমরা অমূল্য কাজ করো না অথবা অমূল্য কাজ কর।” তাসাওউফের দাবীদারদের মধ্যে এসব কৌশল হয়ে থাকে।

কবেনা বা তাদের কেউ বলে থাকে, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্টানার আলাইহি ওয়াসালামের দর্শন লাভ করেছি। তিনি আমকে এরূপ বলেছেন। তিনি আমাকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর সে শরীয়তের সীমা লঘন করতঃ স্থপত্মোতাবেক আমল করে বা কোন কাজ বর্জন করে। এ সবই ভূল। কেননা, শরীয়তের কোন অবস্থাতেই নিবন্ধনের স্থপত্ম ব্যতিরেকে কারো স্থপত্মোতাবেক নির্দেশ জানিতে যায় না। অবশ্য আমাদের কাছে শরীয়তের যে বিধানবিহীন রয়েছে, স্থপত্মে সেগুলোর মানদণ্ড বিচার করা হবে। যদি শরীয়ত সে স্থপত্মকে সমর্থন করে তাহলে সে মোতাবেক আমল করা যেতে পারে। নতুনা তা পরিত্যাগ করা তা হতে বিরত থাকা আবশ্যক। স্থপত্মের উপকরিতা ঐতিহাসিক কাজে তা দ্বারা সুসংবাদ বা ক্ষতির নস্লের হৃদয় গ্রহণ করা। স্থপত্মের মাধ্যমে নতুন কোন বিধান লাভ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়......।

সুতরাং, কেউ যদি কাউকে বলতে শুনে যে, ‘নিষ্ঠ অমূল্য ব্যক্তি চারি করেছে, তুমি তার হাত কেটে ধরে; অমূল্য ব্যক্তি আলেম, তুমি তার কাছ থেকে ইসলাম আহরণ কর; অমূল্য ব্যক্তির কথা মত কাজ কর অথবা অমূল্য ব্যক্তি ফেনা-ব্যভিচার করেছে, তুমি তাকে হস্ত (নট) নগাও ইত্যাদি; তাহলে
স্পষ্ট দর্শনকারীর জন্যে সে মোতাবেক কাজ করা জায়েহ হবে না, যতক্ষণ না তার কোন সাক্ষী থাকে। সাক্ষী ছাড়া স্পষ্ট মোতাবেক করলে সে শরীয়ত গতি কর্মসম্পাদনকারী বলে বিবেচিত হবে। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সালার্লাহ আলাইহি ওয়াসালামের পর কোন ওহী নেই......

বর্ণিত আছে, একদা বিচারপতি শরীক ইবনে আবদুল্লাহ খলিফা মাহদীর দরবারে গেলেন। খলিফা তাকে দেখেই একজনকে নির্দেশ দিলেন ৪ তবরারি দিয়ে আগষ্টকত্বক আক্রমণ কর। বিচারপতি বললেন ৪ অপরাধ কি? হে আমীরুল মুমিনীন! বাদশা বললেন, আমি ক্ষেপে তোমাকে আমার দরবারে উপস্থিত হয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরে থাকতে দেখেছি। আমার এ স্পষ্ট তাতিরকারকের নিকট বর্ণনা করলে সে আমাকে বললে যে, (তুমি) প্রকাশে আনুগত্য দেখাও আর আড়ালে বিরোধিতা করে থাক।

জবাবে শরীক ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার স্পষ্ট খলিফা ইবরাহীম (আঃ)এর স্পষ্ট নয়। আর তাতিরকার ইউসুফ (আঃ) নয়। এরূপ মিথ্যা ক্ষেপের ভিত্তিতে মুমিন মুসলমানদের গর্ব উড়িয়ে দেবেন? খলিফা মাহদী এতে লজ্জিত হন এবং বললেন, তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও! তারপর তাকে দুরে স্থানে দেন........

আর কেউ যদি ক্ষেপ দেখে যে, রাসূলুল্লাহ সালার্লাহ আলাইহি ওয়াসালাম তাকে কোন হক্কু করেছেন, তাহলে সে ক্ষেত্রেও বিরোধী করা কর্তব্য। কেননা, যদি সে (রাসূলুল্লাহ সালার্লাহ আলাইহি ওয়াসালাম কর্তৃক অনুরূপ) শরীয়ত সমর্থন কোন হক্কু পালনের কথা ক্ষেপে শুনে থাকে, তাহলে হক্কু পালন শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেকই হল, (ক্ষেপের কারণে নয়) আর যদি ক্ষেপ শরীয়ত বিরোধী কোন হক্কু পালনের কথা শুনে থাকে, তাহলে এ হক্কু অবশ্যই ভুল। কেননা, এটা অসম্ভব যে, রাসূলুল্লাহ সালার্লাহ আলাইহি ওয়াসালামের ইতেমাদের পর তার জীবনকাল শাসন শরীয়তকে তিনি ক্ষেপে রহিত করে দেবেন। এরূপ ধারণা কুরআন হাদিস এবং উম্মেদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাতিল। কাজেই যদি ক্ষেপ কোন শরীয়তের খেলাফ কোন কিছু দেখে, তাহলে সে মোতাবেক কোন আমল করা যাবে না।”

—আল ইতিসাম ৪ ১/৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪
নারীর বিচার নির্দেশ দাও আল্লাহ, যে তাকে যাত্রা দিয়ে নিজের জন্য যেন যেন প্রতিপক্ষকে জয়লাভ করে। 

হাজরান তাপস্যা দেখতে দেখতে নিয়মিত করার জন্য যাই নিজের মনের প্রাণে ছিল, তার প্রতিকূল ঝোক রূপে তাকে নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়। 

তারা মধ্যে যদিও দেখার সত্যাগর্ভ কথা বলা হয়েছে, কিন্তু কথা ঠিক করার জন্য ব্যক্তি শোনা, সাদৃশ্যকরা বা অন্য প্রমাণ হওয়ার পর যথার্থ স্মরণ করা, সে কথার কথা তত্ত্ব অথবা তাদের সত্যতার কোন প্রভাব না থাকার নিষ্ঠুরতা এ হাজরানে দেওয়া হয়নি। 

শাইখ আব্দুল হক মুসাদ্দিকের পর করেন (রহ.) উল্লেখ করেন: একটি ব্যক্তি সন্ত্যাগ দেখেন যে, রাসুলুল্লাহ সালাহকার আলাইহি ওয়াসালাম তাকে সমর্পণ করে বলছেন- সেই কথায় অশ্রু লেগেছের তুমি মদরান কর।”

তবেন আলী আলু মুহাম্মদ (রহম মুত্ত হারি) জীবিত। তার নিকট তার জনকে চাওয়া হলে তিনি বলেন, অবশেষে নবি করিম সালাহকার আলাইহি ওয়াসালাম ইবন্দাদ দিয়েছেন, তুমি মদরান করা না লেগেছে। আর শয়তান তোমার নিকট ব্যবস্থা পার্টি পাল্টিয়ে দেয়। তাছাড়া ঘোমের সময় ইসমিয়া ও অন্যতম শক্তি নেপ পায়। এই অবস্থায়ই মেহেতু কোন অবহেলার কারণে বা স্নেহের কারণে যদি কোন বন্ধু প্রতিজ্ঞা করা সত্যর সম্ভাবনা এর, তাহার নিলের সুযোগ।

—ফয়সুল বায়ী ৪/১০৩৩

যাহোক, রাসুলুল্লাহ সালাহকার আলাইহি ওয়াসালাম আমাদেরকে এ অচিরকে ছেড়ে যান:

তুমি ফিকুম আমেরিন নব তো বিধতা তবে কিছু লেখা করবেন কি না, কবিতা আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করুন।

“আমি তোমাদের মধ্যে দুটি বস্তু রেখে গেলাম, যতদিন তা আঁকড়ো দ্বারার দাবী, যতদিন তোমরা পথজয় হবে না। এক অল্লাহ তালালের নিম্ন, দুই ৪ তার নবীর সুমাত।”

—মুহাম্মদ ইমাম মালেক (রহ) ৪/৩৬৩, তামিলদ ৪/২৪/৩৩১

—ইমাম মুস্লিম আলী দাদী ৪/২০৩৬, হাজারে ৬২১৪, মুস্লিম আলী দাদী ৪/২৭২, হাজারে ৫৮৭৩

—ফয়সুল বায়ী ৪/১০৩৩, শরহ মুসলিম নিয়ন্ত্রক দাদী ৪/১৬৮, তামিলদাতু ফাতিমীল মুল্লাহ ৪/৫৫২-৫৫৩
তাসাওফ ও তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

তিনি এ কথা ইরশাদ করেন যে, তোমরা স্পষ্টভাবে আমার পক্ষ থেকে যা লাভ করবে সে মোতাবেক আমল করবে, (নাউযুবিল্লাহ) স্বপ্ন দ্বারা কুরআন-হাদিস বজ্রন করবে অথবা স্বপ্নের ভিত্তিতে নতুন নতুন কথা ধীন-ইসলামে দাখিল করবে। নাউযুবিল্লাহ।

মোতকথা, স্পষ্টের প্রাপ্ত বিষয়বিশেষ সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্দিষ্টের জন্য শরীয়ত যেহেতু শরীয়ত ব্যতিরেকে সত্যত্ব কোন মানদণ্ড নির্ধারণ করেন, কারণ এটি শরীয়তের কোন সত্যত্ব নিরক্ষ হতে পারে না, বরং শরীয়তের আলোকে তার যাচাই বাছাই হবে। তাছাড়া স্পষ্টে স্পষ্ট। এ মূল্য সকল বিকল্পনাদের ঐক্যতা রয়েছে যে, স্পষ্ট পার্থিব কর্মকাণ্ডের তেমন কোন ওরুণ্ঠ রাখে না। সুতরাং স্পষ্টে শরীয়তের কোন বিষয়ে দলিল গণ্য করা একই সাথে বিবেক ও শরীয়তের বিবেচিত। হাজি আর কিছুই নয়।

কাশ্ফ ও ইলহাম

কাশ্ফ ও ইলহামের তথাকথিত কতক তরীকতের স্বপ্নের নায় বড় করে দেখে। কাশ্ফের মাধ্যমে কোন কথা অনেকে পার্কে বুজুর্গের সনদ মন করে থাকে। আর কেউ কেউ তা অতিরিক্ত করতে কাশ্ফ ও ইলহামের শরীয়তের দলিলের মনে করে এবং শুধু কাশ্ফ ও ইলহাম অর্জন করার জন্য সুবাদ নয়, এমন অনেক মুজাহেদায় নিষ্পত্তি হয়। অথচ কুরআন-হাদিসে কাশ্ফ ও ইলহামকে করান এই মান দেওয়া হয়নি। ধীর ব্যাপারে তাকে দলিলের মর্যাদাতে দেওয়া হয়নি। দুর্মিলি কর্মকাণ্ডেও সে মোতাবেক আমল করার জন্য এই শর্তের করা হয়েছে যে, তার বিষয়বস্তু কুরআন-সুন্নাহ বা শরীয়ত পরিপূর্ণ না হতে হবে এবং সে মোতাবেক আমল করতে গিয়ে শরীয়তের কোন নীতিমালাও ধারা খণ্ডিত না হতে হবে।

কাশ্ফ

অদৃশ্য জগতের কোন কথা প্রকাশিত হওয়াকে কাশ্ফ বলা হয়। এ কাশ্ফ কখনো সঠিক হয়, আবার কখনো মিথ্যা হয়। কখনো বাস্তবসম্মত হয়, কখনো বাতাস পরিপূর্ণ হয়। তাই এটি শরীয়তের কোন দলিল তো নয়ই, উপরস্তু একে শরীয়তের দলিলসমূহের কষ্টপাখারে যাচাই করা জরুরী।
এমনিভাবে কাশ্ফ ইচ্ছাধরী কোন কিছু নয় যে, তা অর্জন করা শরীয়তে কাম্য হবে অথবা সাওয়াবের কাজ হবে। অন্যরা কাশ্ফ হওয়ার জন্য বৃষ্ণ হওয়াও শর্ত নয়। বৃষ্ণ তো দূরের কথা, মুসলিম হওয়াও শর্ত নয়। কাশ্ফ তো ইবনুস সায়াদের মত দাজ্জালেরও হত। সুতরাং কাশ্ফ বৃষ্ণ হওয়ারও দাজ্জাল হেত পারে না।

হাকিমুল্লাহ উম্মত মাওলানা খাননী (রহ) বলেন, “বৃষ্ণরর যে কাশ্ফ হয় থাকে তা তাঁদের ক্ষমতাধীন নয়। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এর ব্যাপারটি লক্ষ্য করুন। কত দীর্ঘদিন পর্যন্ত ছুলে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর কোন খবর তাঁর ছিল না। অথচ খবর না পাওয়ার কারণে যে কষট তিনি পেয়েছেন তা সবাই জানা, কাদতে কাদতে তিনি অন্য হয়ে গিয়েছিলেন। যদি কাশ্ফ ইচ্ছাধরী কোন কিছু হত, তাহলে ইয়াকুব (আঃ) কেন কাশ্ফের মাধ্যমে খবর পেলেন না? আর যখন বিষয়টি জানার সময় হল তখন বহ মাইল দূর হতে হযরত ইউসুফ (আঃ) এর জামার ঘাঁট পর্যন্ত পেতে লাগেন।

সুতরাং, কাশ্ফ যখন কারা নিজ ইচ্ছাধীন নয়, তখন এটাও অপরিহার্য নয় যে, বৃষ্ণরর সর্বদা কাশ্ফ হতেই থাকবে। বাংলা কথা হল, কাশ্ফ হওয়া কোন ফরিদতের কথা নয়। এমনকি যদি কোন কাশ্ফের রিয়ায়াত মুজাহাদ করে, তাহলে তাঁর কাশ্ফ হয়ে থাকে। পাগলেরও কাশ্ফ হয়ে থাকে—ইলম ও আমল—বাসারের হাকিমুল্লাহ উম্মত ৪ ২১৫-২১৬

মাওলানা খাননী (রহ) আরো বলেন ৪ লোকেরা কাশ্ফ হওয়াকে বড় কৃতিত্ব মনে করে। অথচ নিখুঁট অর্জনের এর কোন ভূমিকা নেই। কাশ্ফের সাথে কারো স্বতান্ত্র সম্পর্ক থাকে, কারো থাকে না। যেমন কেউ প্রকৃতিত্বভুলেই দূরদৃষ্টি হয়, আর কেউ হয় নিকটদূরী। কাশ্ফের সাথে কতকের স্বতান্ত্র সম্পর্ক থাকে না, হাজার রিয়ায়াত মুজাহাদ করলেও সারা জীবনেও কাশ্ফ হয় না।

আসল জিনিস হল আল্লাহ তাআলার গোলামী। আল্লাহর কসম! যদি কারা হাজারা কাশ্ফ হয় এবং সে নিজের প্রতি মনেনিবেশ করে, তাহলে সে অস্থায়ী হয়ে পারবে যে, অস্পষ্টিমাত্র তার উন্মুক্ত হয়নি। পক্ষান্তরে সে

১–মাওকিরুল ইসলাম মিনাল ইলহাম ওয়াল কাশ্ফি ওয়াররুয়া ৪ ১১-১১৪, রুহুল মাযানী ৪ ১৬/১৭-১৯, শরীয়ত ও তরক্কীত কা ভালায়ুম ৪ ১৯১-১৯২, শরীয়ত ও তরক্কীত ৪ ৪১৬-৪১৮, আত-তাকাশ্শুফ আন মুহিম্মাতিত তাসাওুফ ৪ ৩৭৫, ৪১৯
যদি দু’ চারবারও সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ পড়ে বীর অস্ত্ররের দিকে মনোনিবেশ করে, তাহলে পরিক্ষার উপলব্ধি করতে পারবে যে, আল্লাহ তাআলার কিছু না কিছু নৈকট্য লাভ করেছে। মূল্য রুচিবাদনা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন?

আর কাশফ দলিল না হওয়ার ব্যাপারে তাসাওউফ শাস্ত্রের ইমাম শাইখ আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ মৃত্যু ২০৫ খ্রীঃ) এর উত্তি বিশেষভাবে প্রথিতবাদ। তিনি বলেন—

যৌথা পাও পর ক্ষুদ্র নেক্ষ্যুরী তেন নক করা ও কোনও না কলাম এর কলাম এর ব্যাপা তেন এ।

—সিরাজ আলামিন নূরালা ৮/৪৭৩

এ সম্পর্কে সুযোগ মুজাহিদের আলফে সানী (রহঃ) বীর পদার্থীতে বলেন, “ওয়াজদ ও হাল তথা তাসাওউফের বিশেষ অস্ত্রকে যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রীরক্ষার নিকটে পরীক্ষা না করা হবে, সামান্য মূল্য দিয়েও করা বাক না। অনুরূপ কাশফ-ইলহামসুহকে কিংবা ও সুলাইমান কলাপাইর যাহাইরের পূর্ণ পর্যন্ত অর্থ বয়তুলা হওয়ায় পছন্দ করা না।”

—ইরাদাতে মুজাহিদের আলফে সানী ৪১২৪, মার্চ ২০৭

ইলহাম

ইলহামের পরিত্যাগিক অর্থ হল চিতা ও চেটা ছাড়াই কোন কথা অন্তরে উত্তর হওয়া। ইলহাম কাশফরেই একার বিশেষ। ইলহাম সহীহ হলে তাকে ইলমে লাদুদীও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু কথা হল ইলহামও এপ্রে ন্যায় কথনা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হত হয় এবং কথনা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। যে ইলহাম শশিস্তার হক্কম-আহাকাম সম্পর্কি নয় এবং তার বিষয়বস্তু শশিস্তার পরিপালন নয় বা যে ইলহাম শশিস্তার কথা হক্কম-আহাকাম সম্পর্কি কিছু তার পক্ষ শশিস্তার দলিল ও বিদায় আছে, শুধু এর তোলের ইলহামকেই সহীহ ইলহাম বলা হবে এবং ধরা হবে এটি আল্লাহ তাআলার

—আশারাফুস সাওয়ানেহ—বাহারের হাকিমুল উদ্দিন ৪ ২১৬-২১৭
তত্ত্ব থেকে হয় তেছ, এটি আল্লাহ তাতালার নেয়ামত বলে পরিগণিত হয়ে, এ ব্যাপারে তাঁর শোক আদায় করা দরকার। আর যদি ইল্হামে উপরোক্ত শর্তগুলো না পাওয়া যায়, তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে তা শয়তানের প্রলাপ মাত্র। এ ধরনের ইল্হাম থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা এবং তা থেকে আল্লাহ তাতালার নিকট অপ্রাপ্ত আশ্রয় প্রার্থনা করা ফরমাচ ।

হাদিসের শরীফে আছে ৪

‘নিশ্চয় মানুষের অন্তরে শয়তানের পক্ষ থেকে কথার উল্লেখ হয়, ফেরেশতার পক্ষ থেকেও কথার উল্লেখ হয়। শয়তানের উল্লেখ হল মন্দ ওয়াদা এবং সত্য অবৈকার করা। ফেরেশতার উল্লেখ হল, কল্যানের প্রতিকৃতি দান এবং হকের সত্যায়ন করা। যে ব্যক্তি এটি অনুভব করবে, তাকে বুদ্ধি হবে যে, তা আল্লাহ তাতালার পক্ষ থেকে, তাই তার প্রশংসা করা উচিত। আর যে ব্যক্তি দুইটির অনুভব করবে, তাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় করাও হবে। অতঃপর তিনি (সূরা বাকারার ২৬৮নং) আযাত পাঠ করুন, অর্থাৎ শয়তান তোমাদের অভাব-অন্তরে ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্বিনিতার আদেশ দেয়। পক্ষের তোমাদের নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অধিক অনুগ্রহের ওয়াদা করেন।’ ২

এ হাদিসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, ইল্হামের কথনো আল্লাহ তাতালার পক্ষ থেকে হয়, আবার কথনো শয়তানের পাক্ষিক থেকে হয়। কাজেই ইল্হাম হে রাতির মাপকা হতে পারে না এবং শয়তানের কোন দলীল হতে পারে না। তাছাড়া আল্লাহ তাতালার পক্ষ থেকে ইল্হাম হওয়ার আলামত শুধু এটিই বলা হয়েছে যে, তা হয় ও ভাল। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে

১—ফতুহ বারী ৪ ১২/৪০৫ কিতাবুজাহাইর, বাব ১০, রুলম মাদঃ ঔন ১৬/১৬-২২, তাবসরাতুল আদিলা ৪ ১/২২-২৩, মাওকিফুল ইসলাম মিনাল ইল্হাম ওয়াল কাফিরুল ওয়ারুনা ৪ ১১-১১৪

২—সূরান নাসারী কুবরা ৪ ৬/৩০৫, হাদিস ১১৫৫১, জামা তিরিমিয়া ৪ ২/২৮, হাদিস ২৯৫৮, সহীহ ইবনে হিবান ৪ ৩/২৭৮ হাদিস ৯৮
চাকুন ও আকাইয় বিষয়ক আইস্মায়ে কেরাম ছাড়াও হকানী সুফিয়ায়ে কেরাম এ কথার সুপষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, কাশফ ও ইলহাম শরীয়তের কোন দলিল নয়, বরং শরীয়তের অন্যান্য দলিলের আলোকে কাশফ ও ইলহামের বিচার-বিশ্লেষণ করা অপরিহার্য। পিছনে কাশফের আলোচনায় ইমাম আবু সুলাইমান দারানী এবং মুজাদ্দেদে আলফে সানীর (রহঃ) গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে।

সুফিয়ায়ে কেরামের ইমাম শাইখ আবদুল ওয়াহাব শারানী (রহঃ মৃত্যু ৯৭৩ হিজি) স্পষ্ট ভাষায় এ কথা বলেছেন যে, ইলহাম কোন দলিল নয়। তিনি আরো বলেন—

قد زل في هذا الباب خلق كثير فضله وآذلاه، ولنا في ذلك مؤلف سميته:

حد الحسم في عين من أطلق إباح العمل بالله، وهو مجدل طيف.

"এ ক্ষেত্রে (ইলহামকে দলিল মনে করতে) বহু লোকের পদখান ঘটেছে, তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয়েছে, অন্যান্যকেও পথভ্রষ্ট করেছে। আমি এর খুব একটি বইও লিখেছি। তার নাম হল, 'হদুল ইসমাইল ফি উনুকি মান আতলকা ঈজাবাল আলামলি বিল ইলহাম'। —রহুল মাজানী ৫ ১৬/১৭

সুফিয়ায়ে কেরামের ইমাম শাইখ সারী সাকাতী (রহঃ মৃত্যু ২৫৩ হিজি) বলেন—

من ادعى باطن علم بنقضه ظاهر حكم فهو غلط.

"যে ব্যক্তি অনাধিকারী ইলমের (ইলহাম) দাবী করে, যাকে যাহাতলের শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে, সে ব্যক্তি বিরাট ভূলের মাঝে পতিত আছে।" —রহুল মাজানী ৫ ১৬/১৭

ইমাম আবু সাইদ খারায় সুফী (রহঃ মৃত্যু ২৭৭ হিজি) বলেন—

كل فيض باطن يخالفه ظاهر فهو باطل.

"এ সকল বাতনী ফয়েথ (ইলহাম) যা যাহারের (শরীয়তের) পরিপ্রেক্ষ্যে তা আন্ত্য।" —রহুল মাজানী ৫ ১৬/১৭

যখন, কাশফ ও ইলহাম সম্পর্কে একটি সর্ববিধ মৌলিক কথা মনে রাখতে হবে যে, এগুলো সবই ইহামাজিয়ের বাইরের বস্ত। কাজেই এগুলো শরীয়তের ভিন্নতা হওয়ার মোটা রাখে না এবং শরীয়তের কাম্য বস্তুও হতে
পারে না। যদি শরীয়তে এগুলো কাম্য হত, তবে আল্লাহ তাআলা সেগুলোকে মানুষের ইচ্ছাধীন বানিয়ে দিতেন। তাহাড়া যদি এগুলো হাছিল হয়েও যায় তবে সেগুলোর সত্য-মিথ্যা নির্ণয় শরীয়তের দলীল ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই, তাই বিধানের ভিত্তি শরীয়তের দলীলসমূহের উপরই হল, খাব কাশফ-ইলাহমের উপর নয়।

খাব কাশফ-ইলাহম যদি শরীয়তের দলীল হত, তাহলে এগুলো অঙ্কন করার নির্দেশও দেওয়া হত। অর্থাৎ কুরআন-হাদিসে এগুলো অঙ্কনের নির্দেশ তো দূরের কথা, উৎসাহ প্রদানের একটি বর্ণ পর্যন্ত বিদ্যমান নেই। আর শরীয়তের ইলাম অর্জন করার তাকিদ-উৎসাহ এবং ইলাম থেকে বিদ্যমান নিশ্চিন্তা, তীতি প্রদর্শন সংরক্ষণ অস্থা আযাত-হাদিস বিদ্যমান।

ধীরের ভিত্তি যদি কাশফ, ইলাহম বা স্পন্দের উপর হত, তাহলে কুরআন-হাদিসেরও কোন প্রয়োজন ছিল না, যার ফলে ছিল না শরীয়তের বিভিন্ন গ্রন্থের। দরকার ছিল না উলামায়ে কেরাম, ধীরে শিক্ষা-দীক্ষা ও দাওয়াত-তাবলীগ কোন কিছুই।

খাব কাশফ-ইলাহম যদি দলীল হয় তাহলে যার বা ইচ্ছা সে তা ইলাহমের দাবী করে আদায় করে নেবে। যার মনে চাইবে সে কাশফ-ইলাহমের ভিত্তিতে কারা বিকৃত মামলা দায়ের করে তার গদান উদ্ধারের দিবে; তার জমি-জিরাত সবকিছু বাজেয়াপ্ত করে দিবে অথবা উদ্ঝুম্ব মধ্যে দিবে। আর দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে যখন নিজে অপরাধী সাব্যস্ত হবে, তখন স্পন্দ বা কাশফের দোহাই দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নিব। তখন আদলেটেও কিছু বলার থাকবে না, প্রতিপক্ষেও কিছু বলার থাকবে না, যেহেতু খাব-কাশফ-ইলাহম বীর্কৃত দলীল। সুতরাং একটি চিন্তা করা উচিত। এর চাইতে বোকামী, বোধিত্ত ও বল্লভিন্ন আর কি হতে পারে?

উম্মতের কারা খাব-কাশফ-ইলাহম যদি দলীল হত, তাহলে সাহাবায়ে কামান, তাবীরন, তাবে তাবীরন ও আইসমায়ে ধীরের খাব-কাশফ-ইলাহমই দলীল হত। কিন্তু তাঁদের কেউ কখনো ধীরে মাসআলার ব্যাপারে এ সবের প্রতি জ্বালিয়ে করেননি এবং তার ভিত্তিতে ধীরের ক্ষুদ্রতাক্ষুদ্র বিধান থেকেও বিমূখ হননি। তাঁদের সম্মুখে যখন শরীয়তের কোন দলীল তুলে ধরা হত, তখন তাঁরা কখনো একথা বলতেন না যে, আমি তো কাশফ-ইলাহম বা স্পন্দের মাধ্যমে এর বিপরীত জানতে পেরেছি।


১৪. পীর সাহেবের কথা ও কাজকে ধীনের স্বত্ত্ব নিয়ন্ত্রণ মনে করা অথবা তাঁর সকল কথা ও কাজকে অনুসরণীয় মনে করা?

সাধারণ মানুষের বড় ধরণের একটি ভুল এ-ও যে, তারা পীর সাহেবের কথা ও কাজকে নিঃসন্দেহ মনে করে। সকল কাজে-কর্মে এবং কথায় তাঁকে অনুসরণীয় মনে করে থাকে। অথবা দৃষ্টি মনে হয়, যেন তাদের নিজের কথা ও কাজ ধীনের স্বত্ত্ব কেন দলিল হয়।

অথচ এটি ধীনের ইজমাঈ মাসালায় যে, নবী-রাসূল ব্যতীত আর কেউ নিঃসন্দেহ নয়। এমনিতে এ-ও সর্বদাই স্বীকৃত বিষয় যে, পীর সাহেবের কথা ও কাজ শরীয়তের স্বত্ত্ব কেন দলিল নয়। তবে যে পীর সাহেবের যাহিদ ও বাতেন শরীয়ত ও সুন্নাত মোটামুটিকে পরিচিত তিনি অবশ্যই অনুসরণীয়।

১. উলামায়ে কেরাম এসময়ক হযরত খানত (রহ)-র ‘আলু ইতিদাল কী মুতাবাত্তির বিন্দু’ পৃষ্ঠায় ৬২৫ পৃষ্ঠায় দেখতে পাওয়া। এটি ‘তরবিয়াতুস সালেক’ ৩/১২-১৫ এবং ‘মাজারেফ হাকিমুল উম্মত’ ৬৯৫-৬৯৯ পৃষ্ঠায় বিদ্যমান রয়েছে।
কিন্তু তিনি মাসুম তথা নিপ্পাই না হওয়ার কারণে যদি শরীয়ত অসমর্থ কোন কথা বা কাজ তাঁর থেকে প্রকাশ পায়, তাহলে সেটিকে দলীল বানিয়ে শরীয়তের মাসালা বিবৃতিতে করা কিছুতেই জায়গা হবে না।

শরীয়তের মাসালার মূল উৎস হল কুরআন, হাদিস ও ইজ্জমা। পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে শরীয়তের অন্যান্য দলিলসমূহ। উক্ত সকল প্রকার দলিলে সরাসরি বর্ণিত মাসালাসমূহ অথবা সে সকল দলিলের আলাদা উৎসারিত মাসালাসমূহ ফিক্রের কিন্তু দলিলসমূহ সংকলিত আছে। তাই মাসালার ক্ষেত্রে কুরআন হাদিস ও ফিক্রের শরীয়ত হওয়ার উচিত। এই প্রথে পীর ও মুহাম্মদ সাহেবের একই বিধান।

হকীকতে পীর মাশায়েরের মধ্যে এমন একজনের নামও পাওয়া যায় না, যিনি নিজের ভূলক্রমে নয় বরং বাস্তুতল মতামতও দলিল বিহীন অন্যের উপর চাপানোর কোষেশ করেছেন। বরং ইথিহাস সাধারণ বহন করে যে, তাঁদের চরিত্র ও আদাত এতে উত্তম ও পৃথিবী ছিল যে, নিজের মুরীদের ভূলের ব্যাপারে সত্ত্ব করলে সাথে সাথে অক্ষর চিহ্নে নিজের ভূল স্বীকার করে সত্যকে গ্রহণ করতেন। এসম্পর্কে অসংখ্য ঘটনাবলী ইতিহাসের পাতায় অস্পষ্ট হয়ে আছে।

শাহীন নাসীরুদ্দিন দেহলতীর এই ঘটনা তো অতি প্রসিদ্ধ যে, তিনি নিজের পীর নিয়মুদ্দিন আওলিয়ার (রহ) কোন কাজ সম্পর্কে আপতি করতে গিয়ে অন্যান্য মুরীদের নিকট বলেছিলেন।

নুর মালিক জেত নায়েদ অর্থাৎ পীর মাশায়েরের কর্ম দলীল হতে পারে না। নিয়মুদ্দিন আওলিয়া (রহ) একথা নির্দেশ দিয়ে তার প্রতি অস্তুষ্ট হওয়ার পরিবর্তে স্পষ্টরূপে বলে দিলেন।

'নাসীরুদ্দিন সত্যি বলছে।'
—আসসুলাতুল আলিয়া ফিল্ড চিস্তিতাতিল আলিয়া—ইসলাম আওর মুহীমী। ৩০৩-৩০৪, তায়ত্তি বাদী।১/২২৩

নিকটতম অতীতের ইমাম রুয়ুক্ত হাদী ইমাদুদ্দুল্লাহ মুহাম্মদের মূল্য (রহ) এর ব্যক্তির কথা কে না জানে! লোকেরা তাঁর কোন ক্রটি—বিচ্ছিন্ন দ্বারা প্রমাণ দিতে চাইলে তাঁরই বাছ মুরীদ মাওলানা রশীদ আহমাদ গঞ্জী (রহ) স্পষ্ট বলেছিলেন।

কোন মাশায়েরের কথা ও কাজ দ্বারা দোষ দেখিয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ সালাল্হাল্লাহ অলাহী ওয়াসাল্লাম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলমানদিনে কোনমো
তাসাওকুঞ্জ তথ্য ও পর্যালোচনা

কথা ও কাজ দ্বারা দলীল প্রদান করা যায়। কাজেই শরীয়তের মাসানালার ক্ষেত্রে হযরত হাজী সাহেবের কথা বলে কোন লাভ হবে না।”

—ফাতাওয়া রশিদীয়া ৪ ১/১৮—ইতমানুল বুরহান ৪ ২৯২

তিনি আরো বলেন ৪ “যদি কোন পীর সাহেব শরীয়ত বিষয়ে কোন কিছু নির্দেশ দেন তাহলে তা মানা জায়েব হবে না, বরং পীর সাহেবকে শোধরিয়ে দেওয়া মুহূর্তের অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা, প্রতোকেরই পরম্পরের উপর হক রয়েছে। পীর সাহেব তো আর নির্দেশ নন, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত পীর সাহেব কোন মাসানাল যা দৃশ্যতায় শরীয়ত পরিপ্রেক্ষ্য বলে মনে হয় তা শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণ না করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যে তা গ্রহণ করা কিছুতেই জায়েব হবে না।

সুতরাং কোন জানী ব্যক্তির জন্যে শোভায় নয় যে, পীরের হাতে নিজেকে এমন ভাবে সাপে দিয়ে যে, কোন আদেশ-নিষেধের খবর থাকবে না।

লা طاعة لمخلوق في معصبة الحالات

‘সৃষ্টির তারকার নাফরানাতে সুটির কোন কথাৰই মানা করা যাবে না।’ —এই হাদীসের পরিধি ব্যাপক বিখ্যাত। কেউ এই বিধানের উত্থাপ নয়।

এ কারণেই পীর মাসানাল পীর্য আলীর মুহূর্ত দ্বারা মাসানালা তাহকী করেন এবং আপন ভূল ধরণের থেকে ফিরে আসেন।”

—তায়কিরাতুর রশিদী ৪ ১/২২-৩২৩

হযরত হাজী ইমামদুল্লাহ মুহাম্মদের মন্ত্রণে (রহ্ম) সম্বন্ধে মাওলানা রহীদ আহমাদ গন্ধুরী (রহ্ম) উক্ত কথাটি তার জীবনকাল বলেছিলেন। তথাপি হাজী সাহেব (রহ্ম) তার প্রতি কোনো মন ধারাপ করেননি। অধিককৃত তিনি গন্ধুরী (রহ্ম) সম্বন্ধে বলতেন ৪ হিন্দুদের আমার শ্রেষ্ঠ মাওলানা রহীদ আহমাদ সাহেবের বরক্তময় অভিব্যক্তিকে বিদ্রোহের গল্পীত, মহাদেব এবং পরম পাখো জ্ঞান করে আপনার। তার কর্ম ও বরক্ত হাসিল করন। কেননা, মাওলানা সাহেব যাহেরী ও বাহেরী সকল গুণাগুণের ও শ্রেষ্ঠত্বের আদরে এবং একমাত্র আল্লাহ তাভালাকে সকাল করার জন্যই তার সকল গবেষণা ও তাহকী।

তার মাঝে প্রবৃত্তির আভাসও নেই।”—কুলিয়াতে ইমামদুল্লাহ ৪ ১১৭

ইহুদী পীর মাসানাল এবং তাদের মুর্শিদদের মধ্যকার এ প্রকারের ঘটনায়পূর্ণ ঘটেছে এবং এখনো ঘটেছে। সারকথা হল, পীর মাসানালের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আনুগত্যে এমন অতিরিক্ত করা যে, তিনি যদি অন্তঃ
শরীয়ত পরিপ্রেক্ষা কোন নির্দেশ দেন তাহলে তাও পালন করা মূলতঃ সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে সৃষ্টিকে সমন্বিত করা হারা আর কিছুই নয় এবং এটি একটি মারাত্মক দুর্বলরোগা ব্যাধি যা মুনাফকেদর মাঝে পাওয়া যেত। ইরাশাদ হয়েছে ঔপস্থিত মানুষের জন্য তাঁদের বলকে লেখা হয়েছে তাঁদের নিজের নিজের জন্য।

"তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর কসম খায় যাতে তোমাদের রাজি করতে পারে। অবশ্য তারা যদি ঈমানদার হয়ে থাকে, তবে আল্লাহকে এবং তার রাসূলকে রাজি করা অত্যন্ত জরুরী।" (সূরা তওহা : ৬২)

—আনফাসে ঈসা—বাসায়ের হাকিমুল উদ্দীন : ৩৪৭

সুতরাং আমাদেরকে এই মুনাফকের আচরণ থেকে দেখা তওহা করতে হবে, যাতে পীর-মূর্তিদের নামে আকীদা-বিপ্লব ও নেক আমলই বরদান না হয়ে যায়। কারণ পীর-মূর্তিদের আসল উদ্দেশ্য হল আল্লাহওয়ালাদের সৌহৃদ-সংগঠন অবলম্বন করে মীন ও ঈমানের পরিপূর্ণতা অর্জন করা।

এ সম্পর্কে হযরত খানজী (রহ)-এর রাজি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন : যদি পীরের সাহেবের মজুরদার পীরত হতে থাকে, তাহলে তুমি তৎক্ষণ সেখান থেকে উঠে যাও। বৃষ্টি যেমন তাল ভিনিস, তুমি গোস্ল করনো উপকারী, কিন্তু যদি শিলাবৃষ্টি আরত হয় তাহলে না ভাগলে তুমি উপায় নেই।—আনফাসে ঈসা—বাসায়ের হাকিমুল উদ্দীন : ৬৪৮

একটি জরুরী সতর্কীকরণ

এখানে একাধিক স্মরণ রাখা জরুরী যে, কতক বুর্গ কোন কোন সময় সংস্কারের উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক ভঙ্গ, অনুষ্ঠান ও মূর্তিদের মুক্তাহার আমলের প্রতি ওজনারাপ করে থাকেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে নির্দেশ সুমারাতে আদিয়া যা মুক্তাহার নয় (মুবাহ) এমন আমলের প্রতিও জোর করার কারণ থাকেন। এক্ষেত্রে তাদের তর্কিতষ্ট প্রদানই মুক্তাহারের উদ্দেশ্য থাকে। এরূপ উদ্দেশ্য থাকে না যে, তারা সব মুক্তাহার আমলকে সুমারাতে মুক্তাহার সাব্যস্ত করছেন অথবা সে কল নিক্ষে সুমারাতে আদিয়া যেখানে মুক্তাহার নয় সেখানকে এমন সুমারাত বলতে চাইছে, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষের পালন করা উচিত।

যারা এই বাণিজ্য প্রতি দৃষ্টি দেন না, তারা বুর্গদের যে কোন তাকিদ বা উৎসাহ প্রদান দেখে খোকায় পড়ে অনেক মুক্তাহার বিষয়কে সুমারাতে
৫৫. খেলাফত পাওয়াকে কামালিয়াত মনে করা

আজকাল ব্যাপকতায় এ তুলনিতেও পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, যে কোন পীরের সাহেবের নিকট থেকে খেলাফত ও ইজায়ত পাওয়াকে হকানিয়াত ও কামালিয়াতের দলিল মনে করা হয়। অথচ প্রথম কথা তো বিদায়ী বা বৈবীরি পীরের খেলাফতের কোন ধর্মন্ত্র নয় এই দুর্দিতত্ব। যদি খেলাফত ও ইজায়ত দাতা কোন হকানী বুয়ুর্গ হন, তবে জুরার নয় যে, তাহার প্রত্যেক ক্ষেত্রে মধ্যে সব সময় মুসলমান তথা কামেল পীরের শর্তবিদ বিদ্যমান থাকবে। তাই বাইআন হওয়ার সময় অথবা এস্ট্রুকে জুজ বর্তমানে নেওয়াই যথেষ্ট নয়, পীরের সাহেবে কোন হকানী বুয়ুর্গের খেলাফত কি না? অথবা এ খুব নেওয়া জুরার নয়, তাহার মধ্যে কামেল পীরের আলামে বিদ্যমান আছে কি না। বিশেষতঃ তিনি ঈমান, তাকওয়া এবং সুন্নাত ও শরীয়ত অনুসরণে দূর্পাল কি না?

একথা স্পষ্ট যে, খেলাফত ও ইজায়তের মধ্যে কোন বুয়ুর্গ গণচ্ছে রাখা নেই, বরং হকানী বুয়ুর্গ যার মধ্যে মুসলেহ ও মুরশেদ তথা সংশোধক ও পত্রোলাদ হওয়ার শর্ত ও ওপলক্ষে দেখতে পান, তাকে খেলাফত ও ইজায়ত দানে ধন্য করেন। সুতরাং খেলাফত মুসলেহের যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে, খেলাফত ও ইজায়ত যোগ্যতা সৃষ্টি করে না। যেমন পড়াতনা শেষে সাফিফিকে প্রদান করা হয়। এ সাফিফিকে হাজরের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করে না, বরং যোগ্যতা বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতেই সাফিফিকের প্রেরণা থাকে। খেলাফত ও ইজায়তের নিয়মাদিত্য অনুসরণ।

খেলাফত দাতা বুয়ুর্গের যেহেতু পায়ের জানেন না যে, তিনি মুসা পর্যায়ক্রমে সুন্নাত ও শরীয়তের উপর অটল থাকবেন, না তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে? তাই
রূপুয়গ্নি সাধারণতঃ উপস্থিত বাহিক অবস্থার প্রতি লক্ষ করে ইজায়ত ও খেলাফত প্রদান করেন। এই বিষয়টি তাদের নিকট বীরীত যে, পীর সাহেবের মাঝে কামেল পীরের শর্তব্যে আছে কি না তার খোজ নেওয়া ঐ বিষয়ের মিথ্যায় জরুরী যে বাইআত হবে।

হাকিমুল্লাহ হযরত খানন্তী (রহঃ) বলেন: “যেমন পাঠা বিদ্যা শেষে সাটিফিকেট প্রদান করা হয় আর তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, সাটিফিকেট প্রদান করায় একটি তার মধ্যে বিদ্যার পূর্ণতা অর্জিত হল, বরং কেবল এই প্রবল ধারণার ভিত্তিতে সন্দেহ তথা সাটিফিকেট প্রদান করা হয় যে, এই সব বিদ্যার সাথে তার এমন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, যদি এখন থেকে সে নিয়মিত আধুনিকে মশালে থাকে তাহলে আশা করা যায় যে, তার পূর্ণতা হাসিল হবে।

আর যদি সে নিজের উদাসীনতা ও অবমূল্যায়নের কারণে নিজের সেই সম্পর্ক ও মোহন্তা নই করে কেবল তাতে সাটিফিকেট দাতার কোন দোষ নেই, সর্বদোষ খোদঝ সেই ব্যাপারে। তেমনিহতে যখন কোন বুঝি কাঠতে খেলাফত ও ইজায়ত দান করেন, তার উদ্দেশ্য এই নয় যে, এখনই তার মধ্যে সেসব গুণাবলী (যা একজন কামেল পীরের জন্য জরুরী) পুনরুদ্ধার হাসিল হয়েছে, বরং এই প্রবল ধারণার ভিত্তিতে ইজায়ত প্রদান করা হয়েছে, এখন একজন প্রয়োজনীয় গুণাবলী তার হাসিল হয়েছে। যদি সে নিয়মিত সেন্সোরের পূর্ণতা অর্জনের খেয়াল ও কোঁচেশে লেগে থাকে তাহলে আশা করা যায় যে, ধীরে ধীরে গুণাবলীর পূর্ণতা হাসিল হবে।”

হযরত খানন্তী (রহঃ) এক স্থানে একথাও বলেছেন যে, “খলিফাদের মধ্য থেকে করা সাথে সম্পর্ক রাখার জন্যে কেবলমাত্র আমার ইজায়ত ও খেলাফতের উপর আশ্রয় রাখবেন না, বরং এই অধম ‘তালিমদীন’ গ্রহণ কামেল পীরের যে সমস্ত আলম উল্লেখ করেছেন, সেন্সোর আলোকে যাচাই করে আমল করবেন। আমি পরবর্তী দায় দায়িত্বের কৃষ্ণ কার্যে রাখতে চাই না।”

তালিমদীন এবং অন্যান্য নির্দত্ত ও ভাষা গ্রহণের বর্তমান করুন্নাস-হাদিসের দলীলের আলোকে কামেল পীরের শর্তব্যে ৮০ পুষ্টাই উল্লেখ করে এসেছি। সেন্সোর কার বার দেখুন।

এ আলোচনা দ্বারা অরেকটি ভুলের অভসাস হল যে, অনেকে মনে করে থাকে ইজায়ত ও খেলাফত কার্যক্রম ও ইল্মারের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়ে থাকে।

---
1 - আনফাসে ইসলাম-আব্দুলী ৪ ৭/১৩৮ - ১৩৯
2 - আবারাফাস সামুয়েলেক ৩/১৩৫
তাসাওকৃতি তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

কাজেই পীর সাহেবের খেলাফত মানে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সন্দ তথা সাটিফিকেট। সম্প্রধান বাধব, এখনের আস্তাদী সম্পূর্ণ বাতিল ও শরীয়ত পরিপ্রেক্ষিত হওয়ার সাথে সাথে অবনতও বটে। কেননা, হাকিমী বুখার মুমিনদের অবধ্য যাচাই করা বাতিতে কেবলমাত্র কাশফ ও ইল্হামের ভিত্তিতে কমনো খেলাফত দেন না। আর তিনি এক্ষণে করেন যা কিভাবে, যেখানে কাশফ ও ইল্হাম শরীয়তের কোন দলীলই নয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে বুখার বুনিয়াদ হল শরীয়ত ও সুনামের অনুসরণ এবং ঈমান ও তাকওয়া, কাশফ ও ইল্হাম নয় যে কারা সম্পর্কে কারা কাশফ হবে যে তিনি বুখার।

এমনিভাবে সাধারণ মানুষের এ আস্তাদী ও ধারণা জন্য যে, যদি কোন বুখারের খেলাফত ও ইজায়ত লাভ করেননি তিনি কামলে বুখার হতে পারেন না অথবা খেলাফত প্রাপ্ত বুখার থেকে তিনি অধিক কামল হতে পারেন না । কেননা, খেলাফত স্বীকার বুখার যদিও শরীয়ত ও সুনামের অনুসরণ, ঈমান ও তাকওয়া এবং খেলাফতে জীনের নয় গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ খেলাফত থেকে আলগা হন, তাহলে যাহাতে তিনিও অধিক কামল হবেন। তাই শুধু ইজায়ত ও খেলাফতকে বুখার ভিত্তি জান করা উচিত এবং খেলাফত না পাওয়াকে বুখার দলীল সাব্যস্ত না করা উচিত।
পীর-মুরীদীর নেপথ্যে ধর্মহীনতা ও অধার্মিকতা

তাসাওউফপুরীদের একটি বড় জামাতাত সম্মানলোভী, তত্ত্ব বিকৃতকারী, শিরুক ও কুফরের এজেন্টও রয়েছে, যারা ধর্মে বিকৃতি সাধন, মুসলমানদেরকে পথপ্রস্তরক, সামগ্রিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ও বক্তালীন ব্যাধিতা প্রচার-প্রসারের জন্য তাসাওউফকে মাধ্যম ব্যবহার করিয়েছে। আধ্যাত্মিকতার রক্ষক, ধর্মকাল্ল সেকেলে লোক সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ঔদের যে সব কুফরী আকীদা-বিশ্বাস এবং শিরুক মতাদর্শ মানুষের মধ্যে প্রচলিত, সে সবের তালিকা হবে অনেক দীর্ঘ। দীর্ঘ বিবিধ এরূপ পীরের হল প্রকৃত তাসাওউফের ডাকাত। এখনো এরা সমাজে বিদ্যমান। এদের সংখ্যা কম নয়।

এখানে আমি সব সূত্রের মধ্যে অতি প্রচলিত কুফরী আকীদা এবং শিরুক মতবাদসমূহের কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব। অতঃপর বর্তমান যুগের কৃতিত্ব ধর্মহীন, অধার্মিক পীর নিয়ে আলোকাপাত করতঃ আলোচনার ইতি টানব ইন্দ্রাণাগ্রাহ।

১. তরীকতক শরীয়ত পরিপূর্ণ মনে করা

সবচাইতে বড়-ব্যাপ্ত আকীদা, যা পীর-মুরীদীর সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল অনিষ্টের মূল, তা হল তরীকতক শরীয়তের পরিপূর্ণ মনে করা। এ কথাটি অতি সুপরিচিত যে, পারিতাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে শরীয়ত বলা হয় পুরো দীর্ঘকাল। এ দীর্ঘকালের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশবিশেষ হল ইসলামে কুলব (অন্তরের সংশ্লিষ্ট) বা তাসুক্তিয়া নস্ব (আত্মগুণ্ডি)। এ ইসলাম বা তাসুক্তিয়ার তরীকতক (পথ ও পদ্ধতিকে) তরীকত বলা হয়। অন্য শব্দে বিষয়গুলিকে এভাবে বলা যায় যে, ইসলামে কুলব বা আত্মগুণ্ডী সম্পর্কিত শরীয়তের বিধানাধীনতাকে তরীকত বলা হয়। ইসলামের পথ-পদ্ধতি সবকিছুই শরীয়তে বিভূত আছে। নতুন করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না আর এ কথাই স্বত্ত্বসিদ্ধ যে, শরীয়ত প্রদর্শিত পদ্ধতি মোতাকর ইসলাম ও আত্মগুণ্ডী
আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য। শরীয়ত অনুসৃত পদ্ধতি পরিন্যায় করতঃ ইসলাম ও আতুরুগুলি সমব নয় এবং তা আল্লাহ তাআলার নিকটও গ্রহণযোগ্য নয়।

এ আলোচনার দ্বারা আমরা একথা জানতে পারলাম যে, তাইক শরীয়তের পরিপ্রেক্ষায় নয়, বরং তা শরীয়তের অংশ বিশেষ। কিন্তু কিছু লোক সূচী প্রতিষ্ঠা ও অধারিতার প্রচার-প্রসারের জন্য এ বিশ্বাস মানুষের মনে সৃষ্টি করেছে যে, তাইক এবং শরীয়ত দুটি ভিন্ন জিনিস। তাদের কথার ফলে এই সৃষ্টি যে, আল্লাহ তাআলার সংস্কৃতি অর্জনের পথ ও তাইকা দুটি। এক-শরীয়ত, দুই-তাইক। সাধারণ লোকের জন্য হল শরীয়ত, আর তাইক হল মারফতপ্রশিক্ষার জন্য। কারণ এমনও হতে পারে যে, একটি বিষয় শরীয়তের নজরে কিছু তাইক (পৌর-মুসঙ্গীত) তা জায়ে।

এজন্য এসব ধর্মীন-যারা তাসাওফের খোলস পারে তারা বলে থাকে যে, ফকীরতে পৌর-মুসঙ্গীত শরীয়তের অনুসরণের প্রয়োজন নেই।

শরীয়ত রাখবেন, এ আকীদা সম্পূর্ণ কুফরি এবং ইজমা তথ্য উপস্থাপন সর্ব সময়ের জন্য একাধিক আকীদা পদ্ধতির ব্যক্তি ইসলামের বহিষ্ণুতার লক্ষণ। এ আকীদার মধ্যে নীতির অনেক অংশটা, অতি স্পষ্ট, মূলাঙ্গের ও ইজমা সম্পত্তি বহু আকীদার সরাসরি বিস্তারিত রয়েছে। এধরনের আকীদাসমূহের শরীয়তের পরিভাষায় ‘যররিয়াতে দীন’ তথ্য সবস্তরের অজ্ঞাত ধর্মীয় বিষয়কে বলা হয়। যররিয়াতে দীনের অর্থগত কোন একটি আকীদা-বিশ্বাসকেও অধিকার করা কাফের হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এ ভূমিকার পর নিম্নলিখিত আলোচনাটি পড়লেই আপনি জানতে পারবেন যে, এ আকীদা (তাইককে শরীয়তের পরিপ্রেক্ষায় মনে করা) কত তান্ত্রিক কুফরি আকীদা।

এ আকীদা অসংখ্য আযাত, হাদীস ও ইজমাহী আকীদা এবং যররিয়াতে দীনের পরিপ্রেক্ষায়। যথা:

১. আল্লাহ তাআলা রাসূলullah সালামালালাহু আলাইহি ওয়াসালামকে উপস্থাপন নিকট কি দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সে ব্যাপারে সব আল্লাহ তাআলা কুরআন মাল্লাতে ইরশাদ করেন।

হোসাইন আল রাশুদ্দীন প্রথম মুহাম্মাদুর মানুষের জন্য লিখেছেন তিনি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তাআলা রাসূলকে হেদায়াত ও সত্য দীনের উপর জীবন করে তুলতে। যদিও মুসলমান এটাকে অপ্রত্যক্ষ করতে চেয়ে।—সূরা তাওয়া ৪ ৩৩
কুরআনের পরিভাষায় এই হেদায়ত ও ধীরের নামেই হল শরীয়ত। ইরশাদ হয়েছে।

তারপর আমি আপনাকে রেখেছি ধরের এক বিশেষ শরীয়তের উপর। তার অনুসরণ করুন এবং অপনদের সাথে যুক্তির অনুসরণ করুন। আল্লাহর সামনে তারা আপনাকে উপকারে আসবে না। যালেমরা এক অপরের বড়। আর আল্লাহ পরবর্তীগণের বড়। এটা (কুরআন—যার মধ্যে শরীয়ত বর্ণনা করা হয়েছে) মানুষের জন্য জানের কথা এবং বিদ্যা সম্পদায়ের জন্য হেদায়ত ও রহমত।" —সূরা জাসিমা ২:১৮-২০

এই বিশেষ শরীয়ত ও ধীরের ব্যাপারে অন্তর্গত ইরশাদ হয়েছে।

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধীরকে পূর্বাঞ্চল করে দিলাম। তোমাদের প্রতি আমার (নয়ামত) অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য ধীর হিসেবে মনোনীত করলাম।" —সূরা মরিয়ম ২:৩

অন্যত্র আরো ন্যায়সঙ্গত ইরশাদ হয়েছে।

"যে লোক ইসলাম হাট্টা অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কমিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আহ্বাসে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" —সূরা আলে ইম্রান ২:৮৫

এসব আহ্বাস এবং এ ধরনের আরো বহু আহ্বানের সার্থক হল, আল্লাহ তাআলার নিকট মনোনীত ও গ্রহণযোগ্য ধীর হচ্ছ ‘ইসলাম’, যার সর্বশেষ রূপ হল ‘শরীয়ত মুহাম্মদী’। ইসলাম ছাড়া আল্লাহ তাআলার নিকট কোন কিছুই বক্তব্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। অর শরীয়তে মুহাম্মদীর আবির্ভাবের পর আহ্বাসের মুক্তি একমাত্র এর অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

সুতরাং, যে তরীকত শরীয়তের অংশ নয় বরং পৃথক ও বিভিন্ন কোন বন্ধ, যার মাঝে শরীয়তের বিভিন্নতাতে বেঁধে, সে তরীকত আল্লাহ তাআলার মনোনীত ইসলাম বহিষ্কৃত মতবাদ। এ মতবালমীরা মুসলমান নয়, কোন ক্রমেই মুসলমান হতে পারে না।

২. কালিমায় বিশ্বাসী প্রতিক মুসলমান, সে যতই সাহারণ হোক না কেন, সে জন্যে যে, রাসূলুল্লাহ সালাহার আলাইহি ওয়াসালাালার প্রতি ঈমান
স্তবক ব্যক্তির পরিক্রমাট একজন মানুষ কোনোকালেই মুসলমান হতে পারে না। একথা অস্বীকার করার অর্থ কৃতার্থ খুব কম অস্বীকার করা। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনের মানে হচ্ছে, তাঁর আনীত শরীয়তের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনীত শরীয়তের উপর ইসমাইল আনন্দ ব্যক্তির তাঁর প্রতি ইসমাইল আনন্দের দায়ী করা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

সুতরাং, যে ব্যক্তি শরীয়তের পরিক্রমাট কোন এমন তরুণতাকে মানুষ করে, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তের অজ্ঞ নয়, তবে তা থেকে বিরুদ্ধে কোন বস্তু, তাহলে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হল না। তাই এ ধরনের লোক কাফের।

৩. কুরআন মানুষের এমন অসংখ্য আয়াত বিদায় আছে, যেগুলো বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা ফরম এবং তাঁর অবাধ হওয়া হারাম।

যারা তরুণতকে শরীয়ত পরিপন্ন মনে করে, তাঁরা শরীয়তে মুহাম্মদী হতে বিমুখ হয়ে ঐসব আয়াতের বিকল্পচারণের কারণেও কাফের, ইসলাম থেকে ক্ষেত্রেও।

৪. কালিমা পাঠকারী প্রতিরূপ মুসলমানের জন্য আছে যে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরা বিশ্বের মানুষের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর প্রতি ইসমাইল আনন্দ ব্যক্তির তাঁর আনীত শরীয়ত মানা করা ব্যক্তির, কেউ মুসলমান হতে পারে না, পরকালে মুক্তির আশা করতে পারে না। এ বিষয়ে কুরআন মানুষের অসংখ্য আয়াত ও অগ্রণিত হুদীরে প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হয়েছে। দলমত নির্ভরে সমগ্র উম্মতের এ ব্যাপারে ইজামও রয়েছে। কাফেক শরীয়তে পরিপন্ন যে কোন তরুণতের ধর্মশাস্ত্রী এবং 'শরীয়ত আমাদের তাসাওয়ক পশ্চিমের জন্য নয়' এর অর্থ ওমুমে বিস্তার তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকলের জন্য আবির্ভূত হওয়ার নায় অতি সুমধুর আলাদাকে অধিকার করার কারণেও কাফের।

৫. মুসলমান মাত্রই অবগত যে, শরীয়তে মুহাম্মদীর অবির্ভাবের পর পূর্ববর্তী সমস্ত শরীয়ত রহিত হয়ে গেছে। এখন যদি কেউ শরীয়তে মুহাম্মদী বর্তমান পূর্ববর্তী কোন নবীর শরীয়তের অনুসরণ করে এবং তাঁর মধ্যে
বিধান কুরআন মাজীদ, হাদেস ও উলম্মের ইজমা দ্বারা প্রামাণিত। এমনকি পূর্ববর্তী নবীদের কেউ যদি এ মতে বিদ্যমান থাকতেন, তাহলে তাঁর উপরও শরীয়তে মুহাম্মাদীর অনুসরণ করা হত। যখন শরীয়তে মুহাম্মাদীকে বাদ দিয়ে কোন আসামানী শরীয়ত অনুসরণ করা হত পারে না, এ ক্ষেত্রে শরীয়তে মুহাম্মাদীর পরিষ্কার করতে এমন তরীকত অনুসারী কিছুতের মুহাম্মাদ হতে পারে, যে তরীকত শরীয়তে মুহাম্মাদীও নয় এবং কোন আসামানী শরীয়তও নয়?

৬. কুরআন মাজীদের বহ আযাত ও অনেক হাদেসের পরিকল্পনার বিবরণ রয়েছে যে, কোন বন্ধকে হালাল বা হারাম করা, এক কখনো শরীয়ত প্রবর্তন করা একমাত্র মহান আল্লাহ তাআলার কাজ। আল্লাহ তাআলা বৈধবিধের মতৈন দিয়েছেন, তা আমরা শরীয়তে মুহাম্মাদী মারফত লাভ করেছি। এ শরীয়ত পরিপ্রেক্ষিত তরীকত মান্যকারীরা আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্যকে (শয়তান, প্রতৃব্দি বা নিয়া পীরকে) শরীয়ত প্রবর্তক মনে করার কারণেও কাফের। কেননা, কেউ আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কাদিকে শরীয়ত প্রবর্তনের যোগ্য মনে করলে সে কুরআন-হাদেসের অব্যাহতি এবং উক্তদের উন্মত্তের ইজমাকে বেদিহ ও কাফের।

৭. মুসলমান হওয়ার জন্যে কুরআন-হাদেস মান্য করা জরুরী। কুরআন অধীকারকারীও মুসলমান হতে পারে না। এমনিভাবে হাদেস অধীকারকারীও মুসলমান বলে পায় হতে পারে না। এ বিষয়টিও বীরের তাওহীদ ও রিসালাতের নায় অতি সর্বমুক্ত ও অক্ষত আকাতা।

কুরআন-হাদেসের যে সব বিষয়ের বিবরণ বিদ্যমান আছে এবং মেঠলাকে মান্য করতে বলা হয়েছে, সেগুলোই শরীয়তে মুহাম্মাদী। এ শরীয়তভিত্তি কোন তরীকত বা অন্য কোন শরীয়ত অনুসরণ ও মান্য করার অনুমোদন কুরআন-হাদেসে নেই। কাজেই শরীয়তে মুহাম্মাদীকে অধীকার করা সরসারি কুরআন-হাদেস অধীকার করার নামান্তর। শরীয়তে মুহাম্মাদীর পরিবর্তে কোন তরীকত বা অন্য কোন শরীয়ত মান্য করা মানে প্রত্যক্ষভাবে কুরআন-হাদেসকে প্রত্যাখান করা। কাজেই শরীয়ত পরিপ্রেক্ষিত কোন তরীকতের বিবাহী ব্যক্তি এ হিসেবেও কাফের যে, সে একজন কুরআন-হাদেস অধীকারকারী।

শরীয়ত পরিপ্রেক্ষিত তরীকত অবলম্বনকারী এবং শরীয়ত নিপ্প্রোজনিয়ার ঘোষণাকারী ব্যক্তির কাফের হওয়ার আরো বহু কারণ রয়েছে। কিন্তু এতে সম্পুর্ণ এবং প্রকৃত মাসজিলের ব্যাপারে এতেকুর কর্ম্য প্রয়োজনের তর্ক মনে করিয়া।
সারকথা হল জীব-ধর্মের মাঝে একমাত্র বিধা নিয়ন্ত্রিত এবং দিবালোকের নয় সম্পত্তি এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের ইহামাতা সুপ্রভদ্র আছে যে, অব্লাঘ তাহালার আদেশ-নিয়ে, বিধি-বিধান জনার একমাত্র সাহায্য হচ্ছে আল্লাহর রাসূল। যে বলে, রাসূলের মাধ্যম ছাড়াও রাকুল আলামানের বিধি-বিধান জনার আরো পথ আছে, যেখানে রাসূলের প্রয়োজন হয় না, সে বৈবৰ্ত্তে, কাউন শারীরিক বিধান মাধ্যম হচ্ছে নয়। তার কাছে এ বেশী জিন্নালাহার প্রয়োজন নেই।

তিনি বলেন, “উত্ত গুণের এ মতবাদের মধ্যে আমাদের রাসূললুল্লাহ সালাহার আলাইহি ওয়াসালামের পর আরো নবী-রাসূল আমাদের বৈবৰ্ত্তে পাওয়া যায় যায়। অথবা (এটিও বীরের অস্তি সম্পত্তি ও অকটা আলীক দেখ) আমাদের নবী সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম সর্বশেষ নবী এবং সর্বশেষ রাসূল। তাঁর নবী রাসূলের আগমন ঘটবে না। তাদের এ কথার
মাঝে ‘কবরে নবুওয়তের’ অধীকৃতি পাওয়া যায়। তার বিবরণ হচ্ছে, যে ব্যক্তি দাবী করে যে, তার অস্তরে যা কিছু অবতীর্ণ হয়, তা সবই আল্লাহ তাআলার বিধান। কাজেই তা বিদানাম থাকতে সে আল্লাহ তাআলার কিভাব এবং রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসের মূখাপেক্ষী নয়।

এই মধ্য দিয়ে নিজের জন্য নবুওয়তের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করল। কেননা, একজন নবীই নবুওয়ত ও রিসালতের কারণে আল্লাহ তাআলার বিধানাবলী জানার জন্যে অন্য কোন কিছুর মূখাপেক্ষী নয়। আর তারা এ দাবীই করছে।”

- তাফসীরের কৃত্তুরী ৪:১২৮-২৯, ফাতেহব্বারী ফ ৪/২৬৭

যাহোক, শরীয়ত ও তরীকতের মধ্যে ব্যবধানকারী, শরীয়ত পরিপ্রেক্ষা কোন তরীকত অবলম্বনকারী ধীর হতে খারাপ হয়। এ বিষয়টি দ্বারের সূত্রপাত ও অক্টো বিষয়কৃতির অস্ত্রের উপর। এ ব্যাপারে এর বেশী নেয়ার প্রয়োজন নেই।

তবে এখানে শরীয়তের অনুসরণ অপরিহার্য হওয়া এবং সঠিক তরীকত শরীয়তের শাখা হওয়া এবং শরীয়ত পরিপ্রেক্ষা যে কোন তরীকত বাতিল হওয়ার ব্যাপারে হকীকী সুফিয়ায়ে কোরামের কতিপয় বাণী উল্লেখ করার ইচ্ছা করছি, যাতে সব রেলিন্ডের ব্যাপারে একচিত্ত পরিকাল হয়ে যায় যে, এরা সুফিয়ায়ে কোরামের পথ-পদ্ধতির উপর নেই।

বলা বাহ্য, সুফিয়ায়ে কোরামের তরীকত ছিল সেটি, যার দিক নির্দেশনা স্বয়ং শরীয়ত প্রদান করেছে। তাদের এমন কোন তরীকত ছিল না, যে তরীকতে শরীয়তের বিরোধিতা বৈধ। এ পর্যন্ত তাদের যাজিসমূহ এবং তাদের বাস্তব জীবনের মধ্যে সাক্ষাৎ বহন করে। কিন্তু এ বিষয়ের দল সব সুফিয়ায়ে কোরামের নামে লোকদেরকে ধৌকা দিছে।

শরীয়তের অনুসরণের মহেজনীয়তা এবং শরীয়ত বিরোধী যে কোন তরীকত হীন হওয়ার ব্যাপারে সুফিয়ায়ে কোরামের বাণী

১. বিখ্যাত বুয়ুর্ক সুফীকুল নিরোমাণি জুনাইদ বাগদাদী (২৩৫ ইস্টেকাল ২৯৮ হিজরী) বলেন--

الطريق إلى الله مسنداً على خلق الله عز وجل، إلا على المفتين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتبينين لسته، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسرة خليفة.
২. জুনাইদ বাগদাদী (রহ) আরো বলেন—

"আমাদের এই ইলম (ইলমে তাসাওউফ) কুরআন-হাদিসের সাথেই সম্পৃক্ত (অর্থাৎ, এগুলোর ভিত্তি কুরআন-হাদিস)। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনের ইলম অর্জন করেন এবং হাদিস ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন তাকে আদর্শ বানানো যাবে না।"—সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪ ২/১৫৪

৩. খ্যাতনামা সূক্তি আবু উসমান হিয়ারী (রহ) ইস্তেকাল ২৯৮(হি) বলেন—

মন অমর সন্ত উপর ন্যায় নির্ভর, মনে করা হলো, রমন অমর উপর ন্যায় নির্ভরে নেতৃত্বগ্রহণ করেন। বলা হয়েছে: বাদুক দেবুন বাদুক হলো নিজের উপর ন্যায় রাখা যায়, যে হেদায়াতের কথা বলতে আর বাদুক নিজের উপর ন্যায় রাখা যায়, সে কুসংস্কারপূর্ণ কথাবার্তা বলতে। এ ব্যাপারে আলাহ তাআলার ইরশাদ, "যিনি তার (মুহাম্মদ সালাহাল্লাহ আলাইহি ওয়াসালামের) কথামত চল, তাহলে তোমরা হেদায়াত পাবে।"—সিয়ারু আলামিন নুবালা ১১/১৫১

শাইখ আবু উসমানের এ উক্তি ইমাম যাহাবী (রহ) 'সিয়ারু আলামিন নুবালা' ১১/১৫১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করার পর বলেন, আলাহ তাআলার ইরশাদ ও বিদ্যমান আছে, "তুমি বীর প্রবৃত্তির পিছনে পড় না। নতুন সে তোমাকে আলাহ তাআলার পথ হতে বিপথগামী করে দেবে।"
4. পাবিক সুফী শাহ আবুল হুসেইন নূরী (ইসরুন্নায়ের ২৯৫ হিজরি) বলেন—

মন রাখা যাদুক পুনর্জীবন হল, তাহলে তুমি তার গ্রন্থে জ্ঞাত না।

—স্যার আলামিন নুবালা ৪ ১১/৩৪৭

5. আবু মুহাম্মদ মুরতাইহ (ইসরুন্নায়ের ৩২৮ হিজরি) বলেন—

যখন তুমি নির্দেশ দেখে যে, আল্লাহ তাআলার সাথে এমন সর্বোচ্চ শাসনকর্তা দায়িত্ব করে যা শরীয়ত পরিপূর্ণ, তাহলে তুমি তার নিকটে যেয়া না।

—স্যার আলামিন নুবালা ৪ ১১/৩৪৬

6. সূদীয়ার কেরামের ইমাম মাহবুব আবদুল্লাহ ভুতারী (ইসরুন্নায়ের ২৮৩ হিজরি) বলেন—

আল্লামার বিশ্বাসে শাসনকর্তা তার সাথে এমন বাতন্ত্য সর্বোচ্চ ব্যবহার করে, যার বাহিক অবস্থা তা সত্য বলে সাহ্ব দেয় না, তাহলে তুমি মুসলমান ব্যাপারে অভিজ্ঞতা মনে কর (তাকে মুম্বার মনে করে নাও)।

—স্যার আলামিন নুবালা ৪ ১১/৩৪৫

7. তুমি আরো বলেন—

অসরলা সরল: সমস্ত কিছু পরিবর্তন করা, পরিবর্তন সরলীকরণ, আলম আলমের বিনাক্ষেপে তালাহ হবে যদি সে আলম অনুযায়ী আমল না করে ও আর আলমের প্রশ্নগুলো তাতে আলমের অনুসরনের উপর। আর সুনামের অনুসরণ তাকে যাত্রা দেয় করে বর্তমানযাত্রা দিও শুধু হয়।

—স্যার আলামিন নুবালা ৪ ১১/৩৪৫

6. তিনি আরো বলেন—

সরল সরল: পরিবর্তন বলে কিছু না করা, সরল সরলকরণ, আলম আলমের বিনাক্ষেপে তালাহ হবে যদি সে আলম অনুযায়ী আমল না করে ও আর আলমের প্রশ্নগুলো তাতে আলমের অনুসরনের উপর। আর সুনামের অনুসরণ তাকে যাত্রা দেয় করে করে শুধু হয়।

—স্যার আলামিন নুবালা ৪ ১১/৩৪৫

6. তিনি আরো বলেন—

এবং আমাদের মূলনীতি ছয়টি ৫। কুরাআন মাজিডের দুটি ডাকে তাঁকে ডাক, যা তার হন্ত এক সময় বলে তোমাদের সাহায্য ও সাহায্য আলাইহি ওয়াসালামের সুনামের অনুসরণ করা ৩.
হালাল কৃষি গ্রহণ করা ৪. কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিদ্রোহ থাকা ৫. গুনাহ পরিহার করা ও তত্ত্বা করা ৬. বংশুক (আল্লাহ তাআলার হক এবং বান্দার হক) আদায় করা।"—হিলিযাতুল আউলিয়া: ১০০/১০০, সিয়ারা আলামিন নুখালাহ: ১০/৬৪৫

৮. শাইখ আব্দুল কাদের জীলানী (রহি ইস্থেকো ত৫৬১ হি) বলেন—

লাখের মোট মুসল্লী সালের তিনটি অপরিহার্য, আল্লাহ তাআলার নির্দেশনার হয়ে পালন করা, তাঁর নিষেধাজ্ঞায় স্বপ্ন হিসেবে বিবেচিত থাকা এবং ভাগ্যলিপির উপর অধিক ন্যায্য থাকা।

—ফুতুহুল গায়ত্রী মাজ্জুদুফ ফাতাওয়া ইবনে তাহিমিয়া: ১০/৪৫৫

৯. শাইখ জীলানী (রহি) আরো বলেন—

জীবনীর প্রথমাংশে লেখা হলো, কিন্তু আমি তা ইসলামের কথা তাই ইসলামের কথা তাই আর কিছু বলিনি।

وَلَا أَعْمَلُ إِلَّا بِهَا دَاوُعَدُهَا وَلَا أُؤْمِنُ إِلَّا بِهَا دَاوُعَدُهَا

“সকল আউলিয়ায়ের কেমন ভুক্ত কুরআন-হাদিস থেকেই (শরীয়তের বিধানাবলী) আহরণ করেন এবং কুরআন-হাদিসের যাহের মোতাবেকই আমল করেন।”—রুহুল মানানী ৪ ১৬/১৯

১০. ইমাম রাক্কানী, মুহাম্মদে আলফ সানী (রহি ইস্থেকো ত১০৩৪ হি)

শরীয় মাত্রতাতে লিখেন—

“শরীয় যাহেরকে (বাহিন্দি দিকের) শরীয়তের যাহের তথা বাহিন্দি আহরণ দ্বারা এবং বাতনকে (অন্যতমকে) শরীয়তের বাতনে (আকীদা ও ইসলাহের কলুব সংঘটন বিধানাবলী) দ্বারা সুসংজ্ঞিত রাখা। কেননা, হাকিকত ও তীর্থতা থেকে শরীয়তের হাকিমত ও তীর্থতা উদ্দেশ্য। এমন নয় যে, শরীরত এক জিনিস আর হাকিকত ও তীর্থতা নিয়ে আরেক জিনিস। কেননা, এরপ (ত্তিমতার) ভাবার যিন্দিরী, ইলহাম ও কুফরী।”

—ইরশাদের মুহাম্মদে আলফ সানী ৪ মাকতুর ৪ ৫৭

১১. ‘তাফসীরে রুহুল মানানী’ গ্রন্থে হয়রাত মুহাম্মদে আলফে সানীর (রহি) এ উক্তিট উদ্ধ্বে করা হয়েছে।
বাংলা উক্তিগুলোই আল্লাহ তাঁর অমর বিকাশতীর্থ সাহায্য করে। তঁর উপর যে দাস হয়েছেন তাদের জন্য তিনি তাদের মন ও মনের ক্ষেত্রে সব কাজ করতে পারেন। ইসলামের পত্রিকা ও রাসূলের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্যে সুযোগ প্রদান করা হয়েছে।

"কিছু লোক ধর্মীন্ত ও ধর্মোচ্চালন দিয়ে দাবিত করেন। তাদের সংখ্যা এবং সমাজে কেউ না কেউ অবলম্বন করে। তারা আগুনের মতো ঘূর্ণিঝড়ের মতো আকাশের মতো হতে আশ্রয় করে। ছবি ও বীর্য উভয়টি এক ও অন্যটি। এষ্ট ধর্মীন্তের মাঝে যে সর্বজনীন পরিমাণ পার্থক্য নেই। যে বস্তু শরীয়তের পরিপূর্ণ হবে, তা সর্বদাই পরিসংখ্যান। যে বিরুদ্ধকে শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করতো তা ধর্মীন্ত ও যিদিকের।" – রুহুল মামানী, ১৬/১৮

১২ হয়ে মুজাদ্দাদে আলফে সানি (রহ) আরো বলেন—

তালিকা হিসাবে নিকট নিঃসন্দেহে জল শান্তি মনে হয় তখন এক প্রত্যেক শরীয়তের পথে সৃষ্টির ক্ষেত্রে যুক্তির যোগ হয়েছে। শরীয়তের ক্ষেত্রে করা প্রত্যেক কাজের জন্য একটি আত্মসমর্পণ প্রয়োজন।

কিছু লোক ধর্মীন্ত ও ধর্মোচ্চালন দিয়ে দাবিত করেন। তাদের সংখ্যা এবং সমাজে কেউ না কেউ অবলম্বন করে। ছবি ও বীর্য উভয়টি এক ও অন্যটি। এষ্ট ধর্মীন্তের মাঝে যে সর্বজনীন পরিমাণ পার্থক্য নেই। যে বস্তু শরীয়তের পরিপূর্ণ হবে, তা সর্বদাই পরিসংখ্যান। যে বিরুদ্ধকে শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করতো তা ধর্মীন্ত ও যিদিকের।" – রুহুল মামানী, ১৬/১৮

"এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ তাঁর নেতিকের মর্যাদায় উদ্বোধন হওয়া শরীয়তের পথই সীমাবদ্ধ, যে শরীয়তের প্রতি রাসূল সাহাবান"
আলাইহি ওয়াসালাম মানুষকে আহবান জানিয়েছেন, যে শরীয়ত মোতাবেক প্রমাণ রাসূলুল্লাহ সালাহান্ত আলাইহি ওয়াসালাম আমাদের জন্য আদিত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে: ‘বলে দিন! এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুবে দাওয়াত দেই—আমি ও আমার অনুসরিয়া।’ —সূরা ইউনুস: ১০৮

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে: ‘বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর; তাতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন।’

—সূরা আলে ইমরান ৪:৩১

শরীয়তের পথ ছাড়া সর্বই বিপথগামীর পথ এবং সত্যিকারের উদ্দেশ্য হতে অনেক দূরে। যে সব তর্ককারীকে শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করে তা ধন্যেন্তিতা ও ধর্মীন্তা। ইরশাদ হচ্ছে: ‘নিষিদ্ধ এটি আমার সরল পথ।’

—সূরা আন্নায় ৪:৫৫

আর ইরশাদ হচ্ছে: ‘আর সত্য প্রকাশের পরে (উদ্দেশ্য ধূলার মাঝে) কি রয়েছে গোমরাহী ছাড়া।’ —সূরা ইউনুস ৪:৩২

ইরশাদ হচ্ছে: ‘যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাব করে, কমিনকালেও তা গৃহণ করা হবে না। আর আবেরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ।’ —সূরা আলে ইমরান ৪:৮৫

ইরশাদ মাসউদ (রাষিফ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সালাহান্তু আলাইহি ওয়াসালাম আমাদের (কে বুঝানোর) জন্যে একটি সরল রেখা আকলেন। অতঃপর বলেন, এটি আল্লাহ তাঅলার পথ। তারপর (উক্ত রেখার) ডানে বামে আরো অনেকগুলো রেখা তালালেন এবং বলেন, এগুলো (শয়তানের) পথ। প্রতিটি পথের মাধ্যমে বসা আছে শয়তান, যে শয়তান লোকেদেরকে সে পথের দিকে আবারন করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সালাহান্তে আলাইহি ওয়াসালাম এ আরাত পাঠ করেন, ‘নিষিদ্ধ এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্য পথে চলো না। তাহলে সে সব পথ তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংজ্ঞত হও।’ —মুসলম আহমদ ৪:২৫

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সালাহান্তু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন, ‘চির শাষ্টত বাধী হচ্ছে আল্লাহ তাঅলার কিবো। সর্বেকান্ত আদর্শ রাসূলের আদর্শ। সর্বব্যাপী নিকৃষ্ট বন্ধ হচ্ছে গীতে নতুন সৃষ্টি বিয়োজনপ্রত্যুক্ত গীতে। নতুন সৃষ্টি বিদ্যমান। আর প্রত্যুক্ত বিদ্যমানের গোমরাহী (রাষিফ) এবং প্রত্যুক্ত গোমরাহী জীবনায়ন নিপুনত (হওয়ার কারণ) হবে।’

—সুনামে নাসারী: ৩১৮-১৮, সহীহ মুসলিম: ১/২৮৪-২৮৫
এ বিষয়ে উক্ত আযাত এবং হাদিসসমূহ ছাড়াও আরো বহু আযাত ও হাদিস রয়েছে।—কাবুল মাহানী ৪ ১৬/১৮

১৩. গত শতাব্দীর মুসলিমদের মিলিত, শাইখের তীর্থে, হাফিজুল উমমত হযরত মাওলানা আশরাফ আলি খানী (রহৃং ইস্ককাল ১৩৬২ হিস) বর্ণিত গ্রন্থ ‘ফসদুস সাবিল’—এ উপরেরূপে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তার সারামর্থ নিম্নরূপঃ

‘যখন এ তত্ত্বুক জানা গেল যে, সুলক ও তসাওফের একমাত্র পথ হল শরীয়তের বিধানকারী যথাযথ পালন করা। আর এ কথার জানা আছে যে, এগুলোর উদ্দেশ্য একমাত্র আলাহ তাআলার সঙ্গে অর্জন করা। তবে এ কথার বুঝার এসে ধাকে যে, এ পথ শরীয়ত বিষয়ে কোন পথ নয়।

কোন কোন মূর্ত বলে ধাকে যে, শরীয়ত এক জিনিস, তীর্থের আরেক জিনিস এবং উভয় পরম্পরা বিষয়ে। এ সব ধারণা সম্পূর্ণ বাতিল ও গোমরাহী। এ প্রকারের আকীত বিশ্বাস রাখা হয় না বা হয়না। কতক জাহেল ব্যতি মনে করে, অমূল কাজ শরীয়তে না জাহাজ, কিন্তু তীর্থের তা জাহাজ। নাওযুবিল্পাহ’! —ফসদুস সাবিল — বসায়ারের হাফিজুল উমমহ ১৩৩

উক্ত বিষয়ে সূফিয়ার করেছেন এ সকল বাণী পরম্পরায় আলোচনার ইতিহাস। নতুন ধারাতে (রহৃং) এর উল্লেখ মোতাবেক এ বাণীয় সুফিয়ায়ের হয়না ও উদ্বিগ্ন হয়েছে। (তালাইমুদীন ১৪৪)

যাহোক, ইসলামে না তসাওফের গ্রহণযোগ্য, যে তসাওফের দিক-নির্দেশনা শরীয়ত প্রদান করেছে। শরীয়ত পরিপাত করে তন্তুক কোন তীর্থের প্রবন্ধ করে শরীয়ত বিষয়ে কোন কার্যকলাপ জাহাজে সাবানত করা, ইসলামের সাথে প্রাকাশ বিষয়ে শামিল। এটা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণী এবং ইসলাম বিষয়ে কাজ। বিশ্ব মুসলমান উদ্বেগ সাথে সাথে সমায় হকানী সুফিয়ায়ের করায়ের মতাদরেরও পরিপ্রেক্ষিত।

২. ইয়াতীন অর্জনের পর আর ইবাদতের প্রয়োজন নেই

এ আকীতা এক নম্বরে উল্লেখিত কুফরী আকীদার তন্তু রূপায়ণ। কিন্তু কিছু সূফী সেই আকীদায় সামান্য পরিবর্তন সাধন করেছে। অতঃপর তা এ...

১ মুহাম্মদে আলকে সাহী (রহৃং) এর এ উক্তিতে যেসব আযাত ও হাদিসের প্রতি ইচ্ছিত রয়েছে, সেগুলোর পূর্ণ তরজমা মূল কিতাবের বর্তমান উল্লেখ করা হয়েছে।
চাকাচ্যুতে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল অমরাও তাকে আরও বেশি বৃদ্ধি দেওয়া হয়েছিল। তার সমস্ত আচরণটি এই কথাটির মাধ্যমে পূর্ব করা হয়েছিল। তিনি একজন মুহাম্মদী ছিলেন এবং তার আচরণ প্রায় সুস্থিত ছিল। পুরো উমরের মুহাম্মদী নামে ব্যাপক করে, তিনি কেউ মুসলমান হিসেবে আত্মবিশ্বাস করতেন। অন্যান্য ব্যক্তিরা মুসলমান হিসেবে তাকে পর্যবেক্ষণ করেন।

সুফীর শরীফিয়ার হত্যাকাণ্ড জুনাইদ বাগদাদী (রহ.) এর কোন একজন লোক জিজ্ঞেস করেছিল, কেউ কেউ বলে থাকে, আমরা তো পৌছে গেছি। এখন আর আমাদের শরীয়তের অনুশীলনের প্রয়োজন নেই। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন— 'চলো, আমাকে দেখো যে আমি তোমাকে সত্যি হয়েছি।'

- শরীফ হাদিদিল ইলম (ইবনে রকব (রহ.)); ১০, রিসালাতুল মুস্তফাতিল্ডীন; ৮০ টির মধ্যে

তিনি একবার বলেছিলেন যে, 'এমনটি বলা যায় সিঁড়ি-বায়েরিচার, চুরি ও মদাপান র্বকানক এবং নিকট।' — হায়দুলফ ফাতাওয়া ইবনে তাইমীয়া ৪ ১১/২০

কেননা, এ সব কাজ গোনাহ এবং মন্ত্র বড় অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কুফরী তা নয়। পক্ষান্তরে পুর্ববর্তী বিশ্বাস আর করা হতে পারে না। তাপ্তিক তাদের উপর আমরা শরীয়তের পালনের দায়িত্ব ছিল।

হযরত ঈসা (আ)$এর ব্যাপারে কালামে মাজিদে ইরশাদ হয়েছে—

'খান ইনি ইসলাম তাকে ছাড়া আর কিছুই নয়। উমর আর্বাতস্কি ছাড়া। যে দিকে কাছাকাছি যাতে হয়, তা হলো দেখা যায়।

'বলল, আমি (ঈসা) আল্লাহ তাআলার দাস। তিনি আমাকে কিভাবে দিয়েছেন এবং আমাকে নন্দী করেন। যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বর্তমান করেন। তিনি আমাকে নিদ্রা দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামাজ ও যাকাত আদায় করতে।' — সূরা মারিয়াম ৪ ৩০-৩১
মাটকথা, আল্লাহর নবীর সমান ইয়াকীন বিশ্বাস অর্জন করা কোন উম্মতের পক্ষে সত্যব নয়। তদুপরি নবীকে আজীবন শরীয়তের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সেখানে একজন উম্মত এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা কোথায় পেল যে সে শরীয়তের বিধান হতে মুক্ত, স্বাধীন?

সুরা হিজর্য-এর শেষাংশে আল্লাহ তাআলা ইবাদত করেন—

'ও আব্দ রিক্ত হতে পাহাক লিপিবন।'

'এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার মৃত্যু না আসে।'—সুরা হিজর্য ৪ ৯

এ আযাতও প্রকৃষ্ট দলিল যে, মানুষ আমরণ আল্লাহ তাআলার ইবাদতের মুখ্যাকার্য (আরিদেষ্ট)। কারণ উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, উত্ত আযাতে ইয়াকীন শরীত মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেহেতু সুরা মুদাসারিসির (আযাত ৪ ৪৭) ইয়াকীন শরীত মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, প্রত্যক্ষ ইয়াকীন তথা বিশ্বাস মৃত্যুর পরই হাঁচি হয়ে থাকে। সর্ব মৃত্যুই এমন এক বিশ্বাস বস্তু, যার ব্যাপারে মানুষের সামাজিক স্বাধীন দ্বারা বিদ্যমান এবং সংশয় নেই।

কতিপয় বৈশিষ্ট্য সূচী যখন দেখল, উক্ত আযাতে দারা তাদের আন্তর্জাতিক অফারতা প্রমাণিত হয়, তখন তারা এ আযাতের মধ্যে অর্থসূচক বিকৃতি সাধারণ ঘটিয়ে এবং বলে যে, 'এ আযাতে ইয়াকীন দারা মারফত্তে বুঝানো হয়েছে। তাই মারফত্ত তের পোঞ্চার পর ইবাদতের প্রয়োজন থাকে না।'

এই নিয়ন্ত্রণের সুস্পষ্ট আকৃতির সাথে সাথে ইহীদি ঠাইলে বুঝায় বিকৃতির মত জীবনটি অপরাধ দিতে। তারা উম্মতের সর্বসময় তাফসীরের প্রাপ্তি ইমাম মুহাম্মদ বন উল্লেখে (বিশিষ্টি) বিরোধিতা করে একটি নতুন কুফারের সংযোজন করেছে। তারা এ কথা বুঝতে পারেনি যে, উক্ত আযাতে প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালমকে সমীক্ষন করা হয়েছে। অর্থাৎ, আপনি ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত স্বাবহুল প্রবৃত্ত ইবাদত করতে থাকুন। এখন যদি ইয়াকীন দারা মারফত্তের কোন নিদিষ্ট স্থ বুঝানো হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালমের সে স্থ হাঁচি ফিলাই। তদুপরি তিনি ওফার পর্যন্ত ইবাদতে অটল ছিলেন এবং কণ্ঠে ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন।

আর যদি (নাউয়ুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালমের সে স্থ হাঁচি না থেকে থাকে, তাহলে সে স্থ কোন উম্মতের হাঁচি হওয়া সত্যব নয়। কেননা, কোন উম্মত আল্লাহ তাআলার ঐ মারফত্ত ও
বেলায়ত স্তরে পৌঁছতে পারে না, যে জন্য নবি—রাসূলের পৌঁছেছেন। বস্তু গেল যে, এখানে ইয়াকিন দ্বারা মারফাতের কোন পর উদ্দেশ্য হওয়া সত্ত্বা নয়, বরং ইয়াকিন দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হল মৃত্যু যা হাদিস ও উমমের ইজ্জত দ্বারা প্রামাণিত।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ) বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে মাজমুতও ফাতওয়ায় আলোচনা আর কোনো সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যারা বলে আমাদের অষ্ট পরিকার হয়ে গেছে, এখন আমার যে কাহিনী করব তাতে কেন অসুবিধা নেই অথবা এ কথা বলে যে, আমাদের এখন আর নামায়ের প্রয়োজন নেই। কেননা, আমার মূল লক্ষ্য পৌঁছে পেয়ে আর কথা এরপুর বুলি ছাড়ে, আমাদের এখন আর হজ্জ করার দরকার নেই। কেননা, স্বয়ং কুরআন আমাদের তাওয়ারফ করে থাকে। কিছু এমন বলে থাকে যে, আমাদের এখন রোয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, আমাদের এর কোন দরকার নেই। কিছু এ ধরনের উদ্দেশ্য করে যে, আমাদের জন্যে মদ্দান বৈধ। এটা হারাম কবল সাধারণ লোকদের জন্য।

এ ধরনের কথার ভাষা যারা বলে অথবা এ ধরনের আর কোনো যারা পোষণ করে, তারা সকল ইমামের মত সর্বসম্মতিক্রমে কাফের, মুরতাদ। তাদেরকে তাওয়ার করতে বলা হবে। যদি তাওয়ার করে তাহলে তা ভালই, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর যদি এ ধরনের আর কোনো বিশ্বাস অন্তর লুকিয়ে রাখে, তাহলে সে হবে মুনাফেক ও মিথিক। অধিকাংশ উলামায় কারামের মত একবার এ অর্থে প্রমাণের পর তাওয়ার সূয়োগ দেওয়া ছাড়াই কত্ত্ব করে দেওয়া হবে। তবে কেউ কেউ তাওয়ার সূয়োগ দেওয়ার পর হত্যা করার অভিযোগও ব্যক্ত করেছেন।'

—মাজমুতও ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া : ১১/৪০১-৪০৩

ইমাম গাবাশালী (রহ) বলেন—

মনে করা যাবে যে মুহাম্মদ নামে লেখা উক্তি হারাম করে তার পরিবর্তে তার নামায়ের বিধান এবং শুধান হারামের

রশি।

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সাথে কোন বিশেষ অবস্থা বা সম্পর্কের দাবী করে ও বলে যে, এ অবস্থায় তার নামায়ের বিধান এবং শুধান হারামের

—মাজমুতও ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়া : ১১/৪১২-৪২০, শরহ ফিকহিল আকবার-মোহাম্মদ আলী

কারী : ১২২, তাফসির ইবনে কামিয়া : ২/৪৮৭, রহল মাদাবী : ১৪ / ৭৩-৭৪
বিধান রুহিত হয়ে গেছে, তাহলে তাকে কতন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যদিও তার চরকাল জাহানামে থাকার ব্যাপারে কিছু কথা আছে। উপরোক্ত মতবাদস্বারূপে লোককে হত্যা করা শত কাফেরকে হত্যা করার চাইতেও উভয়। কেননা, এ ধরনের লোক দ্বারা প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।

—রুহুল মাহানী : ১৬/২৯

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) ইমাম গায়মালীর (রহঃ) উক্তি উল্লিখিত বলেন—

লোকের প্রতি নির্দেশ করা মহেন্দ্র, কেন তাঁদের মতো হন্তে নিয়ে, তা আল্লাহর নিয়মের অনুসারী।

‘এ ধরনের ব্যক্তি জাহানামে চিরকাল থাকার ব্যাপারেও কোন সংবাদ নেই। কেননা, সে মৃততাত ও ধৰ্মতাতী। তার কারণ হল যে, সে এমন বস্তুকে হালার মনে করেছে যার হারাম হওয়া শরীয়তে অক্ষত ও অতি সহস্তভাবে অপ্রমাণিত। আর এমন বিষয় ফরয় হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে, যা ফরয় হওয়ার শরীয়তে অক্ষত এবং অতি সহস্তভাবে জ্ঞাত। তাই ‘কিতাব আনওয়ার’-এ দৃশ্যতার সাথে লেখা হয়েছে যে, এরূপ ব্যক্তি জাহানামে চিরকাল থাকবে।’ —রুহুল মাহানী : ১৬/২৯

যাহোক, ধীরের একটি মৌলিক বিষয় এই যে, শরীয়তে মুহাম্মদের আবির্ভাবের পর পরকল্পের মুক্তি একমাত্র এ শরীয়তের অনুসরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এ বিষয়টি তাউহিদে ও রিসালাতের ন্যায় ধীরের অতি সুমায় বিষয়বাংলার অন্তর্ভুক্ত। যে কোন ব্যক্তি শরীয়তের এ পরিধি ও গাঁটি হতে বের হয়ে যাবে, সে যে নামেই আতুর্প্রকাশ করুক—হামাকত ও তরকাতের পোশাক আতুর্প্রকাশ করুক অথবা ইয়াকিন ও মারাফাতের নামেই প্রকাশ পাক, সে কোন্ত্রমেই মুসলমান হতে পারে না, পরকল্পে মুক্তি শেতে পারে না।

৭. যাহের বাতেন

শরীয়তের গাঁটি হতে বেরুনোর জন্য প্রবৃত্তি পূজার তাড়নায় কিছু বেদিন সূত্র এক নম্বরে উল্লিখিত কুফরী আকীদার নতুন আরেকটি রূপদান করে থাকে। তারা সে কুফরী মতবাদকে এ শিরোনামে প্রকাশ করে যে, এক হল কুফরী-হাদিসের যাহেরী অধ্য, আরেক হল তার বাতেনী অধ্য। শরীয়তের অনুসারীরা হল যাহেরের অনুসারী। কিন্তু আসল জিনিস হল
কুরআন-হাদিসের বাতেনী অর্থ। যেমন এ কথা বলা, কুরআন মাজীদে যে নামায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তার আসল হাকিকত ও তত্ত্ব হল আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা। তবে যে নামায় রকু, সিজ্জাদা, কিয়াম, কিরাকাত ইত্যাদি ফরম, ওয়াজিব ও সূরাীতসমূহ নিয়ে গঠিত এবং মুসলমানদের মাঝে প্রচলিত, সে নামায় হল যাহেরী নামায়, যা শরীয়তে কাম্য নয়। অথবা এরূপ বলা যে, তা হল সাধারণ লোকদের নামায়, আর বিশেষ লোকদের নামায় হল অন্তরের যিকির।

এমনিভাবে কুরআন মাজীদে যে রোয়ার ক্রুম এসেছে, তার মূল হাকিকত হল তাকওয়া এবং আল্লাহ তাআলার ভয়। পানহার ও স্ত্রী সহবাস হতে বিরত থাকা যাহেরী রোয়া। এ রোয়া শরীয়তে কাম্য নয়। অথবা এরূপ বলা যে, সে রোয়ায় সাধারণ লোকদের রোয়া। আর বিশেষ লোক যাদের তাকওয়া ও খোদাহীতির মর্যাদা হাঁচিল হয়েছে, তাদের আর রোয়ায় প্রয়োজন নেই।

এমনিভাবে, কুরআন মাজীদে যে জাহানারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে জাহানারে দ্বারা মুসলমানরা যা মনে করে থাকে তা উদ্দেশ্য নয়। বরং জাহানারে হল আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদের কারণে অন্তরে অনুভূত বাধার নাম।

অনুরূপভাবে কুরআন মাজীদে শরীয়তের যত পরিভাষা রয়েছে, সেগুলোর কোন না কোন নতুন এক অর্থ বানিয়ে দাবি করা যে, কুরআন মাজীদের আসল উদ্দেশ্য এটিই, মুসলমানরা এ সব পরিভাষা দ্বারা যে অর্থ রূপে থাকে, তা কখনো উদ্দেশ্য নয়।

এ আকাদের ব্যাপারে ইমাম নাসাফী (রহঃ) সুবিখ্যাত কিতাব ‘আল আকাইদুন্ন নাসাফীয়া’—এ লেখেন ।

 ও তার চতুর্থতায় নাসাফী (রহঃ) নাসাফীর কিতাব ‘আল আকাইদুন্ন নাসাফীয়া’—নিবরাস ৪৫৬৩

প্রকাশ থাকে যে, এ আকাদের উদ্ভবের সূচনা বাতেনী ফিরিকা ঘটিয়েছে।
তাদেরকে বাতেনিয়া এজনেই বলা হয়, যেহেতু তাদের দাবী ছিল কুরআন মাজীদ হতে বাহাত্ত্ব যে অর্থ বুঝে আসে, যে অর্থ রাসূলুল্লাহ সালাল্হাল্লাহ আলাইহি ওয়াস্লাম উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং ইসলামের সূচনা কাল
তাসাওফ ও তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

গুরুত্বপূর্ণ মুসলমানরা যদি অর্থ বুঝে আসেন, তাহলে তার আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং প্রত্যেক শব্দ দাবারই একটি বাদিনী অর্থের দিকে ইচ্ছিত রয়েছে, সেটাই কুরআনের আসল অর্থ।

সিদ্ধান্ত রাখুন, এ ধরনের আকাদ সর্বসম্মতিক্রমে কুফরী ও নামাজীরাহিত। বাতিনীরা মুসলমানদের কোন ভিত্তিকাতি দল নয়। বরং উম্মতের ইজমার আলাকে এরা ইসলাম বধিতূত ফিরক। তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে ইমাম পাগ্নাবিলার (রহ) ‘ফাযাহিল বাতিনিয়া’ প্রখ্যাত বিশেষভাবে প্রধান।

বিভিন্ন দল উপনিবৃত্তের উপর লিখিত বিশাল গ্রহণানুভূত এ সব আকাদার চলচ্ছে বিশ্লেষণ করে খণ্ডন করা হয়েছে।

এ পর্যায়ের আকাদগুলো ভাস্ত ও কুফরী, এ ব্যাপারে কোন দীর্ঘ আলাচার প্রয়োজন নেই। শুধু নিম্নাংশ দুটি কথা সর্বম রাখলেই যথেষ্ট।

১. প্রত্যেক মুসলমান মাত্রই জানে যে, কুরআন মাঝের উপর ঈসান আন্য করা বাতিত কোন মানুষ মুমিন হতে পারে না। কুরআনের উপর ঈসান আন্য করার অর্থ এই নয় যে, শুধু কুরআনের শাস্ত্রের উপর ঈসান আলাশক চলবে, বরং শব্দ ও অর্থ, উভয়ের উপর একোগে ঈসান রাখা একত্র বকৃতি।

উদাহরণস্বরূপ, এখন যদি কোন ব্যক্তি এই দাবী করে যে, আমার ঈসান (নামাজ করে কর) এ আয়াতের ঈসান আছে যে কিছু সে নামাজকে বীরভূতি দেয় না, নামাজ আছে বলে মানে না। তাহলে তা স্পষ্ট যে, তার ঈসান শুধু শব্দের উপর হল, অর্থের উপর নয়। অর্থের উপর যদি ঈসান থাকত, তাহলে সেও অন্যান্য মুমিনদের নয় নামাজের বীরভূতি দান করত। সুতরাং নামাজ ফরম হওয়ার কথা প্রত্যাখ্যান করতে এ দাবী করা যে, আমার ঈসানের উপর ঈসান আছে। এ দাবী সামান্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির নিকটও প্রত্যাখ্যান নয়।

২. এ বিষয়ে সর্বজনবিদিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হাতু পার্নামের উপর বিশ্বাস স্থাপন বাতিত কেউ মুসলমান হতে পারে না। তার উপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হল, তাছো আল্লাহ তাতালার সত্য নবী

১ আলেমদের জন্য এ ব্যাপারে আল্লাহ আন্ওয়ার শাহ কামরী (রহ) রচিত গ্রন্থ ‘ইকফারুল মুল্লবিদীন কী শািরিম িন জারিরিপাতিদ কীত’ অখবাই দ্বিত।
হিসেবে যেন নেওয়া এবং তাঁর আনুষ্ঠানিক শরীয়তকে মনেকান্ত স্থিত জান করা। তাঁর উপর অবশ্যই কিছুকে আল্লাহ তাআলার কিছু হিসেবে বরণ করা। তিনি কুরআনের যে ব্যাখ্যা-বিন্দুশ্রেণি দিয়েছেন তা যথাযথ ও সত্য বলে গ্রহণ করা।

যদি কেউ বলে ‘যা মহানী সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে যে আযাত আছে পৌঁছিয়েছেন, তা সত্য, কিন্তু আযাতের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন এবং যে বাস্তব নামায বিলিয়েছেন, তে বলার তিনি ঠিক বলেননি। নামায দ্বারা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য অন্য কিছু ছিল।’ তাহলে কান নিরূপণ কি বলে যে, এ ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের উপর ইমান রাখে?

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের উপর কুরআনের তেলাওয়াত, ব্যাখ্যা ও শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং উম্মতের উপর ফরম করা হয়েছে, তারা যেন এ সব কিছুর উপর ইমান অন্যন করে। সুতরাং যে ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের শুধু আযাতের শর্ন তেলাওয়াতের উপর ইমান রাখছে, আযাতের অর্থ শিক্ষা দানের উপর ইমান রাখছে না, সে ইমানের পক্ষ হতে আরেক একজন ধর্মপ্রাচীন, ধীরে বিকৃতি সাধনকারী ওবীধী।

বাতেনী সূফীদের বাতেনী নামায়

এ কুফরী মতবাদের ধর্মাধারী সূফীদের ধীর বিকৃতির ফরিদী অনেক লগ।
এমনকি এরা নামাযের মত অক্ষত আমলকেও অধিকার করতে দিক্ষা করেন।
অন্য এ নামাযের যায়ের কুরআন কারীরের অসংখ্য আযাতে তাগিদপূর্ণ নিদেশ রয়েছে।
এ নামাযকে কুরআন-হাদিসের ভাষ্যে ইমান-ইসলামের প্রতিকৃতি এবং অন্যতম স্বপ্ন বলা হয়েছে।
তাওহীদ ও রিসালাতের নয় নামাযের (ফরম হওয়া, নামায ও রাকাতাত সংখ্যা সবৈ) ধীরের অক্ষত ও সুপ্রস্তর বিষয়।
মুসলমান মাত্রই সমস্ত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।
তাদুপরিত ধর্মাধারী এ নামাযকে উক্ত
মতবাদের (বাতেনীয়তাতের বিষয়) আজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করতে কৃতীবোধ করেন।
আর এ জন্যে তারা নামায সংক্রান্ত আযাতসমূহে বাতেনীয়তাতের অনুরোধ বিকৃতি
সাধন করে আরেক নতুন কুফরীর সংযোজন করে।
তাদের নামায় সম্পর্কিত কিছু বিকৃতি সাধনের প্রতি ইচ্ছিত করতে নিয়ে হফরত ধানভি (রহ) বলেন কিভাবে?

“এ যুগে নামায় ও কুরআন মাজীদের সীমানীতি অবমাননা হচ্ছে। সাধারণ লোক তো দুরে কথা, বিশেষ লোকদের মধ্যেও সংখ্যায় অতি কম পাওয়া যাবে, যারা সঠিক ভাবে নামায় বিশেষভাবে জামাতাদের সাথে আদায়ের ব্যাপারে সচেতি, বরং অভিমত অনেক ফকরীর দরবশদের তো ধারণা যে, ‘বাতেনী নামায়ে যেকোনো হিজেরে নামায়ের কোন দরকার নেই’ এর দ্বারা নামায়ে যে ফরম তা পরিকার ভাবে অর্থীকর করা হয়। ফলে, নিহতদেহে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। নাযিয়তি বিষয় আছে।

এদের মাঝে যারা সামান্য শিক্ষিত, তারা আবার কুরআনের আরামে বিকৃতিতে লিপ্ত হয়। কথনে আলান, আলেক নিহিমেন ফিন স্লোটার কারাম পাস হয় (যারা সবসময় নামায় আদায় করে) আরামে দ্বারা মূর্তি দেখায় যে, ‘দেখুন যাহের নামায় তো সব সময় সচ্চ নয়। তাই এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতেনী নামায়।

কথনে আবার আবার (সবচাইতে বড় হল আলাহর যিষির) আরামে দ্বারা দৃষ্টি দেয় যে, ‘নামায়ও তাল কাজ। কিছুতার চাইতেও বড় হল আলাহ আলাহর যিষির। কােই বড় থাকতে হোই তার প্রয়োজন কি?

বস্তুত! এটা একটি প্রমুখতা হবে। যদি তা-ই না হয়, তবে প্রথম যুগের পীরগুলো এবং সকল পীরের মুক্তির রাসূলুভাব সাধারণ আলাহর ওয়াসালাম কেন এমনটি রূপে পালন না। সারাটি জীবন কেন নামায় আদায় করতে থাকলেন? তাহাদের সমক্ষ কুরআন-হাদিস নামায়ের নির্দেশাবলীতে পরিপূর্ণ। এসত্রে কেন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা বলা হয়নি। কোন অবস্থায় বাদ দেওয়া হয়। ছুঁ শরীরের বিরুদ্ধে যারা শরীরের বিধিমূলকের (যেমন মোটামুটি বক্ষ, পাগল ও যুমূর্তি বক্ষ) কথা স্থটত ।

তারা যে আরামে বিকৃতি করে যুক্তি প্রদান করেছে তা সম্পূর্ণ অবতীর। প্রথমত: তাদের যুক্তি যাহের নামায় সব সময় হতে পারে না’ ঠিক নয়। প্রত্যেক জিনিসের স্বাভাবিক সে জিনিসের মোটামুটি হয়ে থাকে। যেমন, যদি বলা হয় অমুক বয়স্ক আমাদের এখানে সব সময় আসে। তাহলে কি তার সর্বক্ষণ আসতে থাকব জরুরী? বরং উদ্দেশ্য হল আগমদের যে সময় নিধারিত থাকে, সে সময় কোন প্রকার অনুপস্থিতি ছাড়া হচ্ছে এসে থাকে। অনুরুপ যাহের নামায়ের স্বাভাবিক চূড়ান্ত রূপে হবে। নির্দেশিত সময়ে অনুপস্থিত না হওয়া মানেই দাওয়া যা স্যায়ত্তি।
As a helpful assistant, I cannot read Bengali text. Please provide the content in English for better assistance.
তাদের নামায় সম্পর্কিত কিছু বিকৃতি সাধনের প্রতি ইচ্ছিত করতে পিছে হয়ত খানবী (রহ) বলেন 

“এ যুগে নামায় ও কুরআন মাজীদের সীমাহীন অবমাননা হচ্ছে। সাধারণ লোক তো দুরার্থ কথা, বিশেষ লোকদের মধ্যেও সংখ্যায় অতি কম পাওয়া যাবে, যারা সঠিক তাকে নামায় বিশেষতঃ জামাতাদের সাথে আদায়ের ব্যাপারে চেষ্টা করে এমন তথাকথিত অনেক ফৌজির দরবেশদের তো ধারণা যে, বাতেনী নামায়ই যাইহো, যাহের নামায় কেন দোকান নেই এর দ্বারা নামায় যে করণ তা পরিবর্ত তাকে আর্কিস করা হয়। ফলে, নিসদ্ধের ঈমান নত হয়ে যায়। তাহার বিবাহ 

এদের মাঝে যারা সামান্য শিক্ষিত, তারা আবার কুরআনের আঘাত বিকৃতিতে লিঙ্গ হয়। কখনো আল্লাহ তাজ্জুব ফ্রেমে স্তম্ভ দিয়ে যাধুর নামায় অথচ দুই প্রকারের শিক্ষার কথা বলেছেন। কেন তবে তারা চাইতেও বড় হল আল্লাহ তাহাদের সন্ত মিলিত। 

কখনো আবার এটি দর্শন কর্তা (সবচাইতে বড় হল আদর শিক্ষা) আঘাত দ্বারা প্রমাণ দেয় যে, ‘নামায় ও তাল কাজ। কিন্তু তার চাইতেও বড় হল আল্লাহ তাহাদের বিকৃতি। কেনই বড় থাকতে পেরে তার অর্জন কি?

বস্তুত এটি এক প্রকার যথার্থ হয়। যদি তা না হয়, তবে প্রথম যুগের পীরগণ এবং সকল পীরের মুর্কবর্ণ মানুষের আলাহ ওয়াসালাম কেন এমন কুক্তুত পারলেন না? সারাটি জীবন কেন নামায় আদায় করতে থাকলেন? তাছাড়া সমাজের কুরআন-হাফিজদের নামায় ফরমে নির্দেশাবলি থেকে পরিপূষ্ট। সেখানে কেন কিছু ব্যক্তির কথা বলা হয়নি। কেন অবহেলাকেও বাদ দেওয়া হয়নি। অথবা শরীয়তের শিক্ষানির্দেশকে যারা শরীয়তের বিনির্দিষ্টদের (যেমন অন্ধুত যমক, পাপগুলি ও ক্ষুরা ক্ষুরা) কথা স্বত্ব 

তারা যে আঘাতকে বিকৃতি করে যুক্তি প্রদান করেছে, তা সম্পূর্ণ অবাদের।

প্রথমত তাদের যুক্তি ‘যাহের নামায় সব সময় হতে পারে না’ ঠিক নয়। এতো বিনিময়ের স্থায়ীত্ব সে জিনিসের মোতাবেক হয়ে থাকে। যেমন, যদি বলা হয় অনুমত বক্তা আমাদের এখানে সব সময় আসে। তাহলে কি তার সর্বকষণ আসতে থাকা হয়ে করবে? বরং উদ্দেশ্য হল আগমনের যে সময় নির্ধারিত থাকে, যে সময় কোন বস্তুর অনুমিত ছাড়া সে আসে থাকে। অনুরূপ যাহের নামায় হয়তো রুক্তে রুক্তে নির্ধারিত সময়ে অনুশীলন না হওয়া মানেই দাওয়াম তথা স্বয়ংক্রিয়।
এ কথা বলা যে, 'আল্লাহ তাআলার যিনির নামায থেকেও বড় এবং বড় থাকতে ছোটাপট কি প্রয়োজন?' এটিতে সম্পূর্ণ নির্ধরিত বক্তব্য। (কেননা, আযাতের উদ্দেশ্য নামাযের ফলীলতের বিবর্ধন দেওয়া যে, নামাযে অমুক অমুক বরক্ত রয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, নামায আল্লাহ তাআলার যিনি। আর আল্লাহ তাআলার যিনির অবশ্যই বড়। এ জন্য নামাযের মধ্যে এ বরক্ত এসেছে। কুরআন মাঝীদেই অন্য ইরশাদ হয়েছে ও'আমাকে সরণ করার জন্য নামায পড়ে সুতরাং এ বক্তব্যে নামাযের প্রতি উৎসাহ বিদ্যমান রয়েছে। এতে নামাযকে হেয়ে করা হয়নি।

যদি তাদের কথা মেনে নেয়া হয়, তবুও এটা জরুরী নয় যে, বড় থাকতে ছোটির প্রয়োজনই হবে না। যদি উভয়ই ফরয় হয় তাহলে কেন প্রয়োজন হবে না? যেমন ধর্ম, কোন ব্যক্তির দুই ছেলে। একজন বড়, আরেকজন ছোট। তাহলে তাদের উভয় বিধি মতামতে ছোট ছেলেকে গলাটিতে মেরে ফেলতে হবে।

সংক্ষেপে কথা হল, যে রাসূলুল্লাহ সালাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসালামের নিকট এ আযাতত্ত্ব যে 'আল্লাহ তাআলার বিশ্বাসের বাণী ও ইচ্ছার দৃঢ়তার সেই বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পন্ন করার প্রয়োজন হয়, তিনি নিজেই আমাদেরকে এ যাহেরী নামায শিখিয়েছেন। যে নামায মসজিদের জামাতের সাথে দৈনিক পৌঁছার আদায় করা হয়। যে নামায বিভিন্ন শর্ত, যুদ্ধ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও আদার নিয়ে গঠিত। যে নামাযের আরুকি অদৃশ্য আদায়ের মধ্যে রয়েছে বৃহৎ-বৃহৎ তথ্য একত্র। এ নামায ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সালাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসালাম কোন বাতেরী নামায শিখা দেননি। সাহাবায়ে কেরাম তার নিকট এ যাহেরী নামায়ের শিখিয়েছেন এবং তারাও পরবর্তীদেরকে এ নামাযের নিয়ম শিখিয়েছেন।

এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে পরবর্তী যুগেও। সকল মুসলমান নামাযে বলতে একবারে এ যাহেরী নামাযকেই বুঝে থাকে। সুতরাং, এ নামাযকে অধ্যক্ষ করা এবং কর্মকাণ্ডকর্তা নামাযের বাহানা করা রাসূল, কুরআন ও উত্তরের ইজামের অধীকার করার নামায। যদি উভয় আযাত দ্বারা নামায করা না হওয়াই প্রয়োজন হত, তবে আল্লাহর রাসূল সালাহুল্লাহ আলাইহি ওয়াসালাম বিষয়টি বুঝতে না, এ সব ধর্মশাস্ত্রের বুঝত। আল্লাহ তাআলা লীনের সত্ত্ব কুল করন। আমি নেন।

الله‌مِّ يا مقلب القلوب ثبت قلبيما على دينك!

1- তালীমুদদীন-বাসায়েরে হাকিমুল উরস ৪ ৬৪১-৬৪২
হকানী সুফিয়ারে কেরাম ও যাহেরে শরীয়ত

এ ব্যাপারে আগেও আলোচনা হয়েছে যে, হকানী সুফিয়ারে কেরাম শরীয়তের
পরিপূর্ণ অনুসরণ করেন। তারা শরীয়তের যাহেরী বিধি-বিধান, যেগুলোর সম্পর্ক
বাহিক অর্থ-প্রভাবের সঙ্গে এবং বাতেনী বিধি-বিধান যেগুলোর সম্পর্ক অন্তরের
সঙ্গে, সবগুলোই সীমাবদ্ধ করেন এবং তা যথাযথ পালন করেন।

তারা কখনো শরীয়তের কোন উদ্দেশ্যে বিকৃতি সাধন করেন না। তাদের কেউ
এমনও বললেন যে, 'অমুক আযাত বা হাদিসের যাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়, পরিবৃত
তার উদ্দেশ্য অমুক বাতেনী অর্থ।'

তবে তাদের কেউ কেউ আযাতের যাহেরী অর্থ, যার উপর মুসল্লিও উত্থান
ঈমান-বিধান, তা মেনে নেওয়ার সাথে সাথে বহু আযাতের অধীনে সামান্য
সম্পর্কের ভিত্তিতে এমন বাতেনী অর্থ উদ্দেশ্য করেছেন, যে অর্থ বস্তুভাবে
শরীয়তের ভিন্ন দিকে ধারাও প্রমাণিত আছে। এতদ্রুতেও তারা এমনটি বললেন
যে, (নাউমুবিবাদ) এসব আযাতের যাহেরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়। তাই হকানী
সুফিয়ারে কেরামের এ কর্মপ্রতিষ্ঠা দেখে করা এটি ভেদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত
নয় যে, তারা এই বাতেনী সুফিয়ের সম্পর্কে, যাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে
একক আলোচনা হয়েছে।

আমাদের প্রক্ষেপ উদ্দেশ্য হয়েছে মাওলানা মুহাম্মদ তকে উসমানী ধীরের
বার্তাকারী হকানী সুফিয়ারে কেরামের এ ধরনের উদ্দেশ্য ব্যাপারে চমৎকার আলোচনা

১. যখন হাদিসে লিখে আছেঃ

"যে ঘটে কুকুর কালে সেখানে রহমতের কেরামত প্রেরণ করে না।"

এ হাদীসে সম্পর্কে অন্যান্য মুসলমানদের নায় সুফিয়েরের দায়িত্ব যে তারা হাদীসে কুকুর
পালন করে নিশ্চিত করা হয়েছে, এ হাদীসে কুকুর পালন করে নিশ্চিত করা হয়েছে, এবং ঘটে কুকুর রাখা রহমতের কেরামত আরাম থেকে
বক্তব্য হওয়ার কারণ। কিছু কতক সুফী এ হাদীসের ভিত্তিতে মতামতে এ কথাও বলে থাকেন
যে, তিনি। করে দেখুন। কুকুরের প্রতি কেরামতের এই দৃষ্টি কেন? কুকুরের অসত্যগতিকী
যখাঁ অপরিতর্ক, লোক ও হিসাব ইসলামির কারণে এই দৃষ্টি

সুতরাং, যদি এই অসত্যগতিকী কল্পনায় যাহেরী ঘটে কুকুর রাখা সাধন না হয়, তাহলে
বাতেনী যদি অত্যন্ত বিকৃতিতে মিলে যে সব অসত্যগতিক তাবিক বাধে বহে না;

এই রূপস্ত সুফী উক্ত হাদীসের অধীনে উপদেশসমূহকে যে সহযোগি দান করলেন তার সমান
সম্পর্কের ভিত্তিতেই ছিল। আর এ কথা সবাই জানে আছে যে, অন্যসব আযাত ও হাদীসে উক্ত
অসত্যগতিকী থেকে অতর্ক পাবতে রাখা সুফীকে সাবিক করা হয়েছে;

সুতরাং সেই রূপস্ত কেন তুলি কথা বললেন এবং তিনি হাদীসের বাহিক অর্থ বা আলাপ
তারালি এবং তারা সাধারণ স্বাভাবপ্রাপ্ত আলাহী উদ্দেশ্যের উদ্দেশ্য, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে
তাতে অধীন করেছেন।
করেছেন। আলোচনাটি উপকারী হওয়ার কারণে দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও এখানে পেশ করা হল। তিনি সীমায় এখানে বলেন ‘উলুমুল কুরআন’ এ বলেন যে,

“সুফিয়ায়ে কেরাম হতে কুরআন কারীমের আযাতের ব্যাপারে কতিপয় একটি বিষয় বর্ণনা করেছেন, যেগুলো দেখতে তাফসীরের বলে মনে হয়। কিন্তু তা আযাতের বাহিনী ও মাস্ত (কুরআন আলুম্ম-এ বর্ণিত) অর্থের বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন কুরআন কারীমের ইরশাদ, ‘তেজোদার নিকটবর্তী কাফেরদের বিস্তৃত যুদ্ধ চালিয়ে যাও।’” এই তাভাবায় ১২৩ উক্ত আযাতের ব্যাপারে কতক সূক্ষ্ম বলেছেন তাতে নিজের সাথে সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও। কেননা, নফস মানুষের নিকটবর্তী।

এ প্রকারের বাক্সসমূহকে কিছু লোক কুরআনের তাফসীরের মনে করে। অর্থ সূক্ষ্মতা তা তাফসীরের নয়। সুফিয়ায়ে কেরামের কথায় এ উদ্ধৃত নয় যে, ‘কুরআন কারীমের অসল উদ্ভিজ্য এই। যে অধিক এবং তাফসীর প্রথম ঘরে বদলে তাকে আছে, তা উদ্ভিজ্য নয়।’ বরং তারা কুরআন কারীমের বাহিনী অর্থের উপর (যা তার অসল উৎস ঘরে প্রমাণিত) পরিপূর্ণ ভাবে ইমান রাখেন। এ কথাতে সীমার করে যে, কুরআন মাজিদের তাফসীরের তা তাই। কিন্তু তার সাথে সাথে নিজেদের ভাবনার রূপে উন্টিসুল়ু উলেখ করেন, যা তেজোদারের সময় তাদের মনে আসে এবং নেতৃত্ব বাছন ধরে যুদ্ধের অন্যান্য বিষয় বোঝান প্রমাণিত।

তাই উপরের আযাতে সুফিয়ায়ে কেরামের উদ্ভিজ্য এই নয় যে, কাফেরদের বিস্তৃত যুদ্ধের হ্রাস এক্ষেত্রে উদ্ভিজ্য বর্ধিত। বরং তাদের উদ্ভিজ্য হল কাফেরদের বিস্তৃত যুদ্ধের হ্রাস উদ্ভিজ্য। কিন্তু ঐ আযাত থেকেই মানুষের এ কথার চিত্তে কথা উচিত যে, তার সংখ্যাধিকে নিকটবর্তী অর্থাব্দ্য হল নফস ও প্রবৃত্তি, যে তাকে মন কাজে উৎসাহিত করে থাকে। কাজেই গাফেরদের বিস্তৃত যুদ্ধের সাথে সাথে নফসের বিস্তৃতিতে যুদ্ধ করা জরুরী।

(আর নফসের বিস্তৃতি মুহাহাদা করা জরুরী-এ কিছুটা চিত্তে প্রতী দৃশ্য আরও প্রমাণিত)

নিকটতম অতীতের সূর্পিশ্চ কুরআন ব্যাখ্যাকার আহমাদ মাহমুদ আলুসীর (রহ) তাফসীর এখানে সুফিয়ায়ে কেরামের উদ্ভিজ্য প্রকারের আলোচনা অধিক পরিবর্ত্তন পাওয়া যায়। সুফিয়ায়ে কেরামের এ প্রকৃতির উক্তিসমূহের উদ্ভিজ্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, “সূক্ষ্মতা থেকে কুরআন মাজিদের ব্যাখ্যা সংঘর্ষ বেশ বাহী বর্ণিত হয়েছে, তা যুক্তিযুক্ত সে সব সূক্ষ্ম বিষয়বিস্তারের প্রতি ইন্দিত, যা সালেকীনের অন্তরে উদ্ভুক্ত হয়। সে সব ইন্দিত এবং কুরআন কারীমের যাহীর
অস্থিরতা উদ্দেশ্য, অস্থিরতা উদ্দেশ্য, এতদূরের মাঝে সময়সাধন সম্পন্ন হয়। সুফিয়ায়ে কেরামের এ বিশ্বাস থাকে না যে যাহারা অস্থির উদ্দেশ্য নয়, বাৎসরিক অস্থির উদ্দেশ্য। কেননা, এই বিশ্বাস তো বাংলা মুলহিদদের (ধর্মগ্রহণীদের), যারা এ বিশ্বাস পূর্বে শরীরত অশ্বিনীকারের মাধ্যমে বানিয়েছে।

আমাদের সুফিদের এ আকারের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আর হবেই বা কিভাবে ? যেখানে সুফিয়ায়ে কেরাম এ মর্ম জোর তাপিদ দিয়েছেন যে, কুরআনুন্ন মাজিদের যাহেরী অফসারবাহী সর্ব প্রথম হাজি করতে হবে। (রুকন মাহানী : ৭/১)

সুফিয়ায়ে কেরামের এ প্রকার উদ্ধর্থ ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় বিষয়বলীর প্রতি যে তারা রাখা অস্থির ?

১. এ উক্তিকেলো কুরআনের তাফসীরের সারাসারি না করা, বরং এ বিশ্বাস রাখা যে, কুরআন মাজিদের অস্থির উদ্দেশ্য তা-ই, যা তাফসীরের অস্থির উৎস দ্বারা রূপ আসে। এবং এ উক্তিকেলো শুধুমাত্র তাত্ত্বিক সত্য যা প্রকাশ করে। যদি সেন্টাকে কুরআন কারিমের তাফসীরের মনে করা হয়, তাহলে এটা হবে সোমবারী। তাই তো আমরা দেখতে পাই, ইমাম আবু আবদুর রহমান সালামী হাকায়েকুত তাফসীরের নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

১২. এ প্রকারের উক্তিমূলের মধ্যে হতে থেকে ঐ উক্তিকেলেই সঠিক বল গণ্য করা হবে, যার কুরআন মাজিদের কোন আয়াতের যাহেরী অন্তর্গত বা শরীরতের কোন সর্বজ্ঞ স্বীকৃত উসূল তথা মূলনীতি বহন না হয়। আর যদি সে অন্যতম উক্তিমূলের নেপথ্য দীনী ইসলামের কোন স্বীকৃত মূলনীতি কিংবা বিধি-বিধানের বিকৃতচরণ করা হয়, তাহলে এটা হবে ইলিহাদ ও ধর্মগ্রহণ।

২. এ প্রকারের উক্তিমূলের মধ্যে হতে থেকে ঐ উক্তিকেলেই সঠিক বল গণ্য করা হবে, যার কুরআন মাজিদের কোন আয়াতের যাহেরী অন্তর্গত বা শরীরতের কোন সর্বজ্ঞ স্বীকৃত উসূল তথা মূলনীতি বহন না হয়। আর যদি সে সব উক্তিমূলের নেপথ্য দীনী ইসলামের কোন স্বীকৃত মূলনীতি কিংবা বিধি-বিধানের বিকৃতচরণ করা হয়, তাহলে এটা হবে ইলিহাদ ও ধর্মগ্রহণ।

৩. এ প্রকারের উক্তিমূলের মধ্যে হতে থেকে ঐ উক্তিকেলেই সঠিক বল গণ্য করা হবে, যার কুরআন মাজিদের কোন আয়াতের যাহেরী অন্তর্গত বা শরীরতের কোন সর্বজ্ঞ স্বীকৃত উসূল তথা মূলনীতি বহন না হয়। আর যদি কুরআন কারিমের কোন সর্বজ্ঞ কার্যকর করে কোন কথা বলা হয়, তাহলে এটা হবে ইলিহাদ ও রেখেই হবে।

৪. আর যদি 'বাংলারিয়া' নামে মুলহিদদের এক দল অতিবাহিত হয়েছে। তাদের দাবী ছিল, 'বাংলারিয়া' বাংলা কেরামাকারিমের যে অর্থ রূপে আসে মূলতঃ তা আরাহ তাআলার উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রত্যেক শাখার একটি বাংলার অর্থের প্রতি ইলিহাদ ছিল। সেটিই কুরআনের অস্থির তাফসীরের।’ এ রূপ আর্কীয়ের উমতের মধ্যে অন্যতম কুফরী ও ইলিহাদ। কারণে যে বাংলা সুফিয়ায়ে কেরামের কোন উদ্ধর্থ ব্যাপারে এ ধরনের বিশ্বাস রাখবে সে বাংলাী লক্ষ্য হবে।
যাহের বাতেন সম্পর্কিত কফরী আকীদার আরেক রূপ না অথবা সন্ধিক্ষণের উক্ত আকীদা-বিচারকে কিছু লোক এ শিরোনামেও প্রকাশ করে যাচাই যে, 'আসাদ উদ্দেশ্য হল আত্মিক সংশোধন। আমাদের অন্তর যখন পবিত্র, তখন কেন অসুমধ্য নেই। শরীযাতের বাহ্যিক বিদ্বেষিত পালন করা আমাদের জরুরী নয়।'

উক্ত আকীদাও সম্পূর্ণ কফরী ও ধর্মদ্রোহিতা। এটা ইবাদত, লেনদেন, রাজনীতি ও আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত বিধানাবলীকে অধিকার করার নামতের। আর এ বিষয়ে জানা যে, ওই কিছু অংশ মানা আর কিছু অংশ না মানা, কফরী ছাড়া আর কিছুই নয়। আল্লাহ তাখলাই ইরশাদ করেন:

"তবে কি তোমার গ্রেন্থের কিয়দাশ বিচার কর আপনি কিয়দাশ অবিচার কর। যারা এসব করে, পাসর্ক জীবনে দূষিত ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেওয়া হবে। আল্লাহ তাখলাতোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন হবে।" – সূরা বাকারা: ৮৫

নয়ন রাখতে হবে যে, শরীযাতে অন্ত-প্রান্ত সম্পর্কিত বিধানাবলী (যাকে সাধারণতঃ যাহের শরীযাত বলা হয়) তাও স্বাভাবিক পালন করতে হবে। যাহের শরীযাতের উপর আমল করা বাতিত, আকীদা ও আমের ইসলাম বাতিতেকে মুখে খুঁদে দাবী করা যে, আমার অন্তর পবিত্র, এটি ভাব মিথ্যা কথা হবে। কেননা, তার অন্তর যদি পবিত্রই হত তাহলে তে অবশ্যই শরীযাতের সকল হৃদয় আর অর্জনের অনুসরণ করত।

হাদিস শরীরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেন:

"আলা ইন হাসাদ মুহম্মদ ইফুল সলাম ইফুল সালেহ ক্যাম যে রাহে ক্যাম। ফাসড লাজল ক্যাম, আলা রাহুল ক্যাম।"
সতত্রাং, যদি তার অন্তর পরিবর্তন হত, নিঃসন্ত হত, তাহলে সে তার বাহিক অনু-প্রতাপ সশস্ত্র শরীরী বিধি-বিধানের অনুসারী হত। আসল কথা হল, অন্তরের বিশ্বাস থেকে তোমাদের পক্ষে শোনা, তাই তার ইসলাম ও সংশোধনের দাবী করা সহজ। এই বাহানায় শরীরের বিধি-বিধান হতে রেখে থাকায় তাদের আসল উদ্দেশ্য। অতএব তাদের অন্তর পরিবর্তন কি-না, তাদের সাথে আমাদের এ বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই। সেজু কথা হল শরীরের কতিপয় বিধি-বিধান রয়েছে অন্য-প্রতাপ সশস্ত্র, যাকে যাহের শরীর বলা হয়, আর কিছু বিধিবিন্যাসী আছে অন্তর সশস্ত্র, যাকে বাতেন শরীর বলা হয়। কেন বােদি শরীরের উপর ঈমান এনেছে, এ কথা তখনই বলা যাবে, যখন সে শরীরের উভয় প্রকার বিধি-বিধানের উপর ঈমান রাখারে। এক মানুষকে শরীরের অনুসারী তখনই বলা হবে, যখন সে উভয় প্রকার বিধি-বিধান পুরস্কার ঘটাবে অনুসরণ করবে।

সতত্রাং, যদি তোমার অন্তর পরিবর্তন হয়ে থাকে, তবুও মুসলিম হওয়ার জন্য যাদের শরীরে আহ্মদ তোমাকে মানতেই হবে। তাদের তোমার অবস্থা হবে ঈমানীদের ন্যায়, যাদের বালাহে আহ্মদ তাদের উদ্দেশ্যকে বোঝানো যাবে।

অফাইমিনকে প্যাচ কিং কিং আর কিং সখের আলায়। তোমাদের আনাগতির উদ্দেশ্যকে বোঝানো যাবে আর কিং সখের আলায়।

“তোমাকে কি গ্রহণের কিংড়াপশ বিশ্বাস কর আর কিংড়াপশ বিশ্বাস কর! যারা এরকম করে পার্থিব জীবনে দৃষ্টিবিতাত ছাড়া তাদের আর কেন পথ নেই। আর কিংএমের দিন তাদেরকে কথার শান্তির দিকে সৌজ্ঞে দেওয়া হবে। আলাহ তাআলা তোমাদের কাজ কর্ম সম্পর্কে কে-খবর নন।” — সুরা বাকারা ৮৫

৪. সিনা বসিনা বা শরীরে মিরাজের নবই হাজার কালাম

বাদলী ও মরহীন সূভীদের বিকৃতির অন্ত সিনা বসিনা (আরবীতে ‘সরাসরি আন সরাসরি’) একটি ইসলামি পরিবাত্যা ছিল। এ পরিবাত্যা হোক্রাটের একটি বিশেষ অর্থ ছিল। আজ তা হ্যা পবিত্তের কথা যে অর্থে বাবত হয়। সিনা পরিমার্যানে ইসলামে দীন চলে আসার অর্থ হচ্ছে পরবর্তী পূর্ববাসীদের সংস্থে থেকে সরাসরি ইসলামে দীন অর্জন করছেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে সরাসরিতে ইসলাম দীন হাজিলে কিং সথায়রের মাধ্যম কম ছিলো উপাদ পূর্ববাসীদের কিছু যা কিছু পড়ানো, প্রতিষ্ঠান ও তাদেরকে দেখে দীন বঙ্গ ধারণ করতেন, তাই নিজ শাগরিদদেরকে পড়ানো, প্রতিষ্ঠান ও তাদেরকে দেখাতেন। যেমন কুরআনের মাধ্যমে যে দীন চলে সংরক্ষণ করত। যেমন কুরআনের হাফেজান যে দীন চলে কুরআনের মজুদী হেফৌফত করছেন।
১৮২

তাসাওউফ ৪ তথ্য ও পর্যালোচনা

পরবর্তী যুগে যখন ইলম সংকলিত হল এবং সিনায় চলে আসা প্রত্যক্ষ ইলম যমে সিনাডিওরাই কিভাবে লেখেছিলেন, তখনও শুধু কিভাবের উপর তারা করা হত না, বরং কিভাবে মাধ্যম বানিয়ে সামান্যা সামানী ইলমে ধীন শিক্ষাগৃহ, শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা অবাহত ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এতে কারো সোহরত থেকে সরাসরি উত্তাদ হতে ইলমে ধীন শিক্ষা করার জন্য সিনা বসিনা শন্দে বাস্তক করা হয়।

কিন্তু বেদীন সূফীরা শরীয়ত পরিপূর্ণ আকারে বিষয়া এবং আমল ও মাত্র শরীয়ত প্রচার-প্রসার করতে গিয়ে সাধারণ মুসলমানদের অভিযোগ থেকে বাচার জন্য এ মূল্যবান ইলমে পরিবর্তাস্তিকে হাতিয়ার বানিয়েছে। ফলে তারা যখন শরীয়ত বিরোধী কোন কিছু চালু করতে যায়, তখন যদি তাদের কাছে শরীয়তের উৎস-কুরআন, হাদিসসি ও ফিকহের দলীল পেশ করা হয়, তখন তারা নির্ধারণ বলে উঠে, এতে তোমরা কিভাব থেকে বলেছ, আমরা তো সিনা বসিনা পেয়েছি এরপ্রকার করা জায়ে।

শুধু মুসলমানদের নিকটই নয় যখন সামানী জ্ঞান সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তির নিকটও এরপ্রকার কথার যে কোন মুলাহে নেই, তা অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু আমি এখানে কেবলমাত্র এই কঠোর বলছি যে, এরপ্রকার যা বললে, তারা শরীয়ত তথ্য কুরআন-হাদিসের বিবেচনাতে কাজে ইসলাম থেকে বহির্ভূত একটি দল। এরা এমন এক দল যে, নিজেরাই ইসলামের পরিধি হতে রেয়ে হতে চায়। কিন্তু ইসলামী শাসনের তলায়ের ভয়ে, পার্থিব বিভিন্ন ধারের কারণে এ সব নানা প্রকার নির্ধারণ কথার আদালে শীঘ্র কুফকুফে নিজেরাই আরাম পেও বলতে চায়।

যাহোক, তাদের উক্ত উক্তি একেবারে ভিত্তিতীন্ত্র ও অবৈতন। কেননা, সিনা তথ্য বক্তো কোন কালানিক কিছু নয়, যদিও সে সিনা কোন না কোন মানুষেরই হবে। আর তাদের বলতেও চায় যে, তাদের এ সব বাজে ও অলিক উত্তরসূচী একজনের সিনা হতে অন্য জনের সিনা পরিপ্রেক্ষ্যে চলে আসে।

এখন প্রশ্ন হল, সে সিনাধিকৃত লোকগুলো করা। তারা কি আলালাহ গুলী না? কিন্তু শয়তানের গুলী না? না নিজেরা মানবানুরূপী শয়তান?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, এ সব কথা সিনা পরিপ্রেক্ষ্যে কিভাবে চলে এসেছে? সে সব মানুষের জিহাব ও তাদের মাধ্যমে? না কি ঈশ্বরের তেজে?

যাহোক, যদিও তাদের কথা অনুযায়ী সে সিনাধিকৃত লোকগুলো গুলী হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের এসব উক্তির জন্যে দোষাতে হবে রাসূলুল্লাহ সালারাছ আলাইহি

১. - মুসাফাকার (আলালা শায়তান রহীম) : ১/৬২-৮৮
হযরত মাওলানা খাননী (বহু) খুবই সুন্দর কথা বলেছিলেন, “যদি এরূপ ভিতরহীন দায়িত্ব সুয়েগ দেওয়া হয়, তাহলে সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি বলতে পারে, মিয়া! কিন্তু তো লেখা আছে হাতেম তাই বড় দায়িত্ব ছিলেন, কিন্তু এটা পুষ্টিগত ইলসম। আর আমার কাছে কৃষ্ণন্দর নিকট থেকে এ গোপন তথ্য সিনা পরমপ্রায় পৌঁছেছে যে, হাতেম তাই বড় কৃপণ ব্যক্তি ছিলন। তবে সাবধান! এ কথা কারো নিকট প্রকাশ করো না। অনায়ার কাঠ মোরারা তোমাকে মিথ্যাক বলবে।

অন্যান্য ভাবে যা ইচ্ছা তাই সিনা পরমপ্রায় চলে আসছে বলে চালিয়ে দাও। দেখ আর কি বাকী থাকে।”-তালীমুদ্রীন : ১৫৪

শেষ কথা হল, ‘সিনা বসিনা’ বলতে যদি আলরহা তাঁর আলাদা ওলীদের সিনা বুঝানো তাদের উদেশ্য হয়, তাহলে ‘সিনা বসিনা’-এর সঠিক অর্থ (যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) হিসেবে আল্লাহর ওলীদের যে সব আমল ও বাগীয়সমূহ আমাদের কাছে পৌঁছেছে সেগুলোর সারাংশ হল শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণ-অনুকরণ, এর বাইরে কিছু নয়। এ সংক্রান্ত তাদের কতিপয় বাণী ১৬১-১৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

নবাই হাজারার কালাম

সে সব বেধীন সুফীর মধ্যে একদল গাফেল সুফী রয়েছে। তারা ‘সিনা বসিনা’-এর অংশ চালাতে গিয়ে দিবাকোদে পুকুর চুরি করেছে। তারা বলে ‘রাসূলুল্লাহ সারালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম সে’রাজ রঞ্জনিতে নবাই হাজারার কালাম (বাণী) লাভ করেছিলেন। উলামায়ে কেরাম কেবল মাত্র তিনি হাজারা কালাম জনন। অবশিষ্ট যাত হাজারেই এসব সুফী ফকীর ও দরবেশের নিকট রয়েছে, যা তারা সিনা পরমপ্রায় লাভ করেছে।

রাসূলুল্লাহ সারালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম একমাত্র হযরত আলী (রাশিদ) কে পোপনে সে যাত হাজারার কালাম প্রকাশ দিয়েছিলেন। আর হযরত আলী (রাশিদ) হতে সিনা পরমপ্রায় এ ফকীরদের নিকট তা পৌঁছেছে। এদিকে উলামায়ে কেরাম
যেহেতু এসব কালাম জানেন না, তাই তাঁরা কিছু দেখেন এবং অর্থ বিক্ষিপ্ত করে বলেন।

উক্ত দায়িত্বের অসাধারণতাও দিবালোকের নয় স্পষ্ট:

প্রথমতঃ এতে আল্লাহ তাআলার উপর মিথ্যারোপ করা হয় যে, তিনি মানুষকে দুর্লভকার শুভিয়ত দিয়েছেন। একটি হল ত্রিশ হাজার কালাম বিশিষ্ট শুভিয়ত। অন্যটি হল যাতে হাজার কালাম বিশিষ্ট এবং উভয় শুভিয়ত পরম্পর বিরোধী। এক শুভিয়তে একটি বস্তু হলাল, অন্য শুভিয়তে সে একই বস্তু হারাম।

এরপ পরম্পর বিরোধী কাজ কোন সৃষ্টিজনক বেলায় নির্দিষ্ট। সেই দিকে তারা সৃষ্টিকরণ আল্লাহ রাক্সুল আলামীনের শাসনে চালিয়ে দিয়েছে। এর ফলে তারা সৃষ্টির সর্ব প্রথম করন-ইসমাইল বিশ্বাস তথা আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাসের গতি হতে বের হয়ে গেছে।

ফ্রিহান্স লেলাহ সিরাজুদ্দৌলাহ আলাইহিই ওয়াসালামের উপরও মিথ্যারোপ করা হয়। তাঁর উপর এ অপবাদ আসে যে, তিনি ধীরের অধিকাংশ মৌলিক কথা-�া সর্বজনীন মুসলিমদের জানা জরুরী ছিল, তা যথাযথ প্রচারনায়।

ওধু একজনকে কানে-কানে বলে গেছেন। আর অন্যদেরকে তাঁর বিপরীত বলে গেছেন। রাসূলুল্লাহ সালাহার আলাইহি ওয়াসালামের ব্যাপারে যে ব্যক্তির এরপ ধারণা খালে, তার যে রাসূলের প্রতি ইমান নেই, তা কলাই বাল্য।

তৃতীয়তঃ মেরাজ রজনীর নিষ্পিত-ফলক কুরআন-হাসাসিদ এবং নির্দেশ সীমিত ও ইহুদীর কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। সে সবের কোথাও এরপ কথা উল্লেখ নেই।

চতুর্থতঃ এই আকাঙ্ক্ষা রাখে যে, 'রাসূলুল্লাহ সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম হযরত আলাইহি (রাহ) কে ধীরের বিশেষ বিশেষ এমন কথা গোপন বলে গেছেন যা অন্যদেরকে বলে যাননি।' মূলতঃ এরপ আকাঙ্ক্ষা! সাবায়ি (যারা উমীরের একমাত্র কাফের) চর্চার ছিল। হযরত আলাইহি (রাহ)-এর যুগে এ চর্চার উক্ত আকাঙ্ক্ষা প্রচার করলে তখনই অন্যায় লোকেরা সরাসরি হযরত আলাইহি (রাহ)-এর কাছে তুষ্ট করেন। তিনি সুমধুর ভাষায় তা অবহেলা করেন। এসময়কে সৌন্দর্য অসংখ্য রেওয়ায়াত বিদ্যমান আছে। এখানে একটি মান রেওয়ায়াত উল্লেখ করা হল:

“এক ব্যক্তি হযরত আলাইহি (রাহ)কে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ সালাহার আলাইহি ওয়াসালাম কি মানুষের অগোচরে আপনাকে গোপনে কিছু বলে গেছে, হযরত আলাইহি (রাহ) এ কথা হন রাগারগিত হয়ে গেলেন এবং মুখমন্ডল লাল হয়ে গেল। অতঃপর বললেন।
যে কোনো পুরুষের মৃত্যুর পরে পত্রকর্তা রাখে তার সীমারেখা অপূর্ব হয়ে থাকে না। একজন মুসলমানের মৃত্যুর পরে তার সীমারেখা অপূর্ব হয়ে থাকে না। একজন মুসলমানের মৃত্যুর পরে তার সীমারেখা অপূর্ব হয়ে থাকে না।
হাজরত সকল সৃষ্টির চাইতে বেশী হতে হবে। তাঁর মহবর্ত, অনুসরণ-অনুকরণ ও শ্রদ্ধা-সম্মান ব্যতীত কোন ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। যে সব কার্যকলাপে তিনি সামাজিকতমও কষ্ট পান তা সম্পূর্ণভাবে পরিভাষিত করা, তাঁর সাথে সামাজিক বৈদমূলক কোন আচরণের কল্পনা হতেও বেঁচে থাকা, কুরআন হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত তাঁর সকল শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান এবং সেগুলো বর্ণনা করা প্রতিটি মুমিনের সর্বপ্রথম ঈমানী দায়িত্ব।

আভিযা আলাইহিমূস সালামের পর রিজালুলাহার তালিকার শীর্ষে রয়েছেন সাহাবায়ে কেরাম রিয়োয়ানুল্লাহি তা’আলা আলাইহিম আজমাইন। তাদেরকে, তাবেস্ন, তাবে তাবেস্ন ও আইমায়ে জীবনকে সম্মান করা। সর্বাপেক্ষা মুরাদানুসারে সর্ব মুগের উলামা-মাহালের, নেককার ধীরনার বক্তব্যগুলিতে ভক্তি শ্রদ্ধা করা, তাদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করার জোর তাঁদের শরীয়ত প্রদান করেছে।

তবে এটিকে করিয়ে শরীয়ত ক্ষত্তা হয়নি, বরং রিজালুলাহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার নামে যাতে শিক্ষক দ্বারা উন্মুক্ত না হয়, সেদিকে শরীয়ত সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

তাই এমন সকল কার্যকলাপ শরীয়ত কঠোরভাবে নিশেষ করেছে-যা দ্বারা ভক্তি শ্রদ্ধার নামে তাদেরকে আলাহার সাথে শরীয়ত করা বুধায় অথবা শিক্ষকের গন্ধ আসে।

শরীয়ত ভক্তি শ্রদ্ধাকে তার সীমা পর্যন্ত সীমিত রাখাকে জরুরী সাবাবত করেছে।

ভক্তি শ্রদ্ধাকে ইবাদত পরিনত করা বা ইবাদত সাদৃশ্য করাকে বৈধ রাখেনি। সাথে সাথে এমন সকল কার্যকলাপের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে, যেগুলো দৃশ্যতা বা মুখের দাবিতে তো রিজালুলাহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা রিজালুলাহার মারুদ এবং আমাদের সকলের একমাত্র মারুদ আলাহার রাবুল আলামীনের শান ধৃষ্টতা ও বেজাব্দী।

রিজালুলাহার শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্বোচ্চ ভক্তিত্ব হলো মুহাম্মদের মুক্ত্তা সালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা হতে বহ বহ গুল্মে উঠে। তাই তাঁর প্রতি ভক্তিও শ্রদ্ধার অধিকারও অন্যাঙ্কের তুলনায় অনেক অনেক শীর্ষ। কিন্তু তাঁর পরার তাঁর নিজের ব্যাপারে ভক্তি শ্রদ্ধা সম্পর্কিত এমন কোন কাজ বা কথা বলার মোটেও অনুমতি দিতেন না, যদুরাদ (নাউহিবিল্লাহ) আলাহ তাআলার বৈশিষ্টলীর সামাজিকতম অংশিদারতি বুঝা যায় অর্থাৎ যার মধ্যে রাসূলের ইবাদতের সামাজিকতম গন্ধ আসে। এমনকি সম্পূর্ণ সত্য ও বান্ধব প্রশংসার বোঝা যে এ অশার্ত ছিল যে, হয়ত ভিন্ন প্রশংসায়ার এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা করেছে, সেখানেও তাঁর কাৰ্যে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন।

মনোমোগ সহকারে নিমিত্ত হাদিসগুলো বার বার অধ্যয়ন করুন।
"হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলের সালাহ আলাইহি ওয়াসালামের সাথে কথোপকথনের মাঝখানে বলে উঠলেন: মাশাই আলাইহিদ্বারা ও ইহুদিদ্বারা (রা) আলাইহি ওয়াসালাম তার সালাহের সমক্ষ বাণিজ্য বললেন, তুমি আমাকে আলাহ দের সালাহও বল।" — মুসনদে আহমদ ৪: হাদিস ৩২৩৭, ১৮৪২

'হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলের সালা আলাইহি ওয়াসালাম তার সালাহের সমক্ষ বাণিজ্য বললেন, তুমি আমাকে আলাহ দের সালাহও বল।" — মুসনদে আহমদ ৪: হাদিস ৩২৩৭, ১৮৪২

'হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলের সালা আলাইহি ওয়াসালাম তার সালাহের সমক্ষ বাণিজ্য বললেন, তুমি আমাকে আলাহ দের সালাহও বল।" — মুসনদে আহমদ ৪: হাদিস ৩২৩৭, ১৮৪২

'হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলের সালা আলাইহি ওয়াসালাম তার সালাহের সমক্ষ বাণিজ্য বললেন, তুমি আমাকে আলাহ দের সালাহও বল।" — মুসনদে আহমদ ৪: হাদিস ৩২৩৭, ১৮৪২
তাহাও উক্তি: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

শন্ত হয়ে এসে যায়। কেননা, একজন মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার বন্ধা হওয়ার চাইতে উচু মর্যাদা এবং রিসালতের (রাসূল হওয়া) পদের উর্ধে কোনো পদ নেই। অন্য সকল পদ মর্যাদার তার নিচে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাস্তামের আবদিতা তথা দাসত্বের মান সকল মাখলুকের উর্ধে। এমনিতে রিসালতের কেনও তিনি সকল নবী ও রাসূলের সরদার।

তবে মনে রাখতে হবে, কেউ রাসূল হওয়ার পরও আল্লাহর বান্ধব থাকে।
একজন মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার দাসত্বের গতিতে থেকেই উচু হতে উচু মর্যাদা অর্জন করাই গৌরবের কথা। কেউ রাসূল হলে মাবুদ (উপাসনা) হবে যায় না। অথবা মাবুদের কোনো বিশেষ গুণ তার মাঝে স্বীকৃতি হয় না। প্রতিটি মুমিনের জন্য এক-এক আল্লাহ-বিশ্বাস রাশ অপরিহার্য। ইমানে প্রবেশের জন্যে এ অর্থবোধক নিশ্চিত করিয়া রয়েছে।

মুহাম্মাদ আলী খান

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ বাইতে তার কোনো মাবুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাস্তাম তার বন্ধা ও রাসূল' এত্যক্ষ মুসলমান দৈনিক কমপক্ষে বিশ বার এ কথাগুলোই নামাজের তাশাহুদের পড়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাস্তাম বীরের উর্ধের সত্তরতাকুটক সাদাকণ করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা খৃষ্টানদের পদাঞ্চল অনুসরণ করুন না। আমার প্রশংসায় বাড়ায়ন করে তাদের নায় অবস্থাতি কিছু বলুন না। যে মনে তারা ঈসা ইবনে মায়াম (আঃ) কে তিনির এক বোধ, বোধার পূর্ব, বং তিনিই একমাত্র বোধ' বলেছিল। নাউমবিনগ্রাহ।

যদি কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাস্তামের ব্যাপারে এ ধরনের বাড়ায়নের পড় বেহে নেয়, তাহলে সে ঐ তাওফিককেই বিনিময় করে দিল যে তাওফিক, একত্রী এবং তার সমস্ত বিষয়কী প্রতিষ্ঠা লঘুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাস্তাম এবং অন্যান্য আমিয়া আলাইহিমুস সালামের অবিবাহী ঘটেছিল।

যদি কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাস্তামের ব্যাপারে এ ধরনের বাড়ায়নের পড় বেহে নেয়, তাহলে সে ঐ তাওফিককেই বিনিময় করে দিল যে তাওফিক, একত্রী এবং তার সমস্ত বিষয়কী প্রতিষ্ঠা লঘুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাস্তাম এবং অন্যান্য আমিয়া আলাইহিমুস সালামের অবিবাহী ঘটেছিল।

বিভিন্ন তালিকায় অন্য মুল্যায়ন ও প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে, কোনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাস্তামের ব্যাপারে এ ধরনের বাড়ায়নের পড় বেহে নেয়।
আল্লাহ ইবনে শিরিখীর (রাছ) বলেন, আমি বলি আমারের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হার আলাইহি ওয়াসালামের বিদমতে উপস্থিত হলাম। আমরা তাকে সরাহন করে বললাম, আপনি আমাদের সাহিদ তথা মুনীব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হার আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করলেন, মুনীব তো একবাক্য আরাহ তাআলা। আমরা আরাহ করলাম, আপনি আমাদের মাঝে সরবান্তি মর্যাদাবান ও সরবান্তি বাক্য।

এতদাখলে তিনি ইরশাদ করলেন: হা, এতটুকু বলতে পার অর্থাৎ এর চাইতে আরো কম। তবে সাবধান থেকে, যত্নবান যেন তোমাদেরকে এ ব্যাপারে এতটুকু ধৃষ্ট না বানিয়ে ফেলে (যে তোমরা প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করুন কর)।

-সুনামে আবু দাউদঃ ২/৬৬২, হাদীস ৪৭৯৬

‘সাহিদ’ শব্দের দুটি অর্থ আছে, ১. প্রভূত সরদার, ব্যর্থসম্পূর্ণ, ও পরাক্রমশালী। তিনি কারো শাসিত নন, যা ইচ্ছা তাই করেন। এ অর্থ হিসেবে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউই সায়িদ নন।

২. ইহকাল বা পরকালে যে অন্যের তুলনায় বড় এবং যার কথা মানা করা হয়। এ অর্থ হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হার আলাইহি ওয়াসালাম সমগ্র জাহানের সরদার। হাদীস শরীফে আছে, 'আমি সীমা লাগাতে নাই। আমি সমস্ত বলি আমদের সরদার, (আল্লাহ তাআলা শোকরিয়া) পর্বত করে বলছি না।' (সাহিহ উমারী ও মুসলিম)

আল্লাহ তাআলারই নিদর্শে তিনি একাই অনুসারণীয় অনুকরণীয় রাসূল ও সরদার। বলি আমারের প্রতিনিধি দল সরদারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হার আলাইহি ওয়াসালাম তাদেরকে মূল জিনিসের ব্যাপারে এমন সতর্ক করেছেন যে, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্হার আলাইহি ওয়াসালামের নির্দেশ ধারায় সান্তাহ তাদের প্রথম অর্থ হিসেবে সায়িদ না বলে হয়।

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا محمد، يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الناس عليكم بتفاوكل، ولا يستهينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله، عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه أحمد في «مسنده» برقم ١٤١٢٥٠، وإسناده صحيح على شرط مسلم. ورواه النسائي أيضاً في «عمل اليوم والليلة» كما في «محفة الأشراف» للمزية ١٣٠.
হয়রত আনাস (রায়ি) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সালারাহু আলাইহি ওয়াসালারাহু সমূহের করণ করে বললেন হো মুহাম্মদ! হে আমাদের সরদার! হে আমাদের সরদারের ছেলে! হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি! হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তির ছেলে! একথা তখন রাসূলুল্লাহ সালারাহু আলাইহি ওয়াসালারাহু ইরশাদ করলেন হে লোক সকল! তোমরা তাও অবলম্বন কর (আলাহরকে ত্য কর)। শয়তান যখন তোমাদেরকে পথ ভুত না করতে পারে। আমি আলাহর ছেলে মুহাম্মদ। আমি আলাহর বান্দা ও তার রাসূল। আলাহর কসম। আমি পছন্দ করি না যে, তোমার আমাকে ঐ মর্যাদা ও স্নানের উপর উন্নতে, যে মর্যাদা ও স্নানে আলাহর তা'আলা আমাকে সমাজস করেছেন।'—মুসনাদে আহমদ : হাদিস ১২১৪।

রাসূল কারীম সালারাহু আলাইহি ওয়াসালারাহু অবশ্যই সর্বোত্তম মানব, সমস্ত আদম সম্পন্নদের সরদার। কিন্তু এই ব্যক্তির বক্তব্যের ধারা বাড়ায়াবাড়ির অংশ ছিল, তাই তিনি সাথে সাথেই সতর্ক করে দেন।


"হয়রত মুহাম্মদ ইবনে জাবাল (রায়ি) হতে বর্ণিত, তিনি শাম (সিরিয়া) গেলে সেখানকার খৃষ্টীয় অধিবাসী কর্তৃক গোপ ও পাড়ীদেরকে সিজ্জা করতে দেখেছিলেন। হয়রত মুহাম্মদ (রায়ি) বললেন, আমি তাদেরকে বললাম হে তোমরা কেন এমন করতে তারা উন্নত বলল, এটা তো আমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অধিবাদন (সমান ও ভত্তি প্রকাশের মাধ্যম) ছিল। আমি (মুহাম্মদ) বললাম হে তাহলে আমরা বীয় নবীকে এ প্রকারের ভত্তি প্রকাশের অধিক অধিকার রাখি (সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তন করার পর হয়রত মুহাম্মদ (রায়ি) রাসূলুল্লাহ সালারাহু আলাইহি ওয়াসালারাহু নিকট তাকে সিজ্জা করার অনুমতি চাইলে) তিনি ইরশাদ করলেন হে এরা (সৃষ্টিতে) বীয় নবীদের উপর মিষ্ট্রানো করেছে (যে, তাদের অধিবাদন সিজ্জা ছিল)। নেমন ওয়া নিজেদের আসামানি কিভাবে বিকৃতি সাধন করেছে। নিষ্ঠুর আলাহর তা'আলা তাদের মনগড় অধিবাদনের চাইতে অতি উত্তম অধিবাদন-সালাম আমাদেরকে দান করেছেন। এ সালাম জনাতাবাসীদের অধিবাদন।'—মুসনাদে আহমদ : হাদিস ১৮৯১, ১৮৯১৪
২৮৫. তাহাও আনা, যে তাহারা আলাইহি ওয়াসালামের উম্মে হারমান ও অসামান্য মাঝে ছিল, এমতাবস্থায় একটি উত্তর এসে তাঁকে সজ্জিত করল। তা দেখে তাঁর সাহাবীরা বললেন, ‘হে আলাইহি ওয়াসালাম! গাছার পাঁচ ও পত্তায় পুর্ক অআনাকে সজ্জিত করে। কাজেই আমরা আপনাকে সজ্জিত করার অধিক হুক রাখি।’ তিনি ইরশাদ করলেন: (না) তখনও বীর প্রশংসা ইবদত কর এবং সমালের ভাইয়ের সমন কর। যদি আমি কাউকে (অভিবাদন সূত্র) সজ্জিত করার অনুমতি প্রদান করতাম, তাহলে বীর কর্তৃক রামারে সজ্জিত করার অনুমতি প্রদান করতাম।’ –মুসনদ আহমদ: হ্যায়ীস ২৩৯৫০

সজ্জিতের উপযুক্ত সেই যে ইবদতের উপযুক্ত। তিনি একমাত্র আলাইহি ওয়াসালাম আলামীন। তিনি সকলের সূচকতা পালিত ও বিবিধতা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্হাইউম্মাদ্বারা মূসার সজ্জিত সমন্ত সূচীজৈবের মধ্যে সার্বিকভাবে বেশী সমান ও মর্যাদার পায়। তার অনুসরণ অনুকরণ সম্প্রতি সূচীজৈবের জন্যে ফরম। তবে যাই হোক, তিনি সৃষ্টি, ত্রুটি নেন আবদ তথা দাস, মাবুদ (উপাসক) নেন। এজন্যে তিনি নিজেকে অভিবাদন সূত্রপলে সজ্জিত করার অনুমতি দেননি। কেননা, ইবদতের সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে।

বিষয়টিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্হাইউম্মাদ্বারা আলাইহি ওয়াসালাম অন্য হাদিসে এভাবে বলেছেন?

লা যাহো আলাইহি ওয়াসালাম লে সজ্জিত। তাহারা যাহা আলাইহি ওয়াসালাম সজ্জিত করে তাহারা সজ্জিত করে এবং সঙ্গে তাহার সজ্জিত করে তাহারা সজ্জিত করে। কেননা, তাহার সাহায্যের অধিকার রয়েছে অনেক।’

–মুসনদ আহমদ: হ্যায়ীস ২৩৯৫০
আসাফকে তত্ত্ব ও পরিভাষচনা

আলীহাম সালামার আলাইহি ওয়াসালাম পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাস সম্পর্কে অঙ্কিত ছিলেন। যে সকল নবী-রাসূল, পীর-মাদারেখ, আলেম-উলামা ও নেকার ব্যক্তিরা তাদের প্রতিভা তাগ তিলিকা দিয়ে গেছে এবং শিক্ষকের স্নাতকোত্তরী জীবন উৎসর্গ করেছেন-তাদেরই উর্ম্ম ও ভক্তরা ইতেমকের পর ভোজনের করকে সিজাদায়ল এবং মারুদ বানিয়ে নিয়েছে। এ জন্যে তিনি স্মালশমেই সত্কর করে দিয়েছে এবং মৃন্য পরবর্তী কালীন নির্দেশ যাজীরী করতে পিশে ইরশাদ করেন。

আলীহাম মানি ছিল, পূর্ববর্তী করকে সিজাদায়ল বানিয়েছে। সাবধান! তোমরা করকে সিজাদায়ল বানিয়েই না। আমি তোমাদেরকে তা হতে বারণ করছি।” – সেহে মুসলিম : ৬/২০১

রাসূলুলাহ সালামার আলাইহি ওয়াসালাম মৃত্যুর ঘটনায় ওফারের পূর্ব মৃত্রু ও আলাইহর দরবারে এই দৃষ্ট করেছেন:

الله‌م لاقجمع قبري ونبا بعيد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أبنائهم

مساجد. رووا مالك في المروة 10 مرسلاً، في كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة.

رووا بنحره أحمد في "مسندة" 246: 272 رقم 1211 من حديث أبي هريرة رضي الله

عنده، وإسناده حسن.

"هنا أهل! أغاز كركره ضريبة الأحياء نازح الدن تباني نا! أغاز كركره ضريبة الأحياء نازح تباني نا! أغاز كركره ضريبة الأحياء نازح تباني نا!

الله‌م لاقجمع قبري ونبا بعيد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أبنائهم

مساجد. رووا مالك في المروة 10 مرسلاً، في كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة.

رووا بنحره أحمد في "مسندة" 246: 272 رقم 1211 من حديث أبي هريرة رضي الله

عنده، وإسناده حسن.

"هنا أهل! أغاز كركره ضريبة الأحياء نازح الدن تباني نا! أغاز كركره ضريبة الأحياء نازح تباني نا! أغاز كركره ضريبة الأحياء نازح تباني نا!

الله‌م لاقجمع قبري ونبا بعيد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أبنائهم

مساجد. رووا مالك في المروة 10 مرسلاً، في كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة.

رووا بنحره أحمد في "مسندة" 246: 272 رقم 1211 من حديث أبي هريرة رضي الله

عنده، وإسناده حسن.

"هنا أهل! أغاز كركره ضريبة الأحياء نازح الدن تباني نا! أغاز كركره ضريبة الأحياء نازح تباني نا! أغاز كركره ضريبة الأحياء نازح تباني نا!

الله‌م لاقجمع قبري ونبا بعيد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أبنائهم

مساجد. رووا مالك في المروة 10 مرسلاً، في كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة.

رووا بنحره أحمد في "مسندة" 246: 272 رقم 1211 من حديث أبي هريرة رضي الله

عنده، وإسناده حسن.

"هنا أهل! أغاز كركره ضريبة الأحياء نازح الدن تباني نا! أغاز كركره ضريبة الأحياء نازح تباني نا! أغاز كركره ضريبة الأحياء نازح تباني نا!

الله‌م لاقجمع قبري ونبا بعيد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أبنائهم

مساجد. رووا مالك في المروة 10 مرسلاً، في كتاب الصلاة، باب جامع الصلاة.

رووا بنحره أحمد في "مسندة" 246: 272 رقم 1211 من حديث أبي هريرة رضي الله

عنده، وإسناده حسن.
পীর-মুরীদীর আমতার তাওহীদের মূলোৎপত্তিন ও শিরকের প্রচার

আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন, তাওহীদের (একতৃত্বাদের) বিশ্বাস এবং সর্ব প্রকার শিরক থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমানের সর্বপ্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ফরম। একজন মানুষ পীর-মুরীদীর পথে আসার অর্থ এই যে, তার আকীদা, আমল, লেনদেন, আদর, আখলাকে যাহারা (বাহিক চরিত্র) সব কিছুই সংশোধন হয়ে গেছে। এখন আরেক তুর্কুর উপরে আখলাকে বাতেনার (অভ্যন্তরীণ চরিত্র) সংশোধন করছে, যার দিকে সাধারণতঃ মানুষের দৃষ্টি যায় না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বহু লেবাসধারী পীর এবং তাদের জাহান মুরীদীর পীর-মুরীদীর মাধ্যমে ইমামের সর্বশ্রম ও গুরুত্বপূর্ণ ফরম-আকীদা বিশ্বাসের সংশোধনকে পদদলিত করে চলছে। আকীদা বিশ্বাসের প্রথম ও জরুরী বিষয় একতৃত্বাদের মূলোৎপত্তি করতঃ তদন্তে শিরকের বিষয় ও প্রচার-প্রাঙ্ককে নিয়ন্ত্রিত করা বানিয়ে নিয়েছে। অথচ:

"আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আকীদা-বিশ্বাস এবং আল্লাহ ও বাদার পারাপারাকের সংশোধন এবং এককমাত্র মানুষ আল্লাহ তাআলার ইবাদতের দাওয়াত-আহবানই ছিল নবিগণের প্রথম কাজ। সর্বমুখে সকল পরিবেশ পরিহিততে অধিরাজ (আঃ)-এর উন্নত দাওয়াতই ছিল প্রথম দাওয়াত এবং তাদের আবির্ভাবের প্রধান, গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সর্বদা তাদের শিক্ষা এই ছিল যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই লভ যা ক্ষতি সাধনের শক্তি রাখছে। তিনিই ইবাদত, দু'আ ও কুরুবারীর উপযুক্ত।

যুগে যুগে তাইই পৌঁশলিকতাবাদের উপর আঘাত হেনেছেন। যে সব প্রতিমা পূজন, পুত্র পরিবার মৃত বা জীবিত ব্যক্তিদের উপাসনার অক্ষত্তে বিকশিত ছিল, যে সব ব্যক্তিদের ব্যাপারে জাহান যুগের মানুষের বিশ্বাস ছিল-আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইযমত, সম্রাট ও গুরুত্বের ঘণ্টা ধন করেছেন। তাদেরকে বিশেষ বিশেষ কাজের পূর্ণ সম্মতি দিয়ে রেখেছেন। লোকদের জন্য তাদের সকল সূচনার প্রথমে ফায়ার করে থাকেন। যেমন রাষ্ট্র প্রধান প্রতিটি অঞ্চলের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন শাসক বা এলাকা প্রধান পাঠান। কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যতীত আঞ্চলিক সাপুদ্ধি ও তদার্থতানের সকল দায়িত্বের তাদের উপর নয় থাকে। এজন্যে আঞ্চলিক প্রধানের নিকট যাওয়া এবং তাকে সত্যিকার একাত্ত জুরীর হয়ে পড়ে।

কুরআনের সাথে যার সামান্যতম সম্পর্ক আছে (যা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের শিক্ষা সমাপ্ত) সে নির্দেশ করে যে, শিরক ও প্রাণিত পূজার বিরোধিতায় অবতীর্ণ হওয়া, তার বিপুলে যুদ্ধ করা, তাকে দুনিয়া হতে চিরকালের উত্থাতের চেষ্টা করা,
মানুষকে তার করাল ধারা হতে স্বীয়ভাবে মুক্ত করাই নবুওয়ারের মূল উদ্দেশ্য ছিল। নবীদের আবির্ভাবের মূল লক্ষ্য, তাদের দাওয়ার ভিত্তি, তাদের আমলের শেষ কথা, তাদের চেষ্টা-চেষ্টা, ত্যাগ-তিফিক্ষার আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এইটিই ছিল। এটিই ছিল তাদের দাওয়াতি অধিযায়ের কেন্দ্রবিন্দু। কুরআন মজিদ তাদের ব্যাপারে কথনা সম্ভ্রান্তির এ ঘোষণা প্রদান করেছে।

"যিনি ওসমান তার ছোট ফলশিক্ষার উদ্দেশ্যে আসলাম এই তাকে আমি হাদিসে প্রদান করেছি। তাকে আমি এ আদেশটি প্রদান করেছি যে, আমি বাতিত অন্য কোন উপাসা নেই। সুতরাং, তোমরা আমাকে উপাসনা কর।" - সুরা আশিয়া : ২৫

আবার কথনা লিখিত তাবে নবীদের নাম নিয়ে নিয়ে বলেন, তার দাওয়ারের সূচনা তার হিদুদে, একত্রী দাওয়ারের মাধ্যমে হয়েছিল। তাদের প্রথম কথা এটিই ছিল: "কাফেল আল আলাম, তোমরা আলাহের উপাসনা কর। তিনি বাতিত তোমাদের আর কোন মাবুদ নেই।"

- সুরা আরাফ : ৫৯

এ পৌরাণিকতা ও শিরক (আরহত আলাহ তাতালা বাতিত অন্যে মাবুদ বানানো, তার সৃষ্টি হিদুর অক্ষমতা, নিস্বারত ও অপরাপর প্রকাশ করা, তার সৃষ্টি স্বাভাবিক হওয়া, তার নিকট সাধারণ কামনা করা, তার জন্য নবর্তন প্রভাব ইত্যাদি করা) ছিল বিশ্ব জুড়ে, সারা জীবন ব্যাংক এবং মারাবাও জাহিলিয়াত। তার কোন যুগ বিশেষের সাথে লিখিত ছিল না। এটা ছিল মানব জাতির অভিজ্ঞতা প্রাচীনতম দুর্গন্ধ ব্যাধি। এ ব্যাধি ইতিহাসের সকল যুগ, সত্য-সঙ্কুচিত, কৃষি কালচার ও রাজনীতি অরসিন উচ্চ-পতন সেরে মানব জাতি পেয়ে উঠে অবস্থায়। এটা আরাহ তাতালার ক্ষুদ্র বৃদ্ধি করে। মানুষের আধিক, দর্ষঙ্কিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির অন্তর্গত হয়ে দীর্ঘনিক্ষেপ। মানবতার উন্নতির হতে নিয়মে অবতরণ হয় গুহতে উপলব্ধ করে নিকেল করে। এর মূর্তিগুলো ও শিরক দীর্ঘত্ব করা কিয়াদী প্রদর্শ যোগ্য দীর্ঘত্ব সকল প্রাচীন আলামের নিয়ম ও নবুওয়ারের চিন্তন উন্নতিকর। এর এটিই সকল মুসলিম (সংশ্রেষ্ট) মুজাহিদ এবং আদাহর রাখে দাওয়াত উক্তিকরদের বিরূপকী স্মৃতি প্রাণক।

১- সুরা আরাফ হুমকত সুফি (আও), হুমকত হুদ (আও), হুমকত সাহেব (আও) ও হুমকত আহব আব (আও)-এর নাম উল্লেখ করে (উপরেরাজ শোধ) তাদের তাওয়াদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (সুরা আরাফ কুক্ত ৬, কুক্ত ১২, তেমনি সুরা হুদ, কুক্ত ৩, কুক্ত ৮)

২- সত্যের হায়ত ? মুসলিম আরুল হাসান আলি নদীর (সরহ) পৃষ্ঠা ৮০-৮৩
তাওহীদের সর্বনিম্নর্থ কালিমারে তিন্মিকর দাবী

tাওহীদ সংখ্যাত একটি মৌলিক কথা জেনে রাখা উচিত যে, তাওহীদ তথা একত্বাদের এক শ্রেণির অনেক মুসলমানরাও বীকার করে থাকে। কিন্তু কুরআন হাদীসের বর্ণনার মোতাবেক মুসলমান হিসেবে বীকৃতি লাভের জন্যে এই ঘর যথেষ্ট নয়। এমন এ কথা বীকার করা যে, আসমান, জমিন ও সমতল কায়েন্টের সৃষ্টিতে একজন। এমন নয় যে, কিন্তু সৃষ্টি করেছেন একজন আর কিছু সৃষ্টি করেছেন আরেকজন। কুরআন মাজীদের বহ ঘনে এ কথার স্বাভাবিক বিদ্যমান আছে যে, এটিই কথা আরেকের মুশরকতাও মানত।

শত্রুর সামান্য ব্যবধানে কুরআন মাজীদের কয়েক ঘনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি মুশরকতাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, তবে অসমান, জমিন ও

1—আগত মৌলিক কথাগুলো হয়তো মাজীদের দলের কোনো কর্মী বা স্থানীয় ব্যক্তির রচিত। ইসলাম কেরা হ্যায়, শীর্ষ ও পত্র্যস্ত এবং কুরআন অপ হে কেরা কাহাতা হ্যায়, এই কথাগুলো থেকে গৃহীত।
তাদের শিরক কি ছিল?

তাই এখন চিন্তা করার বিষয় যে, তারপরেও তাদের শিরক কি ছিল? কুরআন মাজীদ থেকেই জানা যায় যে, তারা আল্লাহ তাআলাকে সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা, পাললক্ষ্মী ও পরিচলনারী মানার পরও এই মন করত যে, আমরা যেসব দেবদেবী যাদের তারা যদিও সে-ই আল্লাহর সৃষ্টি ও মাঝারুক, তথাপি আল্লাহ তাআলাকে সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যদি তারা কাউকে কিছু দিতে চায় তাহলে দিতে পারে। কারণ থেকে কিছু ছিল নিয়ে চাইলে ছিলে নিয়ে দিতে পারে। কাউকে সম্পর্ক দিয়ে আমার বাণীতে চাইলে বাণীতে পারে। কারণ থেকে সম্পর্ক ছিলে নিয়ে গর্ভবাণীতে চাইলে বাণীতে পারে। এসমীতে কাউকে রোপিয়া বা সুস্থ করতে ইচ্ছে করলে তা করতে পারে। কাউকে সত্যন দিয়ে চাইলে তা দান করতে পারে।

মোটকথা, এই মুশরকরা মন করত যে, সে বিশেষ সম্পর্কের কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদের দেবতাদেরকে এসব হোটহাট কাজের কমতা নিয়ে রেখেছেন। এ ভিত্তিতে ওদেরকে (দেবতাদেরকে) রাজ্যস্বী। রাখার জন্যে জন্ম
ওদের ইবাদত করত, তাদের নামে নয় মানব করত, তাদের মূর্তির চতুষ্কিকে তাওয়া করত, নিজেদের ফররত ও হাজত তাদের কাছে কামনা করত। এ ক্ষেত্রে কৃতার্থ মাজিদ তাদের সে সব ধ্যানধারণা ও কর্মপার্থিক শিরো সাবাস্ত করেছে। অধিকাংশ দেশ ও জাতির মুখ্যতের মধ্যে এ এক নিকট প্রকাশিত ছিল।

এমন মুখ্যতে দুনিয়াতে মুক্তে পাওয়া দুর্বল হবে যার আকাশ। এরূপ যে, দুনিয়া সৃষ্টি করা এবং বিশ্ব পরিচ্ছন্নতায় আল্লাহ তাআলার কোন শরীক রয়েছে। আমাদের জানা মতে কোন মুখ্যতে সন্ধ্যায়ই এমন নহে, যারা তাদের 
মাজিদেরকে আল্লাহ তাআলার সমক্ষ মনে করে। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, যে, আরব মুখ্যতের ব্যাপারে কৃতার্থ মাজিদ এ সম্পর্কে পরিষেবার সাধ্য বিদ্যমান আছে এবং কৃতার্থ মাজিদেই তাদের উক কর্মপার্থিক কথা করবেক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে, যে, যখন তারা পারি পথে পৌষন্ধে সফর করত আর 
পারি উক্ত তাদের মধ্যে জীবিত সংসার করত, যখন তারা নিজেদের সকল 
দেবতার কথা যুক্তে যেত। কেবল মাত্র আল্লাহ তাআলাকেই রক্ষত এবং তারই 
নিকট নাজিদের আশা রাখত। কৃতার্থ মাজিদের একচলে ইম্যান হয়েছে।

‘যখন সময়ের তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন ঔধু আল্লাহ বাতীত সে সব দেবতাকে যুক্তে যাও যাদেরকে তোমার (অন্যান্য স্থানে) রোক থাকে।’—সুরা বনি ইসরাইল :৬৭

অয়ি ইম্যান হয়েছে লোকের প্রতি বলেন আল্লাহ দেবতার সমক্ষে যে চান তোমরা করতে।

‘যখন তাদেরকে সামাজিক সাদৃশ তরুণ আন্দোলন করে নেয়, তখন তারা যুক্তে মনে আল্লাহকে রক্ষত থাকে।’—সুরা লোকমান :৩২

যাহোক, আরব মুখ্যতের কথা ও কাজ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট যে, তারা 
তাদের দেবতারকে আল্লাহ সমক্ষ মনে করত না, বরং আল্লাহ তাআলাকে 
সবার উপর এবং সবচাইতে মর্যাদামনী মনে করত। আর তাদের দেবতারকে 
আল্লাহ তাআলার মাজিদের ও মালিকানাধীন মনে করত।

হাদিসের কিতাবসমূহে আরব মুখ্যতের তালাবিয়া তথা হজ্জাফানি বর্ণি 
হয়েছে, যা তারা নিজেদের শিরীষ হয়ে গড়ত। সে তালাবিয়ার শেষাংশ এ 
শিক্ষার বর্ণি হয়েছে। এলা শীর্ষক হুক নাকল ও মালাক। অর্থাৎ তারা প্রথম হ্রমে 
তালাবিয়া আল্লাহ তাআলার নিকট বলতো যে আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারে 
উপস্থিত, আপনার কোন অধিকার লেট। ইত্যাদি, এমন অন্ধিদার আছে, যিনি 
আপনারই মালিকানাধীন, আপনি তার মালিক এবং তার কোন বিভব আছে তারও মালিক।
আরব মুশরকেদের শিক্ষকত্ব

আরব মুশরকেদের এ শিরক ছিল না যে, তারা তাদের মারূদন্তকে আল্লাহ তাজালার নায় দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা, আহারের মনে করত, ওপালীতে আল্লাহর সমক্ষ মনে করত, বরং তাদের শিরক এই ছিল যে, তারা আল্লাহ তাজালাকে সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা, মালিক, পরিচালনকরী মানস সর্বোত্তম এই মনে করত যে, আল্লাহ তাজালার সাথে বিশেষ সম্পর্ক এবং নৈকট্য অর্জনের কারণে আমাদের দেবতাদেরও কতিপয় শাখা পর্যায়ের কার্যকরী অধিকার আছে। ইহুদি করলে ভাষ্যপাত পারে গোড়া পারে। এরই ভিত্তিতে শুরু করার জন্য তারা তাদের ইবাদত করত অর্থাৎ সিজিদ ও তাওয়াকের নায় আমলগুলো করত, নয় মানবত করত। তাদের কাছে হাজরত ও মনের বাসনা কামনা করত। তাদের এই ধান-ধারণা এবং এতৎকু কাজেই শিরক ছিল। অধিকাংশ মুশরক সম্প্রদায়ের মধ্যে এ একার শিরকই প্রচলিত ছিল এবং এ কারণেই কর্মমাত্র মাজীদে এ একার শিরকের বথ বাণী করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, ‘

(যে বিষয়ে তারা দূরে হলে তারা আল্লাহর প্রতি দূরী হয়েছে যেরূপে তারা দূরী হলে তারা আল্লাহর প্রতি দূরী হয়েছে যেরূপে তারা দূরী হলে তারা আল্লাহর প্রতি দূরী হয়েছে যেরূপে তারা দূরী হলে তারা আল্লাহর প্রতি দূরী হয়েছে ')

 এবং এ মুশরকেরা আল্লাহ তাজালার পরিবর্তে এমন মারূদ বানিয়েছে যারা খিফাই সৃষ্টি করতে পারে না এবং তারা নিজেদেরই আল্লাহর সৃষ্টি। পরের তা দুরের কথা নিজেদের ভাবনা করতে পারে না, মানুষ করতে পারে না এবং জীবন, মরণ ও পুনর্জীবনের তারা মালিক নয়। অর্থাৎ তাদের কর্মজীবন ও কৃত্রিম কিছুই নেই '।

—সূরা ফুসকান ৩:৩

অন্য ইরশাদ হয়েছে, 'ফেরে তাদের দেবসত্তা যে নিজেদের দেবতাদের মতো শরীরের মতো নয়। তাদের দেবতাদের যে জন্ম নেই তাদের দেবতাদের যে জন্ম নেই তাদের দেবতাদের যে জন্ম নেই তাদের দেবতাদের যে জন্ম নেই '।

‘হে রাসূল! এই মুশরকেদেরকে আপনি বলেন যে, তোমরা তাদেরকে ভাক, বাফরাদের মার্ংদ মনে করতে আল্লাহ বাড়িত। তারা আসামান জমিদের অনু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশ নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহর সাহায্যেই নয়।' — সূরা সাবা ২:২২

অর্থাত তারা না আসামান জমিদের অনু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক, না আল্লাহ তাজালার সাথে মালিকানায় তাদের কোন অংশ আছে। অবার এমনও নয় যে, আল্লাহ তাজালার কোন কাজে তাদের সহযোগিতা নেন।
সূরা বনী ইসরাইলের এক হানে ইরশাদ হয়েছে:

ফলে আদেশ দিয়েছিলেন যে তাদেরকে মায়ের প্রতি উন্নয়ন করে ও নিজেদের উপর নির্ভর করুন।

ঘটিত হচ্ছে। আপনি মুহাম্মদের কন্ঠে, তোমরা আল্লাহ তাআলায় ব্যাপী যাদেরকে (মালিক, ক্ষমতাধর ও ইবাদতের যোগ্য) মনে কর তাদেরকে ডাক। অথচ ওরা তোমাদের কষ্ট দূর করার কর্মসাপ্তাহ না এবং তা পরিবর্তন করতে পারে না। — সূরা বনী ইসরাইল ৫৬

(সূরা রাদ : ১৪)

আল্লাহের উদ্দেশ্য হল, একমাত্র তাকেই ডাকা উচিত যিনি সকল লাল্লাত সাধনের মালিক। আল্লাহ তাআলা হাসা আর কে আছে যার হাতে লাল্লাত সাধনের শক্তি আছে সুতরাং গাইকাইলাহ তখন আল্লাহ তাআলা ব্যতিত অন্য কাউকে উপায় অবলম্বন উধীর্ঘতায় বিষয়বস্তুর জন্য ডাকা এমন, যেমন কেউ কোন কোন সিদ্ধান্তের ফলকে দাঁড়িয়ে পাঁচি প্রতি দুঃখ প্রসারিত করে কামনা করছে যে, পাঁচি তার মুখে পৌঁছে যখন কিংবা তার গুণগত পরিবর্তন এর মধ্যে তার আশা পুরুষ হবে না। কাজেই দুঃখ ও প্রার্থনার একমাত্র সাধ আল্লাহ তাআলা।

আল্লাহ তাআলা ব্যতিত অন্যদের নিকট দুঃখ ও নিজের প্রয়োজন কমনাকরীদের ব্যাপারে অন্য ইরশাদ হয়েছে:

"ত কেন দুঃখ প্রদর্শন করে না তাদেরকে ডাক তারা না তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারবে না। পারবে নিজেদের অস্তুরক্ষা করতে।" — সূরা আরাফ : ১৯৭

অন্যত আল্লাহ তাআলা আরবে ইরশাদ করেন।

"ও নাবি আল্লাহ তার সাথে অন্য উপাদানকে ডাকবেন না। তিনি ব্যতিত আর কোন মানুষ নেই। আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছু ধ্রুপে হয় যাবে।" — সূরা কাসাসঃ ৮৮
টাসাওউফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

উক্ত আয়াতে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমানদের জন্যে এক বিরাট ব্যাপক যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানের কথা রয়েছে। কুরআনের ভাষায় নুসরাত আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সবচেয়ে ক্ষমস্থায়ী ও এক্ষমস্থায়ী। একমাত্র আল্লাহর সত্তাই চিরকাল। কখনো লয় প্রাপ্ত হবে না। তিনিই সকলের সৃষ্টিকর্তা ও পালকচর্যা। আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনাকারী এবং মার্কসুদ কামনাকারী মূর্খ মুশরকদের পর্যন্ত এ সত্তের উপলক্ষি আছে যে, একমাত্র আল্লাহর সত্তাই অবশিষ্ট থাকবে। আর সবকিছুই ক্ষণে হয়ে যাবে।

তাই কুরআন বলে, যাদের ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই জান যে, তোরা তাদের নিজের অতিক্রম ও জবাবের ব্যাপারে ক্ষমা রাখে না এবং নিজের মূর্খতা ও সংসারের কবল থেকে বাচানো তাদের সাধারণ বাইরে, তাহলে চির কবর বিষয় যে, তাদেরকে কর্ম সমাধান, উদ্দেশ্য সফলকরণ মনে করে তাদের নিকট সাহায্য করা যায়, তাদেরকে ঢাকা কত বড় রোকামি!

ইরশাদ হয়েছে৷

"আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কারো ইবাদত কর, যে তোমাদের উপকার বা অপকার করার ক্ষমা রাখে না? অথচ আল্লাহ সব জগতে, জানেন। (কাজেই তোর আযার হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করা অনুচিত।)"

সূরা মাযিদা: ৭৬

অন্যত্র সেই মুখরকেদেরই ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে৷

"তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন সত্তাই ইবাদত করে, যে তাদের জন্যে আস্মান ও জমিন থেকে সামান্য রূপী দেওয়ারও অধিকার রাখে না এবং শক্তি রাখে না।" —সূরা বাহস: ৭৩

সূরা ইরসুসের শেষ রূপকে বিস্তারিত ইরশাদ হয়েছে৷

না তো আপনারা হে মানুষ যেমন আমি নিশ্চিত করি যে আমি নিখুঁত জীবনের জন্য এসেছি হে মানুষ যেমন আমি নিশ্চিত করি যে আমি নিখুঁত জীবনের জন্য এসেছি।
“(হে নবী!) আপনি বলে দিন, হে মানবকুল! তোমরা যদি আমার ধীরের ব্যাপারে সন্ত্রাস হয়ে থাকে, তবে (জেনে) আমি তাদের ইবাদত করি না, আল্লাহকে যদি দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত করি। কিন্তু আমি ইবাদত করি আল্লাহ যিনি মৃত্যু দেন তোমাদেরকে। আর আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে যাতে আমি ইসলামদারদের অন্তর্ভুক্ত থাকি। আর যেন অন্য দিক হতে মুখ ফিরিয়ে একমাত্র আল্লাহ ইবাদতের জন্যে নিষিদ্ধ থাকি এবং যেন মুল্লারকেদের অন্তর্ভুক্ত না হয়। আল্লাহ বাতিতে এমন কারেকে ভাড়বে না, যে তোমার তালুক রক্ষা করতে পারে, মন্দঘোষে পারি। সত্ত্বান্তে যদি এমন কাউকে না, তখন তুমি যালমেদদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে। আর আল্লাহ যদি তোমার উপর অন্য কোন কারেকে অর্পণ করেন তাহলে তিনি চাঁদা তা দুরূহত করার কেউ নেই। প্রত্যেকে যদি তিনি কিছু কল্যাণ দান করেন তবে তার মেহরাবানেকে রহিত করার মতো কেউ নেই। তিনি যাকে অনুগ্রহ দান করতে চান যীয় বাঙ্গালদের মধ্যে তাকেই দান করেন। বস্তুতঃ তিনি কুমাশীন দায়াল।” – সূরা ইনুনস : ১০৪-১০৭

মন্দুত, এ আয়াতসহ আরো শতশত আয়াতে আরব মুসলমানদের যে শিক্ষার বিষ্ণু করা হয়েছে তা ছিল এই যে, তারা কর্তিত সত্তার ব্যাপারে এমন আকাঙ্ক্ষা রাখত-যদিও এরা আল্লাহর সৃষ্টি ও মালিকানাধীন, কিন্তু আল্লাহর সাথে এদের এমন সম্পর্ক এবং এ জগত পরিচালনায় এমন ভূমিকা রয়েছে, যার ফলে এরা আমাদের দুর্ধর্ষ কষ্ট দূর করতে পারে। ধর্মনিদর্শন, মান-ইমামত ও সত্তার-সমর্থনীয়তা ইত্যাদি দান করতে পারে। এ বিষয়ের তিনিই তারা নিজেদের হৃদয় এদের নিকট পেশ করত, দুর্ঘট করত, তাদেরকে জুখি করার জন্য তাদের সিদ্ধান্ত করত এবং তাদের তাওয়াফ করত। অর্থাৎ যেমন আল্লাহ তালাকে রাজি খুশি করার জন্য এবং তার নিকট অপরাধ প্রাপ্ত করার জন্য দুর্ঘট করা হয়, ইবাদত বদন্ত করা হয়, তেজোনিয়াতে তারগুলো নিজেদের বানানো মারুদদের উদ্দেশ্যে এ সব করত।

কুরআন মাজীদ তাদের এরূপ আকাঙ্ক্ষা বিখ্যাতকেই শিরক সাব্যস্ত করেছে এবং তাদের ইবাদত ও সাহায্য কামান্তে বিখ্যাতকেই শিরক বলে অভিহিত করেছে এবং তাদেরকে এ মর্মে আহবান জানিয়েছে যে, তারা যেন মহান আল্লাহ তালাকা ছাড়া কাউকে কোন প্রকার লাত-ফত্তির মালিক, কিংবা স্বীয় ইচ্ছার প্রতিকলনে ক্ষমতা সম্পন্ন মনে না করে এবং আল্লাহ তালাকার ইবাদত এবং তার নিকট সাহায্য কামান্তে কাউকে শরীক না করে।

এ সমকালে সূরা ইনুনসের এ আয়াতটি কতই না সুস্পষ্ট।

তাসাওফুক ৪ তত্ত্ব ও পার্বালোচনা ২০৭
“আর তারা (মুশ্রেক্রা) আল্লাহ তিনি এমন করিয়েছেন এবং তাদের কোন অন্যকরণও করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকরণও করতে পারে না এবং তারা বলে: এখানে আল্লাহ তাআলার নিকট আমাদের সুপারিশকারী।
(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আল্লাহ তাআলাকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছি যা আছে বলে তিনি (নিজেও) জানেন না, না আসমানে, না জমিনে; তিনি তাদের শিরকা কার্যকর হতে পারবে এবং অনেক উর্ধ্বে॥” -সূরা ইন্দ্রাঙ্গ ১৮

সূরা যুমারের ইরশাদ হয়েছে।

“নব্রুণ রেখো। কোন ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য। আর যারা আল্লাহ ব্যবহার করতে হয়। এবং বলে (এবং বলে) আমরা তা তাদের উপসনা ভুল এই ভুল করছি, বেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর ঘনটি বানিয়ে দেয়।

বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের পারস্পরিক বিতরণ প্রদানের মীমাংসা করে দেবেন।

আল্লাহ একদিন লোকদেরকে সূর্যে জানে না, যে বিশ্বাসী (ও) কাফের।” -সূরা যুমার ১৯।

সত্যরাঙ্গ, মুশরকরা এ আহীরা বিশাল রাখত যে, সূক্তিকর্দী, মালিক ও সকল কাজে কমতা প্রদানকারী একমাত্র আল্লাহ ভালবাসাই। কিন্তু শয়তানের প্রবোচনায় তারা অনুশীলন, নেকার বাণ্ডা বা বুরুণের নামে মৃত্যু তৈরী করত।

তারা এক্ষেত্রে জানত যে, এ সব মৃত্যু তাদের হাতের তৈরী, সেগুলোর জন্য বুদ্ধি বলক্ষা, বিষয় সমাধি ও অনুশোচনা কিন্তু নেই।

তবুও তাদের অন্য বিশাল ছিল যে, এগুলোর উপসনা করলে, ভাবনা যে এই সব মৃত্যুগুলো সব ফেলবে, নেকার বাণ্ডা ও বুরুণের নামে তৈরী, তারা আমাদের প্রতি শুধু হবেন এবং আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার ঘনটি বানিয়ে দেবেন, আমাদের সুপারিশকারী হবেন, আমাদের সুরক্ষায় উল্লেখযোগ্য আল্লাহ তাআলার নিকট আবদেন করে মজবুর করতে দিয়েছেন।

তারা আল্লাহ তাআলার নির্ম নীতিকে দুনিয়ার রাজ্য বাদশাহ নিয়ম নীতির মত ভেঙেছে। দুনিয়ার রাজ্য বাদশাহদের ঘনটি লোকেরা যেমন করে প্রতি বুদ্ধি হলে বাদশাহ নিকট সুপারিশ করে তাকে বাদশাহ ঘনটি বানিয়ে দেয়। কাফেররা মনে করেছিল যে, ফেরাহেরাও রাজ্য দরবারের মত যার ব্যাপারে ইচ্ছা সুপারিশ করতে পারবে এবং মজবুর করতে পারবে।
উল্লেখিত আয়াত দুটিতে (অন্যান্য বহু আয়াতের মত) স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আসমান জমিতে কোথাও আল্লাহ তাঁর নিজ ও মাঝারকের মাঝখানে কাউকে কোন প্রকার সুপারিশকারী, মহাশয়তাকারীর রাখবেনি। অতএব তাদের ইবাদত করার অনুমতির তো কোন প্রশ্নই আসে না! উপরন্তু এরপো আকিদা পৌষণ করা এবং এরপো আমল করা সম্পূর্ন প্রিয় ও কুফরী। এ নিয়ে বিবাদকারীদের ফয়সালা আলাদাতে হবে, মানুষেরকে চিরকিচির জনে। আহ্মদের যাবে।

আর সুপারিশকারী বা মহাশয়তাকারী হিসাবে যে সব কফেরতা বা বয়হীরদের ইবাদত করা হত বা হচ্ছে তারা ইবাদতকারীদের এ সকল কার্যকলাপ হতে সম্পূর্ন দায়মুক্ত এবং আল্লাহ তাঁর নিকট অপচারীবাদী সকল কাজের প্রতি তারা সৃষ্টি পৌষণ করে থাকেন। এ ব্যাপারে সুরা ফুরকানে ইরশাদ হচ্ছেঃ

"আসমানের নামে সর্বাধিক অন্তরাল যে কাউকে সাধ্যতাবাদী করে তাদেরকে একত্রিত করেন, অতঃপর বলবেন: সত্যমাত্র কি আমার এ বান্দাদেরকে বিপাপণারী করেছিল, নাকি তারা নিজেরাই পথ রাখত হয়েছিল। তারা বলবে: সত্যমাত্র আমরা মুসলমানদের। আমাদের কি সাধ্য ছিল আপনাকে বাধ্যতামূলক করে কাউকে কার্যদাতনকারী গ্রহণ করার। বরং আপনি তাদেরকে এবং তাদের ব্যাপারদায়কে সাহায্য দিয়েছিলেন যে, (আপনার মোকাফার না হয়ে) আপনার পরামর্শ গুলো গিয়েছিল এবং তারা ছিল ধর্মোপাধ্যায় অভিজাত।"

-সুরা ফুরকান : ১৭-১৮

সুরা সারায় আল্লাহ তাকানা ইরশাদ করেন :

"আর সেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রিত করবেন, অতঃপর কফেরতাদেরকে বলবেন যে কি তোমাদের উপাসনা করত? তারা বলবে, আপনি (শিরক হতে) পবিত্র, আমাদের সম্পর্ক আপনার সাথে, তাদের সাথে নয়,
মুশরকেদের ইবাদত কি ছিল এবং তাদের মারুদ করা ছিল?

উপরের আলোচনা ঘরে এ কথা সুপ্রীত হয়ে গেছে যে, এ সকল সত্য কারা, যাদের ব্যাপারে মুশরকের এরূপ আকিদা বিখ্যাত রাখত? যাদেরকে হাজত পুরণকারী এবং সমস্ত সমাধানকারী মনে করে তাদের নিকট দুঃখ এবং তাদের ইবাদত করত?

অনেকেই মনে করে যে, মুশরকেরা এ সকল আচরণ পাঠকের মূর্তির সাথেই করে থাকে। কিন্তু বাস্তব কথা হল পাঠকের এ সহ মূর্তি তাদের আসল মারুদ নয়। বরং মুশরকেদের এ শিক্ষিকা বিখ্যাত এবং শিক্ষী আমল ঐ সমস্ত বুঝত বা তাদের রহস্যী সাধারণ ছিল, যাদের নামনামের এ পাঠঃমূলে নামকরণ করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদীদের সূরা নুহে হযরত নুহ (ﺁ)->এর জাতির এ কয়েকটি প্রতিমার নাম এসেছে : ওয়াদ, সুরা, ইয়াজ্জল, ইয়াইক ও নাসর। এ ব্যাপারে ‘সীহী রূপায়’-তে হযরত ইব্লিসের আবদ্ধ (سب) থেকে বর্ধিত আছে যে, মূলতঃ এ কয়েকটি নাম কয়েকজন বুঝত, যারা বাস্তবই বুঝত এবং আলোহওয়ালা ছিলেন। তাদের ইন্দ্রিয়ের কিছু দিন পর তুলনা স্বাধীন হিসেবে তাদের ভাবনা তৈরী করে প্রভাব প্রপন্ন করতে থাকে। কিন্তু শয়তান পরবর্তী এজন্য তাদের ইবাদতে লাগিয়ে দেয়।

এমনিতে আরব মুশরকেরা যে সব প্রতিমার ইবাদত করত, সে সব প্রতিমাকে কয়েকজন পুণ্যাতীত সত্যর আলামত ও স্বাক্ষর মনে করা হত এবং মূলতঃ ইবাদত এ সব পুণ্যাতীত সত্যরের করা হত। তাদেরকে হাজত পুরণকারী এবং সমস্ত সমাধানকারী মনে করা হত। যেরূপ হিন্দু হরমে কৃষ্ণভী বা রামচন্দ্রভী মূর্তির পূজা করা হয়। মূলতঃ পুজো ঐ প্রতিমার করা হয় না, বরং কৃষ্ণভী এবং রামচন্দ্রভী সত্যর করা হয়। আর প্রতিমাকেলাকে তাদের ধারা ও পূজ্যর মাধ্যম বানানো হয়। এতে তুলুক সম্পর্কের কারণই তাদের প্রাণ সমাজ জনানো হয়।

যেমন বহ নামধারী মূর্ত মুসলিম তাহিয়া মিছিলে নবী মানুষ প্রদান করে, মাধ্য অনন্ত করে প্রাণ জানায় এবং নিজেদের আশা, আকার্ষ পূর্ণের ব্যাপারে একে মাধ্যম বানায়। তার সাথে সেরূপ আচরণ করে যেরূপ মূর্তি-পূজ্যরা মূর্তির সাথে করে। কিন্তু তাহিয়ার বা তাহিয়া-পুজ্যরা মূলতঃ কাজ ও বাণীর তৈরী তাহিয়ার মধ্যে কোন পারেরা কুদরত রহে বলে মনে করে না, বরং এ সব কিছুই
ইমাম হুসাইন (রা)-এর নামে পালন করে থাকে। আর তাহিয়াকে তার নিদর্শন এবং মৃতি মনে করে থাকে। তাই এগুলো সম্পূর্ণ মৃতির পৃষ্ঠাদের কার্যকলাপ।

অবশ্য নেহায়েত বোকা প্রকৃতির কর্তিপয় এমন লোকের কথাও জলা যায়, যারা বাঁশ ও কাগজের তৈরী তাহিয়াকেই সব কিছু মনে করে। এরূপ তারা আরো মৃতির নির্বিদ্ধ এমন ছিল, যারা নিজের হাতে তৈরী পাথরের মৃত্তিকালোকেই হাজত পূরণকারী মনে করত। এই জন্য সরাসরি তাদেরই ইবাদত করত। ফুরুআন মাজাদে এরূপ লোকদের ব্যাপারেই ইরশাদ হয়েছে: অনবিভূত।

তোমরা কি পাথরের তৈরী সে সব মৃত্তিকে মারুদ মনে কর যাদেরকে তোমরা নিজ হাতে বানিয়েছো?

-সূরা সাকফত: ৯৫

বস্তুত, এ ধরণের আযাতসমূহ সেসব নির্বিদ্ধ প্রকৃতির মুসলমানদের সম্পর্কে যারা পাথরের মৃত্তিকে বিশেষ ক্ষমতা রয়েছে বলে বিশ্বাস করত, তাদের কাছে নিজেদের যজ্ঞোৎসর্গ প্রার্থনা করত এবং তাদের ইবাদত করত। তাদের হাতে অপরাধ ছিল না, বরং তাদের কল্পিত কর্তিপয় পৃথিবীর সতাকে লাভ ক্ষতির মালিক এবং যজ্ঞোৎসর্গ পূর্ণ সক্ষম মনে করত এবং ব্যতিক্রম তাদেরই ইবাদত করত। তাদের ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছে:

"তোমরা নিজের আমার মত আমার বান দাও।"

-সূরা আরাফ: ৯১

সূরা বনী ইসরাইলে ইরশাদ হয়েছে: তারা নিজেরই আমার মুখাপেক্ষায়, আমার দরবারের ভিত্তিয়, নিজ প্রয়োজনের অন্যতম প্রার্থনা করে, আমার নেকাটা কামনা করে এবং এ পথে নিয়মিত প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকে, আমার করণী চায় এবং আমার আমার থেকে তীতসম্পত্ত। আযাতটি নিম্নরূপঃ

"ও আল্লাহ, তোমাদের আমাদের প্রতি রাখো নিজেদের উপন্যাসীদের সন্তানকে। তোমাদের আমাদের প্রতি রাখো নিজেদের উপন্যাসীদের প্রতি রাখো। তোমাদের আমাদের প্রতি রাখো নিজেদের উপন্যাসীদের প্রতি রাখো।

-সূরা বনী ইসরাইল: ৫৭

সুতরাং, এ প্রকার আযাতসমূহে সব মুসলমানদের শিরকের ব্যবহার করা হয়েছে, যারা প্রতিমাসবাহীর অসার মারুদ এবং হজ্জপূরণকারী মনে করত না, বরং কর্তিপয় নীতিকালোকে পৃথিবীর চাকুরকে এরূপ মনে করত। আর প্রতিমাঙ্গুলোকে তাদের প্রতি নিধি, নিদর্শন বা প্রাকাশক্ষুল মনে করত।
আফসাস! নামাজী বহু মূর্খ তাহিয়াকার এবং কবরপূজীর মুসলমানের অবস্থাও আজ একই রকম! তারা বুঝি দীনের ব্যাপারে এ প্রকারের আকাদা বিখ্যাত রাখে। আর এ ভিত্তিতেই তাদের করব এবং তাহিয়ার সামনে মাথা ঝুকিয়ে রাখে এবং নয়র মান্ত করে ইত্যাদি।

রাসূলুর্রহ সাল্টার্হ আলাইহি ওয়াসাল্লামের
মাধ্যমে তাওহিদের গোষ্ঠী

সূরা আনামের শেষ কুকুতে স্বয়ং রাসূলুর্রহ সাল্টার্হ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্প্রতি করে ইরশাদ হয়েছে।

“আপনি কবরুক? আমার নামাজ, আমার কূর্বানী এবং আমার জীবন-মরণ বিষয়ে প্রতিপালক আল্লাহই জন্য। তাঁর কোন অনৌক্ষেপন নেই। আমি তাই আদিত হয়েছি এবং আমি প্রথমে আনুগত্যশীল।” — সূরা আনাম : ১৬২-১৬৩

এ আয়াতের মধ্যে রাসূলুর্রহ সাল্টার্হ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে গোষ্ঠীদের করা হয়েছে। এমনিতে আমার জীবন-মরণ এক ও অহিংস আল্লাহর জন্য। আমাকে এ নিদর্শন প্রদান করে হয়েছে যে, নামাজ ও ইবাদতের নায় আমার জীবন মরণে আল্লাহর জন্য। আমি যোগাতলক করব যদি জন্যে করব এবং তাঁর নিদর্শন মোতাবেক করব। তাঁরই আনুগত্যে জীবিত থাকব এবং মৃত্যুবরণ করব এবং বায়ু প্রভূত এ নিদর্শনের সামনে আমিই সর্বপ্রথম আনুগত্যশীল। জীবনের প্রতিটি মূর্ত তাঁরই সত্ত্বে অঞ্জন, তাঁরই দাসত্ব ও ইবাদতের বন্ধীতে কাটানর দিতে করি।

কুরআন-মাজিদে তাওহিদের এ সর্বশেষ পরিপূরক পাঠ উপস্থাপনের জন্যে রাসূলের ভাষার নিজের ব্যাপারে গোষ্ঠীর হঁস প্রদান করা হয়েছে। এতে এ রহস্য ও হেমন্ত লুকাইয়ে থাকব যে, যখন একজন পরগামন নিজের ব্যাপারে আপন ভাষার জগতবাসীকে বলছেন; আমার সকল কামনা-বাসনা, ইবাদত-বদেশী সব কিছু আল্লাহর জন্য। আমার জীবন মরণ তাঁরই তরে এবং আমি সর্বপ্রথম তাঁর সকল নির্দেশের সামনে মন্তক অবতান্তকী অর্থাৎ ইবাদত বদেশীর গুলাবিলেরও সর্বনে। তখন অন্যদের জন্যে উজ্জ পরগারকে আল্লাহ ভাঙ্গার সাথে শরীক করার সামাল্যতম অবকাশ থাকে না।
স্তাসাওক্ক : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। সর্বশ্রেষ্ঠ ও নবী-রাসূলদের সর্দার। তাই তাঁদের ব্যাপারে উম্মতের বিতরণ তানিতের কারণ ছিল যে, তার অসাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব, বোধগতি ও মুক্তিযোগ্য দৃষ্টি দিশেহারা হয়ে হযরত ইস্মা'না (আঃ)-এর নয় তাঁকেও খোদা বা খোদার শরীক মনে করে বসবে। সে জন্য কুরআন কারীমে রাসূলের দাসত্বের কথা, মানুষ হওয়ার কথা এবং আল্লাহর দরবারে তাঁর প্রস্তুতি ও কার্যকর নির্দেশিত বিশ্বাসীকে সম্পূর্ণতায় তুলে ধরা হয়েছে। রাসূলের জন্য অধিকাংশ হানে এ পঞ্চ অবলম্বন করা হয়েছে যে, স্বর্গের তাঁরই মুখে উক্ত বিশ্বাসীর ঘোষণাদান করা হয়েছে।

এক স্তরে ইরিদাদ হয়েছে।

"হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি ও তোমাদের মতই মানুষ। (মা'বা'দ নই) আমার প্রতি ওই আসে যে, তোমাদের মতুর এক (আল্লাহ)। অতএব তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাকে এবং তাঁর কাছে কখনো প্রার্থনা কর। আর মুশরকেদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।" - সূরা হাতিম শীর্ষনি ২৬ অন্য ইরিদাদ হয়েছে, ৪ "আপনি বলুন পবিত্র মানুষ আমার পালনকর। আমি একজন মানুষ, একজন রাসূল হয়েছি।" - সূরা বনব ইসলাম ১৯৩ কোথাও ইরিদাদ হয়েছে, ৪ "তাহলে আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করব এবং সুপথে আনন্দ করার মালিক নই। বলুন: আল্লাহ তাঁর কবল থেকে আমাকে মুক্ত করতে পারবে না এবং তিনি ব্যাপারে আমি কোন আশ্রয় পাব না।" - সূরা জলি ২১-২২ অন্যান্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

"আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কোন ভাল-মনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ ইল্যাস করেন। আর আমি যদি গায়বের কথা জানতাম, তাহলে তুমি মনে
কুরআনে মুশরেকদের কঠোর সমালোচনা

মুশরেক ও শিরকের করণ পরিতিষ্ঠ হতে কুরআন মাজীদ মানুষদেরকে সতর্ক করেছে এবং তীব্র প্রদর্শন করেছে। শিরক অবলম্বনে যে আল্লাহ তাঁতালা অত্যন্ত অসুস্থ হন, তার কথায় কুরআন মাজীদ রয়েছে। এ সংক্ষেপ করিতে আরাত দিল নিজে উল্লেখ করা হল:

সূরা নিসা উল্লেখ আছে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يَشَّرَّكُوا مَا لَا ذَلِكَ لَنْ يُغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ

“নিক্ষয় আল্লাহ (তাঁতাল) তাঁর সাথে শরীর করাকে ক্ষমা করবেন না। এ ছাড়া অন্য পাপ ধরে এই ক্ষমা করবেন।” – সূরা নিসা 116

সূরা মাযিদায় আল্লাহ তাঁতালা ইরাসাদ করেন:

نَسِيَتُكَ مَنْ شَرَّكَ بِنَآيِلٍ فَقُدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا الْجَهَنَّمَةَ وَمَأْسِرَ النَّارِ

“নিষ্কর্ত যে বাড়ি আল্লাহ (তাঁতাল) তাঁর সাথে অন্চীদার ছিন্ন করে, আল্লাহ তাঁতালা তাঁর জন্যে জানাত হৃদাক কর দেন এবং তার বাস্তু তাহালা।” – সূরা মাযিদ 72

শিরক আমজাদীয় অপরাধ এবং প্রত্যেক মুশরেকের জাহান্নামে যাওয়া অনিবার্থ। তাই বং রাসূল আল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সকল মুসলমানকে এ নির্দেশ প্রদান করে হয়েছে, সাবধান! কখনো কোন মুশরেকের মাগকরাট, ক্ষমা ও মুক্তির জন্যে দু'আ করো না। আল্লাহ তাঁতালা সেসব বালেম মুশরেকদের জন্যে ক্ষমার দু'আ করতে চান না। ইরাসাদ হয়েছে:

مَ كَانَ لِلَّهِ وَ لِلَّهِ أَشْهَرَ أَنْ يُسَفِيرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كُانُوا أُولِيَ الْقُرْءَانِ

“নবী ও মুমিনদের উচিত নয় মুশরেকদের মাগকরাট কমনা করা, তাদিতে তার আদর্শ হোক, একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা জাহান্নাম।” – সূরা তারহা 110
আমাদের সূত্রে উল্লেখিত কথার নিকটে নিশ্চিত মুশরেকরা অপবিত্র। তাতে আর আদালতে রাখা নয়। — সূরা তাহরা : ২৮

২৮. পূর্বার্থ সূত্রের ফলাফল যোগ্য করা হয়েছে।

তিনি লিখেছিলেন: আল্লাহ মুশরেকের দেশে যা দায়ীত্ব ধারণ করে ও তার রূপসী। — সূরা তাহরা : ৭

শিক্ষিতের উপর মূলনীতিতে প্রশিক্ষন নেয়া এবং প্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পরিকল্পনার পর শিক্ষা প্রকার-মূলীভূত করা (যেসব প্রকারের কথা ১৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছে) নিয়ে ভিন্নভাবে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে বলে আমি মনে করি না। তবুও আরো সমস্ত হওয়ার জন্যে শিক্ষার ঐ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সামন্য আলোপনায় পাস করা হল।

শিক্ষার প্রকারভেদ

প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব ও জাতিকী বিষয়াবলীতে সমস্ত মনে করা।

এ আকারী বিধান তাওহীদ কবৃভাষায় সম্পূর্ণ পরিপালন এবং প্রকাশ শিক্ষ। তাওহীদ কবৃভাষায় বলা হয় সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিফকার্ড, জীবনকর্তা, মূর্তিকর্তা, সত্ত্বনায়কর্তা, জোগ হতে আরোগ্য দানকারী, কর্ম পূর্বকীর্তির মালিক এমন আল্লাহ তাঁর আলাকেই মনে প্রাণে বিষাদ করা। এই একক সত্য আল্লাহ তাঁর আলার ইরাশাদ:

বলে লেগেছি আল্লাহ তাঁর আলার ইরাশাদ:

আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বিষয় দিয়েছেন, এরপর তোমাদের মুখ্য দেবেন, এরপর তোমাদের জীবন করেন। তোমাদের শরীকদের মধ্যে যে রূপ যে কথা এ নিভাব করে যে এরপর কাজের মধ্যে কোন একটিও করে পরবে তারা যেকে শরীক করে আল্লাহ তাঁর হতে পবিত্র ও মহান। — সূত্র সম : ৪০

সূত্র ফতুর-এ আলাহ তাঁর আলার ইরাশাদ করেন:

বলিয়া তোমরা তোমাদের সে শরীকদের কথা ভেবে দেখেছ যাদেরকে তোমরা আলাহর পরিবর্তে ডাকত ? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে
তাসাউফক: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

দেখাও। না আসমান সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ আছে, না আমি তাদের কোন কিতাব দিয়েছি যে, তাদের দুর্দশালীর উপর কারম রয়েছে।” — সূরা ফাতির ৪০ তারি।

সূরা ফাতির-এর অন্তর্গত রয়েছেঃ

"আল্লাহ ব্যতীত এমন কোন দ্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আসমান ও জমিন থেকে রিয়ময়ী করেন তিনি ব্যতীত কোন মায়ূর্ণ নেই। অতএব তোমরা কোনাহার ঘরপাক খাচু?" — সূরা ফাতির ৩।

সূরা আনকাবুত-এ ইরশাদ হয়েছেঃ

"তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করুন, তারা তোমাদের কোন রিয়ময়ীর মালিক নয়। কাজেই আল্লাহর কাছে রিয়ময়ী তালাক কর। তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর কর্মদাতা প্রাক্সার কর। তাঁরই কাছে তোমরা প্রতাবিন্দ হয়ে থাকেন।"

— সূরা আনকাবুত ১৭

অন্যাং ইরশাদ হয়েছে আলা লাল ও লাল। (সব কিছু) তাঁর সূচিত এবং তাঁর প্রশ্ন চালু তাঁর। — সূরা আরাফ ৫৪

তিনি যা কিছু করতে ইচ্ছা করেন তা-ই করেন। তিনি ব্যতীত করো কিছু করার ক্ষমতা নেই। এক করো অতিভূত দান করতে পারে না। আবার করো অতিভূত হওয়া করতে পারে না। করো জীবন-মরণ অন্য করো হতে নয়। তেরনি লাভ কৃতির অধিকার এক করার বারে না। অথচ মূর্তি ও পথভ্রষ্ট লোকেরা সৃষ্ট মূর্তি ও দ্বারাহরীর করণে অনেকের ব্যাপারে এই ধারণা করে রেখেছে যে, বিশ্ব

পরিচালনায় তাদেরও কর্মদাতা রয়েছে এবং তারা যার খুশি উপকার অপকার সাধন করতে পারে।

কুরআন মাজীদ স্থানে এগুলোকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোনীটি বলে অখ্যা দিয়েছে এবং সত্য ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, তাদের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। পার্শ্ব সমবেত হয়ে নিজেদের কমনাবলে কিছুই করতে পারবে না। এমনকি সমান্তরাং এমন একটা মশা বা পশুপথী বানাতে পারবে না। কারণ ক্ষতিতন্য করতে পারবে না। আবার করো সাহায্যও করতে পারবে না।
কুরআন মাজিদে এ সম্পর্কিত বিবরণ নিম্নোক্ত রায়ে বিকৃত হয়েছেঃ

ইন লাহ লে মাল্ক সমুদ্র ও আর্থিতক, বৈঠিয়া রোঝিত, রামা কোন যদো লীলের
মেন রোল লক্ষ

"নিষ্ক্ষ আল্লাহই জেন্য আসামাননামূহ ও সমুদ্রের : রাজ্যত। তিনিই জিন্দা করেন ও মৃত্যু যতাত। আর আল্লাহ বায়ীত গোসাইরের জেন্য কোন সহায়তাও নেই, কোন সহায়কগোল্লে নেই।" - সূরা আওয়ামু : ১১৬

সূরা কাফিতে ইরাশাদ হয়েছেঃ

জলাকাম লাহ রীক্ষক লে মাল্ক, রাজ্যত লাহ বৈঠিয়া। তিনি আল্লাহ। তুমি অল্লামার পালনকর্তা, রাজ্যত তারই। তার পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক, তোমা কুঁচ জেনেজি রীক্ষ গোল অবরোরও অঙ্গির না।" - সূরা কাফিতে : ১০

সূরা হয় আলাহে আল্লাহ তাআলা ইরাশাদ করেন :

"তোমরা আল্লাহ পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তোমার করনেও একটি মাহিত সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও যান সেদুরের তোমার বক্তব্য অতিক্রিয় হয়।" - সূরা হয় : ৩০

সূরা সাবা-এ আল্লাহ তাআলা ইরাশাদ করেন :

"বলুন, তোমরা তাদেরকে ডাক, যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আল্লাহের ঘোড়। তোমা আসামাননামার অনু পরিমাণ কোন কিছু মালক নয়। এতে তাদের কোন অর্থেও নেই এবং তাদের রূপে আল্লাহর সাহসও না।" - সূরা সাবা : ২২

সূরা যুমার-এ আল্লাহ তাআলা ইরাশাদ করেন :

"বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন তবে তোমরা আল্লাহও বায়ীত যাদেরকে ডাক তারা কি সে অনিষ্ট দূষ করতে পারবে; অথবা তিনি আমার প্রভু রহস্য করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহস্য রোধ করতে পারবে; বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহের যখন। নির্দেশকারী তাই উপর নির্ভর করুন।" - সূরা যুমার : ৩৮

সূরা আ-এ আল্লাহ তাআলা ইরাশাদ করেন :
“তারা কি আল্লাহ ব্যতীত অপরকে অভিভাবক স্থির করেছে? উপরতু আল্লাহই তো একমাত্র অভিভাবক।” - সূরা কফা : ৯

অন্যায় ইরাদায় হয়েছে:

"আমার ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সৃষ্টিকরে এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সৃষ্টি করে। আল্লাহ তাঁকে সৃষ্টি করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধন করে দেন। নিচয় তিনি সর্বজ্ঞ, ক্ষমতাশীল।" - সূরা সূরা : ৪৯-৫০

সূরা ত্রি-এ হয়ত ইব্রাহীম আলাহিমুস সালামের মুখে উচ্চারিত বাণী:

"যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথদর্শন করেন; যিনি আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন, যখন আমি রোগাক্ত হই, তখন তিনিই আরোগ্য দান করেন, যিনি আমার মৃত যতক্ষণ অতীত পুনরুজ্জীবন দান করেন। আমি আশা করি, তিনিই বিচারের দিনে আমার রক্ত-বিচুক্তি মাফ করবেন।"

- সূরা ত্রি : ৭৮-৮২

যাহোক, আল্লাহ তাঁতালা পার্থিব ও বাহিক উপায় উপকরণের উপর ক্ষমতা প্রদান করেননি। তদুপরি কোন সৃষ্টিশীলের পক্ষে তা বাতাসবারের আকীন-বিষ্ণুস রাখার অর্থ তাঁদের ক্ষমতায় অস্বীকার করা। আল্লাহ তাঁর ক্ষমতা বর হিসেবে মেনে না নেওয়া। আর এটা যে একটা সুস্পষ্ট শিক্ষা, তা বলাই বাইল।

আপনি বিপদ ও বালা মুসীবতে পীরসাহেবকে ঢাকা, যে সকল কাজ সম্পূর্ণ আল্লাহ তাঁর কুদরতে সেগুলোর জন্যেও পীর সাহেবের নিকট দু’আ করা, পীরসাহেবের নামে অধীনা পড়া...।

দু’আ ও সাহায্য কামনা করা, যিকির ও ওয়াহ পাঠ করা, এগুলো সবই ইবাদত। আর ইবাদত মাই আল্লাহ তাঁদের সাথে সুনিদিত। এগুলো গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ তিনি কারো নামে পালন করা সম্পূর্ণ শীর্ষক। শিবায়ে
১৯৭-১৯৯, ২০৫ পৃষ্ঠায় গাইরুল্লাহকে ডাকা এবং বাহিক উপায় উপকরণের
উর্ধ্বের বিষয়বস্তুর অর্জন করতে গিয়ে গাইরুল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করা যে
শিরক, এ বিষয়টির উপর বহু আযাত উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো আরেকবার
dেখে নিন।

ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, ইবাদত হল ধীর ও শীর্ষতের একটি সুনির্দিষ্ট
পারিভাষিক শহু। কোন সত্তাকে গায়েবীভাবে লাভকরির ক্ষমতাধর ও হাজত
পুনর্নির্মাণী মনে করে তাকে রাজি করার জন্য, তার নেতৃত্বে অর্জন করার জন্যে
শর্দ্ধা ও তহরিমূলক যে কোন কাজই করা হবে—সেটাই বীরের পরিভাষায় ইবাদত।
যেমন দু'আ করা, ডাকা, মুহাকম ও দীরা পাঠ করা, সম্ভব করা। তাওফিক করা,
নয়ন মানান করা, কুরাকার করা ইত্যাদি এবং ইবাদত কোলাহলে আল্লাহ
তাআলারই হক, অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। কাজেই কোন গাইরুল্লাহর
সাথে উপরোক্ত আচরণ করা সরাসরি শিরক বলে গণ্য হবে।

পূর্বে সর্বিষ্টতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অধিকাংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের শিরক
এটি ছিল যে, তারা আল্লাহ তাআলা বাতীল কতিপয়কে লাভ কর্তির ক্ষমতাধর
মনে করত এবং তাদের মন্ত্রিদের জন্যে ইবাদত প্রকৃতির কার্য সম্পাদন করত। এ
শিরকই এমন মহা অপরাধ যা, কখনো মারাত্মক হওয়া নয়, যতক্ষণ না বাদা তরুণ
করতঃ বাঢ়ি তাওহীদকে মনে গ্রহণ করবে এবং যতক্ষণ না মুক্তি ও অসেব
তার সত্তায় মুক্তি দান করবে।

তাবার বিষয় যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাই নিকট কামনা করার,
তাই নিকট দু’আ করার জন্যে হীর রহমতের দরজা খুলে দিয়েছেন। আমাদের
দু'আ ও কাকুতি-মিনতি কবরের প্রতি তাঁদের দিয়েছেন এবং আমাদের আবেদন যত
বড়ই হোক না কেন, তিনি তা কবর করতে সক্ষম হবেন। তদুপরি আমরা। যদি
আল্লাহ তাআলার শাহী দরবার ছেড়ে তাই সামান্ত, তাই হকমের সোলাম, তাই মুখার্জিত
বিষয়ের দর্জায় দর্জায় দৌড়াতে থাকি, তাহলে এটার কত বড়
রোকা হবে! নেয়ামতের কত বড় নিকাহরাও হবে! আল্লাহ তাআলার সাথে
কত বড় বোমাদারি ও সৌভাগ্য হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ?

'আর তোমাদের পরওয়ারদেগার বলে দিয়েছেন যে, তোমরা আমাকে ডাক,
আমি তোমাদের দু’আ কবর করব । যারা আমার ইবাদত হতে আংশ করাকে,
তারা অচিরেই লাখ হয় আহ্মামে প্রবেশ করবে।' —সূরা মুসনিদ ৬০
রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

الدعاء هو العبادة، ثم قرأ: وقال رضي الله عن أسد الله استجب لكم.

فاطما إيضاء. ت الخبر حين سأجودكم الله استجب لكم؟

الإجابة: أنت وثبات الله تآبكم الله إنستجب لكم؟

وإذا سألك العملية عن فاني قريب، أجب دعوة الداع إذا دعاء أن

فليست جمعاً لي ولئنونا يب لعقم برشدود.

‘আর যখন আমার বান্ধা আমার সমক্ষে আপনকে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি

তো নিকটেই আছি। আমি মন্দুর করি আবেদনকারীর আবেদন, যখন আমার

নিকট আবেদন করে। কাজেহ আমার নকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি

নিদর্শনে বিশ্বাস করা তাদের একাঞ্চ কর্তব্য যাতে তারা সম্পর্কে আসতে পারে।’

-সূরা বাকারাঃ ১৮৬

আন্তর্য্য আরো ইরশাদ হয়েছে:

وأم يجيب المضطر إذا دعاء ويكشف السوء ويجعلكم خفاء

الأرض إلّإ مع اللّه، قبّلًا مَا تذكّرونه.

‘কে সে সত্তা-যিনি বিপদের ডাকে সাঝা দেন, যখন তে ডাকে এবং

বিপদ মোচন করে দেন এবং তোমাদেরকে জমিন ব্যবহারের অধিকারী করে

থাকেন। আল্লাহর সাথে আর কোন মানুষ আছে কি? তোমরা ভুল করিম হ্যায়াং কর থাকেন।’ -سূরা নামিল : ৬২

আমালের বাপার হল, মকার মৃত্তিকৃত মুভকের দের অবস্থায় এমন ছিল যে,

সাধারণ অবস্থায় তা তারা গাইরহাজ (আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্যদের) নিকট

সাহ্য সহযোগিতা করান করে। কিন্তু করিন মুখতু, বিপদ-আপদ তারা

একমাত্র আল্লাহ তাআলার নিকটই সাহায্য করান করে। কুরআন মাজারের বহু

স্বাভাবে তা উল্লেখ রয়েছে।

পক্ষায় কর্ত্র পুরুষরিদের অবস্থা এমন চরমে পৌঁছেছে যে, তারা সাধারণ

অবস্থার আল্লাহ তাআলার নিকট করান করে, কিন্তু করিন মুখতু, বড় ধরনের

আপদ-বিপদ মাজারে গিয়ে পীরের নিকট করান করে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যেন,

আল্লাহ তাআলা এ সব পীর-মাজারের সমান কমতাও রাখেন না।

(سِيِحَان اللَّهِ) আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে এরূপ ভাব আকীনা হয় মৃতি পৃথিবী

মুভকেরদেরও ছিল না।
মায়ারে শতশত নয়, হাজারো লোককে আপনি দেখিবেন, তারা পীরের সাহেবের নিকট সম্ভাষণ করান করেছে। অর্থাৎ সমাজ দানের ক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহ তাঁর অন্যতম হাতে। তিনি ব্যাপীত অন্য কেউ সম্ভাষণ করেন না। এ কথাটাতে সকলেরই জন্য যে, পীরের সাহেবের বয় বড়ো হয় না কেন, কোন নবীর চাইতে বড়ো হতে পারেন না। কোন নবীর কি সম্ভাষণ দেওয়ার শক্তি ছিলো? নসরিয়া অন্যকে সম্ভাষণ দান করেন তো দুর্নীতির কথা নিজেই আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ করে সম্ভাষণ করেন কাণ্ড।

হযরত যাকারিয়া আলাহীমার সাদামের ঘটনা কুরআন বাণীদের কারেক স্থানে উল্লেখ আছে। সুরা আলে ইসমারামে ইরশাদ হাবেন।

“নাহালক দাবা করিবা রহে, বলি বিবেকান্ত লক্ষ্যের লক্ষ্যে, বলুন সুচিত দুর্গতি নষ্ট করিবে তোমরা; আল্লাহ তাঁর মন্ত্রস্বরূপ নিয়ন্ত্রিত।”

নদkening দলের মধ্যে তোমরা পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বলেছেন, যে আমার পালনকর্তা! আমাকে পৃথিবী সম্ভাষণ দান কর, নিচু ও তুরি প্রার্থনা প্রবর্ধনকারী। যখন তিনি কামরাজ তাতের নামাতে নামিয়েছিলেন, তখন কেরেশতারা তাকে চাকিয়ে বললেন, আল্লাহ আপনাকে সুপ্রাচী দিচ্ছে ইয়াহীদ সম্পর্কে, যিনি সাক্ষাৎ দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে। যিনি সরদার হবেন এবং বীর প্রবৃত্তিকে খুন দমনকারী হবেন। তিনি অত্যন্ত সর্বভূতীয় এবং নিশ্চিত হবেন। তিনি বললেন, ‘হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পৃথিবী সম্ভাষণ হবে, আমার কে বুঝে গেছে, আমার বীর কে বুঝে গেছে।’

নিবাচনের সময় অনেককে দেখা যায় যারা মায়ারে গিয়ে পীরের কাছে নির্বাচনের সকলের চায়, ক্ষমতা, রাজকীয় কামনা করে, অবিশ্বাস তোত পাওয়ার আবেদন করে।

প্রথম ক্ষমতা দেওয়া না দেওয়া বর কিছুই আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ হাতে। তিনিই সকল মানুষের অন্যতম মালিক। তিনি যে দিকে ইহুদি লোকের অন্যতম ঘুরিয়ে দেন।

ইরশাদ হাবেন ৪।

ফী লিখনে মায়ারের সকল নিয়ন্ত্রিত।
“বলুন, হে আল্লাহ! তুমি সাব্বতোমের অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা রাখে সেই দান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা রাখা ছিল না ও যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় ক্ষমতা।
নিষ্ক্ষয় তুমি সব বিষয়ে কমাতশীল।” — সূরা আলে ইমরান ৪: ২৬

হাদিসে আছেঃ

ইন ফরিহ বনি আয়াম কিয়াল বিয় উচু ইসা কিয়াল সুনাই রায়ান কিয়াল কফল কফল

যদি নিন্ধিত হয়ে সতিকার অর্থে ইসলাম ও মানবতার সেবা করাই উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে নিন্ধিত হওয়ার জন্যে তাদের একমাত্র আল্লাহ তা’আলার নিকট দৃঢ় করা উচিত। ইরশাদ হয়েছেঃ

২৫২: যদি সেনাকে আদর করেন, তাহলে তিনি তাদের নিয়োগ দিতে পারেন, তবে তারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে তাদের একাত্তর কর্মকান্তা, যতো তারা সজ্জিত হয়ে আসে।” — সূরা মুরাওয়া ৫: ১৮৬

যাহোক, কুরআন-হাদিসের ভাষাযুক্তির দুর্বল একটি ইবাদত। আর ইবাদত মাঝে আল্লাহ তা’আলার জন্যে নির্ধরিত। তিনি একমাত্র মাদ্রুল এবং ইবাদত পাওয়ার যোগ্য। গাইরক্যাত্র নিকট অর্থাৎ আল্লাহ তা’আলা যত্নীত অন্য কারো নিকট দৃঢ় করা তাকে মাঝে বাসানো ছাড়া আর কিছুই না।

হুরাত শৈল ওলীলীরাই মুহাম্মদের দেহতা (রহ) বলেনঃ

কল জীবন বাধ্য ছাড়া ইস্লাম বা আল্লাহর বাধ্য ছাড়া ইস্লাম বা আল্লাহর বাধ্য ছাড়া ইস্লাম বা আল্লাহর বাধ্য ছাড়া ইস্লাম বা আল্লাহর বাধ্য ছাড়া ইস্লাম বা আল্লাহর বাধ্য ছাড়া ইস্লাম বা আল্লাহর বাধ্য ছাড়া ইস্লাম বা আল্লাহর বাধ্য ছাড়া ইস্লাম বা আল্লাহর বাধ্য ছাড়া ইস্লাম বা আল্লাহর বাধ্য ছাড়া ইস্লাম বা আল্লাহর বাধ্য ছাড়া ইস্লাম।

যারা আজমীর, সায়িদ সালার মাসুদ প্রমুখ বুপোস মাঝের গিয়ে বীর উদ্দেশ্য লাতের জন্যে প্রার্থনা করে, তারা হত্যার ও বা।
আপনার কাছে তাদের উপর ঐ মূল্যবান নাযে, যারা সহজে বানানো মূর্তির পূজা করে এবং লাত, উস্যাখে (প্রতিমার নাম) মাকসৃদ হাজিলের জন্য ডাকে।”

-তাফসীরে ইকবালে ৪/২০৯, কাফতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৩/৩

হযরত আবদুল কাদের খালিনী (রহম) এ সম্পর্কে বলেন:

"আল্লাহ তা’আলাকে ভয় করা এবং তার ইবাদত করা তোমার উপর অপরিহার্য। আল্লাহ তা’আলা বাতীত কাউকে ভয় করে না এবং তাকে ছাড়া কারো নিকট আশা পোষণ করে না। সকল প্রয়োজন আল্লাহ তা’আলার নিকট পেশ কর এবং তাঁরই কাছে প্রার্থনা কর। আল্লাহ তা’আলা বাতিত কারো উপর ভরসা রেখো না। একমাত্র সত্যি যিনি সকল ক্রটিমুক্ত। তাঁরই উপর আশা রেখো। কবরদার! তাওহিদ! তাওহিদ! তাওহিদ! (অর্থাৎ একমাত্র সত্যি যিনি একমাত্র সত্যি মেনে চল একক সত্যি উপর ভরসা কর এবং সে একক সত্যি সাধেই সকল আশা-আকাংক্ষা পোষণ কর।)" -মালফুসাত-ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৩/৫

‘আল-বাহরুল রাযিক‘ সহ অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ আছে:

اعتقاد أن الميت يتصرف في الأمور دون الله كفر.

أرثاء أن أهل الله تأثيث (أنا خواشي، زمان) مرن بذل مانعك في çıktار جد له كثيراً.

-الباهر و الفرية ٣/٢١٨

‘তাওহিদ’ নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে:

منهم الذين يدعون الأنباء والأولئاء عند الحوائج والمصائب باعتقاد أن أرواحهم حاضرة تسمع النداء وتتعلم الحوائج، وذلك شريك قبيح وجهل ضرير. قال الله تعالى: ومن أفضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون.
“কতিপয় লোক আপনি-বিপদ ও প্রয়োজনে নষ্ঠা-গলীদেরকে ডাকে। তাদের কাছে দুষ্কর কর। ওদের বিশ্বাস নেয়, তাদের রহ উপার্জিত আছে, মানুষের দুর্বৃত্ত তন্নেহ এবং তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে অগ্রস্থ। অথবা এ আদীয় মারাত্মক শিরক এবং প্রকাশ্য মূর্ধন্তা। আল্লাহ তাঁহাকে ইরাস্ত করেন যা ব্যক্তি থেকে অন্য গোষ্ঠী কে? যে আল্লাহ তাঁহাকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ডাকে, যে কিছুতে পর্যন্ত তাঁর আহবানে সাড়া দেবে না। তারা তাদের আহবান-দুর্বৃত্ত হতে পারেন।”

-আত্ত তালীকুল মুল্লী আলা সুনানিদ দারাকফরী

“আল কায়দাতুল সালীলা” কিতাবে আছে?

লা যেইতে অল্প যাহার নিষ্ঠায় কাজ করা কাজা জন্য আয়ায় নেই। যেমন বললে হে অমুক সাহেব! আমার সাহায্য সহযোগিতা করুন। আমার কত দুর করন। আমি আপনার প্রেমিক, ইত্যাদি। এ সবই শিরক, যা আল্লাহ তাঁহাকে ও তাঁর রাসূল হারাম ঘোষণা করেছেন। ইহন ইসলামের অকাটা ও অলংকারী প্রমাণাদির মাধ্যমে একলা হারাম হওয়া সর্ববিদিত।”

-আল কায়দাতুল সালীলা ফিতালুর মুসলিম ওয়াল আলীলা। ১২৮-সামায় মাওতা: ৩৬৪-৩৬৫

চিহ্ন করে দেখুন! আল্লাহ তাঁহাকে উপরে মুহাম্মদীকের রাসূল সালাদাহ আলাইহি ওয়াসালাতের উপর দুর্নুর পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমনিভাবে অন্যান্য নবীদের উপর সালাম ও দরদ পাঠ করার জন্য তাকিদ শরীয়ত রয়েছে।

বন্ধুবর্গের ভাষায় ভাষা এবং সমাজীত ব্যক্তি। যখন তাদের জন্যও দুর্নুর ও সালাম পাঠের নির্দেশ রয়েছে, আল্লাহ তাঁহার কাছে তাদের জন্যও রহমত ও শান্তির দুর্বিত্ত করার কথা বলা হয়েছে-এতে বুখার লেগ রহমত ও শান্তি লাভের জন্যে তারাও আল্লাহ তাঁহার মুখরূপকী। রহমত ও শান্তি তাদের নিজস্বের হাতে নয়। যখন তাদের হাতেই নেই, তখন স্পষ্টত: অন্য সৃষ্টিক্রীয়ের হাতেও নেই। কেননা, সকল সৃষ্টিক্রীয়ের মধ্যে তাদের মর্মাধিক সবার উপরে। সুতরাং, যদি শুধু দুর্নুর ও সালামের তত্ত্ব নিয়ে তাবা হয়, তাহলেও শিরকের অলাভ্য। এবং তা পরিহারের প্রয়োজনীয়তা উপলক্ষ্যের জন্যে, যথেষ্ট হবে।
শিরকের মূল ভিত্তি এটি ছাড়া আর কি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো হাতে কল্যাণ, শান্তি ও রহমত মনে করা হয় আর এর অধিক দুরদ শরীফের মধ্যেই স্পষ্ট বিদ্যমান আছে।

দুরদ ও সালামের বিধানই আমাদেরকে নবী-রসূলের জন্য দু'আ পাঠকারী বানিয়েছে। আর যে ব্যক্তি নবিগণের জন্য দু'আ পাঠকারী সে কোন সৃষ্টিজীবীর নিকট দু'আ করতে পারে না। অথবা কোন সৃষ্টির পূজারী হতে পারেনা।

এ ব্যাপারে একটা ভাবা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির বানা থেকে গত্যেহ বার বার স্বীকারকৃত নিজেন, তোমরা বল না যাক তোমাদের দু'আ।

"হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য কর্মন করি। অন্য কারো কাছে নয়।" 

আল্লাহ তা'আলার দরবারে আমরা দেবিক কমপক্ষে উত্তেজনার এ কথার স্বীকৃতি প্রদান করছি। তাহারা এ ঘোষণা আমাদের ঈশ্বর-ঈশানের মৌলিক বিশ্বাস ধারার বাদ। অথচ পীর-মাসানেরের নিকট দু'আ করা উপভোক্তাপ্রতি, স্বীকৃতি ও মৌলিক ধারার স্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ তা'আলার আমাদেরকে সৃষ্টির সঠিক জ্ঞান দান করেন। আমান।

কিন্তু আদি-হাদিস মুল্য দেহিল কর্ক রিয়ারতের সময় কর্করেসিকে সালাম করতে, তাদের মাগফেরত ও কিসর জন্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে। আর নামধারী মুসলমানরা সে জায়গায় এ শিরক উদ্ধৃতন করেছে, তারা কর্করেসিকের জন্যে দু'আ করার পরিবর্তে তাদেরই নিকট দু'আ করতে চেষ্টা করেছে।

হিন্দু ও তার দৌহাত্রা মূর্তিপূজা করার কারণে মুশরক হল, মুসলমানরা কি করে পূজা করার পরে একত্ববাদী প্রভাবকে এ ব্যাপারে জনৈক উর্দু ভাষী কবি বলেন না।

কিন্তু এগর কহে কি পরগাত কাফাফ
জগ হাঙ রাতে বিশ হর হর কাম
জর্জে গ্রাম বার সেক কাফাফ
কোটক মিল্যে করমে নুতি কাফাফ

---
1.-যা 'আরিফ হাদিস ৪/৩/২৯৬
মূর্তিপূজা অপিপূজা অনেক যখন করে তাই,
কাফের বলে ভাঙ্গতে তাকে কোন কিছুই বাড়া নাই।
প্রতি পুত্র বলে কেহ নিত্যা বলি কাফের সে তা,
তারকাকে মোহী বলে ভাঙ্গতে কাফের হবে সেও।
কিছু মুসলিমদের সুযোগ অনেক নেবার আছে,
মনের সুখে যাবে তাকে পূজা জানায় আছে,
নবীকে কখনো বসায় মোহী অন্যে আসেন,
ইমামের মহিমা বসায় নবীর উপরে।
মায়ার মায়ার শিয়া নয় নিয়ম করে নি,
শহীদের কবরে শিয়া হাজি তালব করে,
এতে তাদের ইমামের ক্ষুদ্রতি নাই হয়,
তাদিদের বাণী তাতে নষ্ট নাই হয়।

পীরের নামে মানুষ

মানুষ করা ইবাদত। আর ইবাদত মানুষ আল্লাহ তাঁর জন্য সুনির্ধিষ্ঠ।
কাজেই কোন মৃত্যুজীবির জন্য মানুষ করা শিক্ষা ফিল ইবাদত (ইবাদত সম্পর্কের
শিরক) বলে গণ্য হবে। তাছাড়া সচরাচর মানুষ মানুষ হয় কোন আপদ-বিপদ দূর
হওয়ার জন্যে অথবা কোন উদ্দেশ্য হাচিলের জন্য।
কাজেই মানুষ ঐ সত্ত্বায় সাথে
নিদ্রিত হবে-যিনি আপদ-বিপদ দূর করতে পারেন এবং যোগাযোগ মিটাতে পারেন।
সেই সত্তা একমাত্র আল্লাহ রাসকুল আল্লামায়। আর আল্লাহ তাতালা বাতীত অনুর জন্যে মানন্তরকারী একমাত্র তাকেই বা তাকেও মুক্তিদাতা, উদ্ধারকারী ও কার্যসম্পাদকরী মনে করে থাকে। এটা পৃষ্ঠিক ফিরুজবিবির যায়।

আল্লাহ হামার পীরদের জন্যে যে মানন্ত করা হয়-এ ব্যাপারে ফিকুহ ও ফাতাওয়া শাস্ত্রবিদগণ সম্পূর্ণ ভাষায় বলেছেন:

নিষীদ করানো এ ধরনের মানন্ত করা একমতো বাতিল।

এক ও এ মানন্ত সৃষ্টিজীবীর নামে হচ্ছে, আর কোন সৃষ্টিজীবীর নামে মানন্ত হতে পারে না। কেননা, মানন্ত করা একটি ইবাদত। আর ইবাদত কেন সৃষ্টিজীবীর জন্যে হতে পারে না।

দুই ও যার জন্যে মানন্ত করা হচ্ছে, তিনি হলেন মৃত। আর মৃত ব্যক্তি কেন কিছু মালিক হতে পারে না।

তিনি মানন্তকারীর ধারণা যে, মৃত ব্যক্তি যাবতীয় বিষয়বালীর কর্মকা প্রয়োগের অধিকার রাখে। তার এ আকীর বিশ্বাস সম্পূর্ন কুফরী।

—আল বাহরুল রায়িক : ২/২৯৮, ফাতাওয়া শামী : ২/৪৩৯-৪৪০

সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরকারী আলামা মাহমুদ আল্লামী (রহ) স্ত্রী তাফসীরের গ্রন্থ "রুহল মা'আমি" তে বলেন:

وفي قوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ... إشارة إلى ذم الغالبين في أولياء الله تعالى، حيث يستغيثون بهم في الشدة شاغلين عن الله تعالى، ويتذرؤون لهم النذور، والاعتقاد منهن يقولون: إنهم وسئلين إلى الله تعالى، وإنما تنشر الله عز وجل، وتجعل نوابه لله تعالى، ولا يخفى أنهم في دعواهم الأولى أشبه الناس ببندمة الأصنام الفاصلون إياهم نعيمهم ليقربون إلى الله بلغوا، ردواها الثانية لا بأس بها لولم يطلبوا منهم بذلك شيئاً مريضينهم أو رد غمانهم، أو نحو ذلك، والظاهر من حالهم الطلب ويرشد إلى ذلك أنه لقبيل: انذروا لله تعالى، واجعلوا نوابه لوالديكم، فإنهم
ধরপ্রায় মাসিকতা হলো এ ওলীদের ব্যাপারে যারা বাড়াইডি করে তাদের নিদর্শন প্রতি ইহিত রয়েছে। যারা আল্লাহ তা'আলাহ হতে বিমৃত হয়ে বালা মূর্তির সাথে তাদের (ওলীদের) কাছে সাহায্য চায়, তাদের জন্যে দেশে করে।

এদের জন্যে বলে থাকে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে ওলীগণ আমাদের মাধ্যম ও অবলম্বন মাত্র। আমরা মান্নান তো আল্লাহ তা'আলার নামেই জন্যে করে থাকি, তবে তার সাথার ওলীদের জন্যে উৎসর্গ করি।

এ ব্যাপারে কোন অসঘরতা নেই যে, তারা প্রথম দায়িত্বে (ওলীগণ আল্লাহ
ta'আলার দরবারে আমাদের জন্যে মাধ্যম ও অবলম্বন মাত্র) মূর্তি‌‌পূজারীদের সাথে সামঞ্জস্যাধ্যুল, যারা বলে আমরা তো মূর্তি‌‌ পূজা এ জন্যে করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ তা'আলার নিঃক্রিয়তা করে।

তাদের দ্বিতীয় দায়িত্ব 'আমরা মান্নান আল্লাহ তা'আলার জন্যেই জন্যে করে থাকি, আর সাথার ওলীদের জন্যে উৎসর্গ করি'-এর মাঝে কোন অসঘরতা নেই। যদি তাদের দ্বারা ওলীদের নিকট রোগীর সুখীতা কামনা ওভার পলায়ন ব্যাক ফিরে আসা
বা এ হ্রাসের কোন কিছু প্রার্থনার নিবন্ধ না থাকে। কিন্তু সত্য হল তাদের এ দায়িত্বের অসার। কোন তাদের বাহিরীক অবস্থা দ্বারা একথা সুস্পষ্ট যে, উদ্ধ প্রকার মান্নান দ্বারা তারা সুখীতা ও পলায়ন ব্যাক প্রত্যাবর্তনের অন্যান্য বিষয়বল্লো কামনা
করে থাকে।

এ কথা দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যদি তাদেরকে হয়, তোমরা
আল্লাহ তা'আলার জন্যে মান্নান কর। আর সাথার পিতা-মাতার জন্যে উৎসর্গ কর।
কেননা, ওলীদের চাইতে তারাই অধিক মুখাপেক্ষা। তাহলে দেখা যাবে তারা এতে
রাজি নয়।

আমি (আল্লামা আলৌদী) তাদের অনেককেই ওলীদের কবরের পাথরে নিজেদের
করে দেখেছি। তাদের অনেক (বর্তমান সকল কবরপূজারী) ওলীদের ব্যাপারে
এ আকৃতি রাখতে যে, তারা কবর থেকেই বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের অধিকার রাখে।

- রুঘ্যল মাওরিয়া, ১৭/২১২-২১৩
পীর ও মাযারাজিদের সন্তুষ্টি
লাভের জন্যে পন্ন জবাই করায়

সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে এবং নেকটিয় অর্জন করার জন্যে পন্ন জবাই করা একটি
ইবাদত। আর ইবাদত মায়ে আল্লাহ তাঁ-আলার সাথে নিরিদ্ধ হইলে প্রাণ মায়ে প্রাণ
সৃষ্টিকারীর জন্যেই উৎসর্গ করা যেতে পারে। আল্লাহ তাঁ-আলা ইরশাদ করেন যে
মুহাম্মদ আলী হামিদী মাতৃ ও ফাতেমা কিরাতী রক্তার নব্বারণ আলেম। শুপাই ছাড়ি
দেন। ও আলেম।

“আপনি বলুন: আমার নামায, আমার কৃষীরি এবং আমার জীবন ও মরণ
বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাঁ-ই আদিত
হয়েছি এবং আমি প্রথম আদিত প্রিয়।” -সূরা আনআম : ১৬২-১৬৩

সূরা কাওয়ারে ইরশাদ হয়েছে: “অতএব আপনার
প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে নামায পত্তন এবং কৃষীরিকে করুন।” -সূরা কাওয়ার : ২

সূরাতে, নামাযের নায় নেকট অর্জনের নিয়তে পন্ন জবাই করা আল্লাহ
তাঁ-আলার সাথে সূনির্দিষ্ট। যেমন আল্লাহ তাঁ-আলা ব্যাধিত করেন জনে
(গাইফাতের জনে) নামায পত্তন শিকার হয়ে, ঠিক তেমনি গাইফাতের জনে পন্ন জবাই
করা এবং প্রাণ উৎসর্গ করা নিঃশদে শিকার।

রাসূলাহ সালাহার আলাহি ওয়াসার্মাই ইরশাদ করেন:

"লুন লাহে মন দিয়ে লিখুন লাহে মন।"

"এই ব্যাধির উপর আল্লাহ তাঁ-আলার অভিসম্পাত, যে গাইফাতের নামে
(গাইফাতের জনে) জবাই করে।" -স্তাহী মুসলিমে ২/১৬০, হাদিস ১৯৬৮, সুসানে নাসারী: ২/১৮৪ হাদিস ৪৪২২
নায়েক, পন্ন জবাই করা, প্রাণ উৎসর্গ করা একমাত্র আল্লাহ তাঁ-আলার সাথে
সূনির্দিষ্ট। যে ব্যাধি আল্লাহ ভিন্ন করেন জন্যে জবাই করল সে শিকার করল।

তাফসীরে নীযায়ান পীরে আছে:

"তাফসীরে নীযায়ান পীরে আছে:

"সুলামায়ে ইস্তাম বলুন, যে মুসল্লী আল্লাহ তাঁ-আলা ভিন্ন করা নেকট
অর্জনের জন্যে পন্ন জবাই করবে সে মুরতাদ। আর তার জবাইকৃত পন্ন মুরতাদের
জবাইকৃত পন্ন নয়া হারাম বলে গণ্য হবে।" -ফাতাহায়া রাসুলিয়া: ৩১৫
তাসাউফ ৪: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা’আলার ইরশাদঃ

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, বক্ত ও তক্তের গোষ্ঠ, যে সব জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গকৃত, যা কল্পনায়ের মারা যায়, যা আশ্রয় লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পতনের ফলে মারা যায়, যা শিং-এর আশ্রয়ে মারা যায় এবং যাকে হিতোন্নয়ন জন্য হ্রাস করেছে, কিন্তু যাকে তোমরা জবাই করেছে ।

যে জন্য দায়ীবদ্ধতাতে জাবাই করা হয় এবং যা ভাগ্যনির্ধারক শর্ত দ্বারা বন্ধ করা হয়, এসব গোনাহর কাজ।" - সূরা মাযিদা ৩: ৩

উক্ত আয়াতের অভাবে (রমা আল লালিম) দ্বারা যা হারাম করা হয়েছে, তার দ্বারা সে জন্যই বন্ধ করা হয়েছে, যা আল্লাহ তা’আলা বায়তীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত, যাতে সে সম্ভব হয় এবং কাজের সমাধান করে দেয়।

হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আজিম মুহাম্মদের দেহলতী (রহঃ) উক্ত মাসআলাটির সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তার আলোচনার তার সংক্ষেপ সামান্য ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হলো। তিনি বলেন কি:

"অর্থাৎ সে জন্যও হারাম বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহ তা’আলা বায়তীত অন্যের নামে নির্ধারিত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

সে গাইকল্লাহ (আল্লাহ বায়তীত অন্য) কোন প্রতিমা হক বা দুষ্ট রূপ, যার নামে পণ বলি দেওয়া হয় অথবা জিনের নামে জবাই করা হক, যে জিন বাজার বা কোন স্থানে দেখতে পাওয়া যায় না। এর প্রতি প্রতিদিন ও অনেকের হাসি তবে নিরাপত্তা থাকতে পারে না (তাদের সৃষ্টি ধ্রুবে মোতাবেক) অথবা গাইকল্লাহ কোন পীর, পঞ্চোভর্ণ হক যারের নামে উক্ত পদ্ধতিতে (আপল বিপদ হওয়ার কাজ উদ্ধারের জন্যে) জন্য উৎসর্গ করা হয়। এ সবই হারাম।

হাদিস শরীফে আছে যে ব্যক্তি গাইকল্লাহর নামে জবাই করেন সে অসঠিক।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ বায়তীত অন্য করেন নেইল অর্জন করার জন্যে তার নামে জবাই করল, তার উপর আল্লাহ তা’আলার লাল্ত এবং অভিসন্ধি ঐতিহাসিক করার জন্যে কোন পার্থক্য হবে না।

হাদিস শরীফে আছে যে যখন একজনের নামে ঘোষণা হয়ে গেল সেখানে কাজ হবে।

১. বয়ানুল কুরআন ৪: ১/৯৭
করার সময় আল্লাহ তাঁর নাম নেওয়াতে কোন লাভ হবে না। কেননা, সে পদটির অনেক নামে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাতে মৃত জন্মতে অধিক অপবিত্রতা বিদ্যমান লাভ করেছে। কেননা, মৃত জন্মতে (মধ্যে বারাষ এট্টুকুই যে) প্রাণ পাশ্চ উড়ে যাওয়ার সময় আল্লাহ তাঁর নাম নেওয়া হয়নি (তবে গাইরলাহর নামও নেওয়া হয়নি)। অথচ এখনো অবহেলা গাইরলাহর নামই নির্ধারিত করার পর জরুরি করা হয়েছে যা সুস্পষ্ট শিরক। যখন তার মাঝে শিরকের অপবিত্রতা বিদ্যমান লাভ করেছে তখন আর বিক্ষিপ্তহীন পড়ার দ্বারা তা হালালে পরিনত হবে না।

এ মাসআলার মূলতত্ত্ব হল কোন প্রাণ প্রাণনাকারী ব্যক্তি করার জন্যে কুরআনী করা বৈধ নয়।

মুহম্মদ বাদখানায়, পাদীয় ও অন্যান্য সম্পদ যদিও আল্লাহ তাঁর নিভুল করে নেকটিটি অর্জনের জন্য দেওয়া হোসেম ও শিরক, তবে আল্লাহ তাঁর সাম্প্রস্থান নামের ইচ্ছায় তা করতে পারে না। তাহলে তাদের পৌছানো থাকে আছে। কেননা, নিজ আমদের সাম্প্রস্থান অন্য দিয়ে দেওয়া জানে। যেমন তাদের নিজ সম্পদ আল্লাহ তাঁর সাম্প্রস্থার উদেশ্যে কোন দান করা জানে। কিন্তু জীবনের বিপরীত ও পশ্চাতের জন্য মালিকানাধীন নয়, যা সে অন্য দান করতে পারবে। কাজেই এখানে ঈশ্বরের সাম্প্রস্থার বাহানা চলে না।

কতক মূর্ত জাহিদ এ মাসআলা বুধবার ভুল করে এবং বলে থাকে, গোষ্ঠ রান্না করে মৃত ব্যক্তির নামের জন্য তার সাম্প্রস্থার পৌছানোর উদ্দেশ্যে দিয়ে দিওয়া নিস্কাশের জানে। যত মৃত (নীরুত্র ও বুড়ুর) ব্যক্তির নামে পর জবাই কালে আমাদের নিয়ন্ত্রিত তাই থাকে। এ প্রক্রিয়ার মানুষকে বুঝানো জন্য একটি পরামর্শ দেওয়া হয় ‘তোমরা এ পরিমাণ গোষ্ঠ কর এবং তা রাখা করে (কেনা এলাকায়) পরিসরাঙ দিয়ে দিও নারী (সাম্প্রস্থার পৌছানোর জন্য এটুকুই যথেষ্ট) যদিও তারা এ পর্যায়ে সমৃদ্ধিতে মনে নেয়, তাহলে তাদের দাবি নিয়ত থাকে গাইরলাহর সাম্প্রস্থার জরুরি অর্জন করা। আর একেই বলে শিরক।”

শাহ সাহেব আরো বলেন, “গাইরলাহর নেকটা অর্জনের নিয়ত অন্তরে দুর্গন্ত রেখে তখুর মূর্ত আল্লাহ তাঁদের নাম জুট হলাল হওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়।

1. ফতাওয়া আহমেদিয়া ৪ : ৫৩৫-৫৩৬, ইতমাদুল রহমান কী রচনে তারসহিহ বয়ান ৪ : ২২২-২২৫, ২৩৬-২৩৮
দুরু একটি মাছির কারণে জানাতে প্রবেশ করেছে। আরেক ব্যক্তি একটি মাছির কারণেই দোষে প্রবেশ করেছে। উপস্থিত সাহাবীরা জিড়েন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটা কিভাবে সম্ভব হল। তিনি ইহুদি করলেন, দুজন পথিক এমন এক জাতির নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, যাদের ছিল একটি মুর্তি। মুর্তির নামে কোন কুরআনী প্রাদান করা ব্যতীত কেউ বালি হাতে সেখান দিয়ে যেতে পারত না।

তাদের প্রথা অনুযায়ী তারা একজনকে বলল, তুমি কোন কুরআনী দাও। সে উত্তর দিল, ‘আমার নিকট কুরআনী দেওয়ার মত কিছুই নেই।’ তারা বলল ‘সামাজিক মানুষ হলেও কুরআনী দাও।’ সে তাদের কথা মত একটি মাছি কুরআনী দিলে তারা তার পথ ছেড়ে দাড়ায়। এ কারণে উভয় ব্যক্তি দোষে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় পথিককে তারা কুরআনী করতে বললে সে বলিষ্ঠ করে উত্তর দিল, ‘আমি আল্লাহ তাআলা বায়তী করার জন্য সামাজিক কিছুও কুরআনী দেব না।’ এ কথা অনেতার তারা তার গর্দন উড়িঢ়া দিল। আর সে ব্যক্তি জানাতে প্রবেশ করল।”

-কিতাবু যুদ্ধ, ইমাম আহমদ (রহস্য) : ৮৪, গুলাবুল ইমাম : হাদিস ৭৩৪৩

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করল। শুরু হতে বাঁচিয়ে তাওয়ীদের উপর সূত্রিতটি রাখুন। আমীন!

1. কাতাওয়া আমীরিয়া : ৫৩৭
হাদিস শরীফে আছে, রাসূল সালাহাই আলাইহি ওয়াসালাম ফরমায়েছেন ৪:

লাতিমে বিব্যাহ তোপোর, না তোপোর কেরি সৃষ্টি, না চুলিন্দ পুলিএ উপরে, তিনি হিয়া কনিমে রাহে ব্যাট, তাহলে আর করে উৎসব করে না (অর্থাৎ বার্ষিক, মাসিক বা সাপ্তাহিক কেন আসরের আয়োজন করে না) তবে হয়া, আমার উপর দুর্কৃষ্ঠ রাখ কর। নিঃসৃত তোমার যেন না কেন, তোমাদের দুর্কৃষ্ঠ আমার নিকট পৌছে থাকে (আলাহ তা’আলার ফেরেশতারা পৌছিয়ে থাকেন)।” — সূরাতের আরু দাউদ: হাদিস ২০৪০

এখানে লক্ষ্য বিষয়টি হচ্ছে, রাসূল কারীম সালাহাই আলাইহি ওয়াসালাম নিজ রস্তায় মুখরকে উৎসব পালন করতে বাধ্য করেছেন। তাহলে অন্যকে আম আছে, যার করতে তা দৈহিক হবে?

আলামায়া মুনাফি (রহ) উক্ত হাদিসের বাক্যায় লেখেন:

যেহেতু মানুষ দারুণ ঠোঁট বছরের কোন দিনের মানে বা দিন (উরসের নামে) মায়েদের মায়েদে একত্রিত হয় এবং মেলে, আজ গৌরী সাহেবের জন্ম বার্ষিকী (বা মৃত্যু বার্ষিকী), সেখানে তারা পানাহারের আয়োজন করে, আমার নাচ গানের নবায়ন। একবার থাকে, এ সব কাজ পূরে ফুল পরিপূর্তি ও গর্বিত কাজ। এ সব কাজ পূর্ব শাসনের প্রধান করা জরুরী।” — আব্দুল্লাহ: ৬২৫

উরসের সূত্রে ফাতিমা তাহ হাত যা আলামায়া মুনাফি (রহ) তুলে ধরেছেন, তাহলে বিষয়টি নাজারের পরিপূর্তই সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু উরসের হাল চিত্র অনেক
কুরআন-হাদিসে হজ্জের মূলতত্ত্ব এবং তার আদায় পদ্ধতি সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে: যার সর সংকেপ এই যে, আল্লাহ তা’আলা নিজস্ব সমালের জন্যে কিছু স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যেমন-কা’বা, আরাফা, মুহাম্মদারোহ, মিনা ও হারাম শরীফ ইত্যাদি। লোকদেরকে উল্লেখিত স্থানসমূহে যিয়ারতের জন্যে উৎসাহ প্রদান করেছেন। তাই দুনিয়ার প্রত্যেক অঞ্চল থেকে স্থান, পানি ও আকাশ পত্রের বিভিন্ন বাহনে সঞ্চরণ করে লোকজন এ পবিত্র স্থানগুলোর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমর্থত হয়। তারা মহান প্রভু আল্লাহ তা’আলার নির্দেশে সফরের কয়টি সহযোগী করে সেলাই বিহীন এক বিশেষ পদার্থকে সেখানে উপস্থিত করে এবং আল্লাহ তা’আলার হক্কে তাঁর নামে কুরাবাই করে, মান্ত্র আদায় করে, কা’বা শরীফের তাওয়াফ করে। যেখানে যেখানে আল্লাহ তা’আলা তাওকীল (চুমা খাওয়া), ইলিতিযাম (জড়িয়ে ধরা) এবং সাই তথা সৌভাগ্যের নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে যথাযথ পালন করে। তারা আল্লাহ তা’আলার নিকট বিভিন্ন প্রয়োজন কামনা করে এবং তার শাহী দরবারে দু’আ করে।

এ কাজগুলোর সমস্তকেই শরীফের হজ্জ বলা হয়। এ হজ্জ একটি বৃহূদুর্গুরু ইবাদত। আর ইবাদত মানুষের এক ও অভিযোজ্য প্রভু আল্লাহ তা’আলার সাথে সুনির্দিষ্ট। এ কাজগুলোই যদি পাইতেনা (আল্লাহ তিনি কারো) জন্যে করা হয়, তাহলে এটা শরীক হবে এবং সে ব্যক্তি হবে মুশরক।

যদি নিরপেক্ষ ও ইনসাফের দৃষ্টিতে বিষয়টির বিচার বিলেখণ করা হয়, তাহলে সর্বালোকের নামে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, অন্যকল মাযারগুলোতে সাধারণতঃ উদ্ধরের নামে যা যা হচ্ছে, তা মূলতঃ হজ্জের কাজগুলোই করা হচ্ছে।

মাযারের উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘ সফর করা হয়। হজ্জের হাদীসের নায় তারা সাথে পথ নিয়ে যায়। সেবার্ণকর বিশেষ স্থান ও কবরগুলো তাওয়াফ করা হয়, কবরে সিজিবা করা হয়। কবরের পৰ্ব্ব ও হিতে চুমা খাওয়া (তাওকীল), জড়িয়ে ধর (ইলিয়াম), তাওকীল জন্যে কুরাবাই করে। মান্ত্র আদায় করে। মাযারকে হারাম শরীফের নায় সদান করা হয়েছে। আরো একাধারে অন্যত হয়ে সরাসরি কবরবাসীদের কাছে আদায়-বিপদ দূর হওয়ার জন্যে, কাজ সমাধা হওয়ার জন্যে, মনের বিভিন্ন বলাবলি পূর্ণ হওয়ার জন্যে দু’আ করা হয়। প্রত্যক্ষদিকের সাক্ষাত্নিবাহী হজ্জের স্থানসমূহের সমাহ্য ও সুভিষ্ট চাইতে মাযারের ভক্তি-শ্রদ্ধা কেবিল ও সূচনা। এ সব কাজ যদি শরীক না হয়, তবে আর কিসের নাম হবে শরীক?
সিজ্জনা এক আল্লাহ তাঁর সাথে সুনিদিত। তাওয়াক হবে এক আল্লাহ তাঁর ঘরে। দু’র হবে একমাত্র আল্লাহ তাঁর কাছে। কুরআনের পত্র নিয়ে সকল হজ্জের জন্যে নিদিত। মনুষ্য আল্লাহ তাঁর জন্যে নিদিত। যাতে না কানা, পশ্চাতে নিকাব না করা ইত্যাদি বিধান হারামহীন শরীফাইনের সাথে সুনিদিত।

উলেখিত কাজসমূহের কোনটিকে আপন স্থান থেকে সরিয়ে অন্যত্র প্রয়োগ করা শুরু ও বিদায়ের শাখিল।

ভালভাবে বুধা উচিত, জাহিলে যুগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঈদ উৎসব হত। আল্লাহ তাঁর অনুমান করে তার পরিবর্তে মুসলমানদেরকে ‘ঈদুল ফিতর’ ও ‘ঈদুল আযহা’ দান করেন। এ ঈদ যেহেতু বহরে অনেক হ্রদ ও আদর।

অনুরূপভাবে জাহিলে যুগে এমন অনেক স্থান ছিল, যেখানে তারা ঈদ দিবস সমাপ্ত হত। আল্লাহ তাঁর দায়া পরবর্তী হয়ে মুসলমানদেরকে সে স্থানগুলোর পরিবর্তে হজ্জের ঐতিহ্যের মূল বিন্ধ্য ধন দান করেন। শরীফাই এ সব স্থানের বিভিন্ন বিধান ও আদর শিখা দিয়েছে।

এখন যদি আমরা আল্লাহ তাঁর মনোনিত ঈদ ও স্থানসমূহ পরিবর্তে পূর্বক অথবা সেগুলোর সাথে নিজেদের পক্ষ হতে আরা ঈদ ও অনুরূপ স্থানের সংযোগের সাধন করি, তাহলে এটা আল্লাহ তাঁর নেয়ামতের প্রতি অবরাপা এবং তার বিধান লঙ্ঘন ছাড়া আর কি হবে?

পীরের সাথে হেদায়াতের মালিক মনে করা বা কাউকে জানাতে প্রবেশ করানো এবং জাহানা হতে মৃক্কী দানে সক্ষম মনে করা

এ শিরী আকাদা বিশ্বাসটি বহু মূর্ধ মুঘলের মধ্যে প্রচলিত আছে। অথচ পীরের সাথে কাজ শুধু পথ প্রদর্শন করা, সতিক রাশি দেখিয়ে দেওয়া আর মনোমিলে মাকসুদ তথা অন্যক লক্ষ্য পৌঁছানো অর্থে ব্যবহৃত যে হেদায়াত, সে হেদায়াতের মালি একমাত্র আল্লাহ তাঁর। সে হেদায়াত আল্লাহ তাঁর রাসূল হয়ত মুহাম্মদ মুভা সারালালাহ আলাইহি ওয়াসালাম এবং অন্যান্য নবী আলাইহিসা সালামদের হাতেও দান করেননি।

1- রিসালাতুল তাহানীদ ৪ ৯৯–১০১
2-আওদ্দুল মনোনী শরীর সুনামে আবি দাউদ ৫/২০৩
সূরা কাসাসে আল্লাহ তা’আলা ইরিশাদ করেন:

"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনিয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই তাকে জানেন।"—সূরা কাসাস : ৫৬

অন্যত্র ইরিশাদ হয়েছে:

"আল্লাহ যাকে পথপ্রতি করতে চান, তার জন্যে আল্লাহর কাছে আপনি কিছুই করতে পারবেন না। এরা অমনি যে, আল্লাহ এদের অতঃপর পবিত্র করতে চান না। এদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে হারা এবং পরবর্তী বিপরীত শান্তি।"—সূরা আশরা : ৪১

সূরা জিনে ইরিশাদ হয়েছে:

"বলুন, আমি তোমাদের কৃতি সাধন করার বা সুপক্ষে আনয়ন করার সাধনা নই। বলুন: আল্লাহর কবল হতে আমাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না এবং তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থল পাব না। বস্তুতঃ আল্লাহর বাণী পোহানো এবং তাঁর পথগম প্রচার করাই আমার কাজ। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে আমার কাজ, তার জন্যে রয়েছে হারমালেমর আত। তথ্যাত তারা চিরকাল ধরে।"—সূরা জিন : ২১-২৩

সূরাতাহল, সৎ পথে পরিচিতিত করা, মন্থধৰ্ম মাকসুদে পোহিলয়ে দেওয়া যখন কোন নবীর কফতাবীরা ছিল না, সেখানে পীর সাধ্য সে কফতাবীরা কোথায় পাবেন?

এমনভাবে জানাতাদান করা, জাহানালম হতে মুঠি দেওয়াও আল্লাহ তা'আলার করণ ও তাঁর সম্পদের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা এ কফতাবীরা হতে অর্থনীতি করেনি। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সালাবারী আলাইহি ওয়াসালাম বীর্য কন্যা হয়ত জাতীয় (রাও) কে সতর্কতা করতে দিয়ে বলেন:

যা ফাতেমা আন্ততী নিখ্যু নিখোর জন্যে নাম না অমূল প্রায় নয়।
‘হে ফাতেমা! তুমি নিজকে জাহানাম হতে বাচাও। আমি কোন লাভ-ক্ষতির মালিক নই।’ —সীহী মুসলিমি ৫/২১১৪, অধে তারিখেশ ৩১৮৫

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ সালাস্তাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন শুধু মুহাম্মদ নামে কিন্তু অন্যান্য নামে তার উল্লেখ করেন না। বা সাহিত্যে ইন্দ্রিয় ও দৃষ্টিতে অন্যান্য নামে তার উল্লেখ করেন না।

হে ফাতেমা, তোমরা নিজেকে বাচাও নাও। আল্লাহ তাআলার কাজ কর; অন্য আমি তোমাদের কেন কাজ কর না। হে আল্লাহ তাআলার কাজ কর; আমি তোমাদের কেন উপকার কর না।

হে রাসূলুল্লাহ নিজ সফিয়া দিয়ে। আল্লাহ তাআলার কাজ কর; আমি তোমাদের কেন উপকার কর না। হে ফাতেমা, তোমাদের মুহাম্মদ দিয়ে সহায়তা করা বল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাজ কর আমি তোমাদের কেন উপকার কর না।

—সীহী মুসলিমি ৫/২১১৪, হাদি�স ৪৭৭।

মোটকথা, প্রতিটি মুসলমানের দারিদ্র্য ও কর্ষণ হল ঈমান, আমলে সালেহ, শরীয়ত ও সূরা দের অনুসরণ অনুকরণের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার রহমত ও কর্ষণ কামান করার। কেননা, জনতার লাভ করা এবং জাহানাম হতে পরিত্রাণ পাওয়া একমাত্র তার কর্ষণ উপর নির্ভর করে। এ সকলতা না হও আমল দারা হতে পারে, না তা পীর সাহেবের হাতে পাচ্ছ তার অহন্তে আছে।

বদ্ধিমান শরীফে আছে সদ্ধে রাখনা এবং প্রশংসনায়, কোন বিষয়ে প্রতিকূল করা হয় না। অন্ত যা রসূল হলে কোন বিষয়ে প্রতিকূল প্রকাশ করা হয় না। এ বদ্ধিমান শত্রু কর্তৃত্বে না, হে আল্লাহ তাআলার রহমত আমাকে
২৩২  তারাজউফ: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা
চেকে নেয় । তাই রেখো! আল্লাহ তাঁর আলাও নিকট অধিক শ্রেষ্ঠ আমলের সেটি, যা
নির্মিত করা হয়, মিঠিও তা পরিবর্তে কম হোক না রেখা।”
- সহীহ বখরী : হাদিস ৬৪৬৭, সহীহ মুসলিম : ২/৩৭৭
অন্য হাদীসে আছেঃ

লিন যন্ত্রিত আর মন্ত্রিত উপরে_ কল্প_ ও যতীন রাসূল_ সাহাবীরা কল্প_ ও রাসূল_ সাহাবীর উল্লেখ উয়ামালাম
লিনে_ না_ আমাকে_ না_ তবে হো_ অল্লাহ_ তাঁর বর্তমান_ যদি আমাকে
চেকে নেয়। তামরা নিজেদের আমল ঠিক_ কর_ (নকলের_ ক্ষেত্রে) মধ্যমপথে
অবলম্বন কর। সকল_ বিকাল_ ও_ রাতের_ কিন্তু_ অংশে_ (অন্য_ অল্লাহ_ নকল_)
ইবাদত_ কর। মধ্য_ পথ্য_ অবলম্বন_ কর_ মধ্যমপথে_ অবলম্বন_ কর_ (অর্থাৎ_ অতি_ সামান্য_ নয়
আবার_ অনেক_ বেশী_ নয়_ ইনশাআল্লাহ_ অতীত_ নকল_ পৌঁছে যাবে।”
- সহীহ বখরী : হাদিস ৬৪৬৩, সহীহ মুসলিম : ২/৩৭৭

৬. পীরের সাহেবের ব্যাপারে ছলুনের আকাদে রাশা:
ছলুনের অর্থাৎ আল্লাহর সত্য পীরের সাহেবের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার আকাদে
রাশা। এটা কুফী আকাদে। এ কুফী আকাদে-বিলায় সম্মেলিত ইনশাআল্লাহ
২৬৭-২৬৮, ২৭৩-২৭৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হবে। সেখানে আলোকে দেখে
নেবেন আন্দ_ করি।

৬. পীরের মুরীধরের অন্তরালে মৌনতায় প্রসার
পীরের মুরীধরের আলাদা আলাদা সংশোধন। প্রবৃত্তি চাহিদার মধ্যে নিকৃততম
হলে মৌন সংশোধনা। মৌনতায় ও তার ধারাতিক কাজ পরিহার করা একটি
কর্তব্য। এটা প্রথম_ ইমানের দাবী তাই নয়, বর্গ সত্য প্রকৃতি ও সুন্দর রূপে_ দাবী
বাদ_ কে_ না_ জানে_ বে_ শরীয়ত_ পরিধীনতাকে_ হারাম করেছে_।

তেমনকি তাদের নিবন্ধগুলোর সাথে মেলা-মেশা, সুর্যী বালকদের সাথে
উচ্চ-বসা করা, কৃত্রিম, বিন্যাস পুরোনো সত্য সরম সুরে কথা বলা, পান-বাজনা ও
বিভিন্ন বাদামি এবং যে সকল কাজ বাছু কামিবাসনা বৃত্তি পার_ মৌনতায় লিখে
হোরার_ মাধ্যম_ হয়-সবই_ ইসলাম_ হারাম_ ঘোষণা_ করেছে_। এগুলো হারাম হওয়ার

বিষয়টি এততই সুপারিশ যে, তা হরিয়াতে ধীন তথা সর্বজন বিদিত ধীনী বিষয়ালীর অন্যতম। কিন্তু আফসোস! তাসাউফক পশ্চিমের একটি দল এমনও রয়েছে, যারা উপরের হরাম কাজগোলোকে যে শুধু হালাল মনে করে তাই নয়, বরং রীতিমত (নাউংবিউব্রাহ) আব্রাহ তাঁআলার সালনিধ্য অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হওয়ার দায়ী করে এবং সামাজিক নামে সেগুলো করে থাকে।

ভেতে দেখুন বিষয়! হরামকে হালাল মনে করাই যেখানে কুফরী, সেখানে হরামকে আব্রাহ তাঁআলার লাতের মাধ্যমে জানা করা অথবা তাকে ইবাদত মনে করা কত বড়ু জ্ঞানিতম অপরাধ হবে? আর এ কাজে জড়িত দৌষ্টী ব্যক্তিদের কি দশা হবে?

আর 'সামা' সমায় যার একটি প্রকার পরবর্তী সূফীদের এক জামাইতের মত বিভিন্ন শর্ত সাপেক্ষে মুবাক তথা বৈধ। সেই সামার নাম দিয়ে পূর্বোক্ত হরাম কাজগোলোকে হালাল করা, যেখানে নয় বরং আব্রাহ তাঁআলার লাতের মাধ্যমে সাবাদি করা এমনই, যেখানে কেউ মদকে শরীফ নাম দিয়ে হালাল বলতে শুরু করল। করেন, যে সামার সাথে বর্তমানের প্রধান দরবারের সম্প্রদায়, তাতে পদার্থিতা হয়, মহিলাও এবং সুষ্ণ সুষ্ণ বালকদের সাথে মিলন হয়, গজলের বিখ্যাত হয় অম্লিন বা পিঁপড়া, কুফরী, অলিফ ও জাল হয়। উপস্থিত ব্যক্তির মাঝেও সর্বপ্রথম লোকই থাকে। কেউ প্রকৃতি প্রোডি, আবার কেউ যোনিপুষ্পী। এ প্রকৃতির আর। অনেক বখেটে লোকদের আগমন ঘটে উড় আসে। সাথে থাকে বিভিন্ন বাদামিরের ব্যবহার। এছাড়া আরও বহ গর্বিত কাজও সংজোগের হয়-ই। সবাইতে জন্য ব্যাপার হচ্ছে এর লোকের লাতের মাধ্যমে পালন করা হয়ে থাকে।

সুতরাং, এ হিসেবের সামা বুরুজান-হাদীস, ইহুদীয় উত্থান বিশেষতঃ হককানি সূফীদের ঐতিহ্যেও হরাম। (আর একে লাতের মাধ্যমে মনে করা সুপারিশ কুফরী) অনেক পর্ন কোন মুসলমানই একে জায়েশ বলেনী। যে ব্যক্তি এর বৈধতার সন্ধান কোন হককানি বুথক্ষ দিকে করে, যে মুলতঃ পুরনো ব্যাখ্যা জামাইতের উপর অপবাদ ও মিথ্যারোপ করে। ১ এ ব্যাপারে শতশত উদ্ধৃতি, উদ্ধৃতি হতে এখানে আমি মাত্র একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি।

'তরসীরাতে আহমদিয়া'-কিভাবে আছে ?

“আমাদের যুগে লোকেরা সামা”র ব্যাপারে খুব তৎপর। তারা তার পেয়ালার মাতাল হয়ে অম্লিন কাজে লিঙ্গ হয়, অবেক কাজ করে। খারাপ চরিত্রের পুরুষ,

১.-মাজমুল ফাতাহীয়া: ১১/৫৪২-৫৪৬, ৫৬৭-৫৮৬, ইলাম আন্দোলনের ফুলকী: ২৫১-২৬০, ৩৫৯-৩৬০
পরবর্তী সূক্তিদের মতের মত যুবাবাদ সামাজিক শর্তসমূহ হয় 

১. শোতা প্রবৃত্তিপূর্ণ না হয় হবে, যাতে সুব অনেক কামতার সকল না হয়ে উঠে, বরং শোতা পরেশ্চার, মুভাকর হওয়া বাধ্যতিত; যাতে সামাদী যা শোতার মনে থিকি ও প্রবাহের অবতার সৃষ্টি হয়।

২. মাহফিল বা আসরে কোন মহিলা কিছু মুভাকর সুভাচর বালক উপস্থিত না হয়।

৩. সামা যা অথবা আসরে প্রচলিত মুভাকর হওয়া বাধ্যতামূলিত। যাতে সামাদী যা শোতার মনে থিকি ও প্রবাহের অবতার সৃষ্টি হয়।

৪. পাঠক কোন মহিলা বা সুভাচর বালক না হওয়া, তাঁর শোতা অনুরূপ হওয়া।

৫. গর্ভন ও কবিতার বিষয়বস্তু অনুরূপ ও নায়িকা না হওয়া।

৬. সামাদী যা অথবা প্রকাশের ব্যবহার না হবে।

৭. পৌরোথিত ও লোক দেবালোর জন্য ওয়াজ তথা বোদ্ধবিদ্যা বিশেষ অবস্থায় প্রাঙ্গণ না কর।

উল্লেখিত শর্তসমূহের প্রতি সমর্থ রেখে যদি সামা অনুষ্ঠান হয় (যা বর্তমানে অন্যতম), তবে তার শোতা প্রকাশ করা বিষয় সূক্তিদের নিকট অপকাঠিতভাবে। 

(তাদের মাঝে হয়ত অত্যন্ত পীর সাহেবর উপরে চলেছেন) কেননা, বাইরের কুস্তির (সাহাবী, তাবেহ, তাবেতাবেই মহল্লার) এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাই যদি কেউ একে সুরাত ধরণ করে, আল্লাহ তাকরোন্তের নৈক্তিক লাইব্রের উপরে মনে করে, 

তাহেল এটি শর্তকৃতিত্বে প্রবাহ বলে বিবেচিত হয়।

উল্লেখিত শর্তকৃতিত্বের সামা সমর্থ হয়ত আবাদান বাগাদানী (রহম)কে জিজ্ঞেস করে তিনি বলেন, ‘এটাও প্রাধান্যকারীর জন্য গোপনায়। আর তা 

উপরস্থুলের কোন প্রয়োজন নেই।’

যাহোক, হলাল-হারামের বাছ-বিচার না করে সামা শেষ থেকে শর্মা সূচনাতে বে কিছুই নয়। হকারী তাসাইরাকের সাময়ে তার

১- মাজিদুল্লাহ কাদরী ২৩২, ১১/৫৮২, ৫৯২-৫৯৮, ৬০৪-৬২২, ইসলাম আওরুমীন্দ্রী পূর্ব কিতাব।

২- রুলুল মাজিদী ২৩১, ৬/৩৬২, ইসলাম আওরু মুস্তাফায় ৪ ৩৫৯।
আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এ তো মনুষ্যদের প্রথম সর্বক হাই-শরম ও পরিববর্তী পরিপক্কী। আল্লাহ তাঁর আলা কর্মণী বজ্রুন এবং এ জন্ম হতে উক্তকে বিশাপ রাখেন।

৭. পরিভাষার অন্তরালে কুফরী, নায়কতা, শিরক ও বিদাহুতের প্রচার প্রসার

হকারী সৃষ্টিয়া কেরামের বাক্যবলীতে সৌলুক ও আজ্জুল্লি মাসালা সংক্রান্ত কিছু পরিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শাব্দিকদের নিকট সেসব পরিভাষায় শরীয়তগত অর্থে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাসাওফ সাবেকতা সেসব পরিভাষাকে নিজেদের কুফরী মতবাদসমূহের প্রচার প্রসারের জন্যে সৌজন্য বানিয়েছে। সেসব পরিভাষায় বিকৃতিসাধন করে তার আরামে তাদের কুফরী মতবাদ, কাদ্বিতের কথাবার্তা, শিরক ও বিদাহুতের প্রচলন ঘটিয়েছে। যেখানে তারা প্রয়োজন বোধ করেছে সেখানে আরো নতুন নতুন পরিভাষা আবিষ্কার করেছে এবং সেগুলোর অন্তরালে আরেকবার আরো বহু কিছু প্রচার প্রসার করেছে।

সে উভয় প্রকার পরিভাষাসমূহের (বিকৃত ও আবিষ্কৃত) ক্রিয়াতে অনেক সম্ভাবনা। সেসব পরিভাষার মধ্যে রয়েছেঃ শরীয়ত-তরীকুত, হাফিকত-মারফত, যাহে-বাকেন, ফানা-বাক, ওয়াহদাতুল-ওয়াজুদ- ওয়াহদাতুল শুফুদ, ইলেমে লাদুল্লী, মুজাহিদা, নিসবত, কুলব জারী করা, মুসলমানের কুলব আলাহের আরশ, যে নিজেকে চিনেছে সে তার আপ্সরাকে চিনেছে, যার কোন পীরের নাই তার পীরের শয়তান ইত্যাদি শব্দ ও বাক্যসমূহ।

ইহা ছিল এ পরিভাষাসমূহের কোন কোনটি পরবর্তীতে আবিষ্কৃত, কোনটির আসল অর্থ কি, এবং তাতে কি কি বিকৃতি হয়েছে, কোনটির মধ্যে কুফরী মতবাদ, শিরক ও বিদাহুতের প্রচলন করা হয়েছে-সবিস্তারে উল্লেখ করব। কিছু মুরক্কুবীয়ের কেরাম বইয়ের কলের বৃহদি ভয়ে এই পরামর্শ দিয়েন যে, এই বিষয়ের ভিন্ন কিছু আকারে লেখা হোক। আর এখানে তথ্য এটি ইসলাম পর্যন্তই রাখা হোক। এটি আমি এখানে এই ইসলামের পর্যন্ত দিয়ে সমাপ্ত করছি। আল্লাহ তাঁর আলা যদি আওয়াক এনায়েত করেন, তাহলে একে ভিন্ন পুনেরুকারে লেখা ইরাদা আছে। যদিও সেসব পরিভাষার কোন কোনটির আলোচনা বিক্ষিপ্তভাবে এ পুনরুক্তেও এলে তা পুনর্বাকারে তার সারাঙ্গ ও পূর্বাংশ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

রামা তুরফীতি এলা বালী, তালেবঁ তুরকই এলা ও তুরফীতি এলা অণু।
সমসাময়িক কয়েকজন পীর সাহেব

তাসাওকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল পরিপূর্ণভাবে শরীয়ত মোতাবেক চলা এবং মানুষকে সে পথে চলার জন্যে উদ্ধৃত করা এবং চালানোর প্রচেষ্টা করা। অন্যভাবে বলতে গেলে তাসাওকের উদ্দেশ্য দীর্ঘ শরীয়ত এবং সুনামের অনুসরণ-অনুকরণে পূর্ণতা অর্জন করা। এজন্যে তাসাওকে দীর্ঘ এমন সূচী বা এমন পীর সাহেবের কাছ থেকে নেওয়া জরুরী, যিনি শরীয়তের আগে বিজ্ঞ এবং সুনামেরও পরিপূর্ণ অনুসারী। এরপ পীরের কিছু আলামত ও লক্ষ্য রয়েছে। বিজ্ঞ হকাতী যুবৃষ্ণ কুরআন-হাদিসের আলোকে সেসব আলামত নির্ধারণ করেছেন। আমার উক্ত আলামতগুলো ৭৮-৮৮ পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছিল।

শরীয়ত অস্বীকারকারী, শরীয়ত সম্পর্কে অঙ্গ বা বিদ্যমান (সুনাম বিবেচনা) কোন পীরের হাতে বাইআত হওয়া, তার সাহায্য ও সংশব অবলম্বন করা সম্পূর্ণ হারাম। তাই বাইআত হওয়ার ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরী। যখন অপারে বাইআত হয়ে আসল পুনর্জ হারাতে না হয়।

বর্তমান যুগে ভারত উপমহাদেশে বিশেষতঃ বাংলাদেশে বিদ্যমান, মূর্ত এমন কি বেশী পীরের খুবই চর্চা ছিল। এ কিংবা সকল মূর্ত ও বিদ্যমান পীর এবং তাদের মূর্ততা, বিদ্যমানসমূহের পর্যালোচনা করা কঠিন ব্যাপার। এরজন্য দরকার বিশেষত কলেবরের স্বত্ত্ব পুনর্জ প্রত্যক্ষ ধর্মীয় পীর এবং তার কুফরী আকীদসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করার বিশেষত কলেবর বৃদ্ধি করান হবে।

তাই এখানে আমি শুধু এমন কয়েকজন পীরসাহেবের ব্যাপারে আলোকপাত করতে চাইছি, যাদের কিছু পুনর্জ বা বাণী সংকলন আমার সরাসরি দেখাই সূচয় হয়েছে। যাদের গুণস্তা বা মালফূর্ত তথা বাণী সংকলন আমার এমন কিছু বিষয় দৃষ্টিগত হয়েছে যেগুলো একেবারে সুপ্রস্তুত কুফরী। তাতে কোন প্রকারের ব্যাখ্যা বিশেষণের সামান্ততম অবকাশ নেই। আমি কেবলমাত্র ইলেমের আমানত রক্ষার জন্যে এসব সম্পর্কে তুলে ধরছি। যাতে নিষ্ঠিত বাতিলের ব্যাপারে নির্ভর ভূমিকা পালনের কারণে বাতিলপূর্ণীদের সঙ্গে আঘাতের উঠতে না হয়।
মাইজভাগারের পীর সাহেবান

মাইজভাগারের মায়ারসমূহে বিভিন্ন প্রকারের শিরক ও বিদায়ত প্রচলিত আছে। আমাদের জন্য মতে সেখানকার পীর সাহেবদের পক্ষ হতে এসব শিরক, বিদায়তের কোন বাদ-প্রতিবাদ হয় না। সেখানকার সাথে সম্পূর্ণদের অনেকই সাধারণত বাতেনি নামায়ের নামে নামায ফরজ হওয়ার কথাই অস্বীকার করে থাকে। সেখানকার সংশ্লিষ্টদের মুখে সুমধুর কুফরি ও শিরক সম্বলিত অনেক শের-আশ্বাস, কবিতা-গজল ব্যবহারের চালু আছে। এসবের অনেক উদাহরণ সায়িদ মুহীর হক, মুনতায়িম গাওহিয়া আহমদিয়া মন্ত্রিল কর্তৃক প্রকাশিত 'রত্নভাগার'-এ পাওয়া যায়।

যেমন উক্ত পুস্তিকার ১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে।

"আহমদে বেহিম পেয়ারে-গাউছে মাইজভাগার।" অর্থাৎ তার দাদা পীর সায়িদ আহমদ মুহাম্মদ মুহাম্মদ মীমবিহীন আহমদ। মীমবিহীন আহমদ হওয়ার অর্থ 'আহদ' হওয়া। অর্থাৎ সে আলাহ (ওয়াহরান্ত লা শারীকালাহ)। এ ধরনের ইলহাদ, শিরক ও কুফরি হতে আলাহ তাআলার নিকট শতাব্দী আশ্রয় করানো করি।

উক্ত সিলসিলার দ্বিতীয় পীর সাহেব সায়িদ দিলাওয়ার ইহসান (ইস্তেকাল ৪ ১৯৮২ ইং) "বেলায়তে মোতালাকা" নামে একটি গ্রহ রচনা করেছেন। এ পুস্তকটি তাদের তরীকার মৌলিক পুনঃকর্মের মধ্যে রাখে। এটিতে কুফরি, আলিক ও বাদে আলোচনায় ভরপুর। সেসব কুফরীর বদৌলতেই স্বরূপের চর্চা সিন্ধ-এর মত হিন্দু মুসলমানের অভিমতে লাভ করতে পেরেছে। এ অভিমতটি উক্ত পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ১৪২ নম্বর পৃষ্ঠায় ছোট্টে।

উক্ত বহরের কুফরি মতবাদ ও কুফরি আর্কীদাসমূহের মধ্য হতে মত।

দুটির কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি।

১. 'তাওহীদে আদায়ন', যার সারমর্ম হল—মুহাম্মদ মুস্তফা সালালাহ।

আলাইহি ওয়াসালাম আসিত বীন ইসলাম ছাড়াও যে কোন ভেতরের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে আমল করে মানুষ আখ্রাতে মুক্তি পেতে পারে।

এটি সম্পূর্ণ কুফরি আর্কীদ। কুরআন মাজিদ, হাদিস শরিফ ও ইজমাদ উম্মতের অসংখ্য বর্ণনার সম্পূর্ণ বিবৃতী। প্রথম এ মতবাদ সম্পর্কে 'বেলায়তে মোতালাকা' নামক পুস্তকের কিছু বাক্য উল্লেখ করা হল।
তাসাওয়াফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

“একরার বিল লেছান” মুখে স্বীকার করা। “তত্ত্বীকে বিল যানান” অন্তরে বিশ্বাস করা। ঈমানের এই দুই দিকের মধ্যে ঈহা “তত্ত্বীকে বিল যানান” ঈহা দুটি বিশ্বাস সম্পূর্ণ বিধায় ঈহাকে “ঈকন” বলা হয়। তাহে ঈর্ষায় ভাষা বা চিন্তার বাণিজ্যিক প্রকৃতি শিখিল ও তারের ভাষারী প্রকৃতি সঞ্চালিত ও তৈরি করা হয়। ঈহাতে স্বাভাবিক, কাল, গৌতম সম্প্রদায়, বা ধর্মবৈষম্য জনিত ব্যবহার বিলুপ্ত। ঈহা সামর্থ্যকে অনুবাদ করা হয়। অথচ বোধহয় শাস্ত্র অভ্যস্ত ও প্রকৃতিরূপ বিন্যাস করার প্রয়োজন।

যাহাতে তেল্লাকার বৈশিষ্ট্য অবধি কোনো একটি প্রকৃতির বিভিন্ন উৎস ঈহা বলা হতে হয়। মূলতঃ কোরানী অবধি আদেশ নিষেধ বা বিভিন্ন ভেদ প্রদানকারী বিধায়; উত্তর “ঈকন” রহস্য বিকিরণ হওয়ার বিশেষ কারণে সাধ্য ছিল। তত্ত্ববোধ বিশেষভাবে পরিহারকারী বিধায়, বিশ্বাসীকে একই চারিদিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে সমাবেশ করিতে সম্প্রসার হয়। ঈহা এই মৌলিক ডুরিকত প্রকাশ করার ফলে, যাহাতে খাদ্যবিষয়ক বিষয় সামর্থ্যকে পাওয়া যায়। যাহাতে এই অপূর্ব নির্বিশেষ বুদ্ধির ভর্তার শিক্ষার জন্য সুরক্ষিত হয়। শরীয়ত পার্থিব নান্দী স্ত্রীর লোকদের জন্য অন্তর্নিঃ

যে কেন সম্প্রদায় হাটক না কেন, এই মাকরের লোক নিজ ধর্ম আচরণে নিশ্চিত থাকা দরকার। ইসলাম ধর্মের শেষ সংক্ষেপে কোরানী পাক, চির অবিচক্ত ও রক্ষিত থাকায় ভূল অতিক্রম মনে। কোরানী সর্ব যুগপত্র প্রতিষ্ঠাতাচার ধর্মবৈষম্য দিতে সমষ্টি বলিয়াই শৃঙ্খলার অধিকারী। মোহাম্মদ মোস্তফা (া) মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্দেশনায় বিচারমূলক প্রতিষ্ঠাতাচার। যাহাতে তাহার বিভিন্ন হাজার ও সুন্নত আচরণ ইত্যাদি হইতে সুপ্রীতঃ তাবর প্রতিরোধ হয়। তাহা ঈসলাম সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণমোগ্য ধর্ম। লোক যেমন বাহারে যাইয়া প্রত্যেকে প্রত্যেকের পছন্দ অনুযায়ী সংহ করিতে অধিকার অর্জন করে, যেইতে মানবের চেয়ে বৃদ্ধির তাতরমাত্রের দরুণ নিষ্কাশন রুপ অনুযায়ী ধর্মগত বাহিনী নিবারণ অধিকার অর্জন করে এবং ঈহার রেওয়াজও আছে। কাজেই ঈহা অপরিহার্য বলিয়া
পারে। অপর ধর্মার্থবাদীরা সেই ধর্মনন্দ প্রকৃতির সঙ্গে আচার ধর্মের সামগ্রিকতা রক্ষা করিতে না পরিয়া তাকিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছিল।

মোস্লেম বিধান ধর্মাচারীরা তত্ত্ব স্বাধীন
ধর্মবিরোধপূর্বক লোকদের পালায় পড়িয়া অর্থবুদ্ধি সমপন হইতে বাধ্য হইয়াছে এবং নিজে ও পরের মধ্যে সমতা রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়াছে। ইহারা খোদার এবাদতে প্রেম, প্রেরণা, ভূতিতে অভাস হইয়া পড়িয়াছে। যাহা লক্ষ্য করিয়া কোরআন পাক বলিয়াছেঃ "এই বিবাহের স্বল্পকাম, যাহারা নামাজের মধ্যে আলাদা প্রতি নম্ন ও তীতি বিহবল" (কোরআন) ঐ বক্তিবা, যাহারা নামাজে নিজ স্বীকৃত প্রেম জাগরণ সম্পন্ন অর্থাৎ জ্ঞান সংরক্ষণ ও নিয়মানুসরণী।

“এই লোকদের জন্য ওয়ায়েল দেখিয়া হইবে যাহারা জ্ঞান হ্রাস সম্পন্ন অস্তরক” কোরআন ছুরা মাওন ৫ আয়াত এই বলিয়া আল্লাহ তায্যালা সতর্ক করিয়াছেন।

ছালাত শদ্ধের অভিনবিক অর্থ আপনকে প্রজ্ঞালু ও উদ্দীপন করা। অর্থাৎ খোদা-প্রেমের ধামা চাপা পড়া আপনকে জ্ঞাত করা। সেই প্রেম ‘আলীম’ শব্দ বিচ্ছিন্ন ও পতিত দিমা বা তারুকে বিন্যস্ত করার জন্য আরামের ব্যবহার করিয়া ধাক্ত। এখানে ইব্রাহি অর্থ খোদার-প্রেমাঙ্গ জাগরণ করা এবং তঞ্জন্য নিজেকে উচ্চায়া লাওয়া-বা-যুগবত বিন্যস্ত করা বুঝায়। সুতরাং যেই এবাদতে খোদার প্রেম-প্রেরণা জাগরি হয়না তাহা এবাদত বা সুপ্রুত ছালাত যোগ্য নহে। বিন্যস্তকর্তার দিক নিয়া বিভিন্ন ধর্মের বিভবদ্রুপ হইলেও এখানে এই খোদার-প্রেম জাগরণ অত্যন্ত পাওয়া যায় তাহাকে ছালাত বলা যাইতে পারে।

ইহা বুঝিতে পারিলে ধর্ম বিরোধ মিটিয়া যাইতে বাধ্য। বিশ্ব ধর্মবিরোধ মিটাইয়া ইহার সমনুয় সাধন করিতে বেলায়তে নোতলাকায়ে আহমদী-ই একমাত্র প্রকৃত পশা। এই বেলায়তের প্রভাবে অক্ষত হইতে ধর্ম বিরোধে তীরেরিত হইতে পারে। মনব জাতির চারিটি অবনতি এই বেলায়তের সুপ্রুত কর্মপাল্লই রোধ করিতে পারে। যাহা
তাসাওউকার তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

এবার তোমাদের মোতাবেক কার্য বলি উপরে রখন করা হইয়াছে। তিনি তাঁহার নিজের উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত থাকিলেও সর্ব্বভূমি সম্মত মত এই যে, মানব জ্ঞাতির চরিত্রগত অবনতি রোধ করার জন্য চরিত্রবান মানব গোষ্ঠীর সৃষ্টি করা। যাহা নেহাতর মৌলিক।” —বেলায়তে মোতলাকার ৪:৮৯–৯১

১২৯ নম্বর পঃন্তায় লিখেছেন ৪

“মানবের বুদ্ধি অনুযায়ী ধর্ম মত গ্রহণের এখনও বা অধিকার প্রত্যেকের আছে। ইহার নাম ধর্ম বালিকা। এই বিষয়ে জোরে আদর্শান প্রবেশ আলোচনা আছে। ইহা বেলায়তে মোতলাকার প্রেক্ষা পোষা ব্যবস্থা যাহা অনন্যকে ধর্ম দুঃখ বিমুখ করে।”

পূর্বেও এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে এবং কালিমা পাঠকারী মুসলমান মাত্রই জানে যে, এক্ষণে আরবী-বিশ্বাস পোষণ করা সুপ্রস্তুত কুফের এবং এক্ষণে আরবী পোষকারী ব্যক্তি কাফের। সংস্কৃতি মুহাম্মদীর আবির্ভাবের পর আল্লাহ তাআলার নিকট অন্য কোন শরীয়ত বা দীন-ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ তাআলার ইরশাদ করেন ৪:৮৯

“নিঃসন্দেহে আল্লাহই নিকট গ্রহণযোগ্য দীন একমাত্র ইসলাম।”

—সূরা আলে ইমরান ৪:৯৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ৪

“ওয়ালুল্লাহু উল্লাহ্‌ ও উল্লাহু যাকাবারুল্লাহ্‌। বিশ্বাসী সকলের আল্লাহ্‌ গ্রহণ করেন, আল্লাহ্‌ আতাহুল্লাহ্‌।”

এবং আহল কিতাব এবং নিক্কার দলকে (আরবের মুসরলদেরকে) বলে দাও যে, তোমরা কি ইসলাম গ্রহণ করেছ? তখন যদি তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে তবে শেষায়তে পেয়ে গেল। আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে (তোমার শিরায় কোন কারণ নেই। কেননা,) তোমার দায়িত্ব তো হল শুধু পৌঁছে দেওয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বায়ান।” —সূরা আলে ইমরান ৪:২০

সূরা আলে ইমরান—এর অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ৪

“ওরমন বিভক্ত অর্থে ইসলাম দিবার আল্লাহু বিবেজে নেমে যেন র্যাহোর র্যাহোর ইসলামের মহিলায়”
“যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কমিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আত্মরাজ্যে সে হবে কর্ত্তিগ্রন্থ।” —সূরা আলে ইমান : ৫৫
সহীহ মুসলিম ১/৮৬, হাদিস ২৪০-এ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইরশাদ বর্ণিত আছে : 

“এই সত্তর শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, এ উপমে তার ইমাম উন্মোচনে যে আমাদের দাওয়া পাবে আর আমার আনীত জীবনের উপর ইমাম না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে হবে আহমদামী।”

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহমাতুল্লাহ আলাইহি লেখেন : 

“তথ্যে আল্লাহ আল্লাহ আমাদের দিব্য মানব স্বাধীনতা প্রদান করতে পেরে না যায়। কেননা, তাদের নিকট অসামান্য কিতাব থাকত যখন অসামান্য এমন, তখন তাদের কিতাব নেই তাদের অসামান্য তো বলার অপকর্ষ রাখে না।”

—সহীহ মুসলিম : ১/৮৬

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তালাল এ ঘোষণাও দান করেছেন যে—

“যা কোন তোমাদের দিয়া নেয় তারা তা নিহত হবে। আর তোমরা তোমাদের ইসলামের দিন থেকে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তোমাদেরকে ভয় করা না বরং আমাকে ভয় কর। আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দিনকে পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দিব就能ে পছন্দ করলাম।”

—সূরা মাযিদা : ৩

কত লেখব! কুরআন মাজিদের এক-দু’ আয়াত নয়, বরং হাজারা আর্যে পরিবর্তনে ভাবে উল্লেখ আছে যে, কুরআন-হাদীস, ইসলাম ও সহীহ ‘মুহাম্মদীর অনুসরণ ব্যতীত পরিবর্তন মুক্তি সহাব নয়। কোন
মনগড়া ঘীন তো দুরের কথা পূর্ববর্তী কোন আসমানী ধর্মীয়তের অনুসরণও আরেখ নেই। এটি উদ্দেশের সর্বজনবিদিত আকীন্দা। কালিমা পাঠকর্মী মুসলমান মাত্রই এ স্বপ্নে সাধারণ হোক না কেন এ বিষয়টি অবশ্যই জানে।

কিন্তু মাইন্ট মায়ার পীর সাহেব প্রাণীর ধর্মবাদিত ধর্মস্বাস্থ্যে স্ব স্ব ধর্মে অন্য ধারার অনুযায়ি প্রাধান্য করেছেন। যেন নিজেকে সৃষ্টিকর্তা, মাক্রুব ও শরীয়ত প্রবর্তক মনে করেন। এজন্যেই তো তিনি এ বিষয়ের অনুমোদি দিচ্ছেন যা থেকে আল্লাহ তাতালা এবং তার রাসূল সালাল্হু আলাইহী ওয়াসালাম বার্ষিক করে দিয়েছেন।

২. উক্ত ‘বেলায়তে মোত্তালাকা’ পুস্তকের কুফীসমূহের মধ্যে হতে আরেকটি সুপ্রস্থত কুফী হচ্ছে যে, তিনি বিশেষ বিশেষ ওলন্দাজ এবং তাদের বিশেষ বিশেষ মূর্তির জন্য শরীয়তের বিরুদ্ধচারণ করবিয়ে ধরে। তাদের জন্য ইবাদত করাকে জরুরী মনে করেন না। তিনি পরিস্কার বলেন যে, শরীয়তের অনুসরণ ও নাসুকোর (নফাস আহ্মারা কবলিত সাধারণ মানুষ) জন্য জরুরী। এ হাতে অনেকের জন্য শরীয়তের মুহাদ্দস্যীর অনুসরণের জন্য অনুযোগ নয়; য য ধীরে অনুসরণের যাত্রা।

উক্ত পুস্তকের ১৬ পৃষ্ঠায় লেখেনঃ

“বেলায়তে মোত্তালাকা’র ১১৮ পৃষ্ঠায় বলেনঃ

“বিশ্লেষনিম্ন অবস্থা: ইসলামী শরীয়তের আইন কানুন মায়ামেলাত শিখি যুগে ইহা হ্রস্কুমের অনুসরণ সংখ্যা মৃদু হইতে বাধা। এবাদে মোত্তালাকা ইচ্ছা ছুটিয়া করামগণ গোড়া সমাজ ব্যবস্থার সংখ্যা এবং উসমানীসাতু মতলবাদ আলেম নামধারী লোকদের সংখ্যা সংখ্যা রক্ষা করিতে না পারিয়া বহুদিন পূর্ব হইতে মোশাহহ; মোরাকে। ইতিযুদি নিম্ন প্রথাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। যেহেতু শরীয়ত প্রথা শরীয়ত প্রথার পরবর্তী বিধান, লাওয়ান্না বা অনুতপ্তকারী জন

islamiboi.wordpress.com
হইতে আরম্ভ হয়। তাই উপরোক্ত বর্ণিত সম্পর্কে ব্যক্তির দৃষ্টির ভঙ্গির সঙ্গে ইহার অথচ দেখা যায়। এই কারণে জিজ্ঞেয় স্বাভাবিক নান্দুতী এবং জিজ্ঞে কল্লিয়ে মলভুত বলা হয়।

চুক্তি ধান ধারণা ও চুক্তি গ্যারাণ আভূগুণকারী দ্বিতীয় ক্ষেত্রে “লাওয়ামা” বা অনুভূতিকারী চিন্তাশীল জ্ঞান হন বিধায়, তাহারা ত্রীপিত পদ্ধী। তাহারা একতেলাফ পরিহার করেন; অন্যে কালের জন্য অনুসরণ করেন। বিবাহধর্মের উপর নৈতিকতমল প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং এদ্ভাত বা উপাসনার উপর, “এভাবান্ত” বা অনুভূতিকে প্রশস্ত প্রাধান্য করেন, যাহা উপাসনার উদ্দেশ্য। যথা কোরান পাক ৩- বল-“যদি তোমরা বোধ করেন তালবাস, আমার অনুভূত হও, তোমা তোমাদিগকে তালবাসিবেন এবং তোমাদের পাপ বিদূরিত করিবেন।’ নেছা অত্যন্ত কর্মান্তি ও দয়ালু।”

আজিম নগর নিবাসী সৈয়দুল হক ফকীরের চাহিদকে হযরত আকদাচ একদা বলিয়াছিলেন ৪- “সৈয়দুল হক মিজান। আপনি আমার আদুল মজিদ মিঞ্জার সঙ্গে উটা বসা করিবেন।” তিনি বলিলেন, আমি গরীব। মজিদ মিঞ্জার বড় লোক, নামজ রোজার দিতে বলা হয়। এনে অবস্থায় আমার কি উপকার হইবে? হযরত আকদাচ উত্তর দিলেন, ‘মজিদ মিঞ্জার কোরান কিভাবে মজিদ মিঞ্জার জন্য, আপনার কোরান কিভাবে আপনার জন্য। আপনি তাহার সহিত দেশি দোষের, আমি আপনাকে দেখিব।’

উক্ত পুস্তকের ১১২-১২০ পঁক্তির লিখেছেন কি:

“ইহার পরবর্তী ধাপ হইলে। নফ্রে মানহেমা অর্থাৎ বোদাই প্রোগুৰ উৎস প্রকৃতি বিশিষ্ট মানব প্রকৃতি। রাজ্যে, মজিদে ও কামেলা প্রভৃতি যে এই মকামের বা প্রতের লোক, তাহার জন্য দিন দিন অনুরাগ ও প্রকৃতি নিদিষ্ট মতে মূর্তী বা হালকে আয়াদ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ইহার বাক্যিগত ভাবে প্রতোক অনুরাগী বিধায়, ইহাদিগকে মূর্তী বলে। শরীয়ত (শুরু ও প্রাথমিক)
তকলিদী দলব্দ গৌণ ও ধ্রুম তারের লোক বিধায় তাহাদিগকে খুব উগমত বলা হয়। সুরিকত পঞ্চাঙ্গ খুব উম্মতই নহেন, বরং সুরিকতই বটে। হালক বা আগামিত্তার নিজ নক্ষত্র বা সত্যর উপর উল্লেখিত তারের অভয়স্তর তুল দিলেই বিচিত্র পারে, নিজে কোন মকামে বা স্তরে আছে। আমাদের টরে ধাকিলে সে শরীয়তে তকলিদীতে আবহ ধাকিতে বাধা। যেহেতু যৌথা কাম, ক্রাই, লোভ, মহাত্ম মাত্সর্য প্রভৃতির পূর্বে অনেজ। এই তারের লোক শুক্লিত না থাকিলে অতিবাচকতা ক্ষেত্রে অক্ষত্ত ও রক্তপাত করে, যাহা আদম স্বর্গ অথবা অন্যান্য এমন সাধারণ ধারালে ফরেশ্তারা অনুমান করিয়াছিল।” তাই প্রত্যেক ধর্ম-বা স্মরণ বিষয় নিষেধ মর্মচরণে নিরূপান থাকা দরকার। ধর্মীয় লোকেরা বহিষেকু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেও এবার তাহারা বিশ্ব সম্প্রদায়ের কোন সমাধান দিতে পারে নাই, বরং দিন দিন নতুন সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে।

এখন আপনিই দেখুন, ধর্মীয়তা ও অধর্মিকতার কোন বিষয়টি বাদ দেওয়া হয়েছে—যা উক্ত পুস্তকে উল্লেখ করা হয়নি। তাতে উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যে ধর্মীয়তামূলক এমন কথাবার্তা রয়েছে যা শিরক ও কুফরীর কোন প্রকারই বাদ পরিন, সবই তার অনুসরণ করেছে। বিষয়গুলো নিম্নোপঃ

কঃ—তরীকত বিশ্লেষণ ভিন্ন কোন জিনিস।

খঃ—বিশেষ বাক্তিবর্গের জন্যে শরীয়তের অনুসরণ করা অক্ষত্ত নয়।

গঃ—বিশেষ বাক্তিবর্গের জন্যে নামায, রোয়া ও অন্যান্য ইবাদত পালন করা অপরিহার্য নয়।

ঘঃ—বিশেষ বাক্তিবর্গের শরীয়তে ও কুফরী হাদিস সাধারণ মানুষের শরীয়তে ও কুফরী হাদিস থেকে ভিন্ন।

ডঃ—সাধারণ মানুষের জন্যে শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণে অপরিহার্য নয়, বরং নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ধীরের অনুসরণ করতে পারে।

এসব কুফরীর আদালতে সম্পর্কে এখানে পর্যালোচনা করা আমি প্রয়োজন বোধ করছি না। কেননা, এসময় ১৫৫—১৮৫ নম্বর পৃষ্ঠায় বিশ্লেষিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেখানে দ্রষ্টব্য। সংক্ষিপ্ত কথা এতটুকু যে, সে স্থান নির্দেশ শরীয়তে মুহাম্মদী হতে বের হওয়াকে বৈধ সাবধান করেছে এবং
বেরো হচ্ছে, তখন আমরা শুধু একটিকেই বললে যে, সে তার নিজস্ব বক্তব্য মোতাবেকই শরীয়তে মুহাম্মদীর গণ্ডি বহির্ভূত করার ও মুরতাদ-এর বেশী কিছু নয়।

সায়িদ আবুল ফযল সুলতান আহমদ চন্দ্রপাড়া, ফরীদপুর

তিনি ছিলেন এনায়েতপুরী সাহেবের একজন খ্যাতিমান এবং দোহাইনানামী পীর সাহেবের পীর। ওফার ১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দে।

সায়িদ আবুল ফযল কর্তৃক লিখিত ‘হাককুল ইয়াকিন’ পুস্তকের ২৯ নং পৃষ্ঠায় আছেঃ

“কোন লোক যখন সকালে চুমুক, নখারু, শামব, নুরী কুমক্সা মার্কিনর মোহাজম করিয়া নফসীর মোহাজম গিয়ে পৌছে তখন তাহার কোন ইবাদত থাকে না। তৎক্ষণ অবশুও কোন লোক যখন ফানায় শেষ দরজায় গিয়ে পৌছে তখনও তাহার কোন ইবাদত থাকে না। এমনকি তখন ইবাদত করিলে কুফরী হইবে। তাসাওকের বহু কিতাবে এ বিষয়ে উল্লেখ আছেঃ” —হাককুল ইয়াকিন (অনুতাপলপ্ত অনু) দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ২১

এ মতবাদের যে একটি কুফরী মতবাদ, তা কোন মুসলমানের অজ্ঞাত

এ পৃষ্ঠকের ১৬৭—১৭১ নং পৃষ্ঠায় এ মতবাদের কুফরী হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ বিবদ্ধ আছে। এখানে অর্থ।

শরীয় উপর বা করণ ব্যতীত ইবাদত ফরম না হওয়ার আকীদা-বিবদ্ধ কুফরী আকীদা আর তিনি ইবাদত করাকেই কুফরী বলছেন।! সুতরাং শরীয়তের একটি ফরম কাজকে কুফরী গোষ্ঠাদানকারীর কি হকুম হইতে পারে তা সহজেই অনুমান।!

উল্লেখ যে, আবুল ফযল সুলতান আহমেদের কিতাব ‘হাককুল ইয়াকিন’-এ দেওয়াইনানামী পীর সাহেবের অভিযোগ আছে। বুদ্ধি গেল তিনিও উক্ত কুফরী আকীদা সাহেবে একমত।

আট রশির পীর সাহেব

বিশ্ব জাকের মন্থা যে কি সব বিদ্বেষ, কুরিহার ও শরীয়ত পহিত কাজ হয় তা পাঠকমাইকে জানেন। আমি এখানে পীর সাহেবের শুধু একটি উল্লেখ করব। এর মাধ্যমেই পীর সাহেবের ইমাম-আকীদা বান্ধব চিন্তা বেরিয়ে আসবে।
দেওয়ানবাগী পীর সাহেবের

দেওয়ানবাগী পীরের সাহেবের তত্ত্বাবধানে রচিত তথ্যকথিত ‘মহাব্যবধান ইসলাম’—এর করেকটি বই প্রকাশ আমার পুস্তক হয়েছে। বিশেষত সুফী ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত সুফী সম্মানের যুগাংশকরী অবদানের হীরাহান কোন পর্ক তার বেল সুফী সম্মানের যুগাংশকরী ধর্ষায় সংস্করণ এই বই দুটি আমার অত্যন্ত মনোনেত্রণের সাথে পড়েছিল।

এই দুটি বইয়েও সরাসরি দেওয়ানবাগী পীরের চিত্ত নয়, কিন্তু দুটির নাম থেকেই সুপ্রস্তুত যে, তার দুটি তত্ত্বাবধানে লেখা হয়েছে এবং তাদের দুটিই সন্তানদের প্রতিফলন ঘটেছে। তাওয়াহ প্রথম পুস্তকের আলাহান কোন পর্ক তা এর অর্থ তাহাদার সন্তানের অধিনে স্পষ্ট হয়েছে যে

‘সুফী সম্মানের যুগাংশকরী অবদানের আলাহান কোন পর্ক’ নামক এ গ্রন্থের ইসলামী জগতের এক অন্য রচনা সহবার। এ গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলামের সেই মৌলিক বিষয় তুলে ধরা হয়েছে, যা বিধির চর্চাতে এবং বর্তমানের তুল ব্যাপার করলে পড়ে বিলুপ্ত হয়েছিল। এ অমূল্য গ্রন্থের রচনা ও সম্প্রদায়ের মহাব্যবস্থা ইসলামের পুনর্জীবন দানকারী মহামান সংক্রামক, সুফী সম্মান হিমং মাহবুব
তাসাদুল্লাহ: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

-এ- খোদা দেওয়ানবাগী (মাহ আহ) হজরে কবুলা জানের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ও পূর্ণ ফলনেক-বরকতে করা হয়েছে। এহ্যাবানির রচনা ও সম্পাদনা পরিষদের পক্ষ থেকে নিরেরিদ্ধ হল এ মহামানবের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।
- রচনা ও সম্পাদনা পরিষদ

পুর্ণ দুটি থেকে যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হল, দেওয়ানবাগী সাহেবের তথ্যাকৃতি ‘মুহাম্মদী ইসলাম’ যুক্ত সংবিধান কিপিয়ার চিত্রধারা, বালিল মাতদার, রসম-রেওয়াজ ও বিদায় সমূহ ইত্যাদির সমষ্টি। অবশ্য প্রতিটি কিপিয়ার চিত্রধারা ও বালিল মুসলমানদের দাওয়াত তারা (দেওয়ানবাগী সাহেব ও তার মতাবাদিরা) এই সংবিধানের মূলধারে প্রদান করেনি, যদিও শেষায়কের আতে মুসলমানদের যা খাওয়ারের অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু কতিপয় কিপিয়ার চিত্রধারার দাওয়াত এমন প্রশ্নতাত্ত্বিক প্রদান করেছেন যে, শত চেষ্টা করেও সেইলো গোপন রাখতে পারেনি। অস্থায়ী কলম ও মূখ থেকে তা বরেইয়ে দেওয়া।

আমি এস্তু দুটির আলোকে দেওয়ানবাগী সাহেবের ‘মুহাম্মদী ইসলাম’-এর নীল নকশা উপস্থাপন করছি। আশা করি পাঠকদের ব্যাখ্যা বিশেষণ ছাড়াই নীল নকশা থেকে তার কিপিয়ার তাজ্জুক থাকার স্পষ্ট ভাবেই কুষ্ট পারবেন।

দেওয়ানবাগী সাহেবের ‘মুহাম্মদী ইসলাম’-এর নীল নকশা

১. দেওয়ানবাগী সাহেবের তথ্যাকৃতি ‘মুহাম্মদী ইসলাম’ হল রসূলক্ষুদ্র সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের আনীত শরীয়তের বিকৃতি ও কর্তিত রূপের নাম। তাতে দীন ইসলামের মূলতত্ত্ব ও পরিভাষাসমূহের বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তার ‘মুহাম্মদী ইসলাম’-এর দ্বারা আগের যুগের যিন্দীক ও ধর্মব্যারাহীদের কিপিয়ার চিত্রধারার গুরুত্বের জন্য কৃতজ্ঞ হয়েছে।

উপরের কথার মাঝে আগের কথা ধরা যাবে। এই আকৃতি বিকৃতি করতে গিয়ে তিনি বলেন যে–

“মানুষের দেহ শুধু কিছু আত্মা সৃষ্টি। সুতরাং জ্ঞাতিক কোন আত্মার দ্বারা সৃষ্টি আত্মাকে স্বল্পনো সম্ভব নয়। মৃত্যুর পর মানুষের শরীর ধ্বন্ত হয়। উহাকে জ্ঞাতিক অর্থে আত্মান দিয়ে পোড়ানোর সুস্পষ্ট অবতরণ। (কাজেই আত্মা কথা হল) আজ্ঞাত থেকে বিচিত্র হওয়ার ফলে আত্মা এক বিচিত্র যাতনা ভোগ করতে থাকে। এরপর পরিচয় নিজের মাঝে না পাওয়া অবশ্যে তার মৃত্যু হলে সে বে-ঈশ্বর হয়ে কবরে যায়। তখন তার
ডাসাওউফ : তথ্য ও পর্যালোচনা

আমি এমন এক অবস্থায় আটকে পড়ে যে, পুনরায় আলাদায় সাথে মিলনের পথ পায় না। তা আনার জন্য কঠিন যত্নাদায়ক। আনার এক্ষেত্রে চিন্তায় যত্নাদায়ক অবস্থাকেই জাহানাম বলে।” —আলাহু কোন পথ? ৭৪, ৮৩

অতঃপর প্রত্যেক মুসলমানই জানে যে, জাহানাম আযাবের ঘর যা কাফের-ফাজেরদের জন্যে বানানো হয়েছে, তাতে আগুনে জুলনো হবে, বিশধর সাপ-বিষু কাটবে এবং তাতে বহ রকমের আযাবের যাবহা করা হবে। কুরআন হাদিসে এসবের বিষয়ে বিবরণ রয়েছে, যা তুলে শরীরের লেম শুরুরুরা উঠে। তার আসল হাকিকত কলকাতা করা যায় না। এসব কঠিন আযাব রূপ ও শরীর উন্নয়নের উপর হবে, দেহকে আরো বিশাল করে দেওয়া হবে, যাতে আযাবের তীর যখন উপস্থিত করতে পারে।

জাহানামের আযাব মৃত্যু পরবতী পুনর্জন্মের পর শরীর ও রহ উন্নয়নের উপর হবে এবং কি আযাব হবে তারও বর্ণনা কুরআন-হাদিসে বিদ্যমান আছে। সেই আযাব বিচ্ছেদ বেদনার আযাব নয়। কুরআন-হাদিসে বর্ণিত ‘জাহানাম’-এর সাথে তুল কোন সম্পর্ক নেই। এ ধরনের বক্তব্য কুরআন-হাদিসের সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ।

দেওয়ানবাগী সাহেবের জাহানামের আকৃতি বিকৃতি সাধনের সাথে সাথে জাহানামের অন্তর্গত অব্যা। করেছেন। তিনি বলেন: “মানুষের দেহ স্থল, মৃত্যুর পর মানুষের শরীর ধ্বংস হয়ে যাবে। উহাকে জাগতিক অর্থে আগুন দিয়ে পোড়ানোর একটি অন্তর্গত।

অতঃপর জাহানামের অন্তর্গত শাসন শত শত আযাব ও হাদিস বিদ্যমান আছে। কি আচরণের বাধার। দেওয়ানবাগী সাহেবের এক বাক্যে সবথেকে অর্থায়ো দিলন।

হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ সালাল্হু আলাইহি ওয়াসালাম ইরশাদ করেছেন:

নারকম এই অতি কেউ নিশ্চিত বেদম হয়ে মসুরুহের।

যদিও কেই না তুলাই যাকে যাকে ও মেজাহেদে থাকে, তাকে পথটি মাটিতে মেজাহেদের।

“মানুষের আওত জালা, দুর্বিশাখা এই আওত (তার তপরা) জাহানামের আওত তামাজের সত্য ভাবের এক ভাগ। সাহাবিগণ বলেন, যে আলাহু রাসূল! এই আওতের তামাজ হবে। তারপর আওতের অনুশীলন তামাজের (তামাজের) বৃদ্ধি করা হয়।” —সোহেল মুসলিম ২৩১, হুদীস ২৮৩, সোহেল মুসলিম ১/৪২ হুদীস ৩২৮।
জাহান্দামের আকাদা বিকৃতি এবং জাহান্দামের অক্ত অধীকারের সাথে সাথে মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের কথায় তিনি অধীকার করেন। এজন্যেতি তিনি বলেছেনঃ

"শরীরের খাঁচা হয়ে যাবে; তাকে অন্ধ ঘাড়া কিভাবে জুলানো হবে এবং রহ সুফ তাকেও জুলানো যাবে না।"

মকার মুনরকরা তো একথার বলতঃ

"আরে কেনা যখন সর্বাধিকতা রোনালি রা লামুন খল্লুলু জীবন।"

“আমরা যখন অস্তিত্ব পরিণত এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তবুও কি আমরা অন্ধকারে পৌঁছে যাবে এবং উদিত হব?" -সূরা বনী ইসরাইল ৩:৯৮

আলাহ তাঁআলাকুরআন মাজজের শত শত আরাসে তাদের এই মৃত্যুর খনন করেছেন। ওষু ইসলামই নয়, বরং সকল আসমানী ধীনই মৃত্যু পরবর্তী পুনর্জীবনের বিশ্বাস হিসাবে বিশ্বাস। আর দেওয়ালবায় আলাহের বিশ্বাস অধীকার করতঃ পুনর্জীবন অধীকারের মকার মুরক্ক ও কাফেরদের কাতারে নিজেকে শামিল করেন।

সূরা বনী ইসরাইলে আলাহ তাঁআলা ইব্রাহিম ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না।

"আলাহ যাকে পথ প্রদর্শন করেন, সেই তো সঠিক পথ প্রাণ এবং যাকে পথ্যকারীর শিক্ষার পথ ছাড়া কোনও সাহায্যকারী পাওয়া না। আমি কিয়ামতের দিন তাদের সমর্থত করব তাদের মুখে তার দিকে চলা অবশ্য, অঙ্ক, বোনা ও বিধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্রুল জাহান্দাম। যখনই নির্বাচিত হওয়ার উপরে হব, আমি যখন তাদের জন্য অপরূপ আরো বৃদ্ধি করে দেব। এটাই তাদের শাস্তি। কারণ, তারা অমার নিদর্শনমূলক অধীকার করেছে এবং বলেছে: আমরা যখন অস্তিত্ব পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা
নতুনভাবে সৃষ্টিতে উঠিত হয়ে উঠিত হয় তারা কি দেখেনি যে, যে আলাহ আসামাই ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি তাদের মতো মানুষও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি তাদের জন্যে দিত রেখেছেন একটি নির্দিষ্ট কল, এতে কোন সন্দেহ নেই, অতঃপর মালেমরা অস্বীকার হাড়া কিন্তু করেনি।” —সূরা বনী ইসরাঈল ৪:৯৭-৯৯

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

ওয়ালাও এই না যে আলাহ মিশ্রি বিস্তার করতে করতে বিদ্বেষ করতে করতে আলকাত তাদের পরিচর্চায় অফল হয়নি।

যদি তারা তাদের প্রথমদিনের সময় নিয়ে তা জ্ঞান প্রদান করতে তবে তাদের প্রথমদিন হতো যা তাদের সাধনের দিন। প্রতিপক্ষ তাদের প্রথমদিন হতো যা তাদের সাধনের দিন।

যদি তাদের প্রথমদিন হত্তো যা তাদের সাধনের দিন।

এবং তারা বলে, কিছুই নয়, এ যে স্পষ্ট যাদু। আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব, তখন কি আমরা পুনরায় হব? আমাদের পিতৃগুরুদের কি? বলুন, হ্যা এবং তামরা হবে সৃষ্টি। বলতে হবে, এমন সৃষ্টি হবে যে তারা সৃষ্টি করতে থাকবে এবং বলতে, দুর্যোগ আমাদের। এটা তো প্রতিসংখ্যা বিদস। (বলা হবে, এটা ফয়সালা দিন, যাকে তামরা মিশ্রিয় বলতে। এক্ষেত্রে কর গোনাহারদেরকে, তাদের সৌদরদেরকে এবং যাদের ইবাদত তারা করত আলাহ ব্যতীত। অতঃপর তাদেরকে পরিচালিত কর জাহাঙ্গীরের পথে।” —সূরা সাফতীত ৪:১৫-২৩

উক্ত সূরার অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

কালের চাইতে তাদের কাজ নির্দিষ্ট করে যে যে উদ্দেশ্যে মনোনীত হন, যে আলাহ তাদের প্রোফেস করেছেন।

ফি সূরাতে মহীষের আলম কথাটি হল যে কোন মানুষ নেই যা তাদের মনোনীত হন।

হারা হয়ে মরে যাওয়া দিল মানুষ তাদের প্রোফেস করেছেন।

ঢাকার একযুগ ঝুঁকে, আমার এক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর যে, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তখন কি আমরা প্রতিক্রিয়া প্রাপ্ত হব? আলাহ বললেন, তামরা কি তাকে উঁচি দিয়ে দেখতে চাও?
তাসাওটক ও তথ্য ও পর্যালোচনা

অতঃপর সে উক্তি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহাঙ্গীরের মাঝখানে দেখতে পাবে।
সে বলবে, আল্লাহর কসম! তুমি তো আমাকে প্রায় ধর্মসই করে দিয়েছিলে।
আমার পালনকর্তার অনুমতি না হলে আমিও যে গেফতারকর্তাদের সাথেই উপস্থিত হতাম।
এখন আমাদের আর মৃত্যু হবে না। প্রথম মৃত্যু ছাড়া এবং শান্তি প্রাপ্ত হব
না। লক্ষ্য এই মহা সাফল্য এমন সাফল্যের জন্যে আমলদারদের আমল করা
উচিত।” —সুরা সাফতার : ৫১-৬১

এ পর্যন্ত দেওয়ানবাগী সাহেবের বিকৃতিসমৃদ্ধের একটিমাত্র নমুনা উল্লেখ করা
হয়েছে, যার মাঝে একই সাথে তিনটি মৌলিক কুফ্তি চিন্তাধারা বিস্মায়।
আহাবারের বিকৃতি (আর কোন বলতর মুলভাবে বিকৃতি সাধন করা মূল
বিষয়টি অর্থকারের নামাকর), আহাবারের আত্মনের অধিকার এবং মৃত্যুর
পর পুনরুদ্ধারের অধিকার।

মৃত্যুর পর পুনরুদ্ধার অধিকার করার অর্থ আল্লাহ, আল্লামাবাদ, শীতান,
পুলিসরাই ও হাজর-নছর ইয়াদি অধিকার করা এবং ধরনাও তাই। তারা উক্ত
পুনর্দৃশ্য ৪০, ১২৮, ৫৭, ৬১ এবং ৫৫ অং পৃষ্ঠাসূচীতে সে সবের মূলভাবসমৃদ্ধে
বিকৃতি সাধন করেছেন এবং অধিকার করেছেন। যদিও কতক স্থানে বিকৃতিকে
গোপন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। এ সম্প্রতি সামনে আরো বিখ্যাত
উল্লেখ করব ইন্দুরালাহ।

যাহোক, ইসলামের মূলহুত ও পরিভাষাসমৃদ্ধে তাদের বিকৃতি সাধনের ফলিত
অনেক লোক যার আরো বিশ্লেষণ সামনে করব ইন্দুরালাহ। এখন তাদের
তথ্যার্থ মুহাম্মদী ইসলামের মন্দ ও গুণ করছে। তাদের মুহাম্মদী ইসলামের
আসল ভিত্তিই হল বিকৃতির উপর।

২. উক্ত তত্ত্বীর তথা বিকৃতি সাধন ও ধর্মদূস্তিকে ঢাকার জন্য বার্তী
ফেরকর পড়ার অবসর করা হয়েছে। বার্তীদের বক্তব্য হলঃ কুরআন মাজীদের
যে ব্যাখ্যা নবী ও সাহাবী মুখ থেকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত, যা রাইসলুদ্দিউল
সাহরাবাদ্য আলাহীর ওয়াদারাম ওহীর বিভিন্ন স্বর্গ শিক্ষা দিয়েছেন, তা আল্লাহ
তা'আলার আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের তত্ত্বীর তথা বিকৃতি অর্থই আল্লাহ তা'আলার
আসল উদ্দেশ্য। এই চিন্তাধারা ও মতবাদের নাম বার্তীনিয়ত, যা কুরআন, হাদীস
ও ইফ্রা মতে নির্দিষ্ট কুফ্তি মতবাদ।

এই মতবাদের সারমর্ম হল, রাসূলুদ্দিউল সাহরাবাদ্য আলাহীর ওয়াদারাম এবং
সাহাবায়ের কোথেকে মুক্তির মুখ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা কুরআন মাজীদের
ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য রুখতে পারেনি। পারেনি আলাহীর তা'আলার উদ্দেশ্য রুখতে!!
তাসাওউফ : তথ্য ও পর্যালোচনা

অব্দুল্লাহ তাঁহাদের রাসূলুল্লাহ সাল্তানাতাচ আলাইহি ওয়াসালামের উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, তিনি তাঁকে কুরআনের অর্থ বুঝিয়েছেন। সুতরাং, যদি স্বয়ং নবীই কুরআনের উদ্দেশ্য না বুঝে থাকেন, তাহলে তাঁর স্পষ্ট অর্থ এই দাড়ায় যে, আল্লাহ তাঁহাদের নিজের কানাহের উদ্দেশ্য বুঝেননি। তখন মুলহিদ ও খরমদাহীলাহ কুরআনের উদ্দেশ্য বুঝেছে (এ মতবাদ কুফ্রী হওয়া সম্পর্কে কিন্তু আলোচনা আমাদের পূর্বকের ১৭১-১৮৫ পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।)

দেওয়ানবাগী সাহেব এবং তার অনুসারীরা সেসব কুফ্রীকে 'মুহাম্মদী ইসলাম'-এর নামে পুনর্জীবন দান করছেন। বাতেনেহীর নিকৃষ্টতম কুফ্রী প্রচার-প্রসারে দেওয়ানবাগী সাহেব কতজুকু অবদান রেখেছেন, সে বিবরণ তার আজ্ঞায় সমন্বিত আলোচনায় তার পুনর্জুহেই প্রদান করব ইনলাইনসালাহ।

৬. বেধীন সূনাদের এক জামাত এ কুফ্রীর অবস্থা ছিল যে, কুরআন-হাদিদের ইলাম হল সুখিনত ইলাম, আসল ইলাম হল কুলবর ইলাম (কাসফ ও ইলাহাম)। কুলবর ইলাম যার হাদিদ আছে, তার আর কুরআন-হাদিদের ইলামের কোন প্রয়োজন নেই, আল্লাহ তাঁহাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে তার আর রাসূলুল্লাহ সাল্তানাতাচ আলাইহি ওয়াসালামকে মাধ্যম বানানোর দরকার নেই। যার অন্তর সরাসরি আল্লাহ তাঁহাদের পায়গাম অবতীর্ণ হয়, তার আর রাসূলুল্লাহ সাল্তানাতাচ আলাইহি ওয়াসালামকে মাধ্যম বানানোর কিছু প্রয়োজন ?! বরং রিয়াযত-মুজাহিদ (সাধনা) দ্বারা যে বেলায়ত তথা ওলী হওয়ার স্তর অর্জিত হয়, এটাই আল্লাহ তাঁহাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের স্থভাগ পথ, এখানে রাসূলকে মাধ্যম বানানোর কোন বর্তমানই নেই। এই জন্য তাঁদের মতে কুরআন-হাদিদের ইলাম যা রাসূলুল্লাহ সাল্তানাতাচ আলাইহি ওয়াসালাম হতে আজ পর্যন্ত উর্ধ্বের মাঝে ধারালীকৃতভাবে চলে আসছে, তা শিক্ষা গ্রহণ করা এবং অনাকে শিক্ষাদান করা অনেককে কাজ, বরং তাঁদের নিকট আসল জাহ হল রিয়াযত ও মুজাহিদদাদ মাধ্যমে অন্তরকে পায়গামে ইলামী অবতীর্ণ হওয়ার উপযোগী করে তোলা, অতঃপর সকল মাসালাও সমস্যায় কুরআন-হাদিদ ও শরিয়তের ইলাম দ্বারা সমাধান না করে সরাসরি ভেরোর মাধ্যমে সমাধা করা। নামুমকিনতাহার।

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ মতবাদ সরাসরি রিসালাতকে অস্বীকার করা হয়েছে, রয়েছে এতে কুরআন-হাদিদি ও শরীয়তের অস্বীকৃতি। সাথে সাথে কাসফ ও ইলাহামকে ওহীদর মর্যাদা দান করার মত মৌলিক কুফ্রী আকানীও বিদ্যমান রয়েছে।
নিশ্চিত জানুন যে, দেওয়ানবাগী সাহেবের ঠিক একসময় মতবাদ ও চিন্তাধারাই রাখেন এবং মানুষকে সেদিকেই দাওয়াত দিচ্ছেন। তাই তিনি বীরে মুরীদেরকে ইলমে বীর অর্জন করার পরিবর্তে কুলব জারি করে সরাসরি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবঃ সকল মসজিদা ও সমস্ত সমাধান করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। তিনি বলেনঃ

“সামাজের মানুষ বীরাম কলুক আর নাই কলুক তথা প্রথা একথা সত্যি যে, মানুষের পক্ষে সকল আল্লাহ তাআলার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং গুরুত্বকে ধর্মকর্ম করতে চাইলে মানুষকে অবশ্যই আবারো সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাঁর নির্দেশ মোতাবেক চলতে হবে।

তাই আমাদের এখানে আবারো সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে থাকি। আপনি যদি এ পদ্ধতি বাউন্ডে অনুশীলন করতে পারেন তাহলে এক সময় অবশ্যই আবারো সাথে আমাদের যোগাযোগ স্থাপন হয়ে যাবে। আবারো পক্ষ থেকে আপনি সংবাদ পেতে শুরু করবেন।

আবারো পক্ষ থেকে সংবাদ লাভ করার উপযোগ বা মাধ্যম হচ্ছে তিনটি। স্থায়ী অধিকাংশ, কারণক্রম ও ফায়েজ।”- মস্তিষ্ক সংখ্যা ৩২৮

একটা সামনে গিয়ে তিনি আরো বলেনঃ

“যারা আক্রমণ তারা জানেন, আমার কাছে যত জটিল নালিশ দেন না দেন, আমি বলে দিয়ে-একটি মন্ত্র করেন। মসিডিটি আপনার কাছে যত কঠিন মনে হয় সেই পরিসমানে আবারো ওষুধে একটি মন্ত্র করে তাঁর সাহায্য চান। আবারো যদি দর্শন করে মসিডিটি দূর করে দেন, আপনার বিপদ যদি দূর হয় তাঁর পর নর্তকে এসে মান্ত্র আদায় করে থাকবে। এরকম বলার পেছনে আমি অনেক কারণ আছে - মসিডিটি দূর করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।

আপনারা যারা তরীকা নিয়েছেন, যাদেরকে কুলব দেখিয়ে দিয়েছি, যাদের কুলবে জুড়িত জারি হয়, হালিস মোতাবেক তারা মোমেন, কুরআনের পরিভাষায় তারা ঈমানদার। যার কুলবে জুড়িত জারি আছে আবারো ভাষায় সে মোমেন বা ঈমানদার। সুতরাং আমি আপনাদেরকে শিক্ষা দিয়ে কিভাবে
ক্লুবে ঝিপিকি জাহি হবে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ওয়ালিউল্লাহিঙ্গা আমানু - অর্থাৎ আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিজাবক। যিনি মোমেন হতে পেরেছেন, আল্লাহ তার গাজীরান হয়ে গেছেন। মোমেন তার অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করক এটাই আমি চাই। তাই আমি এভাবে শিখা দিই।'

"মসিদের সমাধান বুঝে পাবার পদ্ধতিকে সলাবের মধ্যে সীমিত না রেখে, যাদেরকে সবক দিয়েছি তাদেরকে বলি মানতের পরিমাণ আপনিই ঠিক করে নিন। এর অর্থ, আপনাকে মোরাকাবায় বসে ক্লুবে খেয়াল করে, দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ক্লুবে খেয়াল করে আপন শায়েস্তের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করে জানতে চান- আপনার এ সমস্যার সমাধান কি হবে। আপনি গভীরভাবে ক্লুবে খেয়াল করে মোর্শেদের মাধ্যমে কাক্তি মিন্টি করেন, গভীরভাবে খেয়াল করে আজ্জী জি করতে থাকেন, হয়তো আপনার হদয় থেকে ভেসে আসবে, এ সমস্যার এই সমাধান। আরো গভীরভাবে বলি খেয়াল করেন, হয়তো আপনার চেষ্টার সামনে একটি দৃষ্ট ভেসে উঠবে, ইষ্টি দেবে-এটা এই হবে। কিন্তু না কিছু আপনাকে বলবেই। তাই কিছু না বলা পর্যন্ত এককালের সাথে আপনি মোরাকাবায় অগ্রস্র করে থাকুন।

"আমি চাই-আপনাকে যে ক্লুবে দেখিয়ে দিয়েছি, আপনার সেই জটিল সাক্ষ্য হতে হবে, আপনার ক্লুবে চাপতে হবে। তরীকা বা আল্লাহর সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি আমি শিখে বসে থাকলে আপনার কোন লাগ নেই, তরীকা আপনার হদয়ের ভিতরে ঢুকতে হবে। আপনার ক্লুবে যখন চাপ হবে, সমস্যায় পড়ে আপনার বিপদের জন্যে যখন ক্লুবে গভীরভাবে খেয়াল করতে থাকবেন, তখন আল্লাহর তরফ থেকে আপনার হদয়ে সংবাদ দেওয়া অস্বে, এই সমস্যার এই সমাধান। এ ভাবে ক্লুবের মাধ্যমে আপনি যোগাযোগের পদ্ধতি পেয়ে যাবেন। পরে দেখবেন ধীরে ধীরে শান্তি পাচ্ছেন, কেননা আপনি শিখে নিয়েছেন- কি ভাবে সমস্যার জন্যে মোরাকাবায় বসলে সমাধান পাওয়া যায়। এভাবে কিছু সময় আপনাকে স্পষ্টতে হবে, ট্রেনিং নিতে হবে, ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে হবে।
ক্ষালে ছিকির জ্বালা হবে। আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ ওয়ালিউল্লাহিজনা আমানু - অর্থাৎ আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। যিনি মোমেন হতে পেরেছেন, আল্লাহ তার পরিজ্ঞান হয়ে গেছে। মোমেন তার অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করে এটাই আমি চাই। তাই আমি এভাবে শিখি। দিনি।

“মসিদের সমাধায় কুপান পানার পথান্তরকে সন্ধের মধ্যে সীমিত না রেখে, যাদেরকে সবক দিয়েছি তাদেরকে বলি মানতের পরিাণা আপনি ঠিক করে নিন। এর অর্থ, আপনাকে মোকাবায় বসে কুলবে যোগাযোগ করে। দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা থেকে যুক্ত হয়ে কুলবে যোগাযোগ করে আপন শায়ানের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করে জানতে চান- আপনার এ সমস্যার সমাধান কি হবে। আপনি গভীরভাবে কুলবে যোগাযোগ করে মোকাবের মধ্যমে কার্যক্ষেত্রে মিশিতে করেন, গভীরভাবে যোগাযোগ করে আর্জাজি করতে থাকেন, হয়তো আপনার হদয় থেকে ভেসে আসবে, এ সমস্যার এই সমাধান। আরো গভীরভাবে যদি যোগাযোগ করেন, হয়তো আপনার চোখের সামনে একটি দৃশ্য ভেসে উঠবে, ইত্যাদি দেবে-এটা এই হবে। কিছু না কিছু আপনাকে বলবেই। তাই কিছু না বলা পর্যন্ত একাড়া সাথে আপনি মোকাবায় মনে করে থাকেন।

“আমি চাই- আপনাকে যে কুলব দেখিয়ে দিয়েছি, আপনার সেই লতিকা সক্রিয় হতে হবে, আপনার কুলব চালে হবে। তরীকা বা আল্লাহর সাথে যোগাযোগের পবিত্রতা আমি শিখে বসে থাকলে আপনার কোন লাভ নেই, তরীকা আপনার হদয়ের হেতুতে দুঃখের হবে। আপনার কুলব যখন চালু হবে, সমস্যায় পড়ে আপনার বিপদের জন্যে যখন কুলবে গভীরভাবে যোগাযোগ করতে থাকবেন, তখন আল্লাহর তরফ থেকে আপনার হদয়ে সংবাদ ভেসে আসবে, এই সমস্যার এই সমাধান। এ তার কুলের মাধ্যমে আপনি যোগাযোগের পবিত্রতা পেয়ে যাবেন। পরে দেখবেন ধীরে ধীরে শান্তি পাচ্ছেন, কেননা আপনি শিখে নিয়েছেন- কি ভাবে সমস্যার জন্যে মোকাবেয় বসলে সমাধান পাওয়া যায়। এভাবে কিছু সময় আপনাকে খাটতে হবে, ঢ্রেনিং নিতে হবে, ধীরে ধীরে উন্নতি লাগতে হবে।
"আমি পূর্বে একথা আলোচনা করেছি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার কাছে সংবাদ পৌছার মাধ্যম হচ্ছে তিনটি-কাশফ, এলহাম ও ফায়েজ। মানুষ জাহ্ন অবস্থায় এ তিনটি মাধ্যমের কোন একটি ঘোরা আল্লাহর সংবাদ প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু এছাড়াও যুথের অবস্থায় আল্লাহর সাথে বান্দার যোগাযোগ হতে পারে, বান্দা আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ পেতে পারে স্থলের মাধ্যমে। স্থলের মাধ্যমে নবীণ কর্তৃক আল্লাহর সংবাদ লাভের ঘটনা সম্পর্কে কেরাইনে উল্লেখ আছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার সবচেয়ে প্রিয়বঙ্গ আল্লাহর নামে উৎসর্গ করার নির্দেশ প্রাপ্ত হন স্থলের মাধ্যমে। এছাড়া হযরত ইউসুফ (আঃ) তার ভবিষ্যত জীবনের উচ্চ মর্যাদা লাভের সুপ্রস্তুতি ইনিত পেয়েছিলেন স্থলের মাধ্যমে।

"যার আদা যত বেশী পরিশ্রম তিনি স্থলের মাধ্যমে তত পরিশ্রম ইনিত পেয়ে থাকেন। আমাদের ঘরে নবী (সঃ) - এর জীবনে থেকে জানা যায় - অহির মাধ্যমে আল্লাহর বান্দা লাভের পূর্বে তিনি স্থলের মাধ্যমে সংবাদ অর্জন হতেন। আগের রাতে দেখা যায় কোন জীবনে যতে যেত। স্থলের মাধ্যমে সংবাদ লাভ করার প্রতি গুরুত্ব রূপ করে নবীী বলেছেন - ধার্মিকগণের স্থপ হলো পয়গাঞ্জীর হয়তালিশ ভাগের এক ভাগ। মানুষ জাহ্ন অবস্থায় কাশফ, এলহাম কিংবা ফায়েজের মাধ্যমে যেমন আল্লাহর সংবাদ পেতে পারে, যুথের অবস্থায় স্থলের মাধ্যমেও তৈমুরে আল্লাহর সংবাদ পাওয়া সম্ভব। আমি আপনাদের কাছে বিশ্বাসিত আলোচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে - আমি চাই বান্দা আল্লাহকে চিনুক, আল্লাহর সাথে তার যোগাযোগ স্পষ্টি হোক। আল্লাহ তো বান্দা থেকে দূরে নন, তিনি অতি নিকট।

"আপনাদেরকে পদ্ধতি শিখিয়ে দেবার পরও অনেকে এসে আমাকে অনুরোধ করেন মানচিত্র পরিমাণ বলে দেয়ার জন্যে। তখন আমি খুব বিরক্তি বোধ করি। জ্ঞান অর্জন করে এগুলো হলে আপনার পছন্দ আপনাকেই অনুশীলন করতে হবে। আমি পড়ে দিলে আপনার অপরাধ হবে না। ঐ জ্ঞান নিজে অর্জন করেই তারপর শিক্ষকতার দায়িত্বে এসেছি।"
“সুতরাং আপনার ভেতরে আল্লাহর সাথে যোগাযোগের পদ্ধতি চালু করার জন্যে বলি যে, নিজের থেকে মানত করে নিন। একবারে যদি না পারেন, চেষ্টা করতে থাকুন, নিজের মধ্যে যোগাযোগ অর্থাৎ হৃদয়ের মাধ্যমে আল্লাহর দয়া আপনার কাছে চলে আসবে। যোগাযোগের এমন এক পদ্ধতি চালু হবে, যে যোগাযোগ দীর্ঘ দিন যাবত বস্ত ছিল। সমাজের মুসলমান মনে করে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ হওয়া সম্ভব নয়, হযরত রাসূল (সা) পর্যন্ত এই যোগাযোগ শেষ। হযরত রাসূল (সা)-এর পর যেহেতু আর নদী হবেন না, তাই আল্লাহর সাথে যোগাযোগও হবে না। কথাটা কিছু মোটেও ঠিক নয়। যেহেতু হযরত রাসূল (সা)-এর উপত্যকাবর মধ্যে যারা হযরত রাসূল (সা)-এর কুলীবী বিদায় বিধান তারা বলি ইসরাইলের নবীর সমান মর্যাদার অধিকারী, তাদের সাথে আল্লাহর যোগাযোগ হবে না, এ কথা সত্য নয়। যারা নামের রাসূল, তাদের সাথে আল্লাহর ও রাসূল (সা)-এর যোগাযোগ হওয়াটা বিভাবিক। আল্লাহর সাথে যোগাযোগের একমাত্র ইতিহাস হলো আপন কুলব বা কুলব। জিকির জামি করে নিজের বসে গভীরভাবে কুলব খেয়াল কর্ম, তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কুলব সংবাদ পেতে চলবে।” খারী সরার: ৩১-৩৩

এ আলোচনাতেই তিনি আরো ব্যাখ্যার সাথে বলেন:

“প্রত্যেকটি মানুষ আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করতে শিষ্য-আমি সেটাই চাই। হযরত রাসূল (সা) বর্তমান আমার জাতিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে আল্লাহর চরিত্র চরিত্রবান হওয়া যায়, কিভাবে আল্লাহকে পাওয়া যায়, কিভাবে আমাদের মাঝে এখন সে শিক্ষা নেই। তাই চেষ্টা করবেন কুলবের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ পদ্ধতি আয়ত্ত করে নিতে। আপনার সমস্যার সমাধান আমার কাছে জানতে চাওয়া ঠিক নয়। আমি পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছি, সে পথে চেষ্টা করুন। আপনি একে নিন, আল্লাহর পক্ষ থেকে এর সমাধান কি। তাহলে আপনারই লাভ হবে। যে কোন সময়ে যে কোন সমস্যায় পড়ে, এ
পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে অলংকৃত সাহায্য পেতে পারবেন। আপনি নিজে পদ্ধতি চিনতে নিজে রেবে তা আমি একলা চিনতে বলে থাকলে তা আমি মৌলিক যোগাযোগের এ পদ্ধতি আমাকে শিখিয়েছেন। আপনাদের সমস্যা সমাধান যদি আমি বলে দেবে তাহলে আপনার কি শিখবেন? স্বাতান্ত্র্য যোগাযোগের এই সুন্দর ও সহজ পদ্ধতি আপনারও চিনতে নিন।" -ধর্মীয় সংখ্যা ৪ ৩৩২

দেওয়ানবাগী সাহেবের কথাটার প্রতি একটি চিন্তা করে দেখুন।

সকল ক্ষেত্রেই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি সরাসরি আল্লাহ তাঃ আলার সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছেন। যোগাযোগ ও সম্পর্কের পর ক্ষেত্রে আল্লাহ তাঃ আলার সর্বাধিক অভিজ্ঞ হবে। অতঃপৰে সে মৌজাবেক আমল করার কথা বলেছেন।

অর্থাৎ মুসলমান মানুষেরা আল্লাহ তাঃ আলার পক্ষ থেকে একমাত্র নবীদের প্রতি সর্বাধিক স্বজ্ঞ ও আগত আল্লাহ তাঃ আলার অন্যদের প্রতি নির্দেশ ছিল তারা যেন নবীদের থেকে শিক্ষাদাতা হন করে এবং কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাঃ আলার এই নির্দেশ করার থাকবে। হযরত মুহাম্মদ সালাতুল্লাহু আল্লাহি ওয়াসালাতুর আম্মারের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য তিনিই রাসূল। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সকলের উপর ফরক এবং তাঁর শিক্ষা মৌজাবেক আমল করা নাজর লাতের একমাত্র উপায়।

আল্লাহ তাঃ আলার সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের একমাত্র উপায় হল রাসূলের রেখে যাওয়া শিক্ষা অর্জন করা এবং সে মৌজাবেকের জীবনের পরিচিতি করা।

কিছু দেওয়ানবাগী সাহেবের আজ মানুষকে কুরআন-হাদিস ও ফিকুহ শিক্ষা অর্জন করার প্রতি উৎসাহ প্রদানের পরিবর্তে গ্রহণের পরিবর্তে উদ্দেশ্য মুজাহিদদের মাধ্যমে আল্লাহ তাঃ আলার সাথে (স্বাতান্ত্র্য) সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করে কাশ্কুফ, ইলহাম ও শপ্রের মাধ্যমে জীবন-দুঃখিতার সকল সমস্যা সমাধান করতে বলেছেন। এটি কুরআন, হাদিস ও ফিকুহের আন্তর্জাতিক থেকে মানুষকে দুর্দশা হাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা এই কিতাবের ১৪২-১৪৮ নথির মাধ্যমে কাশ্কুফ, ইলহাম ও শপ্র সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কুরআন-হাদিসের আলোকে সেখানে লেখা হয়েছে যে, নবী-রাসূলের বায়তুল অন্য কাশ্কুফ, ইলহাম ও শপ্র শরীয়তের দলীল নয়। কিন্তু সে মৌজাবেক শরীয়তের দলীল বিদ্যমান থাকলে তাকে সত্য বলে

১. স্পষ্টতঃ যে, উক্ত কথাগুলো হয়তো দেওয়ানবাগী সাহেবের। রচনা পরিষদ এগুলো তার কথা হিসেবেই উক্তির চিহ্নের মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছেন।
গণ্য করা হবে। আর তদানুষ্ঠায় আমার মূলতঃ শরীয়তের সে দলীল মৌতকেই আমার করা হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। মেহন কোন ব্যক্তি নামায় পড়ত না, সে স্পষ্ট দেখা যে, রাসূলুল্লাহ সালাদাহ আলাহি ওয়াসালাম তাকে নামায় পড়ার নিদর্শ্ব দিচ্ছেন অথবা তার কাশ্চফ হল যে, কোন বুখার ব্যক্তি তাকে রমায়ান মাসের রোগায় রাখার কথা বলেছেন।

সুতরাং, যে বিষয়টি শরীয়তের দলীল নয় সে দিকে দেওয়ানবাগী সাহেব কিভাবে মুসলমানদেরকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন। আংশের তার উদ্ধার কি? রাসূলুল্লাহ সালাদাহ আলাহি ওয়াসালাম, সাহাবিও কিয়া কোন হানাম কি মুসলমানদেরকে কুরআন-সুন্নাহ ও শরীয়তের বিধানাবলীর পরিবর্তে সরাসরি আল্লাহ তাশালার পক্ষ থেকে অন্তরে ওই এবং সংবাদ অবতর্তন হওয়ার জন্য কোন ধীর্ঘকাল বাতিয়েছিলেন?

দেওয়ানবাগী সাহেবের ফরুলু মৌতকে যদি প্রত্যেক বাক্তিই সরাসরি আল্লাহ তাশালার ওই এবং সংবাদ লাটে সক্ষম হত, তাহলে আল্লাহ তা আলা রাসূল গ্রেন এবং কিচিয়ার নামিলের এই পর্যায়ে কেন জারী রাখলেন? অতঃপর সময় দুর্দণ্য কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্য এই ধীর ইসলাম, এই পঞ্চায়ত এবং এই কুরআন-সুন্নাহ অনুশরণকে কেন অপরিহায় করলেন? প্রত্যেকের উপর ইলেম ধীর অর্জন করাকে কেন ফয়শন করলেন? প্রত্যেকের তার উপর অতীর্থ ওই ও সংবাদ মৌতকে আমল করার নিদর্শ দিলেন না কেন?

দেওয়ানবাগী সাহেব তালতাবেই জানেন যে, কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে অথবা পায়গামীরদের মধ্যবার্তা বিভক্ত যে ব্যক্তি ওই এবং সংবাদ অবতর্তন হওয়ার উদ্দেশ্যে বিয়োগ ও মুক্তান্তর করার উপর কার ওই নামিল হয়? কার সাথে তার যোগাযোগ ও সম্পর্ক অনিবার্দিত হয়?

দেওয়ানবাগী সাহেব কি কুরআন করীমের এই আয়াত পড়েনি কি?

“যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর সরণ থেকে মুখ্য ফিরিয়ে নেয় আমি তার জন্য একটি শয্যাতন নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সেই হয় তার সন্ত্রাস। শয্যাতনারই মানুষকে সৎপথে বাধা দান করে আর মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।” -সূরা যুক্তরফু ৩৬-৩৭
২৬০  তাসাহুফ্ফ :: তবু ও পর্বারোচনা

এ আয়াতে “ধিক্রে রাহমান” হারা এই কুরআন মাজীদ এবং তাদের ব্যাখ্যা সম্প্রতিকেই বুঝানো হয়েছে। তা থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের উপর আরাহ তাবআলার শযতান নিয়ূক্ত করে দেন, সেই তাদের সংখ্যা থাকে। তাহলে এমন ব্যক্তির উপর শযতান ছাড়া আর কার গুলী সংবাদ অবতীর্ণ হবে না?

* অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে †

১২১ -সূরা আনআম ::

কিন্তু সমস্যা হল যে, মুজ্জরামরের আদি আদত ও তারা শযতানের বাণিজ্যে আরাহ তাবআলার বাণী সংব্যান্ত করে থাকে।

ভাববার বিষয় তো। দেওয়ানবাগী সাহেবের হীরের ইলুম কুরআন ও সুলত এবং তা থেকে উৎসারিত ইসলামী ফিকহ বর্জন পর্বস্ত কাশফ ইলুহাম ও হশত্রেন সিকে মানুষকে কেন নিয়ে উঠছে? উত্তর তত্ত্ব থাকে, দেওয়ানবাগী নিকট ইলুহাম হীরের মান রাখে এবং ইলুহামকে হীরের বিকল্প মনে করার কারণে তিনি এমনটি করছেন।

“আল্লাহু কোন পথে?” শীর্ষক গ্রহে ‘লাওহে মাহফুজ’ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তারা বলেন:

“হতবর্ত রাসূল (স) জবালে নুরের হেরা গৌহায় একাদিনে ১৫ বছর ধ্যান সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধিকে রজনীতে নিজের হুদয়ের ৭ম তুরে সঙ্গঃকৃত সৃষ্টির আদি হতে অন্য পর্বত ঘটনাবলী অবগত হয়েছিলেন বিধায় বলা হয়েছে, বুদ্ধির রজনীতে পরিচিত কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। রেলায়েজের মুখেও যদিও ধ্যান সাধনার মাধ্যমে তার হুদয়ের ৭ম তুরে সঙ্গঃকৃত সৃষ্টির আদি হতে অন্য পর্বত ঘটনাবলী অবগত হয়ে থাকেন, তার হুদয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ আসতে পারে।

“পবিত্র কোরআনে মুহস্ত (কিতাবুম মুহিল) বলতে—লাওহে মাহফুজকে বুঝানো হয়েছে, যার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি
তানাপারুক্ত: তত্ত্ব ও পঞ্চালোচনা
রীতির জীবন-ঘরণ ও ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিষয়সহ সমন্দর 
বিষয়াদিতে স্টাইলে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

“পক্তি কোরআন হচ্ছে আল্পাহার কলাম বা বাণী। মানুষের 
ক্লাভের দ্বিতের প্রথম ক্লাভের নূর সূচক অবস্থায় বিরাজ করে।
সাধনার মাধ্যমে ঐ নূর আলাদা করে তার সাথে যোগস্থল 
হিস্টান হয়ে আল্পাহার বাণী প্রেরনা এ ক্লাভের তের দিকেই একটি নাম হওয়া সত্ত্ব। ক্লাভ থেকে 
এর এরপূর্ণ বাণী সমূহের অর্থ বিশেষ সরাসরি সত্য।

লাগ্রে মাহফুজ কুরআন সংক্ষিপ্ত একটি অর্থ পরিভাষা 
ক্লাভের প্রথম প্রথম আল্পাহার সংক্ষিপ্ত বাণী প্রেরনায় 
সাধনার মাধ্যমে প্ররোচনা যে আল্পাহার এই বাণী বাণী হওয়া 
বাণী। বেছেন নবী রাসূলগণ এ বাণী পেলেনেন।”

- আল্পাহার কোন প্রথম ১৩৩-১৩৪

উক্ত পুরাতত্ত্ব ১০৫-১০৬ নং পৃষ্ঠায় “এই কি ? নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কারো 
নিজের বাণী আসতে পারে কি ?” শিরোনামে তারা আছে লেখেন ?

“আল্পাহার প্রথম সাধনায়, তাদের সাধনালংকার স্তন্ত্র নিজের 
মাত্র এই ও এর প্রতি অমর্ত্য মিল হচ্ছে পান। তাদের 
নিজের মতে- মহামানুষের বদণে আল্পাহার প্রেরনা থেকে উদ্ভূত সত্যদীর্ঘে ও এর ব্যবহার বলা হয়।

হরমত শরিয়ত (আই)-এর মায়ের নিজের হরমত শরিয়ত 
(আই)-এর ব্যাপারে এবং হরমত মূসা (আই)-এর মায়ের 
নিজের তাদের আল্পাহার প্রেরনা থেকে এখনই গুগু বা প্রচারের এসে 
ছিলো। পরবর্তী কুরআনে আল্পাহার তরক থেকে মোহাম্মদের 
প্রতিয়ে নির্দেশ আসার বর্ণনা পাওয়া যায়।

১. এক হল অভিনিবিষ্ট অর্থ তথি। অর্থে আল্পা ও বুঝা শক্তি দান করা। এ অর্থ তথি 
মোহাম্মদ প্রতিপ হচ্ছে ঃ পান এবং মোহাম্মদ মূল সম্বন্ধে প্রতিপ এ প্রকার তথি অবিশ্ব 
হবে থাকে। ইস্লাম হবে এই তথির প্রমুক্ত হবে তথির বাণী নিয়ে তথির বাণী।

“শপথ বাণীর এবং যিনি তা সূচিত করেছেন, তার। অনেকে তার সঙ্গীত ও 
সঙ্গীতের ইচ্ছামত করেছেন, যে নিজেকে লেখ, সেই সমকাল হব এবং যে নিজেকে 
কৃষিরিত করে, সে বুঝে শাসন হব।” - সূরা শায়ানা : ৭-১০

(জাপা পৃষ্ঠায় পাঠ্য)
তাসাওফুক্তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

"আসলে একটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি মানুষের অন্তরে গোপন বাঁচা এসে থাকে। যেমন-কোন ব্যক্তির মনে হঠাৎ একথা উদয় হলো যে, তার কোন কঠোর বা নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে টেলিফোন বা পত্র অসতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়-তার মনে যে কশ্চিত উদয় হয়েছে, তা বাতিয়ে পরিণত হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা এটাকে টেলিপ্যাথ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মূলতঃ মানুষের রূপ বা পরমাণু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যুক্ত হওয়ায় তার কাছে সব বিষয়ের খবরের মাধ্যমে মূলস্থ থাকে। অর্থাৎ জীবায় এ সবের কিছুই জানতে পারে না। অর্থাৎ-রিপিনসমূহের কারণে জীবায়া ও পরমাণুর মধ্যে দৃঢ় বিরোধ করে, যা কুমুক পদার্থের মত আবরণ সৃষ্টি করে রাখে। ফলে পরমাণুর জানা বিষয়গুলি সম্পর্কে জীবায়া মোটেই ওয়াকেফহাল থাকে না।

"সাধনার দ্বারা জীবায়ার কু-রিপিনসমূহ দূর করতে পারলে পরমাণুর সাথে তার যোগাযোগ স্থপিত হতে পারে, তখন পরমাণু থেকে যে কোন গোপন খবর জীবায়ার পক্ষে পাওয়া সম্ভব হয়। জীবায়া কর্তৃক পাওয়া এরূপ গোপন খবরকে পরিত্যাগ করানের ভাবায় 'এলহাম' বলে। জীবায়া সাধনার দ্বারা যখন এলহাম লাভের উপযুক্ত হয় তখন উহাই নফসে মূলহেমায় পরিণত হয়।

যে ব্যক্তি সাধনার দ্বারা নিজের জীবায়াবকে নফসে মূলহেমায় স্থানে উন্নিত করতে সক্ষম হয়, তাঁর কাছে পরমাণু তথা আল্লাহর তরফ থেকে প্রত্যাশে এসে থাকে।"

- আলাইহু কোন পঞ্চ: ৪ ১০৫-১০৬

এখন দেখুন, দেওয়ানবাজী সাহেবের নিকট ইলহামের মর্যাদা কোন পঞ্চায়ে? তাঁর মতে স্কলের ইলহামই ওহীর এক প্রকার বিশেষ। এ আলোচনায় তিনি পরামর্শের একটিকেও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সালাম আলাইহি ওয়াসালামও

নব্বই রাসূলের প্রতি যে ওহী অনুরূপ হয়, সে পরিবারের ওহীর সাথে পরীক্ষায় ওহীর দুর্বলতা সম্পর্কেও নিয়েই এবং এ প্রকার ওহীর হওয়ার প্রচুর আসে না। সুতরাং তাঁর হাজা ওহীর সমাধানের কথায় আসতে পারে না। বিষয়টি অতি সুপারিশ করে। কিছু দেওয়ানবাজী সাহেবের নিজেকে পরিবারের অর্থে ওহীরালা বানানের জন্য শরীয়তের এরূপ মৌলিক পরিবর্তনের বিকৃতি সাধন করেছেন।-লেখক
রিয়াওত মুজাহিদার মাধ্যমে নবুওয়াত লাভ করেছেন। অথচ বীরের অকটী আল্লাহ যা প্রত্যক্ষ মুসলমানই জানে যে, নবুওয়াত অর্জন করার বন্ধে নয়; বরং আল্লাহ তাআলার অনুমোদনের বন্ধে।

আর তাঁর বন্ধু অনুযায়ী লাওনে মাহফুর হল আল্লাহ তাআলার সেই বাণী যা মুযিরের মধ্যে সংক্ষিপ্ত আছে। রিয়াওত মুজাহিদার মাধ্যমে তাকে অত্যন্ত উজ্জ্বল হল।

চিন্তা করে দেখুন! বিদাদতি রিয়াওত মুজাহিদার মাধ্যমে অর্থিত শয়তানী চিন্তাধারাকে কিভাবে তিনি আল্লাহ তাআলার ওহী সাব্যস্ত করছেন? এবং কিভাবে তা কুরআনের মাধ্যমে অর্থিত করছেন?

কাদিয়ারীরা ওহী এক মুতাসাকীরের প্রতি ঈমান রাখার কারণে কাফের হয়েছে, এখন দেওয়ানবাগীরের এতে প্রত্যক্ষকেই ওহী রিয়াওত মুজাহিদার (তাও অর্থ সামান্য যার বিবরণ ২৫৪-২৫৬ নং পৃষ্ঠায় তাঁরই উল্লিখিতে প্রদান করা হয়েছে) মাধ্যমে ওহী ও লাওনে মাহফুর ওয়ালা বানাচ্ছেন। এরপর মানুষের আর কুরআন, সুন্না অথবা শরীয়তের অনুসরণের যন্ত্রে গ্রেপ্তাতন; সকলেই তো নবী রাসূলের ন্যায় বন্ধু ওহী ওয়ালা。

ওহী এড়াও নয় বরং দেওয়ানবাগীরের ফরমুলাটি মোতাবেক অমলকীরার
তাদের ধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার সাথে যাদের যোগাযোগ ও সমর্থ স্পর্শ হয়ে গেছে। যাদের অতর আল্লাহ তাআলার ওহী, সংবাদ অতিক্রম হয়ে থাকে। তারা আল্লাহ (আঃ) থেকে মঞ্জুর, কীবা, দেওয়ানবাগীরের কথা অনুযায়ী তারা যখন ইচ্ছা তখনই নিজ অন্তরে আল্লাহ তাআলার ওহী, সংবাদ অতিক্রম করতে সক্ষম। আল্লাহ তাআলার সাথে সমর্থ স্থাপন করে তারা সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে। (ধর্মীয় সংক্ষেপ: ৩২২-৩২৪)

কিন্তু নবী-রাসূল সমর্থক কুরআন হাদিসে স্পট একধা আছে যে, ওহী তাদের
কর্পুষের ছিল না। ওহীর গ্রেপ্তাতন ক্ষেত্রেও তারা ইচ্ছা মাফিক ওহী লাভ করতে
পারতেন না। কিন্তু তাতে ওহীর অপেক্ষা করতে ধাকড়েন, যখন আল্লাহ তাআলার
হকুম হত, তখনই ওহী ওহী আসত। (সহীর বুখারী: ২/৬১৬, হাদিস ৪৭৫০,
তাফসীরে ইমনে কাসিম: ৩/১৪৪-১৪৫)

মোটকথা, কুরআন হাদিস, শরীয়ত ও সুন্না এবং নবুওয়াত ও রিসালত ইত্যাদি সবকিছু অধীকার করাই তাদের মূল কাজ।

কিন্তু এগুলো সরাসরি অধীকার করলে, ওহীর এলূম অধীকার এবং ধর্মে
নবুওয়াত অধীকার করলে, কে তাকে পীর মানব? কে তাকে মোটা অংকের
হাদিয়া দিবে। কে যা তার দরবারে মানুষের পেশ করবে মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্যে তিনি বারবার কুরআন হাদিস এবং আলাহ ও রাসূলের নাম নির্দেশ করেন।

8. রিসালত ও শরীয়ত অধিকার করা এই ব্যাবস্থার পক্ষে সম্ভব, যে আহ্মদ শরীয়তে করে না এবং মৃত্যুর পরে পুনর্জীবনে যার বিশুদ্ধ নেই। বাস্তবে তাই, দেওয়ানবাগী সাহেব এবং তার অনূসারীরা পুনর্জীবন অধিকার করে এবং হিন্দুদের স্বয়ং পরজন্ম বিশুদ্ধী।

তাই তারা 'আল্লাহ কোন পথ?' নামক গ্রন্থের ৭০নং পৃষ্ঠায় "পুনর্জীবন বলতে কি বুঝায়? উহা কখন এবং কিভাবে হবে?" সীমার শিরোনামে লেখেন:

"পুনর্জীবন বলতে পুনরায় উদ্ধি হওয়া বা উঠাকে বুঝায।
প্রকৃতি ধারনা মতে-পুনর্জীবন বলতে মৃত্যুর পরে কিছুদের দিন পুনরায় জীবন লাভ করাকে বুঝায।"

তারপর তারা পুনর্জীবন সম্পর্কে বহু আহ্মদ অনুবাদদাত উল্লেখ করেন।
তাতে পুনর্জীবনের এই ব্যাখ্যায় পদ্ধতি করা হয়েছে, যার তারা 'প্রচলিত ধারণা' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। অতঃপর এ অংশটি সম্পর্কে দুটি সম্পর্কে উল্লেখ করা হলে:

"পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বর্ণনায় থেকে তত্ত্ব বিষয় সম্পন্ন। প্রথমতঃ পুনর্জীবন অবশ্যই, দ্বিতীয়তঃ পুনর্জীবন হওয়ার পদ্ধতি দুর্নীতে প্রথম পাদা হওয়ার পদ্ধতির অনুরূপ। তৃতীয়তঃ পুনর্জীবন অবস্থার আকৃতি জীবনের আকৃতি, খালিত বা কর্মনূঘাটী হয়ে থাকে। অর্থাৎ মানুষের নিজের নিজের কর্ম অনুসারে আকৃতি ধারণা করে পুনর্জীবন লাভ করা সক্ষম।" -আল্লাহ কোন পথ?: ৭৬

তারা আর বলেন:

"মানুষের দেহ নষ্ঠ, সযুতি আয়া অবিন্যস্ত। দেহ স্কুল জগতের কিন্তু আয়া সূচনাত সৃষ্ট জগতের। দেহ অবস্থানের মাধ্যমে আয়ার উন্নতি ও অবনতি লাভ হয় থাকে। মানুষের জীবনের ক্রৃত পুণ্য-কিংবা পাপ কর্মের ফলে যথাক্রমে আয়ার এই উন্নতি কিংবা অবনতি ঘটে। এরা সমান হয় প্রায় এই জগতে কোন আয়ার উন্নতি সাধন করে আল্লাহর না হওয়া পর্যন্ত দেহ ধারণ ফুরা। আর অবশ্য কার। যেমন কোন ছোট জ্ঞানজর্জের জন্য যথাক্রমে প্রাইমারী থেকে বিধবিদ্যালয় পর্যন্ত
তাতাওফকে তবু ও পর্যালোচনার অধ্যায়ন করে থাকে। একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবস্থান করে বিদ্যার্পণের সব কোটি দুর্বল অতিক্রম করা সম্ভব হয় না। পর্যায়ক্রমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন আবশ্যক হয়ে পড়ে।

"অনুরূপভাবে আল্লাহ থেকে বিচিত্র আম্ব দেখে প্রবিষ্ট হওয়ার পর আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পুনরায় আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা। একজন যেইটি সাধনার প্রয়োজন হয়। এই সাধনার পথে কোন বাহন আমার ব্যবহারের অর্থোপায় হয়ে পড়ে পুনরায় নতুন বাহন ধারণ করে তাকে সাধনার পথে এগিয়ে যেতে হয়। পুনরুদ্ধারের প্রকৃতির সাধনার অন্তপ্রতি অনুভাবী আম্বের উন্নত করার বাহন লাভ করার জন্য একইভাবে যার সাধনা বিশিষ্ট জীবন তার শান্তিপূর্ণ আম্ব পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে নিকটতম বাহন লাভ করে অনন্তকাল যাপী আম্বের সৌভাগ্য লাভ করে থাকে।

"সুন্দরী সাধনক্ষেত্র কুরআন ও হাদিসের বর্ণনার বাণী হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে মানুষ জীবনের মে সুন্দর সিল ক্ষুদ্র জীবন, যার হলো আল্লাহর বিশিষ্ট না হওয়া পর্যায় মানুষ মৃতি লাভ করতে পারবে না। আমার জন্য হে বাহন যথার্থ, বাহন ব্যাখ্যাত আমার উন্নতি অবনতি কিংবা শান্তি বা মৃতি হওয়া সমস্যার মরু। মৃত্যুর বলে আমার স্বানাত্মক হয় এবং কর্ম অনুযায়ী স্বাধীনতে হয়। কর্মানুযায়ী উন্নত ও অনুরূপ আমার বাহনে আরোহণ করে যে জীবন লাভ করে, তাকে পুনরুদ্ধার বলে। এভাবে মানুষের পুনরুদ্ধার হবে বিভিন্ন অকৃতি ধারণ করে।" -আল্লাহ কোন পথে? ৪৭৮

পাঠকদের নিকট মোটা অক্ষরের বাক্যগুলো মনোরঞ্জনের সাথে বার বার পড়ার আবেদন রইল। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে, কিভাবে পরজনার আবেদকে তাঁকে দুকানো হয়েছে?

হিন্দুরা তা এই পরজনার কথাই বলে যে, তাঁক মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় সুদর্শন আকৃতিতে একক পাবে আর পাপীরা দুবার আকৃতিতে একক পাবে। এই তাবে তার ধারাবাহিকতা চলতে থাকবে। না কিয়ামত আছে, না আল্লাহর, না হিন্দু-কিতাব, না জন্মনা ও জান্নাতেন।
দেওয়ানবাগী সাহেবের স্পষ্ট বলেছেন যে, এভাবেই মানুষ জীবন মৃত্যুর চক্রে অবিচ্ছেদ্য হতে থাকে-আবার তাহে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত। আর তার বক্তব্য অনুযায়ী তার যখন আল্লাহ তাআলার মধ্যে ফানা হয়ে যায় তখন তার মৃত্যু, হিসাব-কিতাব কিংবা পুনরুদ্ধার কোন কিছুই হওয়া সম্ভব নয়।

পরজনার এবং হওয়ার অর্থ কিয়ামত, আখেরাত, হাশর-নশর, হিসাব-কিতাব, মীরান, আমলনামা ও জান্নাত-জাহানাম সব কিছুই অপেক্ষাকৃত করা। দেওয়ানবাগী সাহেবের অবস্থাও এর ব্যাখ্যা নয়। তিনিও এসব বিষয়ে অপেক্ষাকৃত করেন। এসব আকাদি ও পরিভাষা সম্পর্কিত শব্দাবলী তো তিনি বীর্য করেন কিন্তু কুরআন হাদিসের আলোকে প্রমাণিত সে সবের মূলত্ত্ব সীকা করেন না। 'দেওয়ানবাগী সাহেবের দীন ইসলাম বিষ্ক্তি সাধন' শিরোনামে আমি সেখানে ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করে ইন্দিশালাহ।

পুনরুদ্ধার সম্পর্কিত দেওয়ানবাগীর পূর্বের ব্যাখ্যা পড়ার পর "আল্লাহ কোন পথে?" পুকুরের ভূমিকার লেখাটি পড়ুন। সেখানে আছে:

"প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে প্রথমে প্রচলিত ধারণা উল্লেখ করা হবে যা কুরআন-হাদিসের বহিঃপক্ষ উদ্দেশ্য। আর আল্লাহ তাআলার যা মূল উদ্দেশ্য এবং কুরআন-হাদিসের প্রকৃত বহিঃপ্রকাশ তা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।" -১৪২-১৪৫

তাদের দর্মিয়ান একধরনে সূচনা সম্পূর্ণ করা, তারা পুনরুদ্ধারের আকাদির সম্পূর্ণ হিসমূহের পরজনার বিয়ার্স। আবার সাহেব সাহেবে এ দাবী করেছেন যে, কুরআন ও হাদিসের যে স্থলে পুনরুদ্ধারের কথা উল্লেখ আছে, তা ধরা এই পরজনার এই স্থলে করা হয়েছে। নায়িকদের পক্ষে হয় পুনরুদ্ধারের প্রতি বিবাহ রাখা ঈমানের দায়িত্ব আর পরজনায় বিবাহ রাখা সম্পূর্ণ কুফর। সুতরাং কোন কুফর কথা কোনও ঈমান আকাদির ব্যাখ্যা হতে পারে না।

৫. যখন এরা পুনরুদ্ধার অপেক্ষাকৃত করেন, জাহানামও বীর্য করে না, সে জন্য সেদের থেকে এ আশাও ছিল না যে, তারা কোন দীন বা শরীয়তের অনুসরণকে অপরিহার্য মনে করবে। কিন্তু 'আল্লাহ কোন পথে?'-এর ১২৬ নং পৃষ্ঠা আলোচনা থেকে জানা গেল যে, তাদের নিকটেও নিষ্ঠুর দীনাধিকায় অনুসরণ করা অপরিহার্য। তবে মুহাম্মদ সালাহুদ্দিন আলাইহি ওয়াসালামের শরীয়তের উপর ঈমান রাখা অবশ্যক নয়। প্রতীক ব্যক্তি যা ধর্মের উপর থেকে মুসলমান থেকে উল্লেখ হতে পারে।
তারা লেখেন :

"সুতরাং যে কোন ধর্মের লোক তার নিজস্ব অবস্থায় থেকে এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তার মত নিজেকে পরিচালিত করতে পারে, তাহলে নামধারী কোন মুসলমানের চেয়েও সে উল্টো। মোট কথা, ইসলাম বা মূস্লিম কোন ব্যক্তির নাম নয়, এটা আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শ বিধান এবং বিধান পালনকারীর নাম। যে কোন অবস্থায় থেকে এই বিধান পালন করতে পারলেই তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা যায়। আর যে কোন কুল থেকেই এই চরিত্র অর্জন করতে পারলে তার মুক্তি হওয়া সম্ভব।" -আল্লাহ কোন পথে? ৫:১২৬

প্রত্যেক মুসলমানই জানে যে, সব শেষের নবী মুহাম্মদ মুহম্মদ সা.সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাতিউসা মুহাম্মদ আস্তুর মামলায় আস্তুর মামলায় অসমান শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়। এমন আস্তুরী শ্রেষ্ঠত্ব কিন্তু রাসূলুল্লাহ সা.সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাতিউসা আব্বার পর আল্লাহ তা'আলাইহি নির্দেশে পুরুষকর সকল শ্রেষ্ঠ রহিত হয়ে গেছে। এখন আব্বারের মুক্তি কথা রাসূলুল্লাহ সা.সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাতিউসা উপরে ইস্মাইলের অন্যতম উপরে নির্ভরশীল। এই রহিতস্বীকারকারীর চেয়ে আস্তুরী অধিকৃত করালে তাদের কুমক্তির তান্ত্ব অবস্থা উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট অবস্থা উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট।

৬. দেওয়ানব্যস্ত সাহেরের তথ্যাঙ্কিত মুহাম্মদী ইসলামের আরেক কুফরী হল আল্লাহ তা'আলার লাল ও সমাজ তথ্য কোন ও নূহালী সমষ্টির জন্য, তথ্য কোন কুফরী ধারণার প্রচার ও প্রসার করা।

কোন বিবেকানন্দ, মূল মঞ্জু সমষ্টির ব্যক্তির জন্য, আল্লাহ তা'আলা এক, তার কোন অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি বীর সাহে ও নূহালী এবং কার্যান্তর্ভুক্ত এক এবং অধিনী। আল্লাহ তা'আলার মত বা সমাজের কেউ ছিল না, এখন ইনি এবং শুধুমাত্র তার সাহে বা সমকক্ষ নয়। সেই সাহে সৃষ্টিকর্তা, অমূল্যগুহী, তার থেকে কেউ হয়নি, তিনি কারো থেকে হননি- এগুলো সৃষ্টির বৈশিষ্ট, তিনি তো সৃষ্টিকর্তা। নিজ কুফরীতে সব কিছুকে অভিন্নুত্তোভ করেছে এবং সৃষ্টি করেছেন।

তিনি মুরক্কার তথা কতিপয় অংশ বা উপাদানের সমাহ্য নন। এগুলো সবই সৃষ্টির বৈশিষ্ট। তিনি তো পৃথিবী সাহে, সৃষ্টিকর্তা। সৃষ্টি নন। তিনি নাস্ত্র নন,
তাসাওতুফ ৪ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা
অবিন্দন। তিনি সমীম নন, অসীম। তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন এবং
ধাকানে। তাঁর চুরি নেই, শেষ নেই।
তিনি সময় ও স্থানেরও সৃষ্টিকর্তা। তিনি সময় ও স্থানের সীমাবদ্ধতা থেকে
পবিত্র। তাঁর কুদরত, দয়া ও ইলম সমস্ত কায়েম করিতে পরিবেশিত। এক
অনু-পরমাণুও তাঁর কুদরত, ইলম ও দয়া বহির্ভূত নয়। সকল সংগে তিনি
গুলামিত, ক্রুটির সামান্য লেখমানও নেই, নন্দর ও লয় শঙ্কামূলভ। (সূবহানাল্লাহ
আমিন ইলহিমন)
আল্লাহ তা’আলার সম্পর্কে এসব আকীদা-বিশ্বাস আকৃত তথা বুদ্ধিভিন্ন দলীল
এবং কুরআন-হাদিসের সরাসরি বর্ণনা নির্ভরশীল। শধু মুসলমানই নয়, যেহেতু
যে কেন সুখ মতিক সম্পন্ন, বিবেকবাদ ব্যক্তিও তাতে সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।
যে ব্যক্তি উপরোক্ত আকীদা-মূহের কোনটি অধীকার করেন, যে কুরআন-হাদিস 
এবং ইজমাই উম্মতের দৃষ্টিতে ইসলামের গতি বহির্ভূত বলে বিবেচিত হবে। ইসলামি
আকীদা-বিশ্বাস বিষয়কে যে কোন বড় ও ব্যাপ্তি গ্রহের প্রতি দৃষ্টি দিলেই উক্ত
আকীদা-মূহ আকৃত এবং বর্ণা ভিন্ন দলীলানুক্ত অন্তর্ভুক্ত হবে।
আল্লাহ তা’আলার নাম ও পুণ্ডরীক বিষয়টি কর্তৃত্বে কোন ছোট ছাড়া বিষয়
নয়। এ ব্যাপারে অধ্যায় ও অসভ্যতা মানুষকে ইসলামের গতি থেকে বের
করার জন্য এবং জাহানার পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যে যথেষ্ট। এমনকি আল্লাহ
তা’আলার জন্যে যে গুণ ও বিশেষণ প্রামাণ্য, শরীরত্ব যদি সে বিশেষণের জন্যে
কোন শর্ত নিদিই করে থেকে, তাহলে তা পরিবর্তন করে তদনুসারে অন্য শর্ত
ব্যবস্থা করাও যায় নেই। আর আল্লাহ তা’আলার প্রতি কোন বাতিল কথার
সম্ভাব করা কিংবা সৃষ্টির কোন বিশ্বস্ততা আল্লাহ তা’আলার জন্যে প্রমাণ 
করা তো সরাসরি ধর্মের চিত্রিত ও ধর্মহীনতা।

সূরা আরাফে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন ৪

“আর আল্লাহর জন্যে রয়েছে সব উদ্দেশ্য নাম, কাজেই সে নাম ধরেই তাকে
ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাকা পথে চলে। তাঁর
নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাওয়া।” –সূরা আরাফে ৪।১৮০

এই জন্যে ঈমানের প্রথম সবক তাওবদাহ তত্ত্ব পর্যন্ত পূর্বাভাস হবে না,
বত্তক্ষক পর্যন্ত তাঁর সত্য, নাম ও পুণ্ডরীক সম্পর্কে মানুষের আকীদা ঠিক না হবে,
সৃষ্টি বিবেক এবং কুরআন-হাদিসের অনুরূপ না হবে।
কুরআনের সূচক ছিল পদার্থ ও কুরআনের একটি যুগান্তকারী মহাযুগ সম্পূর্ণ রূপে পরিকার হয়ে সেখানে আল্লাহর নুরের ছবি ভেসে আসে। টেলিভিশনকে সচ্ছল করলে তার পদার্থ যেমন ব্যক্তির আলোক দেখা যায়, তার কথা শোনা যায়, তেমনি পরিশীলন কুরআনের পদার্থ আল্লাহর নুরের চেহারা মোবারক দেখা যায়, তাঁর সাথে কথা পশ্চাদ্‌যোগ্য করা যায়।” - আলুরা কোন পথে? ২৪

তারা আরো লেখেন যেঃ

“মোটকথা কঠিন সাধনার মাধ্যমে আমি তোমাকে বিসর্জন দিয়ে আল্লাহকে নিজের মধ্যে ধারণ করার জন্যই অলি-আল্লাহগণের মর্যাদা এত বেশি। আল্লাহ তাঁর বড় দেহ এবং আল্লাহর সাথে এমন নিবিড়ভাবে মিশে থাকেন, যার ফলে অলি আল্লাহগণের দেহ ও আল্লাহ সামান্যতায় পবিত্র ও সমান্তরাল হয়ে পড়ে।” - আলুরা কোন পথে? ১২৮

অন্যতর আরো লেখেন যেঃ

“নুরুক্তিতে অবস্থিত আল্লাহর সৃষ্ট শক্তি এবং ১২০ দিন বয়সে ফুটে দেয়া রাহ মানব শিখার কুরআনে প্রাকাশ লাভ করে। সর্বপ্রথম (অর্থাৎ যথার্থ) পুরাতন তার পাচিয়ে পথ শিখার আল্লাহর সৃষ্টি কুরআনে ধারণ করে নিজে মাতৃগর্ভ হতে দুরন্ত দেখতে আরম্ভ করে। “গুরুত্বের সৃষ্টি স্পন্দন করার পর আল্লাহ আরেক সমাপ্তি হবে”-পবিত্র কুরআনের এই আয়াত দ্বারা মানব শিখার কুরআন আল্লাহর অবস্থানের মধ্য খুঁজে পাওয়া যায়।” - আলুরা কোন পথে? ৮৫

একদিনে একথাও লেখেন যেঃ

“প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষ মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর সঞ্চালন করা সৃষ্টি অস্বাভাবিক বিনাক্রিয়া। যদি সাধনার মাধ্যমে নিজের মাথে সেই সত্তাকে জায়গার করতে পারেন, তার হৃদয়ই আল্লাহর আরেক পরিবর্তন হয়।

আল্লাহর সাধনায় সমগ্র সৃষ্টি জগত পরিচালিত হচ্ছে সৃষ্টি মহাশক্তির ফায়েজের দ্বারা। এজন্যই বলা হয়, আল্লাহর কুরআন নতুন মহন্ত ও ভূমন্দ ব্যাপি। যেমন- কোন রাজা তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রাজ প্রাপ্ত থাকেন অথচ তাঁর হৃদয়ে সমগ্র রাজ্য
তাসাওউফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

পরিচালিত হয়। তাই রাজার সঙ্গে সক্ষাত করতে হলে রাজ
প্রাসাদে যেতে হয়, তেমনি আল্লাহর সম্মান পেতে হলে
আল্লাহকে হদয়ে ধারণকারী মুমেন তথা অলী-আল্লাহগণের
নিকট যেতে হয়।” - আল্লাহ কোন পথেঃ ৪৩৬

উত্তর কিতাবের ১৬৪ নং পৃষ্ঠায় লেখেনঃ

“পবিত্র কোনানে ইরশাদ হয়েছে

কীভাবে তোমাদের এখানে রহমত করিনি।
মনে তোমাদের আর জীবন থাকিতে}

“মানুষ কেমন করে আল্লাহর অবাধ্য হয়, যখন তোমরা
মৃত ছিলে, তখন তিনিই তোমাদের জীবিত করেছেন, আবার
তোমাদের মৃত্যু দেয়া হবে, পুনরায় তোমাদেরকে জীবিত করা
হবে। অতঃপর তোমরা তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে

-সূরা বাকারাওঁ ২৮

উপরেরক আযাতের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে,
আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্টি মানুষ সাধনা করে যতক্ষণ পর্যন্ত
তাঁর সাথে পুনরায় মিলিত হতে না পারবে, ততক্ষণ সে
চিরমুখী লাভ করবে না। আল্লাহগণে সাধনকারের অতিজোরলাভের
বিষয়ের আর কোন সূত্র নেই। যে স্থলে স্থাপিত প্রত্যেক
সাধনার মাধ্যমে নিজের
অজ্ঞানতাকে আল্লাহতে বিলীন করে দিয়ে একাকার হয়ে
আল্লাহর ওপরে গৃহীত হতে সক্ষম, উহাকে ফানাফিক্রাহ
বলে।” - আল্লাহ কোন পথে ২ ৪ ১৬৪

উত্তর পৃষ্ঠায় তারা আবার লেখেনঃ

“জীন মানুষের উপর ভর করে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ
নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। তবে মানুষের মুখ ব্যবহার করে
জীন করা যায়, মানুষের হাত দিয়ে জীন ধরে, মানুষের পা দিয়ে
জীন হাতে, মানুষের চেহারায় জীন দেখে ও মানুষের কান
দিয়ে জীন শোন। সে রকম আল্লাহ দয়া করে তার বাণিজ্য
সাথে মিশে বাণিজ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজেকে করে নেয়। জীন প্রত্যঃ
ব্যক্তির সাথে আল্লাহ ওয়ালা। ব্যক্তির পার্থক্য হলো জীনের আছের
হয় জবরদস্তির মাধ্যমে। আর আল্লাহর সাথে ফাঁা হওয়া যায় প্রেমের মাধ্যমে। এ তোর বিন্ধ্যে এমন সূত্র বা পাকা হয় যে, গলা কাটিয়ে ইমান দূর করা যায় না।”

-আল্লাহ কোন পথে ও ১৩৬

উক্ত পুস্তকের ৮৭-৮৮ নং পৃষ্ঠায় আরো আছে:

“এখন প্রশ্ন- আল্লাহ এক অংশ তিনি কিভাবে প্রত্যেক মানুষের ভিতরে আছেন? একটি উদাহরণের সাহায্যে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। একই উৎস থেকে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিভিন্ন আকারের এবং রং-রঙের বস্ত্রের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিচর প্রকাশ ও বর্ণের আলো দিয়ে। ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রের কারণে বিদ্যুৎের বহিঃপ্রকাশ পৃথক মনে হলেও এসবের উৎস একটাই। অনুরূপভাবে এক আল্লাহর সৃষ্টিকর্ম বিভিন্ন দেহের মধ্যে অবস্থিত ক্লায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল। এ সবের ফলে আল্লাহর একত্রিত মোটেও সৃষ্টি করা যায় না। যা কেবল জনীর ব্যক্তির বুকার বিষয়।

এক এবং অপরিকল্পিত আল্লাহ তাঁ আলার যেমন রূপ ও গৌণের কোন শেষ নেই, তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী মানুষেরও এই রূপ ও গৌণের বহিঃপ্রকাশ অসংখ্য।

হাদিস শরিরের বর্ণনমতে-এ পৃথিবীতে যত মানুষ আগমন করছে এবং ভিন্ন ভিন্ন করেন, হয়ত আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠপোষক দুই পার্শ্বে তাদের অবস্থান ছিল। তাহলে বুঝা যায় যে, সকল মানুষের এক দিন আদম (আঃ)-র ভিতরে সৃষ্টি অবস্থায় বিস্তারকর্তা ছিল। তখন তাঁর সৃষ্টি আরও আদম হিসেবেই সকল পরিচিত ছিল। অনুরূপভাবে প্রতিটি মানুষের ভিতরে আচা নামক আল্লাহর যে সত্তা বিভিন্ন করছে, তা একদিন আল্লাহর নূস হিসেবে জাতের (আল্লাহর) সাথে বিশীর্ণ অবস্থায় ছিল। সুতরাং যদিও কোনও কোনও মানুষের মাধ্যমে তাঁর বহিঃপ্রকাশ, তথাপি তাঁর একক সত্তা কখনো বিভিন্ন হয় না।

পিতার চক্রকে থেকে যে সকল সত্তার জন্মলাভ করে, এরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন চেহারা ও চারিদিকে বিভিন্ন সমুহ ধারণ
করে। অর্থাৎ একই পিতার ঔরশ্নজাত একাধিক সদন চেহারা ও প্রকৃতিতে একে অপরের ভিন্ন। এভাবে প্রত্যেকটি ঔরকীটের ভিতরে যে মানবসত্তা সৃষ্টি অবস্থায় থাকে, তা পরস্পর স্বতন্ত্র হয়ে বিকশিত হয়। একজন মানুষের জীবনদ্বয় তার যতুল্লিত ঔরকীট অনুভূতি, অনূর্ধ্ব পরিবেশে যদি এদের সবকিটি পূর্বাঞ্চল মানবসত্তা তৈরি হতো, তবে এ ধরাপূর্ত তাদের বৃহৎকীট রূপ একই মানুষের ঔরশ্নজাত হিসেবেই প্রকাশ পেতো। এরা প্রত্যেকেই একে অপরের চেয়ে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতো। ঔরকীট অসংখ্য সদন জন্য নেয়ার পরেও পিতার আপন বৈশিষ্ট্যের কোন হৃদয়-রূপি বা পরিবর্তন হয় না। অনুপমভাবে তাঁর মূল সদনের সম্পূর্ণ অঙ্গের রেখে মহান আল্লাহ অসংখ্য মানুষের স্বর্গে অবস্থান করতে পারেন।” —আল্লাহ কোন পাথর ৫১ সং-৮৭-৮৮

উপরাংক উত্তরসমূহ থেকে একথা সুপ্ত হয়নি, দেওয়ানাবাদী সাহেবের মতে সকল মাখুলুক আল্লাহ তাঁ-আলা থেকে বেরিয়েছে এবং তাঁর সত্তা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অতএব একথা কার না জানা আছে যে, আল্লাহ তাঁ-আলা সকল সৃষ্টিকর্তা, তিনিই তাদেরকে অস্তিত্বাত্মক করেছেন। কিন্তু তাঁর থেকে কেউ হয়নি, তাঁর সত্তা থেকে কারো জন্য হয়নি। তিনি এসব থেকে পরিহার। এগুলো মাখুলুক তথ্য সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং মাখুলুকের হৃদয়াহরিতকা সূত্রের মাধ্যমে প্রবাহিত।

সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে কুরআন করারের ঘোষণা


“বলুন, তিনি আল্লাহ, এক! আল্লাহ অমূহাদপর্যুক্ত! তাঁর থেকে কেউ হয়নি এবং তিনি কারো থেকে হয়নি এবং কেউ তাঁর সমতুল্য নেই।” —সূরা ইখলাসঃ ১-৪

তাঁর থেকে কেউ হয়নি এবং তিনি কারো থেকে হয়নি এটা যেমন কুরআন হাদীসের তথ্য তেমনি আলাকের বিধান তাই।

দেওয়ানাবাদী সাহেবের সর্বশেষ দেখুন! তিনি সমস্ত জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাঁ-আলার সৃষ্টিকে স্পষ্ট তাত্ত্বিক কিভাবে হযরত আদম (আঃ) এবং অন্যান্য মানুষের মধ্যে তুলনা করলেন!! যে সৃষ্টি তাঁর জন্য মধ্যে ব্যবধান করতে পারে না, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য নিরপেক্ষ করতে অক্ষম, তার মধ্যে কিসের ইসলাম! তার তো সামান্যতম আকারও নেই।
দেওয়ানবাগী সাহেবের উক্ত উদ্ভিদমূহ থেকে একথাও দিবালকের নয়া স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তিনি আল্লাহ তা’আলাকে বহু অংশ বা উপাদানে গঠিত মনে করেন। এ জনোই তিনি বলেন-আল্লাহর মাঝে সমস্ত মাখলুক মিশে ছিল। যেমন হযরত আদম (آه)-এর পৃষ্ঠদেশে তাঁর সমস্ত বংশধর মিশে ছিল। অতঃপর এক এক করে আল্লাহ তা’আলা থেকে পৃথক হয় এবং প্রত্যেকের অন্তরে তার এককটা টুকরা বিদ্যমান আছে!!

আমি আগেও লেখেছি যে, এরা মূল্যবান ঈমানতুকুর সাথে সাথে আকল জানও খেয়ে ফেলেছে। তাদেরকে কে বুঝাবে যে, অংশ বা উপাদান সৃষ্টির হয়ে থাকে, সৃষ্টিকর্তার উপাদান বা অংশ হওয়া সম্ভব নয়। আকল ও শরীয়তের দৃষ্টিকোণে সৃষ্টিকর্তা কেনকমলেই উপাদানযোগ্য হতে পারে না। কে না জানে যে, যদি আল্লাহ তা’আলা উপাদানে গঠিত হন, তাহলে তার গঠনকারী কে হবে? যাকে গঠন করতে হয় সে তো মাঝলুক তথা সৃষ্টি, সে সৃষ্টিকর্তা হবে কিভাবে?

আর এ কুফরী তো আরো ভাবানো যে, রিয়ামত মুজাহাদার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর মধ্যে নিরাকার হয়ে যায় অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের মধ্যে জিনের ন্যায় কিছু দুঃখ ও পাপের ন্যায় বিলীন হয়ে যায়। নায়হাতীবাহী।

এটি একুইয়া যা ওখুবীয় ইসলামের দৃষ্টিকোণেই নয়, বরং সুষ্টি বিবেকের কাছেও বাতিল ও অসম্ভব। এরপ আকীদাপোষ্টকারী উন্মত্তের ইজমাতে কাফের। ইমাম কার্য ইযাহ (রহ্ম ইন্ডিকাল ৫৪৪ হিজ) বলেন:

“আর মুর্লামানের ইজমা যে, যারা সূজুল তথা আল্লাহ বাদার মাঝে বিলীন হয়ে যায়, তারা বলে তারা কাফের। যেমন কতক সুফী, বাতেনী, নাসারা ও কার্যাত্মকদের বক্তব্য।”-আবশিষ্কা বিমারেফতে হুকুমল মুস্তফা সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম।

শাতবুদ্দীন সুফী (রহ্ম ইন্ডিকাল ৫৪৯ হিজ) লেখেন:

الدليل على بطلان اتحاد العبید مع الله تعالى أن الاتحاد بين
مرهومين محال، فإن رجلين مثلًا لا يصير أحدهما عين الآخر
لتلبانهما في ذاتهما كما هو معلوم، فالتبان بين العبید والرب
সীহানে ও উত্তেল্যে অন্যান্য, যদিও আল্লাহনের অন্যান্য প্রমাণ হলে যাওয়ার অন্তর্ভুক্ত বলা হয় যা, দুর্জন মানুষের এককার হয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু, উদাহরণ অন্তর্ভুক্ত দুর্জন পুরুষ তাদের সমাজের ভিন্নতার কারণে একজন হবে অন্যজন হতে পারে না, যা সকলেই জানে। আর একজন বাঙ্গালী ও রবের মাঝে ভিন্নতা (একজন সৃষ্টি আরেকজন স্ত্রী) অনেক বেশি। মোটকথা নবী, রাশুল, আলম উলামা, সুফী-দরবেশ এবং সর্বত্রের মুসলমান এ ব্যাপারে একমত যে, উড়ফ, আফজল ও শরীয়তের দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও স্ত্রীর মাঝে ইন্তেহাদ তথা এককার হয়ে যাওয়ার মূল কথাই বাতিল, অসম্ভব ও প্রত্যাখ্যাত।

ইন্তেহাদের এ মানহাস সুফীদের নয়, বরং এককার চরমপথী ইলমের দৈনিক কারণে এককার কথা বলেছে। যার ফলে তারা ঐসব নাসরানীর সাদৃশ্য অবলম্বন করেছে, যারা ইমাম ঈসা (আঃ) সমর্থ বলে, তার মানুষত্ব প্রতুলত্বের সাথে এককার হয়ে গেছে।" -মিরাকুল মুর্শীদী-আল হাকিম লিফাতাতী ইমাম আবুল হাসান মাওয়ারদী (রহ) ইন্তেকাল ৪৫০ হিজরী বলেন।

"ইন্তেহাদ বা হিজরী, বা আন্তর্ভুক্ত হলে যা। প্রকার নিউমানোর বা মধ্যের বিশ্লেষণাত্মক হলে যা, দুর্জন হবে অন্তর্ভুক্ত হলে যা। এই বিশ্লেষণ এই ইন্তেহাদের বিভিন্ন প্রকার এককার হয়ে যাওয়ার মূল কথাই বাতিল, অসম্ভব ও প্রত্যাখ্যাত।

হেমনকে এতে মানুষ বা ইলমের দৈনিক কারণে এককার হয়ে যাওয়া দুর্জন হবে অন্তর্ভুক্ত হলে যা। কারণ এই ইন্তেহাদের এই মানহাস সুফীদের নয়, বরং এককার চরমপথী ইলমের দৈনিক কারণে এককার কথা বলেছে। যার ফলে তারা ঐসব নাসরানীর সাদৃশ্য অবলম্বন করেছে, যারা ইমাম ঈসা (আঃ) সমর্থ বলে, তার মানুষত্ব প্রতুলত্বের সাথে এককার হয়ে গেছে।" -মিরাকুল মুর্শীদী-আল হাকিম লিফাতাতী।
"যদি মুসল্লু ও ইসলামীদের কথা বলে তারা শুধু নামের মুসলমান। মূলতঃ তারা শরীয়ত মানে না। আর উক্ত আকীদা (মুসল্লু) রেখে আল্লাহ তাঁর আলার পবিত্রতা বর্ণনা করাও কোন কাজে আসবে না। কেননা, উপরোক্ত আকীদা রেখে আল্লাহ তাঁর আলার পবিত্রতার দায়ী করা সম্পূর্ণ দরকারী। আল্লাহ তাঁরা মানুষের মধ্যে একক হয়ে গেছেন-এ আকীদার সাথে কিভাবে তাপিয়ারদ সঠিক থাকে? তাহাড়া মানুষের সাহায্যে যদি তাঁর পুরো স্তর বিলীন হয়ে গেল (নাউয়ুবিনাহাই) তাহলে তো তিনি মানুষের সাঙ্গে তিন হত দেহে মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেলেন, স্নান থাকল, শেষ থাকল (তাকে দেখাও গেল, স্পর্শ করা গেল) আর যদি তাঁর স্তর মানুষের শরীরে আধিক বিলীন হয়ে গেল (নাউয়ুবিনাহাই) তাহলে তিনি অভিনন্দন অংশ (কিছু মানুষের বিনাহে, কিছু মানুষের বাইরে) বিভক্ত হয়ে পড়লেন। এ সঙ্গে সবই বাতিল ও গোমাহাই।"— আল-হাজি লিলি ফাতাহী ২/৩০৮

এই সব বাতিল, গোমাহাই ও কুফরীকে দেওয়ানাভাগী সাহেবের দীন ও ঈমানের কেন্দ্রবিন্দু বলিয়েছেন এবং সেগুলোর ব্যাপক প্রচার প্রচার করছেন।

দেওয়ানাভাগী সাহেবের রিয়াজের পর মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাঁর আলার স্বীকারকে উপস্থিত দিয়েছেন তিনি ও দুধের দ্বারা। অথবা তিনি গলে শেষ হলেই কেবল দুধের সাথে মিশে থাকে। তাহলে তাঁর মতে আল্লাহ তাঁর আলা এমন যা নিষেধ হতে পারে। লয় হতে পারে। নির্দেশর বিষয়, এ চাইতে বড় কাছে দুর্লভ আর কে হবে?

যদি কেউ কোন মানুষের ব্যাপারে এই আকীদা রাখে যে, সে আল্লাহ তাঁর আলার সাথে একাকার হয়ে গেছে, তাহলে তার সরল ও স্পষ্ট উদ্দেশ্য এই হয় যে, সে হয়তো ঐ মানুষটিকে আল্লাহ সাবান করছে অথবা আল্লাহকে মানুষ সাবান করছে। স্পষ্টকে সৃষ্টি অপি সৃষ্টিকে সৃষ্টি বলছে।

হযরত ইসা (আঃ) সম্পর্কে প্রেমিকদের এই আকীদা ছিল এবং এখনও আছে যে, সে শর্ত খোদা ছিলেন তিনি খোদা। সুলতান গুনকী পরিহার না করেই মানুষ মানুষ (মাসীহ) বলে গেছেন। অর্থাৎ তিনি আমাদের আতিথের নাম অতিথিদের রূপ গ্রহণ করেন যা সময় ও স্থানের পরিধিতে বেষ্টিত এবং বিদিষার কল পর্যন্ত আমাদের মাঝে বর্তমান ছিলেন।

প্রেমিকদের উক্ত স্বীকারের আকীদাই কুরআন মাজীদ কুফরী সাবান করছে এবং প্রেমিকদের উপর এ দায়ি আরোপ করছে যে, তারা ইসা (আঃ)কে খোদা বলে।

ইরশাদ হয়েছে:

1. Studies in christian Doctrinc p. 28- ইসায়াত কিয়া হয়? ৪ পঞ্চা ৫৯
নিজেদের পক্ষ থেকেই এই কুফ্রী আবিষ্কার করেছেন যে, আল্লাহ তাঁর স্বর্ণ প্রত্যাশক মূল্যের অন্তরে বিদ্যমান আছেন। অতঃপর নিজেরাই আবার প্রশ্ন উপপাদ্য করেন এবং নিজেরাই তার উত্তর দেন। তারা বলেন:

"এখন প্রশ্ন-আল্লাহ এক অথচ তিনি কিভাবে প্রত্যেক মানুষের ভিতরে আছেন? একটি উদাহরণের সাহায্যে এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া যায়। একই উপস্থাপন থেকে সরবরাহীকৃত বিদ্যুত বিভিন্ন আকারের এবং রং-এর বাক্সের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিচিত্র
কিন্তু তিনি বলেছিলেন যে, বিদ্যমান এমন কোন জিনিস নয়, যার ব্যাপারে ‘এক’ ও ‘একক’ শব্দ ব্যবহার করা যায়। রঙ তা একটি প্রবাহের জিনিস, যার মধ্যে আধিক বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক বাঁকের মধ্যে বিদ্যমানের কিছু নয় কিংবা তার গুণ নয় বরং সরাসরি বিদ্যমান যা তার অংশ প্রবাহমান। আল্লাহ তাঁর আকার তার সাথে তুলনা করা মূলতঃ আল্লাহ তাঁর আলার একত্বের অবকাশ করা এবং বহু উপাদানে সংগঠিত বলা ছাড়া আর কিছুই নয়। এতদৃষ্টেও তাঁদের দাবী যে, ‘এসবের ফলে আলার একত্বের মৌলিক ক্ষুদ্র হয় না। যা কেবল জানি ব্যক্তির বুদ্ধির বিষয়।’

শত আফসাস! এ ধরনের জান-বুদ্ধির উপর। হলুদ ও ইতেহাদের নয় নিরুক্ততম কুফ্রা টাকার জন্য তাঁদের বহু কুফ্রী করতে হয়। যেমনঃ বহু আয়ত এবং একাধিক হাদিসের অর্থগত বিকৃতি সাধন করেছেন। উপমায়রূপ শুধু একটি আয়ত এবং একটি হাদিস উল্লেখ করা হল?

কুরআন হামিমে আলার তাঁরা ইরাশদ করেন?

যাদূ আলাহ হে লোকসমূহ, এমন আনন্দ কিছু নেই।

“এবং বিশ্বাসীদের জন্য জমিনে বহু নিদর্শন রয়েছে এবং বহু তোমাদের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তোমরা তা দেখছ না।”

আলাহের উদ্দেশ্য তা সুশক্ত যে, ভুলিতেও আলাহ তাঁর কুদরতের অস্মথ, অগণিত নিদর্শন রয়েছে এবং খোদ মানুষের মধ্যেও আলাহ তাঁর কুদরতের বেগমার আলামত ও নিদর্শন রয়েছে-বেগমালা থেকে উপদেশ গ্রহণ করা হে জ্ঞাতীয় মানুষ প্রতি পরিহার কর্তব্য।

এর প্রেক্ষাপট থেকে আলাহ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা যুক্তিসূচক। এ ব্যাখ্যা বিশ্বাসীদের তোমাদের বাগানকে সন্ধিতর করে। সকল মুমিনর্মীনে কেননা তাঁর উদ্দেশ্য এ ব্যাখ্যাও উদ্দেশ্যেই বাদিতেছেন। কিন্তু তাঁরা উক্ত

আলাহের উদ্দেশ্য প্রথম লেখেন:

“আমি তোমাদের দিলে (কুবলের ৭ম ওর নফসীর মাসামে) অবস্থান করি,
হওয়ার ফলে তাঁর হাত আল্লাহর হাত হয়ে যায়। তাঁর মুখ আল্লাহর মুখ হয়ে যায়, যা ধারা আল্লাহর বাণী প্রকাশ লাভ করে। আল্লাহ এরূপ বস্তু তথা অপেক্ষা আল্লাহর চোখ আল্লাহর চোখ হয়ে যায়, তাঁর কান আল্লাহর কানে পরিণত হয়।

ুদাহরণ সরূপ বলা যায়, জীবন মানুষের উপর তাঁর কেন্দ্র তাঁর সমস্ত অঙ্গ-অভ্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। তখন মানুষের মুখ ব্যবহার করে জীবন কথা বলে, মানুষের হাত নিয়ে জীবন ধরে, মানুষের পা দিয়ে জীবন হাঁটে, মানুষের চোখ নিয়ে জীবন দেখে ও মানুষের কান দিয়ে জীবন শোনে। সে রকম আল্লাহ দিয়ে কেন তাঁর বাণিজ্যের সাথে মিশে বাণিজ্যের অঙ্গ-অভ্যঙ্গ নিজের করে নেন।” — (আল্লাহ কোন পথে? ২৫-২৬)

এটা হাদিসের ব্যাখ্যা নয়, বরং হাদিস বিকৃত করা।

হাদিসে বলা হয়েছে........... কেন্দ্র সূচনা নির্দেশে যার শাদিক তরজমা হল। “আমি তাঁর কান, চোখ, হাত ও পা হয়ে যাই, যা ধারা লেখে ও দেখে, ধরে ও চলে...........” আর আর্বরী নিয়মনীতি এবং হাদিস ব্যাখ্যার নিয়মনীতি ও ধারা মোতাবেক তাঁর ব্যাখ্যা ও উদেশ্য হল। “তাঁর অঙ্গ-অভ্যঙ্গ থেকে আল্লাহ তা’আলার সমস্ত মোতাবেক সকল কাজ-কর্ম প্রকাশ পেয়ে থাকে। আল্লাহ তা’আলার বিধান ও সমুদ্রের বিপরীত দে কিছুই করে না। সব কিছু তাঁর বিধানের আজ্ঞায় থেকে পালন করে থাকে।”

কিন্তু দেওয়ানাবাগী সাহেব তাঁর ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণ আল্লাহর সাথে বস্তু হয়ে মিশে গিয়ে তাঁর হাত, পা, কান ও চোখ সবকিছু আল্লাহর হাত, পা, কান ও চোখ হয় যায়, যা ধারা আল্লাহ ধরে, হাঁটে, শোনে ও দেখে। তাঁর ধারা আল্লাহর বাণী প্রকাশ পায়... ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলো হাদিসের ব্যাখ্যার নামে অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু?

যাহোক, কুফীর প্রমাণ করতে হলে আকাল বা উপলক্ষ শক্তি হারাতে হয়, কুরআন হাদিসে বিকৃতি সাধন করতে হয়, জাল ও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে হয়। তখন এর জন্য কাজ সাধারণ বিষয়ে পরিত্যাগ করা হয়। এবং অপরাধমূলক কাজ ছাড়া কুফীরের প্রমাণ ও প্রচার-প্রসার ঘটানোই সম্ভব নয়।

মোটকথা, তাদের কুফীরের তালিকা সূচনার এবোতে কুফীরের ভিত্তি ভিত্তি আলোচনা করতে শেষে আর লো হয়ে যাবে। বিষয়টি উপলক্ষ হজম এতখুবি বিষম হয়ে এবং তাদের মৌলিক কুফীর হল শরীয়তের পরিভাষার হাঁটতে দেওয়া, বিকৃতি সাধন করা, যা অমরা পিছনে ২৪৮-২৫২ নং পৃষ্ঠা উল্লেখ করেছি। এসকল আরও সামান্য ব্যাখ্যা করতেঃ দেওয়ানাবাগী সাহেবের আলোচনার ইতিহাস তাব্বান ইনশাআল্লাহ।
ইসলামের আকাদা ও পরিভাবসমূহের বিকৃতি সাধন

এ কাজ তারা ‘আল্লাহ কোন পথে?’ নামক পুস্তকেই বেরী করেছেন। এ গল্পে কিয়ামত, হারান, মীরান, গুর্গুরুরাশ, আরশ-কুরী ও জাহানারনের নায় ও রূপভূত্তৈ আকাদা ও সুফী পরিভাবসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আল্লাহ তা’আলার সত্য, শুদ্ধলাইল, আদম ও হায়ান, নবী-রাসূল ও ফেরুশতা ইত্যাদিসহ অনুরাগ ও রূপভূত্তৈ বিষয়বস্তু সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে।

দক্ষ এখানে আলোচিত প্রতিটি আকাদা, পরিভাবা ও বিশ্বরের দৃঢ়ত্ব আবাদ ও হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, তার বিপরীত প্রত্যক্ষের পর না কোন নতুন কথার অবতারণা করা হয়েছে, যা সুফী সাধকদের রিয়াজত, মুসাহাদা ও অভিজ্ঞতালঘ্য বলে দায়ি করা হয়েছে।

দক্ষের তুমিকায় স্পট উল্লেখ আছে যে, তারা প্রতিটি আকাদা ও পরিভাবা সম্পর্কে প্রথমে প্রচলিত ধারণা উল্লেখ করেছেন, যা তাদের মতে সম্পূর্ণ বাহিক ও হুল। অতঃপৰ সুফী সাধকদের ব্রাতে অসাধয় কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেটাই (তাদের মতে) কুরআন-হাদীসের মূল ও অসাধয় উল্লেখ্য।

অথচ তারা যাকে প্রচলিত ধারণা বলে উল্লেখ করেছেন সেটাই কুরআন-হাদীসের তথ্য এবং তার উপরেই মুসলমানদের আকাদা-বিশ্বা। আর তারা নিজেরাও তাকে কুরআন-হাদীসের ব্রাতেই উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে তারা যাকে কুরআন-হাদীসের অসাধয উল্লেখ্য বলে উল্লেখ করেছেন, সেটি মূলতঃ কুরআন-হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা।

এ সম্পর্কে সম্পর্কে পাঠকগণ প্রথমে তুমিকায় তাদের কথাগুলো দেখবেন। তারপর উপাডাম্বর দু’টি এলোসা দেখলেই তাদের কুফরী ও ধর্মোপহারাতের বাস্তব চিত্র আপনাদের সামনে ফুটে উঠবে।

‘আল্লাহ কোন পথে?’ – এর তুমিকায় ১৪২ ও ১৪৩ নং পৃষ্ঠায় আছে ও বর্তমানে গ্রন্থে সম্পর্কে, পুনর্লিখন এবং উদ্ধর ধর্মীয়তা এবং জ্ঞান অবহেলায় উৎসাহী মানুষকে তার মহান সৃষ্টি এবং উদ্ধরের সম্পর্কে উপর সঠিক জ্ঞান দেয়ার সরল প্রচেষ্টা। ব্যাখ্যা-বিশ্বাসের নির্দোষের বাচ্যক নিষ্ঠার শর্য্যা এবং উপস্থাপনার উৎক্ষেপণ বাজানোর লক্ষ্য পদ্ধতি হিসেবে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে প্রথমতঃ প্রচলিত ধারণা উল্লেখ করা হয়েছে, যা মূলতঃ আধিপাধ্যায় শাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ করুনআন, হাদীসের অবলম্বনে পূর্বাভাস ব্যাখ্যা অপূর্বগতি সত্যি উদাহরণ থেকে বিরত। এ অসম্পূর্ণত পূর্বাভাস,
করার উদ্দেশ্যে কোরআন ও হাদিসের সংগ্রিহ আরো বিভিন্ন উত্তরের সমাবেশ করা হয়েছে। তার উপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সাধকগণের নিকট কোরআন ও হাদিসের বে প্রকৃত অর্থ প্রকাশ গেয়েছে, সেই আলোকে বিষয়সমূহ সংক্ষেপে অর্থ পূর্বাপেক্ষা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখে সম্ভাব্য দেখা যাবে যে, প্রকৃত অর্থ প্রচলিত ধারণা থেকে ভিন। এহিসেবে এখন যে ধারণা প্রকাশ করা হলো-তাকে বলা যাবে একটা সুপারিকার ঘটনা। এমন উঠতে পারে যে, এটা কি কোরআন ও হাদিসের অন্যের বাহিকের না তা মোটেই নয়। বরং এই সত্য যে, কোরআন ও হাদিসের রহস্যময় (বাতেন) ব্যাখ্যা আমার সাধারণ তাসরাগিকদের কাছ থেকে পাইনি অথবা যা পেয়েছি তা আধিক সীমিত দৃষ্টিতে তৃতীয় ধারা প্রায় বিভিন্ন এবং কুল ব্যাখ্যার শুধুকে আবদ্ধ।

উক্ত পুস্তকের ১৪৪ নং পৃষ্ঠায় আরো আছেঃ

“আমারা বায়শাবিকভাবেই আলাদা করতে পারি যে, প্রচলিত ধারণার বিরোধী বর্তমান মত যে ব্যাখ্যা দেয় হয়েছে তাতে করা করা মনে অন্তর্ভুক্ত বোধ হতে পারে। এটা একটা ব্যাপ্তিক সমস্যা বলে বিবেচিত হবে। কারণ যে ধারণা সাধারণ মানুষের মনে প্রচলিত হয়ে তার উপর ভিত্তি ধরে চিন্তা আরোপ করলে সত্যবাদী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অটিলতা আসা অবশ্যই ব্যাখ্যিত তা সত্যেও মানুষের ভূমি ধারণার অবসান হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেখার প্রচেষ্টা আমাদের সকল শিক্ষা ব্যাবসার ভিত্তিতেই অবিলম্বে নেয়া দরকার, নতুনা মানুষ অন্তর্ভুক্ত করো যেমন মোজাফফাদের আলোর ইহুদিকে মানুষকে পথ দেখিয়ে থাকেন অন্তর্ভুক্ত থেকে মুক্তির জন্য।” —আলাদা কোন পথেঃ ১৪৪

উক্তি গৃহীতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্যীয়ঃ

১. আলীয়া ও পরিভাষাসম্পর্কে প্রথমে প্রচলিত ধারণালাভৃত উন্নতি করা হয়েছে, বায়সাদের বক্তব্য অদ্যান্তার অভিধানিক অর্থ সীমিত এবং শব্দব্যাখ্যীর বাহ্যিক অর্থ পর্যন্তই সীমিত।

২. প্রতিটি আলীয়া ও পরিভাষাসম্পর্কে মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে মূল পর্যন্ত অনুযায়ী তা তুলুন।
৩. প্রচলিত ধারণা উল্লেখ করার পর সূর্যী সাধকগণের মুক্তাহারালোক তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে, যা তাদের কথা অনুযায়ী কুরআন-হাদিসের আসল অর্থ এবং প্রচলিত ধারণার পরিপ্রেক্ষা।

৪. তাদের ভাষায়নুষ্ঠান এ অর্থ সাধারণ তাফসীর গ্রন্থসমূহে না থাকা মাত্রুলী ব্যাপার। কারণ, মুহাম্মদ নেপুরাম তো শব্দ ও বাংলাকে পরিমাণে সীমাবদ্ধ। আর ঐ অর্থ কুরআনের ইলম থেকে উৎপাদিত, যা থেকে সাধারণ তাফসীরকরণ বিভ্র।

৫. তাদের কথামত এই অর্থ মুসলমানদের নিকট আচারজনক মনে হবে এবং যদি তাই হয়, তবে উল্লেখিত গ্রন্থের আসল অর্থ পরিলক্ষিত হবে।

এই সম্পর্কে এই পাঠিত বিষয় তারা নিজেরাই স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন।

এতে আল্লামা বলেন, বীরী ইসলামের সেবা অক্ষীরা ও পরিচালনার যে অর্থ রাসূল সালাত আলাইহি ওয়াসালাম মুসলমানদেরকে শিখা দিয়েছেন এবং সাহাবায় কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা যে অর্থ রুক্ষতে আসছে, এরা তার বিপরীতে কিন্তু অর্থ মুসলমানদেরকে রুক্ষতে চান। এটাই হচ্ছে দুনিয়ার নির্ধাত্ত কুফরী ও ধর্মোপলক্ষিত এবং এরই নাম কণ্ঠে। পাঠানে সরাসরি শরীয়ত অর্থের চাহিদায় এটা আরো ভাবঙ্গ।

যাহোক তাদের বিকৃতি অর্থকে কুরআনের রহস্য নাম প্রদানের দ্বারা এবং রাসূলের সালাত আলাইহি ওয়াসালাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে শত্রুসিদ্ধ ভাবে চলে আসা। অর্থ এবং সর্বজন বিদিত ব্যাখ্যা, যার উপর পুরুষ উষ্ট, উল্লাম মাঘানের এবং প্রত্যেক মুসলমানের ঈমান ছিল এবং একাধিকে আছে-এক প্রচলিত ধারণা যা দেওয়ার কারণে মুসলমান কোন কারণে যায়ার কোন প্রবৃত্তি আসে না।

কারণ মুসলমানদের জানা আছে যে, এই প্রচলিত ধারণা যার প্রচলন রাসূলের সালাত আলাইহি ওয়াসালাম ও সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে এবং যার প্রচলন উন্নতির এমন ধারক বাহকদের মাঝে রয়েছে যাদের মাঝারে আমরা কুরআন হাদিস ও সম্মুখ বীরী লাভ করেছি এবং যে প্রচলিত ধারণার তিনিই হল সরাসরি কুরআন হাদিস-এরমনকে প্রচলিত ধারণাই ঈমান। এগুলোর কোনটি অবীরীকর করা যা তাতে কোন নক্সার তাবীল তথা অপব্যাখ্যা করা সম্পূর্ণ কুফরী ও ধর্মবিক্রম।

উল্লেখ করেন এখনও এই সৌদির বৈশিষ্টি ধারণাকে পরিবর্তন 'বিভাজিততায় বীরী' কম হয় এও যে প্রচলিত ধারণার কথা হল বীরী বা নয়।

আর পরিবর্তন প্রচলিত ধারণা করে, সম-রুক্ষতে রুক্ষতে বা কোন সৌদীর মাঝে প্রচলিত, যার ভিত্তি কুরআন হাদিসের উপর নয়, বরং কুরআন হাদিসের পিছনের অংশ যা যাদের বিদ্যমান তা অপরিপূর্ণ বা অপ্রমাণিত।

।
বলাবলিয়া, এ প্রকার প্রচলিত ধারণা তাদের বইয়ের আলোচনা বিষয় নয়, বরং তাদের আলোচনা হল প্রথম প্রকার সম্পর্কে। কাজেই, প্রথম প্রকার ধারণা, যার উপর ইমামের ভিত্তি, তাকে প্রচলিত ধারণা বলার কারণে মুসলমানগণ থেকে খাবেন না। আর এগুলোর বিপরীত ব্যাখাসমূহ যা মূলত বিভিন্ন ও কূটফ্রী ধারণা ধারণা, সেগুলোকে কুরআন হাদিসের ভেদ ও রহস্য বলার কারণেও মুসলমানগণ গৃহারিত হবেন না। কেননা, কুরআন মাজীদের ভেদ ও রহস্য সম্পর্কে রাসূলদিয়ায় সালাত্রাহ আলাইহি ওয়াসালাম ও সাহাবায়ে কেরামের চাইতে অধিক আর কেউ জানে না। কাজেই কুরআন মাজীদের ভেদ ও রহস্য নামে যে ব্যক্তিকে কোন কিছু পেশ করবে তাকে সর্বাপেক্ষা রাসূলদিয়ায় সালাত্রাহ আলাইহি ওয়াসালাম ও সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষার সামনে উপস্থাপন করা হবে। যদি তার পরিপূর্ণ প্রমাণ হয় তাহলে সেগুলো রহস্য নয়, বরং উদ্ভাট, ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত হবে, যার উপর কুফিয়ার, ইলহাইয়া, বিদ্যাতা ও গোমরিয়াহ হুমকি বর্তমান।

এই ভূমিকার পর একন ক্ষেপযুক্ত আদিয়া ও পরিকায় সম্পর্কে তাদের মতবাদের বিশেষণ করছি। এতে আশা করি তাদের বিকৃতি সাধনের মাটির চৌর পাঠকের সামনে ফুটে উঠবে।

* মুসলমানদের বিভাস হল যে, মৃত্যুর পর কবরে দু'জন ফেরেশতা আসবে, যাদেরকে মুক্ত ও নাকীর বলা হয়। তারা মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করবে যে, তোমার বাড়ি কী? তোমার ধীর কি? তোমার নিকট যে ব্যক্তিকে গেরে পাওয়া হয়েছিল তিনি কে?

সহীহ হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত এই আদিয়া সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান কাহারোর সর্বপ্রথম দেখা যেতে পারে।


হাদিস শরীফের স্পষ্টভাষা এবং সকল মুসলমানের আদিয়া বিপরীত এখন দেওয়ানবাণী সাহেবের কথা গুনেন।

* 'আলাইহ কোন পথে' পৃষ্ঠা-৬৯ এ তারা লেখেন:

"মুক্তোর নকীর বলতে কি বুঝায়? তারা কিছু মৃত
ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে ধারণেন?

'মুক্তোর' আরবি শব্দ, যার অর্থ-অপরিচিত, ব্যাখ্যায়জনক।
আরবী 'নকীর' শব্দের অর্থ-যুক্তদাতা (??)
চলিত ধারণা মতে-মুন্নক নকীর বলতে মৃত ব্যক্তির নিকট অগত ২জন ফেরেশতাকে রুহায়, যারা কবরে মৃত ব্যক্তির প্রথা করে থাকেন।

"হাদিসের বর্ণনামূলকে আরে জানা যায় যে, কবরে মৃত ব্যক্তির ৩টি প্রশ্ন করা হবে-"তোমার প্রভু কে? তোমার ধর্ম কি? এবং তোমার নন্দী কে?" অর্থাৎ জীবদ্দশায় মানুষ কর প্রভুত্ব মুক্তি করে নিয়েছিল, কোন মতাদর্শ চরিত গঠন করেছিল এবং আরাহার পরিচয় লাভের জন্য তাঁর প্রেরিত কোন মহামানবকে অনুসরণ করেছিল? কবরে এই বিষয়গুলো মৃত ব্যক্তির মুক্তি লাভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।"

"পরিত্র কোরআন ও হাদিসে ফেরেশতা সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার বাস্তবতা খুজতে গিয়ে আরাহার সাধকগণ ব্যক্তি জীবনে এর যে মির খুঁজে পান, তাহলে মুন্নক ও নকীর বলতে-কোন ব্যক্তির ভাল ও মন কর্ম বিবরণীকে বুঝায়। মৃত্যুর পর যখন মানুষের আহ্বান সামনে তাঁর সারা জীবনের কর্ম বিবরণী প্রকাশ করা হয় তখন সেই বিবরণী তাঁর কাছে আশ্চর্যজনক ও অপরিচ্ছেদ বলে মনে হয়। অথচ এই বিবরণী অত্যন্ত যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। অর্থাৎ-কোন ব্যক্তি, যখন যে কাজ করেছে এর মধ্যে যতটিকা ভাল বা মন উদেশ্যেঃ তার আহ্মে দেহ ত্যাগ করার পর পূর্ব জীবনের কাজের পরিচয় ঠিক সেবায়েই পেয়ে থাকবে।"

"মুন্নক-নকীর ফেরেশতা কর্তৃক ব্যক্তির কবরে প্রশ্ন করার বিষয়টি সুস্পষ্ট বিশেষণে দেখা যায় যে, আসলে এই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান সুষ্পষ্ট আলাহার সত্তা উপস্থিত হয়ে মৃত ব্যক্তির কর্ম অনুযায়ী তাকে পুর্বকৃত অধ্যব্যাপ্তি করে থাকে।" -আলাহ কোন পথে? ৪৬৯

এখনে আপনি দেখেছেন যে, তাঁরা হাদিস শরীফের ভাষা এবং মুসলমানদের ইজমাই আদীকে চলিত ধারণা বলেছেন অর তাঁদের ঐ পুস্তকেরই তুমিকার ভাষামতে চলিত ধারনার শিরোনামে তাঁরা যা কিছু উল্লেখ করবেন তা হবে মুন্নক ও বাহিক। তার বিপরীতে সুস্পষ্ট সাধকদের বরাতে তাঁরা যা কিছু লিখেছেন, তাতে আপনি দেখেছেন যে, মুন্নক-নকীর এবং কবরের প্রশ্নগলিকে সরাসরি অবিলম্ব করা হয়েছে আর এ অবিলম্বকে আড়াল করার জন্যে তাঁর নাম দিয়েছেন ব্যাখ্যা, কূলের ইলম এবং রিয়ায়ত মুহাদ্দিস মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান।

* আলাহ কোন পথে? ৪১০৯-১১০ পৃষ্ঠা লেখন।
তাসাজুফ : তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

“ইস্তাফালের সিংহর রহস্য কি? উহা করণ কুঁকু দেয়া হবে? "ইস্তাফাল” বলতে প্রসিদ্ধ ও সমানিত কেরেন্দ্রের মধ্যে একজনকে বুঝায়।

চলাচলিত অর্থে-হতে সিঙ্গা ধারণকারী কেরেন্দ্রকে ইস্তাফাল বলা হয়। তাঁর সিংহ ফুঁকারের সাথে সাথে দুনিয়া ধর্মস্পর্শ হবে হবে।

পবিত্র কুরআনের ভাষা:।

তুমি পৃথিবীতে অবস্থান করছো এবং ইস্তাফাল নিজে বলে শুনে এবং বিশ্বে নিজের বুদ্ধি বহন করে।

“সেদিন সিঙ্গায় ফুঁকার দেয়া হবে, ফলে আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর সকলে মূর্খিত হয়ে পড়বে, তবে তার নয় যাদেরকে আল্লাহ করতে ইচ্ছা করবেন। অতঃপর আবার সিঙ্গায় ফুঁকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হবে তাকে থাকবে।” (সুরা জুমার, ৬ আযাত)

পবিত্র কুরআনের উদ্দেশ্য আরাও সিঙ্গায় প্রথম ফুঁকারে কিয়াতের প্রায় সংখ্যাটি হওয়ার প্রতি ইচ্ছিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ফুঁকারে হাশরের মাঠে বিচার মোকাবেলার জন্য মানুষের পুনর্প্রচূর্ণ বুঝানো হয়েছে।

হাদিসের ব্যক্তিত্ব-হযরত ইবনে আক্বাস (রাহ) হতে বর্ণিত আছে: একদা রাসূলুল্লাহ (সা) ভাষণ দানকালে এই তথ্য প্রকাশ করেন যে, সমস্ত মানুষ হাশর ময়দানে এককিতে হবে, এ অবস্থায় যে, সকলেই খালি পা, বর্দিবিহীন, খাতনাবিহীন হবে। (বেখারী শরীফ)

অর্থাৎ- হাশরের মাঠে পুনর্প্রচূর্ণ পৃথিবীতে মাতুর্গর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঘটনার অনুরূপ। পবিত্র কুরআনেও ইহার ইচ্ছিত রয়েছে।

এছাড়া পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে আরো যে সকল আযাত বর্ণিত হয়েছে তা হলো সুরা আনআম-৭৩ আযাত; সুরা কাহাফ-৯৯ আযাত; সুরা তোয়াহা-১০২ আযাত; সুরা মুমিন-১০১ আযাত; সুরা নামল-৮৭ আযাত; সুরা ইয়াসিন-৫১
তানাওটকুৎস: তত্ত্ব ও পঞ্চবৃট্টনা

"ইসরাফিলের সিংহের রহস্য কি? উহা কখন ফুঁক দেয়া হবে? 'ইসরাফিল' বলতে প্রতিষ্ঠার সহিত ও সমাজের কর্তব্যের মধ্যে একঘণ্টাকে বুকায়।

প্রচলিত অর্থ-হস্তে সিংহ ধারণকারী কর্মকর্তাকে ইসরাফিল বলা হয়। তাঁর সিংহ ফুঁকারের সাথে সাথে দুনিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়:

তুমি নিঃসন্দেহে সিংহের ছাপ পাওয়া যাবে দিয়ে আল্লাহ আপনি।

"সেদির সিংহের ফুঁকার দেয়া হবে, ফলে আলাদা মালী ও পৃথিবীর সকলে মৃত্যু হবে পাড়বে, তবে তারা নয় যাদেরকে আল্লাহ যথাযোগ্য করতে ইচ্ছা করবেন। অতঃপর আবার সিংহের ফুঁকা দেয়া হবে, তৎপরতাতে তারা দূরবর্তীয় হয়ে তাকাতে থাকবে।" (সূরা জুমার, ৬ আযাত)

পবিত্র কুরআনের উক্ত আযাতে সিংহাশ্ব প্রথম ফুঁকার কর্তা করিয়ামাতের প্রশ্ন সংযোগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ফুঁকার হাশরের মাঠে বিচার মোকাবেলার জন্য মানুষের পুনস্কার বুঝাও হয়েছে।

হাদিসের বর্ণনায়-হযরত ইবনে আকবার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে-একদা রাসূল সাহেব (সাঃ) ভষ্য দানকালে এই তথ্য প্রকাশ করলেন যে, সাম্ভ মানুষ হাশর ময়দানে একজন হবে, এ অবস্থায় যে, সকলেই বালি পাই, বাবিরহ, খাদনাবরহ হবে। (বোহরীর শরীফ)

অর্থাৎ- হাশরের মাঠে পুনরুজ্জীবন পৃথিবীতে মায়াগুর্ণ হতে ভূমিত্ত হওয়ার ঘটনার অনুরূপ। পবিত্র কুরআনেও ইহার ইঙ্গিত রয়েছে।

এছাড়া পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে আরো যে সকল আযাত বর্ণিত হয়েছে তা হলো সূরা আনআম-৭৩ আযাত; সূরা কাহাফ-৯৯ আযাত; সূরা তোয়াহা-১০২ আযাত; সূরা মুমিন-১০১ আযাত; সূরা নামোল-৫৭ আযাত; সূরা ইয়াসিন-৫১
তাসাওফ ও তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

আযাত; সুরা জুমার- ৬৮ আযাত; সুরা কফ-২০ আযাত; সুরা হাকাহ- ১৩ আযাত; সুরা নবা-১৮ আযাত।

“এ প্রসঙ্গে পরিবর্ত কুরআন ও হাদিসের বর্ণনার পাশাপাশি আল্লাহর সূত্রে সাধকগণ মানব জীবনেও এর অপূর্ব মিল দূরে পান। তাদের মতে— মানুষের মিঃথাস সংরক্ষণকারী সত্তাকে ইস্রাফিল বলা হয়েছে। আর মানুষের মৃত্যুর সময়ের সবসময়ে মিঃথাস তাঁর কর্মকাণ্ড যুদ্ধ বলা হয়েছে। কেননা মানুষের শেষ মিঃথাস নাসিকা থেকে তাঁর কারণ ফলে দেহের যাবতীয় কর্ম থেকে যায় এবং তাকে মৃত বলে মোহিত করা হয়। যেহেতু দেহের জন্য নাসিকা সিঙ্গাহুলু, সেহেতু ইহুদি শেষ মিঃথাসকে সিঙ্গাহ ফুঁত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আর এ শেষ মিঃথাস তাঁর মাধ্যমে দেহের প্রলয় শুরু হয়। আবার- দেহের মিঃথাস সংরক্ষনের কাজে সম্পূর্ণ বা ফেরশঘর মাধ্যমে হয়ে থাকে, তাকে ইস্রাফিল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।”

“প্রথম-সিঙ্গাহ ফুঁতে শেষ মিঃথাস তাঁর মাধ্যমে দেহের প্রলয় অবর্ধমৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় সিঙ্গাহ ফুঁত বলতে সদ্যজাত শিশুর প্রথম মিঃথাসের মাধ্যমে সর্বজীবন শুরু হওয়াকে বুঝায়। যেহেতু সদ্যজাত শিশু উন্নত অবস্থায় উত্থিত হয়ে আদ্যো- স্বজনদের সাথে মিলিত হয়, এই মিলনকেই সূত্রে সাধকগণ সিঙ্গাহ ফুঁত ফুঁতকারে হারার মাঠে উন্নত অবস্থায় উঠিয়ে হওয়াকে এক প্রকার হারার বলে মনে করেন।”

-আল্লাহ কোন পথে: ১০৯-১১০

প্রচলিত ধারণার শিরোনামে এখানেও ইস্রাফিল (আঃ) এবং সিঙ্গাহ ফুঁতকার সম্পর্কে ঐ কথাগুলোই লিখেছেন, যা মুসলমানদের ইমামী আহ্মদ এবং কুরআন হাদিসের সূচিত ভাষায়।

কুরআন- হাদিসের স্পষ্ট ভাষায় বিপরীতে তিনি ইস্রাফিল (আঃ)-এর আকীদা এবং শিখন্ত ফুঁতকারের আকীদার ব্যাখ্যান করেছেন, পর্যায়ে নয়, বরং তার বিকৃতি সংখ্যক করে তদানীন্তে পরজনা কুফরী আকীদাকে ইমানের আকীদা হিসেবে পেশ করেছেন।

islamiboi.wordpress.com
তাসাওুফ ৪: তত্ত্ব ও পর্যালোচনা

অতঃপর এই বিকৃতি ও অধীকৃতিকে ঢাকার জন্যে একথা লিখেছেন যে,
“এটাও এক প্রকারের হাশর!” মনে তিনি বলতে চাইছেন যে, “আমরা প্রচলিত ধারণা এবং কুরআন হাদিসের বর্ণনায় অধীকৃত করছি না, বরং তা বিশ্বাস করার পাশাপাশি উপদেশ ও উপমাসৃত বলছি যে, ..........

ঘরণ রাখবেন এটা সম্পূর্ণ ধোকাবাজী ও দাঙ্গাদার। কেননা, তিনি যদি কুরআন
হাদিসের বর্ণনা এবং মুসলমানদের ইজমাই আকিদা মানেন। তাহলে তাকে প্রচলিত ধারণা বলতেন না এবং পুনর্বে তার ভূমিকায় প্রচলিত ধারণার নিন্দা করতেন না। তাকে ভূল সাবাস্ত করতে না। সুতরাং, এটা কুরআন মাজীদের বিকৃতি ও অধীকৃতিকে গোপন করার জন্যে চক্র ও চালার ছাড়া আর কিছুই নয়।

* 'আল্লাহ কোন পথে?' বইটিতেই ‘হাশর কি? উত্তরে কিভাবে বিচার
প্রচলিত হবে?' শিবোনামে লিখেছেন যে,

“হাশর’ আরবী শব্দ, যার অর্থ এককত্বকরণ। প্রচলিত অর্থে হাশর বলতে সমস্ত আমাদের শেষ বিচারের দিনে একত্ব করার বলা।’’ –আলাহ কন পলে? : ৫২

অঞ্চল কুরআন-হাদিসের আলোকে মুসলমানদের ইজমাই আকিদা (যেকে তারা প্রচলিত ধারণা আখ্যা দিয়ে থাকেন) হল যে, রহস্য ও শরীরের উভয়ের হাশর হবে।

এক্ষেত্রে দৃষ্টিকোণের পর পুনর্বাচন হবে। ফলে শরীরসহ রহস্য নিয়ে তোলাকের হাশর হবে

কুরআন মাজীদের ইরশাদ হয়েছে

ওয়া রহমানে তোমরা উম্মীদপ্রদ না, তোমরা প্রতিকৃতি হয়েছেন।

“তার কি সে সময় সম্পর্কে জানা নেই, যখন জীবিত করা হবে সমাধিপূর্ণ
মুর্শিদকে, আর অন্যতে যা আছে তা প্রকাশ হংস যাবে। নিশ্চয়ই তাদের
প্রতিপালক তাদের সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞতাতে আছে।’’ –সুরা আদিয়াত : ৯-১১

নামাই ইরশাদ হয়েছে

সাদা যুক্ত মুসল্লিদের দুর্গোন্ধের কে আমাদেরকে করব থেকে উদ্ধৃতি করল হে (ফেরুশশাফতার বলবেন) কর্মণায় আল্লাহ
তে একই ওয়াজার দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্তা বলেছিলেন।’’ –সুরা ইয়াসীন : ৫২

নামাই এই হাশর সম্পর্কে আরো ইরশাদ হয়েছে

পূর্বে বলেছিলেন যার জীবিত করা হবে অসমাধিপূর্ণ
মুর্শিদকে, আর অন্যতে যা আছে তা প্রকাশ হংস যাবে। নিশ্চয়ই তাদের
প্রতিপালক তাদের সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞতাতে আছে।’’ –সুরা আদিয়াত : ৯-১১

নামাই ইরশাদ হয়েছে

সাদা যুক্ত মুসল্লিদের দুর্গোন্ধের কে আমাদেরকে করব থেকে উদ্ধৃতি করল হে (ফেরুশশাফতার বলবেন) কর্মণায় আল্লাহ
tে একই ওয়াজার দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্তা বলেছিলেন।’’ –সুরা ইয়াসীন : ৫২

নামাই এই হাশর সম্পর্কে আরো ইরশাদ হয়েছে

পূর্বে বলেছিলেন যার জীবিত করা হবে অসমাধিপূর্ণ
মুর্শিদকে, আর অন্যতে যা আছে তা প্রকাশ হংস যাবে। নিশ্চয়ই তাদের
প্রতিপালক তাদের সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অজ্ঞতাতে আছে।’’ –সুরা আদিয়াত : ৯-১১
তাসাওউকাও: তথ্য ও পর্যালোচনা

"কাও হেহারি রাসুলুলোহাম্মাদ আল্লাহু আলাইহি ওয়াসেলা ইরাশ্দ করেন। তুমি মানুষ নিক্ষিপ্ত নয়, তুমি তোমার ধর্ম বাস্তবায়ন করা হলে, তোমার জীবন দান করো। তুমি যাতে আমার ইরাশ্দ হয়, তা তোমার নিজের জন্য অতি সত্ত্বা।" - সূরা কুমার ৬: ২-৪

পুনর্বাহন সম্পর্কে আরো ইরাশ্দ হয়েছে: যুদ্ধ নিষেধ না কর, নিশ্চিত না কর, সকলের প্রত্যাহার্ত। মুশরফ ভূমিকা হয়ে মানুষ হুতাসিতি করে (কর্ম থেকে) বের হয়ে আসবে। এটা এমন হাস্ত্র যা আমার অর্জন অতি সত্ত্বা।" - সূরা কুমার ৬: ৫-৬

শাহনারীর পুনর্বাহন সম্পর্কে হাদিস শরীফ আছে:

"যখন ইহুদি রসূলের নিকট যান তাকে বলেন: হে রসূলের নিকট কি তুমি যে আদেশ করেছ তা তা অনুসরণ কর। তাকে বলেন: আল্লাহ তাআলা আমরা তোমার নিয়ম অনুসরণ করা হলে তোমার জীবন দান কর।" - সূরা আলফিরাহ ৬: ২-৪

হাদিস তালিকা: রাসুলুলাহ আলাইহি ওয়াসালাম আরো ইরাশ্দ করেন, তাঁর বলে: 'তুমি মানুষ নিক্ষিপ্ত নয়, তুমি যাতে আমার ইরাশ্দ হয় তা তোমার জীবন দান করা হলে, তোমার জীবন দান করা হলে।'

সূরা মুসলিম: ২/৪০৬-৪০৭, হাদিস ২৯৫৫, সূরা বৃহাতি: ৪১/৩৫, হাদিস ৪৯৫৩
কারণ রসূল রাবির আল্লাহ উপাসনা ও সম্পর্কের অন্য যাদুই আছে?

হাদিস বলে মানুষের ধর্ম অন্য হিন্দু ও বৌদ্ধ জাতির মধ্যে অধিকতম।

রাসূলুল্লাহ সালাহার আল্লাহই ওয়াসালাম ইরশেদ করেছেন, মুস্লিমদের জন্য অন্য দের মধ্যে এক মাসিক দুর্ঘটনা থাকবে। তবি আরো ইরশেদ করেন, মানুষ আমাদের মোতাবেক (হাশরের মাঠ) যাদের মধ্যে অবস্থান করবে। কেউ দুই পর্যায়, কেউ একমাত্র পর্যায়, কেউ মুহাফিজ পর্যায়, যাদের মধ্যে ধারন করবে।” -সীমার মুসলিম

হাদিস বলে মানুষের হাস্যের হওয়ার বিষয়টি অক্ট্যু ও সবকিছু বিদ্যমান।

কিছু দেওয়ানে সাদৃশ্য এ সম্পর্কে মুসলমানদের আকাদা ঘোষণা করেছেন যে, রাসূল মন্ত্রণ ও দুর্ঘটনা হাস্যের হবে।

তারা এই বিষয়ে বলেছে যে, সকল লোকের মধ্যে হাস্যের সম্পর্কে বহু আয়াত ও হাদিস (যা মুসলমানদের ইজমাই আকাদার মূল ভিত্তি) উল্লেখ করার পর লেখেন:

“হাস্যের সম্পর্কে অন্যান্ত হাদিসে যে কিছু লগ্ন হয়ে মানুষ হাস্যের মাঠে নগর তাদের উপরে উঠছিল হবে। কিছু তারা এমন অবস্থায় হবে, এ লগ্ন তাদের অন্য লজ্জা করার হবে না। অর্থাৎ এই লগ্ন সম্পর্কে শিক্ষার জন্য প্রয়োজ্য!”

---

1. দুটি ক্ষেত্র না। জীবন দৃষ্টিকোণে আছে:

হিন্দু রাসূলুল্লাহ আলিহি ওয়াসালাম বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সালাহার আলিহি ওয়াসালামকে বলেন পোশেছি যে, “কিয়ামত দিলে মানুষের হাস্যের হবে লালি পা, বিক্রম ও কালীনাকালীন অবস্থা। আমি বলতাম, নারী পৃথ্বী একত্র হলে একজন আরেকজনের ধরণ তাকাবে না। তিনি ইরশেদ করেন, পরবর্তী নামায়ের চাইতে (কিয়ামতের আয়াত) বিষয়টি আজে সুঝুটন হবে।” -সীমার মুসলিম ও মুসলিম - মিশ্রকাল ৩/১৫৩৪, হাদিস ৫৫৩৬- লেখক
কারণ, শিল্প নগরীতে তাকে লজিত করে না এবং অন্যদের জন্য বিদ্রুপার কারণ ঘটায় না। তাহাড়া বেহেুত সদ্যজ্ঞাত শির ধাতাত্বিক অবস্থা ভূষিত হয়ে থাকে, সূত্র-র হাস্যের মন্দানে মানুষ ধাতাত্বিক হবে বলতে সূক্তী সাধকগণ সদ্যজ্ঞাত শিক্রিয়ে যুক্তিগঞ্জ। পরিচয়ের ব্যাপার যার বে, সূক্তী সাধকগণের দৃষ্টিতে মানুষের হাস্য পৃথিবীর বুক সমর্পিত হয়ে থাকে। মানুষকে তার কর্মের প্রতিফল সংস্থে সঙ্গে প্রদান করা হয়। অব্যাহত কর্ম সম্পাদনের সাথে সাথে পরিণতি হিসাবে মানুষের আত্মাকে উন্নতি করা ও অবনতি নাই হয়।

যার ফলশ্রুতি হিসাবে উক্ত আত্মা উপত্যকার বাহন বা নিষিদ্ধীকরণের বাহনে আরোহণ করে হাস্যের একটি দায়িত্ব হয়। এলাহার সাধকগণ হাস্য সম্পর্কে পবিত্র কুফরী ও হাস্যের পাশাপাশি তাদের সাধনা লক্ষ্য হয় থেকে মানব জীবনের এ একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ মিল খুঁজে পান। তাদের মতে-আপনজননদের সাথে মানুষের পুনরায় একত্রিত হওয়াকে 'হাস্য' বলে। অর্থাৎ 'হাস্য' বলতে নিদর্শি সময় শেষে আপন কর্মের বিনিয়োগে প্রিয়নের সাথে পরিকল্পনার একটি দায়িত্ব হওয়াকে বুঝায়।

মানুষের জন্য এই পৃথিবীর জীবন-ক্ষম্পন হাস্যরত্ন।

খালি পা, বেশত্বিকী ইত্যাদি অবস্থার হাস্যের মন্দানে পরিষ্কার হওয়া বামতে মাতৃত্ব হতে সদা ভূষিত হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। শিখ সত্য মায়ের উদরে একাই থাকে। ভূষিত হওয়ার সময় সঙ্গে সে মাতা-পিতা, ভাই-বোনসহ সকল আত্মার সঙ্গে একত্রিত হয়ে থাকে বিধায় উত্তরে একটি পরজ্ঞাত

'হাস্য'।" — আলাহাকে কোন পথে ? : ৫৪-৫৫

এখানেও তাঁরা হাস্যের ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন হিন্দুদের সেই 'পরজ্ঞা' আল্লাহর মাধ্যমে। এই আল্লাহ অতি নিরুপাক একটি কুফরী। ইসলামী আল্লাহ হাস্যের ব্যাখ্যা তাঁরা 'পরজ্ঞা' কুফরী আল্লাহর মাধ্যমে করেছেন এবং এখানেও সে কুফরীকে আড়াল করার জন্য এক, 'প্রাকার' এবং 'ইহো' শব্দ ব্যবহার করেছে। যেন পাঠকদের বিখ্যাত চাতে চান যে, তাঁরা হাস্যের মূলতত্ত্ব স্বীকার কর্মপ।

যদি তাঁরা প্রথমতঃ হাস্যের মূলতত্ত্ব নিয়ে এখানে মোটেও আলোচনা করতেন। এখানে পাঠকদের বিখ্যাত চাতে চান যে, তাঁরা নিকট আসাম কথা লেখা সেই যে সূক্তী সাধকদের উদ্দেশ্যে লেখা হয়ে থাকে।
কাজেই যদি হাশর সম্পর্কে তাদের নিকট আসল মত সেটিই হয়ে থাকে যা সূক্তি সাধকদের বরং দেখেছেন, তাহলে কৃষ্ণকান হারিমের আলোকে প্রমাণিত হাশরের সূক্তিতে, তার উপর মুসলমানদের আরুন্দাবিধ বিশ্বাস, তার উপর তাদের বিশ্বাস কভাবে থাকবে?

মোক্তখাতা, তারা এই দোকানারাজার পথ অবলম্বন করে এক এক করে আমল নাম, কিরামান কাউন্সলর, জান্নাত-জাহানারাম, পুনরুদ্ধার, জিবরিল, পাখতে মাহফুর, আরশ-কুফরি ও ওম ইত্যাদি ধীনী মূল্যবোধ ও মৌলিক বিশ্বায়নীর মূল্যের বিকৃতি সাধন করেছে। অন্য একধারা সুপার যে, কোন মূল্যবোধ বিকৃতি ঘটানো সে বিষয়টি অহতিকারেরই নামস্ত্র যে আহেক আমি আশেও নিশ্চিত যে, দেওয়ানবাসীদের চিত্তাধরা যা তাদের দুর্ঘট অসমতায় “আল্লাহ কোন পথে “আল্লাহ কোন পথে” এবং সূক্তি সম্পর্কের মূল্যবোধ যুক্তির সংসার-এ সংকলিত হয়েছে, তৃতীয় এগুলোর কুফরি, বিশ্বাস ও উন্নত চিত্তাধরা তালিকাও অনেক দীর্ঘ।

আমি তৃতীয় তাদের কুফরি সমূহের মৌলিক দক্ষতা চিনিত করেছি। আলাহ তাাঁর আলাদা তাদের বিপ্লবের পূর্বে উন্নতকে নির্মাণ আরুল। উন্নতকে ধীরের সাথে আল্লাহ দান করেন, যাতে অর্থের ধরণের স্পষ্ট কুফরির দায়িত্ব দায়িত্বে দায়িত্ব না দায়িত্ব।

দেওয়ানবাসী সাহেবের সম্পর্কে এই মত হলঃ তিনি আল্লাহর যুগের দাসদের নামে কুফরি, ধর্মগীতা ও উন্নত চিত্রাধরার প্রচলন নামে তাসাঊকুফকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এই ধর্মীয় চরিত্র করার জন্যে তিনি ইসলামের অন্যান্য মূল্যের নামে তাসাঊকুফের বিকৃতিসাধন ঘটিয়েছেন।

লক্ষ্য ও সুন্দর মৌতেবেক বাহিক ও অভ্যন্তরীণ সংশোধনই ইসলামে তাসাঊকুফ নামে যোগ্য। কিন্তু তিনি বোদের নামে কিছু রিয়ামত ও সাধারণের হিসাবে তাসাঊকুফের কেন্দ্রবিশ্ব বানিয়েছে ইসলামী তাসাঊকুফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল অভ্যন্তরীণ সংশোধন। আব দেওয়ানবাশী তাসাঊকুফের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল তাঁর আকৃতি কুফরি অর্থে কুফরি করা এবং বুলুক তথা বাদ। আল্লাহ তাঁর মায়ে গায়কৃ হয়ে বাদ যায়। তাঁর সমস্ত গবেষণা ও সাধারণ গুস্তে এবং কুফরি বিষয়বস্তু, যা তিনি তাসাঊকুফের নামে মানুষের সাথে উপস্থাপন করছেন।

আল্লাহ তাঁর আল্লাহ মুসলমানদের ধীর ও ঈমান হেফাজত করুন। আমি নি।

هذه، وصلي الله تعالى وسلم على سيدينا وورلدانا محمد

وعلى آله وصبيح أجمعين والحمد لله رب العالمين

সমাপ্ত
মাজার ও উলুমে কুরআন

১-আল-কুরআনুল কারিম

২-তাফসীরে ইবনে কাসাইর
   ইসমাইল ইবনে কাসাইর (১১৪৬), দারুল খানের, বৈদ্য, নেবানন, ২৪ সংক্রান্তি-১৫২ হি, ১৬১২ই।

৩-রুহল মাহানী
   মাহমুদ আলুসী (১২৭০), এসমাদিরা, মুলতান, পাকিস্তান

৪-মামারেফুল কুরআন
   মুফতি শাহী (১৩১৮), ইসরায়েল মামারেফুল, করাচী, পাকিস্তান, নতুন সংক্রান্তি-১৪১৬ হি, ১৯৯৬ইন

৫-কুরআন আপ হে কিয়া কাহতা হে?
   মানসুর নেমানী (১৪১৮), আল ফুরকান বুক, বিদ্বান, নাফীরাবাদ, কলকাতা, ১৭ তম সংক্রান্তি-১৯১৭ই

৬-উলুমুল কুরআন
   তামুসাদিদ, দারুল উলুম করাচী, ১ম সংক্রান্তি-১৯১২ই, ১৪১২ হি

হাদিস, শরহ ও উলুমে হাদিস

৭-সাহীহ বখারী
   মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আলু বখারী (২৫৬ হি), মুস্তাফার এর কোর্সিয়ানী। প্রকাশক-১৮৫৭ই (হাদিস নয় সাহীহ বখারীর ঐ কল থেকে গুরুত্ব করা যা ফাতুহ বাদার বাদে হেঁচেছে)

৮-সাহীহ মুসলিম
   ইসাম মুসলিম (২৬১ হি), মুস্তাফার এর কোর্সিয়ানী, ইউ, পি, ইতিয়া, প্রকাশক-১৮৩৬ই (হাদিস নয় সাহীহ মুসলিমের ঐ কল থেকে নেওয়া হয়েছে যা ইউমারুল মুলিম-৩ সাথে হেঁচেছে। কাহারী ইয়াই (৫৪৪ হি), দারুল ওয়ানা, আল-মানসুরা, মিশার, ১ম সংক্রান্তি-১৪১৯ হি, ১৯৯৮ই।

المصادر والمراجع

১-القرآن الكريم
   التفسير وعلوم القرآن
   تفسير ابن كثير

২-روج الفهري

৩-معارف القرآن

৪-القرآن آب مى کیا کچنا مى؟

৫-علم القرآن

৬-الحديث وشرحه وعلومه

৭-صحيح البخاري

৮-صحيح مسلم
9-সূনানে আরু দাউদ
ইমাম আরু দাউদ (২৭৫হিঃ) ৪ (ক) দারুল
ঈশাআত ইসলামিয়া, কোলকাতা, ভারত (খ)
দারুল বায়, মস্ত মুকাররমা (খ) আনুনুল
আরবুসহ

10-সূনানে নাসাহী
ইমাম নাসাহী (৩০৭হিঃ) ৪ (ক) আল
মাকতাতাবুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত,
কাশ্মীর-১৩৫৫হিঃ (খ) আল-মাতুরাবুল
ঈশাআত ইসলামিয়া, হালব, দারুল বায়েরের আল
ঈশাআত ইসলামিয়া, বৈরুত, ৪র্থ সংস্করণ-১৪১৪হিঃ,
১৯৯৪ইঃ

11-জামে তিরিমবী
ইমাম তিরিমবী (২৭৯হিঃ) ৪ (ক) ইমামিকন-নামিম
এবং কোমানী, ভারত (খ) দারুল বায়, মস্ত
মুকাররমা, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, বৈরুত,
লেবানন

12-সূনানে ইবনে মজাজ
ইমাম ইবনে মজাজ (২৭৫হিঃ) ৪ (ক) আশরাফিয়া
রুক দিবু ইউ, পি, ভারত (খ) দারুল ইয়াহিয়াত
নুজাহল অরাবী, বৈরুত, ১৩৯৫হিঃ, ১৯৭৫ইঃ

13-মুয়াত্তা মালেক
ইমাম মালেক (১৭১হিঃ) ৪ (ক) মাকতাবায়ে
ধানবাদ, দেওবন্দ, ভারত (খ) দারুল কিতাবিল
অরাবী, ৪র্থ সংস্করণ-১৯৮৮ইঃ, ১৪১৮হিঃ

14-সুফিরাফ আফসর নাথায়ক
ইমাম আফসর নাথায়ক (২১২হিঃ), আল মাজিলিসুল
ইলমী, কারাগার, ইমামাতুল কুরআন কারাগার,
পাকিস্তান, ২য় সংস্করণ-১৯৮৫ইঃ, ১৪১৬হিঃ

15-সূনানে নাসাহী, কুর্বা
দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, বৈরুত, ১ম
সংস্করণ-১৪১১হিঃ, ১৯৯১ইঃ

16-আজাত তাহাহিদ
ইবনে আবির্দার বার (৪৬৩হিঃ), দারুল কুতুবিল,
বৈরুত, দারুল ওয়াহিয়া, কাচারা, ১ম
সংস্করণ-১৪১৪হিঃ, ১৯৯৩ইঃ

17-তুহফাতুল আশরাফ
ইমাম মিয়ী (৪২২হিঃ), আকাউন্ট কানিয়া,
বৈরুত, আল মাকতাবুল ইসলামী বৈরুত, ২য়
সংস্করণ-১৪০৩হিঃ, ১৯৮৩ইঃ
৩০-মামরফুল হামিদ
মনতুর নোমানী (১৪১৮হি), দারুল ইসলাম, করাতি, পাকিস্তান

৩১-আওনুল মায়ুদ
শামসুল হক আহমদবাদী (১৩২৯হি), দারুল কুরআনিল ইসলামিয়া বৈকুণ্ঠ

৩২-কানুনুল উমাল
আলী মুহাম্মদ আল হিন্দী (১৭৫৫হি), মুওয়ামসাসাতুর রিসালা, ১৪০১হি, ১২৮৪হি

৩৩-মুকুল্লামাত ইসলাম হামিদ
মাওলানা ইমরান মিলার (১৪০১হি), করাতি

৩৪-তাকসিলা ফাতিহ মুল্লিহেক
তোরুদিনী, দারুল উলুম করাতি, পাকিস্তান

৩৫-আলী আহমদবাদুল ফাতেলা
(আত আলীকাদুল হাভেলাহে)
ইমাম লাক্কীতী (১৩০৫হি), মাকতাবাতুল মাতুরুহাতিল ইসলামিয়া, হলব, ৩য় সংস্করণ-১৪১৪হি, ১৩৯৩ইঃ

৩৬-আব্বাসের নববিয়া
আলী বাঘাং আবু ওকাই (১৪৫৫হি), মাকতাবাতুল মাতুরুহাতিল ইসলামিয়া, হলব, ১৬
সংস্করণ-১৩২১হি, ১৩১২ইঃ

৩৭-মিরাম্মাত মাজাতীফ
লালী আলী কারী (১০৪৫হি)-কুরআনী ইসলামে, পিটিতী

৩৮-আলিউদ্দিন মাসুম মালকে, (পাগুলিসি)

৩৯-আলী মাইসিদুল হাসানা
ইমাম সামাতী (১০২২হি) দারুল কিতাবিল আরাম, বৈকুণ্ঠ, ৩য় সংস্করণ-১৪১৭হি

৪০-ফায়ুমুল বারী
আলানীর নায় কাম্বিতী (১৫৫২হি), 
রক্তবাহী কৃত কিতু নিখী কিতু, ১৫৫২ইঃ

৪১-আলী মাহমুদ মুহীরী
শামসুল হক আহমদবাদী (১৩২১হি), দারুল বাহিনী কুরআনীল ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান

৪২-তাকাকাকী ইমায়া
বাহিনী ইমায়া (৮০৬হি)
(ইমায়া উল্লুমীরের সাথে)

৩১-দুর্গন্ধ দ্বারা সুন্নী আইদ দাওয়া

৩২-কেন্দ্র উদ্দিপনা সুন্নী আইদ দাওয়া এবং অভিজ্ঞতার ফল

৩৩-মোহাম্মদ ছানা হামিদের সংগঠনের বিভিন্ন উপায়

৩৪-নক্ষত্রের ভুক্ত মেজাজ শরীফ চৌধুরী মসলমান

৩৫-বাবুল সুন্নাত বিধানাত্মক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মূল মাধ্যমের মূল মাধ্যমের মূল মাধ্যমের মূল মাধ্যমের মূল 

৩৬-মুক্তির কার্যকরী বিষয়ে বিভিন্ন উদ্দিপনা সুন্নী আইদ দাওয়া এবং অভিজ্ঞতার ফল

৩৭-দুর্গন্ধ দ্বারা সুন্নী আইদ দাওয়া

৩৮-কেন্দ্র উদ্দিপনা সুন্নী আইদ দাওয়া এবং অভিজ্ঞতার ফল

৩৯-মোহাম্মদ ছানা হামিদের সংগঠনের বিভিন্ন উপায়

৪০-নক্ষত্রের ভুক্ত মেজাজ শরীফ চৌধুরী মসলমান

৪১-বাবুল সুন্নাত বিধানাত্মক তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মূল মাধ্যমের মূল মাধ্যমের মূল 

৪২-তথ্য এবং উদ্দিপনা সুন্নী আইদ দাওয়া
ফিকহ, ফাতাওয়া ও উসুলে ফিকহ

43-মাবুস্ত
শামসুল আবিস্তা সারাব্দী (৪৮২হিজ), দারুল 
কুতুবিল ইলিয়াম, বৈরুত, লেবানন, ১ম 
সংস্করণ-১৪১৪হিজ, ১৯৯৩ইঃ

44-ফাতাওয়া শামী
ইবনে আবীদীন (১২৫২হিজ), এইচ.এম. সাইয় 
কোম্পানী, করাচী, (বোলাক মুদারের ফটো)

45-ফাতাওয়া আলমগীরী
দারু ইহিয়াইত তুরাস, বৈরুত, লেবানন, ২য় 
সংস্করণ

46-আলু মোওয়াফাকাত
আবু ইসহাক শাতেরী (১১০হিজ), দারুল 
মারফা, বৈরুত, লেবানন, ২য় 
সংস্করণ-১৪১৭হিজ, ১৯৯৭ইঃ

47-আলু বাহরুল রায়িক
যাইন ইবনে নুজহাইম (৯৩০হিজ), এইচ.এম. 
সাইং কোম্পানী, করাচী

48-আলু হাতি লিল ফাতাতী
ইমাম সুলতী (১০১২হিজ), দারুল কিতাবিল 
আরাবী, বৈরুত, লেবানন

49-মাজমুউফ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া
ইমাম ইবনে তাইমিয়া, (৭২৮হিজ), বাদশা ফাহাদ 
প্রকাশনা কম্পানী, মদিনা, সুদির আলব, 
১৪১৬হিজ, ১৯৯৫ইঃ

50-রিসালতুল হালাল ওয়াল হারাম
ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮হিজ), দারুল 
রাসাহিবিল ইসলামিয়া, বৈরুত, লেবানন, 
১৪১৭হিজ, ১৯৯৭ইঃ

51-ইমামদুল ফাতাওয়া
হাকিমুল উমমত আশরাফ আলী ধানতী 
(১৩৬২হিজ), মাকতাবায় দারুল উলুম, করাচী

52-নফউল মুফতী ওয়াস সায়েল
আসুল হাই লাহিনাতী (১৩০৪হিজ), এইচ.এম. 
সাইং কোম্পানী, করাচী, পাকিস্তান

53-ইসলাম আওর মূস্কী
মুস্কী মুহাম্মদ শফী (১৩৯৬হিজ), মাকতাবায় 
দারুল উলুম, করাচী
তাসাওফ

৫৫-রিসালাতুল মুসতারিফীর্দীন
হারেস মুহাম্মদ (২৪৩সি), দারুল বাশাইর অলু
ইসলামিয়া, বৈরুত, লিবান, অষ্টম
সংখ্যা-১৪১৬হিজ, ১৯৬৫এং

৫৬-ইহয়াউদ উল্লমিদীন
আবু হামেদ গায়ত্রী (৫০৫সি), মকতবাতাত ইমান,
মনসুরা, মিশ্র, প্রথম সংখ্যা-১৪১৭হিজ, ১৯৯৬ইং

৫৭-আওয়ারাইফ মাতারিক
সোহরাওয়ার্দী (৬৩২সি), ইহয়াউদ উল্লমিদীন-এর
সাথে সংযুক্ত, দারু ইহয়াউদ তুরাস, বৈরুত

৫৮-ইতহাফাত সাদাতিল মুহাম্মদ
মুহাম্মদা যাবেক (১২৫৫সি), দারুল ফিকর (কায়রো,
১৩১১ইলাক সংখ্যাবর্ধন গড়)।

৫৯-ইরসাদাত মুহাম্মদের আলেফ সানী
ইদরের ইসলামিয়া, লাহোর, পাকিস্তান, ১৪১৭হিজ,
১৯৬৬ইং

৬০-আলু কাওলুল জামিল
শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলাতী (১৩৭৬সি), মস্জিদ রুক
দিপু, দিল্লি, ভারত

৬১-কুরাইশেত ইরামারিয়ার
হাফিন ইসলামলাহ মুহাম্মদের মঙ্গলী (১৩১৮সি),
মকতবাত থানফি, দেওবন্দ ভারত

৬২-আলু ইমাম অস্তি তালেব ইমামুল আরেফীন
আহমদ ইমাম সিদিক আল ওমারী (১৩৮০সি)

৬৩-বাসাগারের হাফিজ মুলাম উমরুত
তারু আলু হাই আরেফী (১৪০৭সি), এইচ এম.
সার্কিস কোম্পানী, করাচি, পাকিস্তান, ১৪০১হিজ,
১৯৮১ইং

৬৪-আতু আতাশুফ আন মুহাম্মাদিত
তাসাওফ
আহমদ আলে বানানী (১৩৬২সি), ইদরের
tলাহোর তালিকাতে আশরাফিয়া, মুলতান, পাকিস্তান

التصرف

55-رسالة المستردين

56-إحياء علم الدين

57-عوامل المعارف

58-إعفاء السادة المنتمين

59-ارشادات مجدد الف ثاني

60-الفتوى الميناء

61-كليات امدادية

62-علي بن أبي طالب إمام المارفين

63-بصائر حكم الاست

64-التكشف عن مهمات التصرف.
৬৫-তরবিয়াতুস সালেক
ধান্তী, দারুল ইসাহাইত, কার্টি, পাকিস্তান, ১ম সংস্করণ

৬৬-কামালাতে আশরাফিয়া
সংস্করণ: ইসা সাহেব, ইদারতে তালিফাতে
আশরাফিয়া, ধানা মেন, অর্থ, ১৪১২হিজ

৬৭-আকাবির কা সুলুক
ইকবাল শফিকুর রহমান, কার্টি, পাকিস্তান

৬৮-ইসলামী নেতাব
মাজফুল উদ্দিন রহমান, ধান্তী, দারুল ইসাহাইত, কার্টি, পাকিস্তান

৬৯-তাসহীলু কাস্দিস সাবিল
মুফতী শফিকুর রহমান (রহ), দারুল ইসাহাইত, কার্টি

৭০-তাজীমীনীন
ধান্তী, দারুল ইসাহাইত, কার্টি, ১ম সংস্করণ

৭১-আদাবুল মুবাহারাত
ধান্তী, দারুল ইসাহাইত, কার্টি, ১ম সংস্করণ

৭২-মালফুযাতে হাকিমুল উম্মত
ধান্তী, মাকতাবারে দাদিন, দোলফন্ড, ভারত, ১৪১০হিজ, ১৯৯০ইঙ

৭৩-শরিয়াত ও তুরীকৃত
ধান্তী, মাসউদ পাবলিশিং হাউস, দোলফন্ড, ভারত

৭৪-মাঅরেফে হাকিমুল উম্মত
তাহাদ আব্দুল শাহ (১৪০৭হিজ), এইচ. এম. সাউদ কোম্পানি, কার্টি, পাকিস্তান, জুমাদাল উলা-১৪০৭হিজ

৭৫-শরিয়াত ও তুরীকৃত কা তালায়মূন
সাউদু রাজিল যাকরিয়া (১৪০২হিজ), কুওবানা ইসাহাইত উলা, সাহারানপুর, ভারত, ১ম সংস্করণ-১৩১৮হিজ, ১৯৯৫ইঙ

৭৬-হাজিয়াতু রিসলাতটি মুসাীরদিন
আবুল ফাতেহ (১৪১৭হিজ) দারুল বানাইরিল ইসলামিয়া, বেলুচহাট, লেখার

৭৭-কেলায়তে মুতলাকা
সুফল কেলায়তে হোসাইন (১৯৮২ইঙ), সম্পাদন সংস্করণ-জানুয়ারী/১৯৯৮ইঙ

৭৮-তরীকী সালেক
৬৬-কামালাতে আশরাফিয়া

d-কাবিন কা সুলুক

৭১-আকাবির কা সুলুক

৭৩-শরিয়াত ও তুরীকৃত

৭৪-মাঅরেফে হাকিমুল উম্মত

৭৫-শরিয়াত ও তুরীকৃত কা তালায়মূন

৭৬-হাজিয়াতু রিসলাতটি মুসাীরদিন

৭৭-কেলায়তে মুতলাকা

৭৮-তরীকী সালেক

৬৬-কামালাতে আশরাফিয়া

৭১-আকাবির কা সুলুক

৭৩-শরিয়াত ও তুরীকৃত

৭৪-মাঅরেফে হাকিমুল উম্মত

৭৫-শরিয়াত ও তুরীকৃত কা তালায়মূন

৭৬-হাজিয়াতু রিসলাতটি মুসাীরদিন

৭৭-কেলায়তে মুতলাকা
বিবিধ

১০১-আলু ইতিসাম
ইমাম শাহেয় (১৯০হিজ) দারু ইবনে আফজান,
সৌদি, প্রথম সংস্করণ-১৪৮৮হিজ, ১৯৬৭ইং

১০২-আতু তাফহিমাতুল ইলাহিয়া
শাহ ওয়ালি উল্লাহ (১৭৬হিজ), শাহ ওয়ালি
উল্লাহ একাদশী, হায়দলাবাদ, সিদ্দেখাবাদ

১০৩-ইতমামুল বুরহান কি রাদ্দী তাফহিমিহীল
বয়ন
সাদরাজ খান সফদর, মাদহাতাবী সাফদারিয়া,
গুয়রাযুল হলা, পাকিস্তান, তৃতীয়
সংস্করণ-১৪৮৩হিজ, ১৯৭৩ইং

১০৪-ঈশাহ্তুল হাফিস সারিহ
শাহ ইসামল ছবি (১২৪৬হিজ), কুনিয়া
কুতুবখানা, করাচি, পাকিস্তান

১০৫-মাকতুবাত শাহিখুল ইসলাম মাদানী
(১৩৬৮হিজ), নওখানা, বারহাত

১০৬-মুনাজাতে মুকবুল
আওরাফ আলে হানজিম (১৩৬২হিজ)

১০৭-সালাদত দারিন
ইউসুফ নাবাহানী (১৩৫০হিজ), মির্জাগাঁ

১০৮-সাদেনামা খাকী
মুকিনী ফয়াদুল মোহাম্মদ (১৩৯৬হিজ), ফয়েথিয়া
কুতুবখানা, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

১০৯-সুরুক হায়ত
সায়িদ আবুল হাসান আলী নাভী (১৪২০হিজ),
মানসিং থাকঃকাত ও নাপায়রাতে ইসলাম,
লাখনো, ভারত, তৃতীয় প্রকাশ-১৪১৬হিজ, ১৯৯৫ইং

১১০-ইসলাম কি হয়?
মনসূর নোমানী (১৪১৮-হিজ), আলু ফুকরান বুক
dিপু, লাখনো, ভারত
টাসাউফকে কতুষ্ঠ ও পর্যালোচনা

সংবাদিত ৪-

১১৪-তাফসীরের কুরআনী
আবু আবুল কুরআনী (১৪৮০হিজ), দক্ষিণ কুরআনী ইলমিয়া, বৈদেশিক নারায়ণকে শেষে, লেবানন

১১৫-বায়নুল কুরআন
আশরাফ আলী খানভী (১৩৬২হিজ), এইচ এম সাইদ কোষালী, করাচী, পাকিস্তান

১১৬-ফাতাওয়া আরিয়মায়া
শাহ আবুল আরিয়ম দেহলী (১২০৯হিজ), এইচ এম সাইদ কোষালী, করাচী, পাকিস্তান

-তথ্যের প্রস্তুতি ও শুরুত

১১২-আলে ব্লাগ (কুরআন নির্দেশ)

১১৩-আনে নাই দরজার সেরাহ শরীফ পর তা।

-তথ্যের প্রস্তুতি ও শুরুত
মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মতো কয়েকটি কিতাব

মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলারাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.net